মা

ম্যাকসিম গর্কী

ক্ষয়

ক্ষয়

(ম্যাক্সিম গোর্কীর The Artamonovs উপন্যাসের বাংলা অনুবাদ)

দ্বিতীয় খণ্ড

(সমাপ্ত)

অনুবাদঃ
অধ্যাপক শীতাংশু মৈত্র

ভারতী লাইব্রেরী
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
১৪৫, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৬

প্রথম সংস্করণ ১৯৫২।

প্রকাশক—
অবিনাশ চন্দ্র সাহা
১৪৫, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৬

মুদ্রাকর—
শ্রীদুর্গাপদ দাশ গুপ্ত
ইণ্ডিয়ান প্রিণ্টার্স এণ্ড ষ্টেশনার্স লিঃ
৪ বি, রাজা কালীকৃষ্ণ লেন
কলিকাতা—৫

দাম—পাঁচ টাকা

দ্বিতীয় খণ্ড

বাপের নবম বার্ষিক মৃত্যুতিথি উদ্‌যাপন করবার আগে আর্টামোনোব-দের নিজেদের গির্জা তৈরী হ'য়ে উঠল না। তৈরী যখন হল তখন সেটা উৎসর্গ করা হল মহাত্মা ইলিয়ার নামে। ঢিমিয়ে ঢিমিয়ে সাতটি বছর লাগবার কারণ হল এ্যালেক্‌সি। সে এই নিয়ে যে সব রসিকতা করত সেগুলো খুব সুরুচিপূর্ণ হত না।

'ভগবানের তর সইবে। তাঁর কিছুতেই তাড়াহুড়ো নেই,' বলত সে মজা মেরে। দু দু বার সে গির্জার জন্যে রাখা ইঁট অন্য কাজে ব্যবহার করল—প্রথমবার কারখানায় আর একটা মহল বাড়াতে আর দ্বিতীয়বারে হাঁসপাতাল তৈরী করতে।

উৎসর্গীকরণের পর বাপ আর সন্ততিদের কবরে প্রার্থনার অনুষ্ঠান শেষ হ'ল। সমাধিক্ষেত্র ছেড়ে সমবেত লোকেরা চ'লে গেলে ধীরপদে আর্টামোনোবেরা গৃহাভিমুখী হ'ল; পারিবারিক বেষ্টনীর মধ্যে উলিয়ানা বাইমাকোবা যে বার্চ গাছের তলায় আসনে একা ব'সে রইল তা যেন এদের চোখেই পড়ল না—যেন ভুলেই গেল তার কথা। তাড়াতাড়ি করবার দরকার ছিল না কিছুই। বন্ধু-বান্ধব, পুরুত, কেরানী আর মজুরদের নিয়ে খাওয়া-দাওয়া ত হবে সেই বেলা তিনটের।

মেঘলা দিন। আকাশে যেন হেমন্তের ভ্রূকুটি। ক্লান্ত ঘোড়ার মত হাঁপাচ্ছে ভিজে বাতাস ফারগাছের ডগাগুলোকে এলোমেলো বিক্ষিপ্ত ক'রে। বৃষ্টি হবে আর কি। লাল বালুময় পথের ফালির ওপর দিয়ে মানুষের কালো কালো মূর্তি হেলে দুলে চলে কারখানার দিকে শ্লথ গতিতে। কারখানার তিনটে মহল একই কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে যেন লাল আঙুল খিঁচে মাটি আঁকড়ে ধরে রয়েছে।

ছড়ি ঘুরিয়ে বলে এ্যালেক্‌সি, 'বাবা বেঁচে থাকলে আজ আমাদের কাজ দেখে খুসী হত।'

ভাই-এর মতে মত দিতে তেমন ইচ্ছে না থাকায় পিয়োতর বললে চিন্তিতমুখে 'জারের হত্যায় বাবা দুঃখিত হত।'

'দুঃখু করা বাবার ধাতে ছিল না। বাবা জারের বুদ্ধি নিয়ে ত চলত না, নিজের বুদ্ধিতে চলত।'

কপালের ওপরে টুপী আরও টেনে দিয়ে মেয়েদের দিকে একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে নেওয়ার জন্যে দাঁড়িয়ে গেল এ্যালেক্‌সি। রুমাল দিয়ে চশমা মুছতে মুছতে পদ-দলিত বালির ওপর দিয়ে ক্ষিপ্রপদে চলেছে এ্যালেক্‌সির বউ—সাদাসিধে কালো পোষাক-পরা ছোট্ট ছিপ্‌ছিপে মানুষটি। মোটাগাঁটা নাতালিয়া পরেছে কাঁধের ওপর কালো পুঁতি-বসানো কালো রেশমের গাত্রাবরণ আর ঘন নীল টুপীর পটে তার ঘন লাল চুলের শোভা খুলেছে। নাতালিয়ার পাশে এ্যালেক্‌সির বউকে দেখায় ইস্কুলের মাষ্টারনীর মত।

'তোমার বউ দিন দিন দেখতে আরও সুন্দর হচ্ছে।'

কোন উত্তর দিল না পিয়োতর।

'এবারও নিকিটা মৃত্যু-তিথিতে এল না। রাগ-টাগ করেছে নাকি আমাদের ওপর।'

এই জোলো আবহাওয়ায় পা, বুক ব্যথা করে এ্যালেক্‌সির। লাঠিতে

ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে চলে সে। একে ত মেঘলা দিনে এমনিই মন খারাপ হয়, তাতে এই শোক-প্রার্থনায় মনটা আরও বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে। মুছে ফেলতে চাইছে এ্যালেক্‌সি এই বিষাদ। তাই সে ঠিক করেছে ভাইকে কথা বলাবেই। আর একেই ত সে একগুঁয়ে। আরম্ভ করলে,

'তোমার শাশুড়ী আরও কাঁদবার জন্যে র'য়ে গেলেন। এখনও মনে রেখেছেন বাবাকে। বুড়ো হ'লেও খাসা লোক কিন্তু। টাইখনকে চুপি চুপি ব'লে এসেছি অপেক্ষা ক'রে ওঁকে বাড়ী পৌঁছে দিতে। আজকাল নাকি ওঁর হাঁপ লাগে, চলতে কষ্ট হয়।'

নিম্নস্বরে যেন জোর কোরেই পুনরাবৃত্তি করলে বড় আর্টামোনোব, 'হ্যাঁ কষ্টকর বৈ কি।'

'ঘুমোচ্ছ না কি? কি কষ্টকর?'

ছোট ছোট পাহাড়গুলোর ওপর ফার গাছের সারি যেন রেগে কাঁটা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আড়চোখে সেই দিকে তাকিয়ে পিয়োতর বললে, 'টাইখনকে ছাড়িয়ে দেওয়াই উচিত।'

বিস্ময়ে ভাই জিজ্ঞাসা করলে, 'কেন? ওর কাজের সময়ের একটু এদিক-ওদিক হয় না, খাটেও খুব, বিশ্বাসী—তবু?'

'তবু হাঁদা!' যোগ কোরে দিল পিয়োতর।

মেয়েরা এগিয়ে এল তাদের কাছে। মিষ্টি গলায় ওল্গা কথা কইল তার স্বামীর সঙ্গে। তার দেহের অনুপাতে কণ্ঠের সামর্থ্য আশাতীত ঠেকে সকলের কাণে।

'নাতাশাকে বলছি ইলিয়াকে ইস্কুলে যেতে দিতে; তা ওর ভয়ই কাটতে চায় না।'

সন্তানসম্ভবা নাতালিয়া সুপুষ্ট হাঁসের মত এদিক থেকে ওদিকে মাজা দুলিয়ে চলেছে। কথা বলে সে নাকি স্বরে—সমবেত সমস্ত মেয়েদের বয়োজ্যেষ্ঠার মত।

'আমার মতে ইস্কুলে যাওয়ার অভ্যাস অতি খারাপ। দেখ না, এলেনা তার চিঠিতে হাজারো রকম কথা লেখে যা বোঝাই দুষ্কর। ঐ ইস্কুলে যাওয়ার আর বোর্ডিং-এ থাকার ফল।'

টুপী খুলে কপাল আর মাথার ওপরকার টাক থেকে ঘাম মুছতে মুছতে কঠিন কণ্ঠে এ্যালেক্‌সি ব'লে উঠল, 'প্রত্যেকেরি শিক্ষিত হওয়া উচিত।' অকালে এই টাক এ্যালেক্‌সির রগের ওপর থেকে মাথার পেছন দিকে বেড়ে চলেছে ধীর গতিতে। তাই মুখখানা দেখাচ্ছে আরও লম্বা।

স্বামীর দিকে সপ্রশ্ন চোখে তাকিয়ে নাতালিয়া যুক্তি বিস্তার করতে লাগল, 'পমিয়ালোব ঠিকই বলে। লেখাপড়া শিখলে মানুষ বাউণ্ডুলে হয়।'

'হাঁ,' বলে পিয়োতর।

প্রীত হ'য়ে নাতালিয়া ব'লে ওঠে, 'ঠিক না!'

কিন্তু স্বামী চিন্তিতমুখে যোগ করে,

'স্কুলে যাওয়া দরকার।'

ওল্গা আর এ্যালেক্‌সি হো হো ক'রে হেসে উঠতেই নাতালিয়া ব'কে ওঠে, 'হাসছ যে? সমাধিক্ষেত্র থেকে আমরা আসছি মনে নেই!'

নাতালিয়ার বাহু ধরে ফেলে তারা আরও দ্রুতপদে এগিয়ে যায়; পিয়োতর আরও আস্তে চলতে চলতে বলে,

'আমি অপেক্ষা করি মায়ের জন্যে।'

ঐ অস্তস্তিকর টাইখন বায়ালোব তাকে একেবারে বিপর্যস্ত ক'রে দিয়েছে। কবরে প্রার্থনার আগে, সমাধিক্ষেত্র থেকে কারখানার দিকে তাকিয়ে পিয়োতর আপন মনেই বলেছিল, অহঙ্কার ক'রে নয়, চোখের সামনে যা ঘটছে তাই শুধু দেখে,

'ব্যবসার বাড়ন্ত হয়েছে।'

তখনই পছন দিক থেকে সেকালের শ্রমিক টাইখনের স্থির কণ্ঠস্বর এল,

'ঘরের ছাতার মত ব্যবসা বাড়ে আপনি আপনি।'

পিয়োতর একটি কথা বলে না ; মাথা পর্যন্ত ঘোরায় না। লাইন-শ্রমিকের স্পষ্ট, উদ্ধত নির্বুদ্ধিতায় রাগ হয় তার। একজন খাটে ; শত শত লোককে অন্ন দেয় সে ; দিবারাত্রি সে ব্যবসার চিন্তাতেই মগ্ন ; এই চিন্তা করতে করতে নিজের কথাই ভুলে যায় সে। আর হঠাৎ একটা নির্বোধ কি না ব'লে বসে—ব্যবসা আপনি বাড়ে, মালিকের বুদ্ধির জোরে নয়। যখনই দেখা হয় ওর সঙ্গে, আত্মা, পাপ এইসব নিয়ে কি যে বিড় বিড় করে এই জীবটা।

রাস্তার ধারে একটা দেবদারুর গুঁড়ির ওপর ব'সে কাৎ টানতে টানতে পিয়োতরের মনে পড়ে একদিন সে ওল্গাকে অভিযোগ করেছিল,

'কখনও আমার নিজের সম্বন্ধে ভাববার অবকাশ হয় না।'

ওল্গা তাকে অদ্ভুত প্রশ্ন করেছিল ঃ

'কাজ থেকে তুমি নিজেকে আলাদা ক'রে রাখ কেন ?'

প্রথমে তার মনে হয়েছিল এ বুঝি মেয়েলি রসিকতা। কিন্তু ওল্গার পাখীর মত মুখ গম্ভীর ; চশমার পেছনে তার কালো চোখে সদয় দীপ্তি।

'বুঝতে পারলাম না,' বলে পিয়োতর।

'আর নিজের থেকে আলাদা ক'রে লোকে যখন নিজেকে ভাবে তখন আমি বুঝতে পারি না। আত্মা যেন একটা প'ড়ে-পাওয়া অনাথ।'

'বুঝতে পারলাম না,' আবার বলে পিয়োতর। এই মেয়েছেলেটির সঙ্গে কথা বলার সমস্ত প্রবৃত্তি তার চ'লে যায়। ও একেবারে ভিনদেশী, প্রায় দুর্বোধ্য। তবু তার সরলতা আকর্ষণ করে ; আবার ভয়ও হয়—

এই আপাত সরলতা কুটিলতার আবরণ নয় ত।

টাইখন বায়ালোবকে পিয়োতরের কোনো কালেই ভাল লাগে না। লোকটার দাগে ভরা মুখ, চোয়ালের উঁচু হাড়, অদ্ভুত চোখ, কদম ছাঁট লাল চুলে অর্দ্ধেক-ঢাকা কাণ, ছিটেফোটা দাড়ি, নিপুণ শ্লথ চলন—তার স্থূল, সমর্থ, থপথপে সমস্ত দেহটা দেখলেই পিয়োতরের বিরক্ত লাগে। টাইখনের ধৈর্যও বিরক্তিকর, কেমন যেন হিংসা হয়। তার কাজ করার ক্ষমতাতেও রাগ ধরে। টাইখন যন্ত্রের মত কাজ করে; একবার বকবার পর্যন্ত সুযোগ দেয়না। তাতেও বিরক্ত লাগে। আর সব চেয়ে বিরক্ত লাগে এই ভেবে যে, এই লোকটা, যত দিন যাচ্ছে ততই যেন পরিবারের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে পড়ছে। তাকে না হ'লে আর্টামোনোবদের জীবনের চাকা যে আর চলবে না তা যেন টাইখন বুঝতে পারে। ঐ যেমন কুকুর ঘোড়াগুলো তাকে ভালবাসে তেমনি ছেলেরাও তাকে ভালোবাসে দেখে অবাক লাগে। নেকড়ে-তাড়ানো বুড়ো কুকুর তুলুনটা শিকল দিয়ে বাঁধা আছে ব'লে খেঁকী হ'য়েই আছে। সেও টাইখন ছাড়া আর কাউকে কাছে ঘেঁসতে দেয় না। আর পিয়োতরের বড় ছেলে বেদাঁড়া ইলিয়া বাপ মা'র চেয়ে ঐ লাইন-শ্রমিক টাইখনের কথা অনেক বেশী শোনে।

চোখের সামনে থেকে সরিয়ে দেবার জন্যে আর্টামোনোব বায়ালোবকে অন্য কাজ দিতে চেয়েছে—গির্জার তত্ত্বাবধায়কের কি বন-রক্ষকের কাজ। টাইখন তার মস্ত মাথা নেড়ে অসম্মতি জানিয়েছে:

'ও কাজ আমি পারি না। যদি আমাকে আর সহ্য না হয়, বিশ্রাম দাও। এক মাসের ছুটি দাও আমাকে; নিকিটা ইলিচকে দেখে আসি।'

ঠিক এই কথাটাই সে বলেছিল: 'বিশ্রাম দাও।' এমনি নির্বোধ উদ্ধত, কথাটা। সেই সঙ্গে আবার মনে করিয়ে দিল ভাইয়ের

কথা। জলাগুলির ওপারে কোথায় কোন সুদূর বনের মধ্যে দীন এক মঠে আত্মগোপন ক'রে আছে সে। পিয়োতরের মনে জাগে উদ্বেগ আর সন্দেহ। নিকিটা আত্মহত্যার চেষ্টা করার পর টাইখন তার সম্বন্ধে যা বলেছিল তা ছাড়া আর কিছু, আরও লজ্জাজনক কিছু সে নিশ্চয়ই জানে। সে যেন নূতন দুর্ভাগ্যের অপেক্ষায় আছে। টাইখনের জ্ব'লে জ্ব'লে ওঠা চোখ যেন উপদেশ দেয়,

'আমাকে কিছু বলতে এস না। আমাকে তোমার দরকার আছে।'

এর মধ্যেই তিনবার মঠে গিয়েছে সে। পিঠে এক বোঁচকা ফেলে, হাতে লাঠি নিয়ে একটুও ব্যস্ত না হয়ে সে যাত্রা করে। মাটির ওপর দিয়ে সে হেঁটে চলে যেন দয়া করে। সত্যিই, সে যা করে তাই যেন দয়া ক'রে করে।

ফিরে এসে নিকিটা সম্বন্ধে এদের প্রশ্নের উত্তরে, মন্থর, ঘোলাটে জবাব দেয়। শুনে কেবলই মনে হয় টাইখন যা জানে সব বলছে না।

'ভালো আছে ; লোকে ভক্তি করে। তোমাদের শুভেচ্ছা আর উপহারে জন্যে ধন্যবাদ দিয়েছে।'

আরও কিছু সংবাদ বের করবার আশায় পিয়োতর শুধোয়,

'কি বলে সে ?'

'সাধু মানুষ আর কি বলবে ?'

'কি বলে কি ?' অধৈর্য হয়ে বলে ওঠে এ্যালেক্‌সি।

'কি বলেছে ?'

'তোমাদের জন্যে তার দুঃখু হয়।'

'আমাদের জন্যে ? কেন ?'

'কেন। তোমরা ছুটে বেড়াচ্ছ আর সে একেবারে থিতিয়ে গিয়েছে ব'লে ? তোমরা স্বচ্ছন্দ হ'তে পারছ না ব'লে সে দুঃখিত।'

হো হো ক'রে হেসে এ্যালেক্‌সি চেঁচিয়ে ওঠে :

'যত সব যা তা!'

টাইখনের চোখের তারা কুঁচকে যায়, দৃষ্টিতে আসে শূন্যতা :

'মনে সে কি ভাবে আমি জানি না। যা বলেছে তাই তোমাদের বললাম। আমি বাপু সাদাসিধে মানুষ।'

এ্যালেক্‌সি ব্যঙ্গ ক'রে বলে,

'হাঁ, তুমি সাদাসিধে! ঐ ভাঁড় এ্যান্টন যেমন সাদাসিধে।'

বাতাস উঠে পিয়োতরকে ঢেকে দিল সুগন্ধি উষ্ণতায় ; দিন উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মেঘের মধ্যে বিস্তৃত হয় নীল গুহা ; সূর্য উঁকি মারে অসীম গভীর থেকে। সূর্যের দিকে তাকিয়ে পিয়োতরের চোখ ধাঁধিয়ে যায় ; সে ডোবে আরও চিন্তায়।

মঠে হাজার রুবল জমা দিয়ে আর যতদিন বাঁচবে ততদিন বছরে ১৮০ রুবল সাহায্য নিতে চেয়ে নিজের বাকী পৈতৃক সম্পত্তি নিকিটা যে ভাইদের ছেড়ে দিয়েছে, তাতে, মনে একটু দুঃখু হয় বৈ কি।

'এমন ক'রে কে দিয়ে দেয় ?' পিয়োতর জিজ্ঞাসা করেছিল অসন্তোষে ; এ্যালেক্‌সি কিন্তু খুশীই হয়েছিল।

'তার টাকার কি দরকার ? ঐ নিষ্কর্মা সাধুগুলোকে খাওয়াবার জন্যে ? ও ঠিকই করেছে। আমাদের ব্যবসা আছে, ছেলেপুলে আছে।'

নাতালিয়ার মনে সত্যিই আঘাত লেগেছিল।

গোলাপী গালের ওপর থেকে এক ফোটা জল ঝেড়ে ফেলে বেশ খুশী হয়ে নাতালিয়া বলে, 'যে অপকার আমাদের সে করেছে তা তাহলে এখনও ভোলে নি। ওতেই এলেনার বিয়ের যৌতুক হয়ে যাবে।'

ভায়ের এই কাজে পিয়োতর কিছু বিমর্ষ। নিকিটার মঠে চলে যাওয়াটাকে সহরের লোকে শত্রুতা ক'রে অপব্যাখ্যা ক'রেছে, তাই।

এ্যালেক্‌সির সঙ্গে অবশ্য পিয়োতর বেশ কাজ ক'রে চলেছে।

চতুর ভাইটি তার ব্যবসার কাজের সবচেয়ে সহজ অংশটিই বেছে নিয়েছেঃ নিজনিনোভোগোরোডের মেলায় যাওয়া আর বছরে একবার কি দু বার মস্কোতে। ফিরে এসে সে মস্কোর শিল্পপতিদের ঐশ্বর্যের গালভরা গল্প করতে থাকে।

'ওরা আদব-কায়দার ওপর থাকে—জমিদারদের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।'

'জমিদারের মত থাকা সহজ,' ইঙ্গিত করে পিয়োতর। কিন্তু এ ইঙ্গিত তার ভাইকে স্পর্শ করে না ; সে সোৎসাহে ব'লে চলেঃ

'ব্যবসায়ীরা বাড়ী তৈরী করে—এক একটা নাটমন্দির! তারা ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখায়।'

বয়েস হলেও এ্যালেক্‌সি প্রথম যৌবনের চঞ্চলতা ফিরে পেয়েছে ; বাজের মত চোখ জ্বলজ্বল করে সর্বক্ষণ।

সে ভাইকে জিজ্ঞাসা করত, 'সব সময় মুখ গোমরা ক'রে থাক কেন?' সে উপদেশও দিত আবার, 'ব্যবসা করতে হবে হাল্কা মনে। বিরক্ত হয়ে ব্যবসা করা চলে না।'

পিয়োতর বুঝত, এ্যালেক্‌সির সঙ্গে তাদের বাপের অনেক মিল। কিন্তু দিন যত যায় ততই তার পক্ষে এ্যালেক্‌সিকে বোঝা শক্ত হয়ে ওঠে।

'আমি অসুস্থ মানুষ,' এখনও এ্যালেক্‌সি মনে করিয়ে দেয় বাড়ীর লোকদের, কিন্তু শরীরের প্রতি কোন যত্ন নেয় না ; প্রচুর মদ খায়, রাতের পর রাত প্রচণ্ড জুয়া খেলে ; মেয়েদের সঙ্গে ব্যবহারে অসংযম প্রকাশ পায় সকলের চোখেই। তার জীবনের মূলকেন্দ্রটি কি? দেখে মনে হয় সে নিজেও নয়, নিজের বাড়ীও নয়। বাইমাকোবার বাড়ীখানা বহুদিন থেকেই মেরামত করা দরকার ; সে দিকে এ্যালেক্‌সির নজর নেই। তার ছেলেগুলো জন্মায় দুর্বল হয়ে আর পাঁচ বছর বয়েস হওয়ার আগেই

মারা যায়। কেবল কুদর্শন মিরণই বেঁচে আছে। মস্ত এক ছোকরা ইলিয়ার চেয়ে বয়েসে তিন বছরের বড়। যত সব বাজে জিনিষের প্রতি এ্যালেক্সি আর তার বউ-এর লোভ দেখলে হাসি পায়। ভদ্দর লোকের কাছ থেকে কেনা নানা প্রকারের বেখাপ্পা আসবাবে ঘর ভর্তি। সেইগুলি উপহার দিয়ে এরা দুজনেই আনন্দ পায়। ধারে চীনেমাটির কাজ-করা পোষাক-আশাক রাখবার এক আলমারি দিয়েছে তারা নাতালিয়াকে, আর বাইমাকেবাকে দিয়েছে একখানি চামড়ার আরামকেদারা; তার সঙ্গে ব্রোঞ্জের কাজ-করা কারেলিয়ান বার্চ কাঠের অপূর্ব একখানি পালঙ্ক। পুঁতি দিয়ে ছবি আঁকতে ওস্তাদ ওল্গা তবু তার স্বামী জমিদারী দেখে ফিরবার সময় ঐ সব ছবিই নিয়ে আসবে।

অসংখ্য দেরাজ-ওয়ালা, সূক্ষ্ম কারুকর্মে-ভরা প্রকাণ্ড এক ডেস্ক এনে দিল সে পিয়োতরকে। পিয়োতর বললে, 'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।'

'সুন্দর! এ জিনিষ আর এখন তৈরী হয় না। মস্কৌতে কদর আছে এর।'

'রূপোর বাসনপত্র কেনো না কেন? রূপোর জিনিষ অভিজাতদের অনেক আছে।'

'একটু সময় দাও আমাকে—সব কিনে ফেলব! মস্কৌতে……'

এ্যালেকিসর কথা মানতে হলে বিশ্বাস করতে হয় যে মস্কৌ পাথা-পেয়ালা লোকে ভর্তি। তারা ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যস্ত থাকার চেয়ে, ভদ্দর লোকেরা যা কিছু বিক্রী করে—সে গাঁয়ের বাড়ী থেকে আরম্ভ ক'রে চা-এর পাত্র পর্যন্ত—সব কিছুই কিনে ফেলবার চেষ্টায় ব্যস্ত।

ভাই-এর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে পিয়োতরের কেবলই মনে হয় নিজের বাড়ীর চেয়ে ভাই-এর বাড়ীতে সে বেশী স্বচ্ছন্দ বোধ করে। কেন বুঝতে পারে না। আর কি জন্যে ওল্গাকে ভালো লাগে তাও বোঝে না।

নাতালিয়ার পাশে তাকে ত পরিচারিকার মত দেখায়। কেরোসিনের বাতি দেখে সে নেকীর মত ভয়ে আঁৎকে ওঠে না। সে বিশ্বাসও করে না যে আত্মঘাতীদের চর্বি থেকে ছাত্রেরা কেরোসিন চুঁইয়ে বের করে। তার গলার আওয়াজে মন খুশী হয়; সুন্দর চোখের সদয় দীপ্তি চশমায় নষ্ট হয় না। কিন্তু তার সাংসারিক কথাবার্তায় এমন ছেলেমানুষী স্পষ্টতা। মনে হয় ওল্গা যেন সব দূর থেকে দেখছে। ফলে পিয়োতর কেমন খেই হারিয়ে ফেলে; বিরক্ত লাগে তার।

'তুমি বিশ্বাস করো না কিছুর জন্যে কাউকে দায়ী করা চলে?' খোঁচা দিয়ে পিয়োতর শুধোয়।

ওল্গা উত্তরে বলে, 'দোষ লোকেদেরই। তবে আমি বিচার করতে চাই না।'

পিয়োতর বিশ্বাস করে না তার কথায়।

স্বামীর সঙ্গে সে এমন ব্যবহার করে যে মনে হয় বয়সে সে ত বড় বটেই, আর বুদ্ধিও যে তার বেশী এ কথাও সে জানে। এতে এ্যালেক্সি রাগ করে না। সে ওল্গাকে 'মাসী' বলে ডাকে। কখনও কদাচিৎ ক্ষীণ বিরক্তিতে ঝাঁকিয়ে ওঠে,

'যথেষ্ট হয়েছে, মাসী—ক্লান্তি লাগছে। আমার অসুখ শরীর; একটু আধটু প্রশ্রয় দিলে কিছু ক্ষতি হবে না।'

'যথেষ্ট প্রশ্রয় পেয়েছ তুমি—অনেক প্রশ্রয় পেয়েছ।'

স্বামীর দিকে তাকিয়ে সে হাসে। পিয়োতর এমন হাসি নাতালিয়ার মুখে দেখলে খুশী হ'ত। স্ত্রী হিসেবে নাতালিয়া আদর্শ। সে নিপুণ গৃহ-কর্ত্রী। শসা, বেঙের ছাতা জারিয়ে রাখতে সে অদ্বিতীয়। তার বাড়ীর চাকরেরা ঘড়ির কাঁটার মত খাটে। স্বামীর প্রতি ভালোবাসায় তার ক্লান্তি নেই। সে ভালবাসা শান্ত, ক্ষীরের মত ঘন। খরচেও সে হিসাবী।

'ব্যাঙ্কে এখন আমাদের কত আছে?' জিজ্ঞাসা করার সঙ্গে সঙ্গেই

নাতালিয়া যোগ করে 'ঠিক জানো ত যে ব্যাঙ্কটা ভালো ; ফেল পড়বে না ?'

টাকা নাড়াচাড়া করার সময় তার মুখ কঠিন হোয়ে ওঠে ; লাল ঠোঁঠ দুটি টিপে ধরে সে। তার চোখে ফুটে ওঠে তীক্ষ্ণ আঠালো আলো। নোংরা নানারঙের কাগজের টুকরো গুলি সুপুষ্ট আঙুলে সযত্নে তুলে ধরে নাতালিয়া। মাছির মত কাগজগুলো উড়ে যেতেও ত পারে।

বিছানায় শুয়ে পিয়োতরকে আদরে আলিয়ে দিয়ে সে জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি আর এ্যালেক্সি লাভের টাকা ঠিক ভাগ ক'রে নাও ত ? ঠিক জানো সে তোমায় ঠকায় না। ও বেশ চলবলে ! আর ওরা লোভী— ও আর ওর বউ। যা হাতের কাছে পায় তাই খপ কোরে নিয়ে নেয় —কেবল নিতেই আছে।'

নাতালিয়ার মনে হয় তার চারিদিকের লোকেরা সব কুচুটে। তাই ব'লে ফেলে,

'টাইখন ছাড়া আমার আর কাউকে বিশ্বাস হয় না।'

ক্লান্তিতে পিয়োতর বিড় বিড় কোরে ওঠে, 'তাহলে তোমার বিশ্বাস একটা হাঁদার ওপর।'

'হাঁ হাঁদা বটে কিন্তু ওর ধর্মাধর্ম জ্ঞান আছে।'

নিজনিনোভোগোরোড-এ নিখিল রুষীয় মেলা। প্রথম বার বউকে যখন নিয়ে যায় পিয়োতর তখন মেলার প্রকাণ্ডতায় একেবারে থ হ'য়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল,

'কেমন লাগছে ?'

'চমৎকার। সব জিনিষই এত বেশী আর এত সস্তা।'

কি কি তাদের দরকার নাতালিয়া গুণতে আরম্ভ করল।

'পঁচিশ সের সাবান, এক বাক্স বাতি, দলা চিনি, এক বস্তা দানাদার......'

সার্কাস দেখতে গিয়ে, বাজিকরেরা আসতেই নাতালিয়া চোখ ঢাকে,

'ছি ছি নির্লজ্জ! ইস্ একেবারে আদ্ধেক উলঙ্গ! পেটে ছেলে নিয়ে ওদের দিকে আমি তাকাতে পারব না। এই রকম ভীষণ সব জায়গায় তুমি আমাকে এনো না —এবার আমার ছেলেও ত হতে পারে!'

এই রকম সময়ে পিয়োতরের মনে হয়, ঐ বাটারাকশা নদীর সবুজ আঠালো শ্যাওলার মত বিরক্তিতে তার দম আটকে আসছে; ঐ শ্যাওলায় এক থপথপে টেঞ্চ মাছগুলো ভিন্ন আর কিছু বাঁচে না।

একটা কাজের কাজ হিসেবেই নাতালিয়া এখনও আগের মতই দীর্ঘ প্রার্থনা করে। প্রার্থনার শেষে বিছানায় প'ড়ে অধ্যবসায়ের সঙ্গে স্বামীকে তার নরম পুষ্ট দেহ উপভোগ করতে উত্তেজিত করে। ভাঁড়ার ঘরে থাকে জারিয়ে রাখা খাবার, ধোঁয়ায় সেদ্ধ মাছ আর শুয়োরের শুকনো মাংস! এই ভাঁড়ার ঘরের গন্ধ নাতালিয়ার গায়ে। পিয়োতর বারে বারে বোধ করেছে, বারে বারেই যে, বউ-এর উৎসাহ যেন বড্ড বেশী, যেন তার আদর তাকে একেবারে শুঁষে নেয়।

'জ্বালিও না; বড় ক্লান্ত লাগছে,' বলে সে।

'ঘুমোও তাহলে; নারায়ণ, নারায়ণ,' কর্ত্তব্যনিষ্ঠার সঙ্গে উত্তর দিয়ে নাতালিয়া নিজেও তখনি ঘুমিয়ে পড়ে। তার ভুরু দুটি যেন বিস্ময়ে উচ্চকিত হয়ে থাকে; ঠোঁট দুটিতে ঈষৎ হাসি। মনে হয় তার বন্ধ চোখ বুঝি কোনো অদৃষ্টপূর্ব অপূর্ব স্বপন দেখছে।

যে সব বিশুষ্ক মুহূর্তে নাতালিয়ার প্রতি তার ঘৃণা মনে বিশেষ স্পষ্ট হোয়ে উঠত সেই সব মুহূর্তে পিয়োতর তাদের প্রথম ছেলের ভয়াবহ জন্মদিনের কথা জোর কোরে মনে আনত। আঠার ঘণ্টার একটানা যন্ত্রণার পর শাশুড়ী ভীত, অশ্রুসিক্ত চোখে তাকে নিয়ে এল ঘরে। সেখানে আবহাওয়া অদ্ভুত ঘন আর ভারাক্রান্ত। আলুথালু বিছানায় শুয়ে স্ত্রী তার অসহ্য যন্ত্রণায় আতার কাতার করছে। উদ্ভ্রান্ত চোখ বেরিয়ে আসছে কোটর থেকে। চুল এলোমেলো; ঘাম ঝরছে; তাকে প্রায় চেনাই

যাচ্ছে না। স্বামীকে সে আকুল চীৎকারে সম্ভাষণ করল ঃ

'পেত্যা, বিদায়। আমি যাচ্ছি। এবারে ছেলে হবে·········পেত্যা, ক্ষমা·········'

কামড়ে কামড়ে এমন ফুলে উঠেছে যে নাতালিয়া আর ঠোঁট নড়াতে পারছে না। কথাগুলো যেন গলা থেকে না বেরিয়ে বেরিয়ে আসছে তার ঝুলে-পড়া পেট থেকে। এত বড় হয়ে উঠেছে পেট যে এই-বারে মনে হয় ফেটে যাবে। ফুলে-ওঠা রক্তিম মুখে সে ক্লান্ত কুকুরের মত হাঁফাচ্ছে আর কুকুরেরই মত স্ফীত, ক্ষতবিক্ষত জিভ বার করছে। চুল ছিঁড়ে ফেলছে টেনে টেনে। অবিরাম চীৎকার আর কোঁথানিতে মনে হয় সে যাকে নিরস্ত করতে কি পরাজিত করতে চাইছে সেই প্রতিদ্বন্দী হয় তাতে অনিচ্ছুক নয় ত অপারগ।

'ছেলে হয়েছে···········'

ঝোড়ো দিন। জানলার বাইরে একটা বার্ড-চেরী গাছ আন্দোলিত হচ্ছে সশব্দে আর জানলার কাঁচে নাচছে ছায়া। পিয়োতর সেই নাচ দেখতে দেখতে আর পাতার মর্মর শুনতে শুনতে উদ্ভ্রান্ত হয়ে চীৎকার কোরে ওঠে ঃ

'এই দেখতে পাচ্ছ না ? পর্দাটা টেনে দাও।'

ঘর থেকে সে পালিয়ে গেল। পেছনে আসছে মেয়েমানুষের আর্তনাদ ঃ

'আ—আ—আ—আ·········'

আনন্দে আর ক্লান্তিতে কথা বলতে অক্ষম তার শাশুড়ী দেড় ঘণ্টা পরে আবার পিয়োতরকে নিয়ে গেল তার স্ত্রীর শয্যার পাশে। নাতালিয়া শহীদের মত অপার্থিব আলোয় ভরা চোখে তাকায় তার দিকে—দুর্বল মুগ্ধ স্বরে বলে,

'মেয়ে নয়। ছেলে।'

ঝুঁকে নাতালিয়ার কাঁধে চুমো খেয়ে নীচু গলায় বললে,

'খোকার মা, জীবনে এ আমি কখনও ভুলব না। এ কথা আমি তোমাকে দিতে পারি। ধন্যবাদ তোমাকে!'

এই প্রথম সে তাকে খোকার মা ব'লে ডাকল। তার সমস্ত ভয়, সমস্ত আনন্দ ঐ একটি কথায় প্রকাশ পেল। চোখ বুঁজে, ভারী হাতে নাতালিয়া তার মাথায় টোকা দিতে থাকে।

'দত্যির মত ছেলে হয়েছে,' বললে মুখে বসন্তের দাগে-ভরা, মস্ত-নাক ধাই। এমন গর্বভরে ছেলেকে দেখাতে লাগল যেন সেই প্রসব করেছে। পিয়োতর কিন্তু তাকায় না ছেলের দিকে। স্ত্রীর মৃতকল্প মুখ ছাড়া সে আর কিছুই দেখতে পায় না। সে মুখে চোখের বদলে শুধু রয়েছে দুটি কালো গর্ত।

'বাঁচবে না, না?'

'কি যা তা বকেন! ওতে লোক মরলে আর ধাই বোলে কিছু থাকত না।' চটপট উত্তর দিলে মুখে বসন্তের দাগে ভরা ধাই।

সেই দৈত্যের মত ছেলের বয়েস এখন নয়। দীর্ঘদেহ, স্বাস্থ্যবান, সু-উচ্চ কপাল; নাকের ডগা একটুখানি ওপরে তোলা। সারা মুখ স্বচ্ছ, গম্ভীর, দীর্ঘ চোখের নীল আলোয় উজ্জ্বল। এইরকম চোখ ছিল এ্যালেক্সির মায়ের আর নিকিটার। প্রথমটির এক বছর পরে মেজ ছেলে ইয়াকবের জন্ম হয়। কিন্তু পাঁচ বছর বয়সেই ইলিয়া বাড়ীতে প্রধানতম ব্যক্তি। সকলেই আদর দিয়ে নষ্ট করে তাকে। কারও কথা সে শোনে না। স্বাধীন জীবন যাপন করতে গিয়ে অদ্ভুত শৃঙ্খলার সঙ্গে সবচেয়ে অস্বস্তিকর এবং বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে পড়ে। দুষ্টুমি-গুলো তার সব সময়েই কিছু অসাধারণ রকমের ব'লে বাপের মনে বেশ একটা গর্বের ভাব জাগে।

একদিন পিয়োতর দেখে কি বাইরের বাড়ীতে একটা কাঠের পিপেতে

ধুরো সমেত চাকা লাগাচ্ছে।

'কি তৈরী হচ্ছে ?'

'ইষ্টিমার।'

'চলবে না।'

'চলাব!' ঠাকুর্দার মত ব'লে উঠল ছেলে।

পরিশ্রম যে বৃথা হবে এ কথা ছেলেকে বোঝাতে না পেরে পিয়োতর আপনমনেই ভাবলে,

'ঠাকুর্দার মতই দেখছি কাজে নিষ্ঠা।'

যা করতে চাইত তার থেকে ইলিয়াকে টলানো যেত না। কিন্তু বহু চেষ্টা ক'রেও সে ঐ পিপে আর চাকা দিয়ে ষ্টীমার তৈরী করতে না পেরে দুই চাকা পিপের দুই পাশে লাগিয়ে নিয়ে গেল নদীর ধারে। জলে নেমে কাদায় আটকে গেল গাড়ী। ভয় পাবার বদলে সে কিন্তু চীৎকার ক'রে ডাকতে লাগল কয়েকজন মেয়েছেলেকে। তারা নদীতে কাপড় কাচছিল।

'ওগো, ও ভালমানুষের মেয়েরা—আমাকে টেনে তোলো না ; তা না হ'লে আমি যে ডুবে যাব!'

ইলিয়াকে এক চড় মেরে নাতালিয়া পিপেটা কুচিয়ে জ্বালানি ক'রে ফেললে। সেদিন থেকে, তার দু বছরের বোন তানিয়ার চেয়ে মাকে বেশী ধর্তব্যের মধ্যে আনে না ইলিয়া। সে ব্যস্ত-সমস্ত ছোট্ট মানুষ, সব সময়েই কিছু না কিছু করছে। কখনও চাঁচছে কখনও কোপাচ্ছে কখনও গুঁড়চ্ছে আবার কখনো কিছু সারছে। তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বাপ ভাবে:

'ও কিছু একটা হবে। মিস্ত্রী হবে।'

মাঝে মাঝে দিনের পর দিন ইলিয়া বাপের তোয়াক্কা রাখে না। তারপর হঠাৎ সোজা আফিসে গিয়ে উঠে পিয়োতরের হাঁটুতে ব'সে

দাবী করে,

'একটা গল্প বল।'

'সময় নেই আমার।'

'আমারও নেই।'

হেসে বাবা কাগজপত্র সরিয়ে দিয়ে আরম্ভ করে,

'তাহলে শোনো। একদিন·········'

'ও একদিনের গল্প আমি সব জানি। একটা মজার গল্প বল।'

বাপ মজার গল্প জানে না।

'তুমি বরং দিদিমার কাছে যাও।'

'দিদি মারঠাণ্ডা লেগে শরীর খারাপ হয়েছে।'

'তাহলে মায়ের কাছে যাও।'

'মায়ের কাছে গেলে মুখ ধুইয়ে দেবে।'

আর্টামোনোব হেসে ওঠে। শুধু ছেলেই তাকে এমন সহজে এমন স্বাভাবিকভাবে হাসাতে পারে।

'তাহলে আমি টাইথনের কাছে যাই,' ব'লেই ইলিয়া নামতে গেল হাঁটুর ওপর থেকে। কিন্তু পিয়োতর তাকে থামিয়ে বললে,

'টাইথন তোমাকে কি বলে?'

'সব কথা বলে।'

'তা ত বলে, কিন্তু কি বলে?'

'ও সব জানে। বালাখ্নায় বাস করত কি না। ওরা সেখানে নৌকো, বজরা তৈরী করত।'

কোনোখান থেকে প'ড়ে মুখে আঘাত লাগলে তার মা গালে এক চড় মেরে চীৎকার কোরে উঠত,

'ছাদে উঠবি না কখনও। প'ড়ে খোঁড়া হয়ে কুঁজো হয়ে থাকবি।'

রাগে লাল হ'য়ে ছেলেটা না কেঁদে মাকে শাসায়,

'ফের যদি আমাকে মার তাহলে তোমার সামনেই মরব আমি।'

নাতালিয়ার মুখে ছেলের এই শাসানির কথা শুনে হেসে পিয়োতর বলে, 'না মেরে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।'

দুই হাত পেছনে রেখে ছেলে এসে দাঁড়ায় দারজার কাছে। কৌতূহলে আর স্নেহের বেগে আর সমস্ত কিছু তলিয়ে গেল পিয়োতরের ; সে জিজ্ঞাসা করল,

'মায়ের সঙ্গে অমন রূঢ় ব্যবহার কর কেন?'

'আমি হাঁদা নই,' রেগে উত্তর দেয় ছেলে।

'অমন কর্কশ ব্যবহার যে করে সে হাঁদা ছাড়া আর কি?'

'আমাকে মারে কেন? টাইখন বলে, শুধু বোকারাই মার খায়।'

'টাইখন? টাইখন নিজে......'

যে কোনো কারণেই হোক পিয়োতর টাইখনকে হাঁদা বলতে দ্বিধা করে। কি বলবে ভেবে ঠিক করতে না পেরে, দরজার কাছের মানুষটিকে দেখে আর ঘরে পায়চারি করে পিয়োতর।

'ভাই ইয়াকবকে মার কেন?'

'ও যে হাঁদা। আর তা ছাড়া ওর লাগে না—মোটা কি না।'

'ও, তাহলে মোটা ব'লেই তোমার তাকে মারতে হবে।'

'ও লোভী।'

পিয়োতর বোঝে যে ছেলেকে সে বাগ মানাতে পারে না; আর ছেলেও তা জানে। ছেলের কাণটা টেনে দেওয়া আরও সহজ কাজ হত এবং তাতে ফলও হয়ত ভালো হত৷ কিন্তু ঐ কোঁকড়া চুলে ভরা মাথার দিকে তার হাত ওঠে না কিছুতেই। স্নেহের এমন টান। ছেলের ঐ আশাভরা, নীল চোখের স্থির মনোহর দৃষ্টির সামনে শাস্তি দেবার কথা মনে হলেই তার অস্বস্তি লাগে। রোদ্দুরও এসে অসুবিধা ঘটায়। কেমন ক'রে যেন ইলিয়ার সব বেশী দুষ্টমি পেয়ে বসে

রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে। গতানুগতিক তিরস্কারের কথাগুলো বলতে বলতে পিয়োতরের মনে হয় সেও এই বয়সে ঐ কথাগুলোই শুনেছে কিন্তু মনে কোন রেখাপাতই করে নি, শুধু জাগিয়েছে বিরক্তি আর, সোজা ক'রে বলতে গেলে, ভয়। কিন্তু ন্যায়সঙ্গত হলেও মার খেয়ে সহজে ভোলা যায় না। সে কথাটাও ভালো ক'রে জানা আছে পিয়োতর আর্টামনোবের।

গোলগাল, টুকটুকে-গাল মেজ ছেলে ইয়াকব দেখতে তার মায়ের মত। সে প্রায়ই কাঁদে—মনে হয় কাঁদতে যেন তার কেমন ভালো লাগে। চোখ দিয়ে জল গড়াবার আগে সে নাক ঝাড়তে থাকে, গাল ফুলোয় আর চোখ রগড়ায়। ছেলেটা ভীতু ; খায় অনেক আর লোভীর মত। খেয়ে দেয়ে পেট ভারী ক'রে হয় ঘুমোয় নয় মায়ের কাছে ঘ্যান ঘ্যান করে,

'মা, গা ম্যাজ ম্যাজ করছে।'

বড় মেয়ে এলেনা এখন তরুণী। সে দূরবর্তী, পর-পর হ'য়ে গিয়েছে। শুধু গ্রীষ্মের ছুটিতে সে বাড়ীতে থাকে।

সাত বছর বয়সে ইলিয়া পুরোহিত গ্লেবের কাছে পড়তে শুরু ক'রে পরে আবিষ্কার করে যে মিলের কেরাণীর ছেলে নিকোনোব একখানা ছবি-ওয়ালা প্রথম ভাগ থেকে পড়া শিখছে। বইখানার নাম 'আমাদের নিজের ভাষা'। নিকোনোব স্তবের বই পড়ে না। ইলিয়া মাকে এসে বলে,

'আমি আর পড়ব না ; জিভে লাগে।'

অনেক পরে অনেক কায়দা ক'রে প্রশ্ন করবার পর সে খুলে বলে,

'পাশা নিকোনোব আমাদের নিজের ভাষা শিখছে আর আমি শিখছি পরের ভাষা।'

কিন্তু মাঝে মাঝে এই চঞ্চল ছেলেটা, ভিতরের কি বাধায় সংযত

হ'য়ে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, পাহাড়ের ওপর এক পাইন গাছের তলায়, একা ব'সে থাকে ; বাটারাক্শার সবুজ, পঙ্কিল জলে ফেলতে থাকে শুকনো পাইনের ডগা।

'মন খারাপ হয়েছে ছেলেটার,' বাপ ভাবে। সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, কাজের কাণে-তালা-ধরানো কলরোলে ঘুরপাক খেয়ে পিয়োতরও হঠাৎ ডুবে যায় আবছা চিন্তার ঘন কুয়াসায়—অবসাদের অন্ধ জটিলতায়। পিয়োতর বুঝতে পারে না কোনটা তাকে বেশী হতবুদ্ধি ক'রে দেয় ঃ ব্যবসার চিন্তা না এই একঘেঁয়ে ভাবনার অবসাদ। এই রকম দিনে, প্রায়ই, পিয়োতরের যার সঙ্গে দেখা হয় তাকেই ঘেন্না লাগে—কাউকে বা তার তেরছা চাউনির জন্যে, কাউকে বা তার খারাপ কথার জন্যে। এইজন্যেই সেই মেঘলা দিনে টাইখন বায়ালোবকে পিয়োতরের প্রায় ঘেন্নাই লাগে।

পিয়োতরের শাশুড়ী টাইখনের বাহুতে ভর দিয়ে এগিয়ে আসছে। পিয়োতর শুনতে পেল টাইখনের গলা,

আমরা বায়ালোবেরা মস্ত পরিবার।'

উঠে দাঁড়িয়ে বাইমাকোবার মুক্ত হাত খানা নিজে ধ'রে পিয়োতর জিজ্ঞাসা করলে, 'তাহলে আত্মীয়দের সঙ্গে থাক না কেন?' টাইখন কথা বন্ধ ক'রে স'রে গেল। কঠিন স্বরে বারে বারে ঐ এক কথাই জিজ্ঞাসা করতে লাগল আর্টামোনোব। তখন নিজের বর্ণহীন চোখ কুঁচকে লাইনের শ্রমিক উদাসীন গলায় উত্তর দিলে,

'কেউ-ই আর বেঁচে নেই ব'লে। তাদের সব শেষ ক'রে দিয়েছে।'

'তার মানে? শেষ ক'রে দিয়েছে মানে? কে শেষ ক'রে দিয়েছে।'

'আমার দুই ভাইকে সেবাষ্টোপোলে পাঠায়; তারা সেখানে মারা পড়ে। মুক্তি আন্দোলনে চাষারা যখন ক্ষেপে ওঠে তখন বড় জন তাতে যোগ দেয়। তাদের বাপও যোগ দেয় বিদ্রোহে। সরকারের লোকেরা

যখন জোর ক'রে আলু খাওয়াচ্ছে সকলকে তখন সে বলে আলু গিলবে না। ওরা তাকে চাবকাতে যেতেই সে পালালে কিন্তু পায়ের তলায় বরফ ভেঙে যেতে জলে ডুবে মারা গেল। আর একজনকে তখন আমার মা বিয়ে করে। তার নাম বায়ালোব; সে জাতে জেলে। তারপরে আমি আর আমার ভাই সার্জি জন্মাই।

তখনও কান্নায় ভারী চোখ পিটপিট ক'রে উলিয়ানা জিজ্ঞাসা করে, 'তোমার আর ভাই কোথায়?'

'তাকেও মেরে ফেলেছে।'

বিরস গলায় বলে আর্টামোনোব, 'মরা মানুষের জন্যে প্রার্থনার মত তোমার কথাগুলো শোনাচ্ছে।'

'উলিয়ানা আইবানোবনা আমায় শুধোচ্ছিলেন। একটু মুষড়ে পড়েছলেন কি না; তাই আমি.........'

কথাটা শেষ করলে না। নীচু হয়ে রাস্তা থেকে একটা শুকনো ডাল তুলে ওদিকে ফেলে দিল টাইখন। দুই এক মিনিট কেউ কোনো কথা কইলে না।

'কে মারল তোমার ভাইকে,' হঠাৎ শুধোয় আর্টামোনোব।

'কে আবার মারবে? মানুষে,' ধীরে বায়ালোব উত্তর দেয়। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বাইমাকোবা যোগ করে,

'বাজ প'ড়েও মরে।'

ভরা গ্রীষ্মে এল কষ্টের দিন। হলদে ধোঁয়াটে আকাশের নীচে বুকচাপা নিঃস্তব্ধতা, আর অসহ্য গরম ঝুঁকে রয়েছে পৃথিবীর ওপর। জ্বালানিতে ভরা জলায় আর বনে আগুন জ্ব'লে জ্ব'লে উঠছে। হঠাৎ উদ্দামবেগে শুকনো গরম হাওয়া বেপরোয়া চীৎকার করতে করতে গাছের শুকনো পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলছে—গত বছরের শুকনো পাইনের ডগা ফেলছে ছড়িয়ে—বালির ঘূর্ণি উড়িয়ে সামনে সেগুলো

সব ঝেঁটিয়ে নিয়ে চলছে, কাঠের চাঁছ, মুরগীর পালক, সব কিছুর সঙ্গে ; লোকেদের ধাক্কা দিয়ে জামাকাপড় খুলে দেবার চেষ্টা করছে এবং শেষ পর্য্যন্ত লুকিয়ে যাচ্ছে বনে। সেখানে আরও জোরে জ্বালিয়ে দিচ্ছে আগুন।

কারখানেতে ভারী অসুখ লেগেছে। টাকুর গুনগুন, মাকুর খটখট শব্দের মধ্যে আর্টামোনোব শুনতে পায় শুকনো খক্‌খকে কাশি। তাঁতের পাশে লোকগুলো মুখ নীচু ক'রে তিক্তমনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। শ্রমিকদের চলাফেরার গতি শিথিল। উৎপাদন ক'মে যায় ; স্পষ্টই বোঝা যায় কাপড় তৈরী হচ্ছে আগের চেয়ে অনেক নিরেস। বেশী বেশী সংখ্যায় শ্রমিক অনুপস্থিত হ'তে থাকে ; পুরুষেরা বেশী মদ খাওয়া ধরে আর মেয়েদের বাড়ীতে শুশ্রূষা করতে হয় রুগ্‌ন শিশুর। বুড়ো সেরাফিম ছোট্ট মানুষ ; তার গোলাপী মুখ খানা দেখতে ছেলেমানুষের মত। হাসিখুশী লোক সে। তাকেই দিনের পর দিন ছোট ছোট শবাধার তৈরী করতে হয়। বড়মানুষদেরও জীবনের কাজ প্রায়ই শেষ হয়ে যায় ; তাদের জন্যেও সেরাফিমকেই পাংশুবর্ণ ফার গাছের তক্তা জোড়া দিতে হয়।

এ্যালেক্‌সি জোর দিয়ে বলে, 'আমাদের দরকার একদিনের ছুটির। তবে ওদের মন ভালো হবে ; চাঙ্গা হয়ে উঠবে ওরা।'

বউকে সঙ্গে নিয়ে মেলায় যাবার সময় সে উপদেশের পুনরাবৃত্তি করে।

'ওদের একদিন ছুটি দাও ; দেখবে ওরা জীইয়ে উঠবে। সত্যি বলছি, আমোদে সব অসুখ সারে!'

পিয়োতর বউকে বললে, 'লাগিয়ে দাও ; বেশ ভাল্লো ক'রে কর— খপ্‌চি কেটো না যেন।'

নাতালিয়া ঘুন্‌ঘুন্ করতে আরম্ভ করে। রেগে শুধোয় পিয়োতর :

কি ?'

প্রতিবাদে আবরণীর তলাতে নাক ঝেড়ে উত্তর দিলে,

'আচ্ছা বেশ।'

বিশেষ প্রার্থনা দিয়ে তারা শুরু ক'রলে। পুরোহিত স্লেব অত্যন্ত বিধিপূর্বক অনুষ্ঠান সম্পাদন করে। পুরোহিত রোগা হয়ে গিয়েছে আরও। ভাঙা গলায় অনভ্যস্ত কথাগুলির উচ্চারণ তীব্র করুণ হ'য়ে ওঠে—মনে হয় প্রার্থনায় সে তার শেষ ক্ষীয়মান জোরটুকু নিয়োগ করছে। ক্ষয়রোগগ্রস্ত তাঁতিদের ভক্তিতে নিশ্চল রক্তহী মুখে কঠিন ভ্রূকুটি। মেয়েদের অনেকেই ফুঁপিয়ে কাঁদে। পুরোহিত বিষণ্ণ চোখদু'টী ধোঁয়াটে আকাশে তুললে লোকেরাও ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে সানুনয়ে মলিন দ্যুতিহীন সূর্য্যের দিকে তাকায়: হয়ত ভাবে বিনীত পুরোহিত আকাশে বুঝি এমন কাউকে দেখতে পাচ্ছে যিনি তাকে জানেন, তার প্রার্থনা শুনবেন।

অনুষ্ঠানের পরে মেয়েরা বস্তির রাস্তায় রাস্তায় টেবিল বের ক'রে নিয়ে পাতলে ; কারখানার সামনে পাঁউরুটী আর কাঠের গামলার কাণায় কাণায় ভর্তি চর্বিদার ভেড়ার মাংস। প্রতি গামলার চারিদিকে দশজন ক'রে বসেছে। প্রত্যেক টেবিলে এক ভাঁড় ক'রে বাড়ীর তৈরী কড়া বীয়ার আর বেতের খাঁচিতে বসানো বড় একবোতল ভদ্‌কা। মিইয়ে যাওয়া ক্লান্ত লোকগুলোর মন চন চন ক'রে ওঠে। মাটির ওপর থেকে বুক চাপা নিস্তব্ধতা নড়ে চড়ে উঠে ঐ জ্বলন্ত বন আর জলার দিকে স'রে যায়। বস্তিটা খুশীতে, কথায়, কাঠের চামচের খটখটানিতে, ছেলেদের হাসিতে, মায়েদের বকুনিতে, তরুণদের রসিকতায় রিন্‌রিন্ ক'রে ওঠে।

তিন ঘণ্টা কি তার চেয়েও বেশীক্ষণ ধ'রে গুরুভোজন চলবার পর, মাতালদের বাড়ীতে নিয়ে গেলে, ছেলে ছোকরারা ঘিরে বসল ছিমছাম ছোট্ট মানুষ দর্জি সেরাফিমকে। সেরাফিমের পরণে নীল সূতী সার্ট আর

পায়জামা—বহুবার কেচে কেচে রং উঠে গিয়েছে সেগুলির। মদের নেশায় রক্তাভ তার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল। নাকটি তীক্ষ্ণ। চোখদুটো এমন চিক চিক করছিল যে বোঝা ভার ওর অত বয়েস হয়েছে। এই হাসিখুশী কফিন-নির্মাতার মধ্যে এমন একটা সজীব চপলতা, একটা অপার্থিব আনন্দ যে, ওর নাম *রাখা যেন সার্থক হয়েছে মনে হয়। বেঞ্চির ওপর ব'সে ঠেলে ওঠা হাঁটুর ওপরে সাত-তারের বাজনাখানায় কালো, গিঁঠোলো আঙুল দিয়ে আওয়াজ তুলছে আর অন্ধের মতন ভঙ্গীতে, স্বেচ্ছাকৃত করুণ নাকি টানে গাইছে ঃ

'রূপকথা বলি ওগো, শুন জ্ঞানীগুণীরা !'

মেয়েদের দিকে চাইল মিটমিট ক'রে। তারি মেয়ে ঝিনাইদা ববিন চালায়। সে দাঁড়িয়ে আছে আপন গরবে সকলের মাঝখানে ঃ সুশ্রী, পীনস্তনী, চোখে স্পর্ধার দৃষ্টি। সেরাফিম আরও উঁচু গলায় আরও এলোমেলো ভাবে গাইতে লাগল ঃ

অর্থ কিছু বুঝ কি না, দেখিব আমরা।
স্বরগের ছায়া আর সুগন্ধ মাঝারে
বিথারি আপন আলো যীশু সমাসীন।
দীর্ঘ ঋজু বৃক্ষে ফল, সোনার পসরা,
তারি তলে সিংহাসন লাইম শাখার।
দুই হাতে দিয়া যান রূপা আর সোণা
ছড়াইয়া দেন সবে মণি অনুপাম।
ধনীরা যে গুণবান দয়ার পরাণ
দীন আর অভাগার বড় আপনার
দীন দরিদ্রের প্রতি ভ্রাতৃসম দৃষ্টি,
দুই হাতে করেন তাই খাদ্যের বৃষ্টি

---

*সেরাফিম্ কথাটির মানে আলোক উদ্দীপনা এবং পবিত্রতার দেবদূত

আবার মেয়েদের দিকে মিটমিট ক'রে চেয়ে সেরাফিম সুর ধরে নাচের তালে। তীক্ষ্ণ হর্ষধ্বনি ক'রে লাফিয়ে এগিয়ে গেল তার মেয়ে ; বেদেনীদের মত মাথার পেছনে হাত রেখে, বিস্তৃত বুকে থর থর কাঁপন জাগিয়ে, বাজনার তালে তালে, বাপের স্পন্দিত সুরের সঙ্গে, সে নাচতে লাগল ঃ

সেই সে রূপার ভারে তাদের
হাত-পা ব্যথা করে !
সেই কামনার উজল সোনায়
অঙ্গ তাদের পোড়ে !
রতন মাণিক যা পায় তাতেই
নয়নে আঁধার ভরে !

সেরাফিমের খুশীর গীত আর যন্ত্রের ঝনঝনা ডুবিয়ে দিয়ে ছেলেরা জোরে শিস্ দিয়ে উঠতেই তরুণী আর বয়স্কারা নাচের সুরে গান ধরল ঃ

কে কোথায় আছ ওগো সুন্দরী তরুণী
সাত ডিঙা নিয়ে আসে কত মনোহারিণী ।

আর নাচতে নাচতে ঝিনাইদা তীব্র কণ্ঠে যোগ দেয় ঃ

পাশ্‌কা পাঠায় পালাশ্‌কাকে
চটের কাপড় জামার তরে ;
তেরিওস্কা পাঠায় দুল,
বার্চফুলের ঝুমকো ।

একগাদা কাঠের ওপর পাভেল নিকোনোবের সঙ্গে ইলিয়া আর্টা-মোনব ব'সে। ছেলেটা হাড়-জিলজিলে ; বুড়োটে নিশ্চুল মাথাটা লম্বা ঘাড়ের ওপর অস্বস্তিতে এদিকে ওদিকে বেঁকছে। পাংশু বর্ণ রুগ্ন চেহারা আর ভীরু আগ্রহ-চঞ্চল চোখ। নীল পোষাক-পরা বুড়ো সেরাফিমকে

ইলিয়ার খাসা লাগছে ; বেশ লাগছে তার বাজনা আর মজার গান। কিন্তু হঠাৎ ঐ জ্বলজ্বলে লাল-জামা-পরা মেয়েটার তেড়ে উঠে বন বন ক'রে ঘুরে, বেসুরো গলায় চীৎকার ক'রে, শিস দিয়ে সব নষ্ট করার কি দরকার ছিল। ইলিয়ার একেবারেই ঘেন্না লাগছে মেয়েটাকে দেখে। নিকোনোব নীচু গলায় বললে,

'ঝিনাইদা-টা কেবল উড়ছে। যার তার সঙ্গে থাকে। তোর বাবার সঙ্গে পর্যন্ত—আমি নিজে চোখে দেখেছি ওকে তোর বাবা জড়িয়ে ধরেছে।'

'কেন?' বোকার মত জিজ্ঞাসা করে ইলিয়া।

'কেন আবার? বুঝিস ত সব!'

চোখ নামিয়ে নেয় ইলিয়া। কেন যে পুরুষে মেয়েমানুষের কোমর জড়িয়ে ধরে, এ তার অজানা নয়। বন্ধুকে জিজ্ঞাসা ক'রে নিজের ওপরেই নিজে বিরক্ত হয় সে ; ব'লে বসে, 'তুই মিথ্যা কথা বলছিস।'

কান দেয় না আর নিকোনোবের ফিস্‌ফিস্ মন্তব্যে। কারখানার মেয়েদের সম্বন্ধে সেই একঘেয়ে বিশ্রী গল্প বলে ছেলেটা। চালচলন একেবারে থ্যাপথেপে। এই পায়েপড়া ভীতুটাকে ইলিয়া দেখতে পারে না। কিন্তু পায়রার ব্যাপারে নিকোনোব একেবারে ওস্তাদ। ইলিয়াও পায়রা ভালবাসে ; আর তা ছাড়া বস্তির অন্যান্য ছেলেদের হাত থেকে এই দুর্বল সঙ্গীটিকে রক্ষা করতে পারার ক্ষমতাটুকুও লাগে ভালো। নিকোনোবের আরও একটা গুণ আছে! সে যা-ই দেখে তাই চমৎকার বর্ণনা করতে পারে। অবশ্য খারাপ জিনিষ ছাড়া তার চোখে অন্য কিছু পড়ে না। তার কথা বলার ধরণও ঠিক ইলিয়ার ছোট ভাই ইয়াকবের মত—যেন জগতের সব কিছুর বিরুদ্ধেই অভিযোগ করেছে।

কথা না ব'লে কিছুক্ষণ ব'সে থেকে ইলিয়া উঠে বাড়ী চলে গেল। ধূলি-ধূসর গাছগুলোর তপ্ত ছায়ায় ফল-বাগানে তখন চা-এর

টেবিল পড়েছে। বড় টেবিলটায় বাইরের লোকজন: শান্ত শিষ্ট পুরুত গ্লেব, কালো বেদেদের মত কোঁকড়া চুলো কোপটেব আর কেরাণী নিকোনোব। নিকোনোবের মুখ এমন ধোয়ামাজা যে তাতে আর কোনো ভাবই পরিলক্ষিত হয় না। গোঁফের ওপর তার ছোট্ট নাক আর কপালে একটি আব—নাক আর আবের মাঝে মৃদু হাসি ঝরতে থাকে, চোখের চারিদিকে থাক-পড়া চামড়া কেঁপে কেঁপে ওঠে।

বাপের পাশে বসে ইলিয়া। তার বিশ্বাস হয় না যে এই নিরানন্দ মানুষটার ঐ নির্লজ্জ ববিন-চালানো মেয়েটার সঙ্গে কিছু ঘটতে পারে। কথা না ব'লে বাবা তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিল। গরমে সবাই নিস্তেজ; দরদর ক'রে ঘাম ঝরছে। কথা বলতে হচ্ছে জোর ক'রেই। শুধু কোপটেবের উঁচু গলা বেজে উঠছে, যেন হিমশীতল শীতের রাতের স্বচ্ছ পরিবেশে।

মা জিজ্ঞাসা করলে, 'এখন আমরা বস্তিতে যাব না কি?'

'হাঁ; টুপিটা নিয়ে আসি,' ব'লে বাবা বাড়ীর দিকে যেতে, একটু পরেই, ইলিয়াও উঠে প্রবেশপথে বাবাকে গিয়ে ধ'রে ফেলল।

স্নেহভরে বাবা জিজ্ঞাসা করে, 'কি রে?' সোজা বাপের চোখের দিকে তাকিয়ে ছেলে শুধোয়,

'তুমি ঝিনাইদাকে জড়িয়ে ধরেছ, না? ধর নি?'

তার মনে হল বাবা যেন ভয় পেয়েছে। তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বাবাকে ইলিয়ার ভীতু লোক ব'লেই মনে হয়। সকলকেই ভয় করে ব'লেই এত কম কথা বলে বাবা। মাঝে মাঝে ইলিয়ার মনে হয় তার বাবা তাকেও ভয় করে। এই মুহূর্তে সত্যিই ভয় পেয়েছে বাবা। ভীতু মানুষটাকে একটু সাহস দেবার জন্যে ছেলে বললে,

'আমার বিশ্বাস হয় না অবশ্য। শুধু জিজ্ঞাসা করছি'

তাকে ঠেলে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল বাপ। ঘরে একবার ঢুকে, দরজ

এঁটে বন্ধ ক'রে এ কোণ থেকে ও কোণ পায়চারি করতে আরম্ভ করল আর্টামোনোব আর হাঁফাতে লাগল। রাগলে সে এই রকমই করে।

ডেস্কের কাছে দাঁড়িয়ে আর্টামোনোব ডাকল, 'এখানে এস।' ছেলে কথা শুনল

'কি বলছিলে ?'

'পাবলুস্কা বলছিল। আমি বিশ্বাস করি না।'

'বিশ্বাস কর না? এঁ্যা'।

ছেলের উন্নত কপাল আর গম্ভীর ক্ষুব্ধ মুখের দিকে তাকিয়ে পিয়োতরের রাগ উঠে যায়। কাণ টানতে টানতে সে মন স্থির করবার চেষ্টা করেঃ নিজেরই মত একটা ছোঁড়ার অর্বাচীন কথায় তার ছেলে যে বিশ্বাস করে নি—এটা ভাল না মন্দ। বিশ্বাস সে করে নি আর স্পষ্টতঃই সেই অবিশ্বাসকে সান্ত্বনার মত তুলে ধরছে। কি করবে আর কেমন ক'রে করবে ভেবে পায় না পিয়োতর। ছেলেকে মারতে তার বড়ই অনিচ্ছা। কিন্তু করা ত কিছু চাই। আর কিছু করতে হলে সব চেয়ে সহজ জিনিষ হচ্ছে মার—ও জিনিষ বুঝতে কষ্ট হয় না। অনিচ্ছায় গুরুভার হাতখান তুলে ছেলের কুঞ্চিত চুল মুঠিতে ধ'রে ঝাঁকিয়ে দেয় পিয়োতর; বিড় বিড় করে,

'ও সব বোকাদের কথায় কাণ দেবে না, বুঝলে? কাণ দেবে না।'

তারপর ছেলেটাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে হুকুম দেয়ঃ

নিজের ঘরে যাও। আর······ঘর থেকে বেরুবে না। হাঁ।'

এদিকে মাথাটা এমন শক্ত ক'রে বেঁকিয়ে ঘর থেকে ছেলে বেরিয়ে গেল যে মনে হল মাথাটা বুছি তার নয়। তার দিকে চেয়ে চেয়ে বাপ নিজেকে সান্ত্বনা দিতে লাগলঃ

'কাঁদছে না বোধহয়। আমি ত ওকে বেশী মারি নি।'

তারপরে নিজে চটবার চেষ্টা করে,

'শোনো একবার! উনি বিশ্বাস করেন না! এখন বুঝেছেন বাছাধন।'

কিন্তু এতে না চাপা পড়ল তার ছেলের জন্ম মমত্ববোধ, না গেল তার নিজের ওপর রাগ।

নিজের লাল, লোমশ হাতের দিকে বিরক্ত হ'য়ে তাকাতে তাকাতে ভাবে, 'এই প্রথম ওকে নিজে হাতে মারলাম। আর আমি নিজে—দশ বছর বয়স হবার আগে একশ'বার পিটুনী খেয়েছি।'

এতেও সান্ত্বনা মেলে না। জানালার ভিতর দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখে সূর্য ঘোলা জলের ওপর খানিকটা তেলের মত ভাসছে। কিছুক্ষণ ধ'রে কাণে আসতে থাকে বস্তি থেকে আসা একটানা শব্দ। নিতান্ত অনিচ্ছাতেই সে পা চালিয়ে দেয় উৎসবের দিকে। দেখা নিকোনোবের সঙ্গে। বেশ ধীরে ধীরে তাকে বলে,

'তোমার সৎছেলে আমার ইলিয়ার কাণে যত সব যা তা কথা ঢোকায়।'

সঙ্গে সঙ্গে কেরাণী উত্তর দিল, 'ঘুষা দিয়ে দেব এখন। ব'লে যেন বেশ খুশীই হল।

পিয়োতর উত্তর দেয়. 'মুখটা সামলাতে শিখিও।' আড়চোখে নিকোনোবের ভাবলেশহীন মুখের দিকে চেয়ে সে বেশ বোধ করে: 'ব্যাপারটা কত সোজায় মিটে গেল।'

বস্তির সকলে মালিককে সানন্দে স্বাগত জানাল। মত্ত হাসিতে চক্ চক্ ক'রে উঠল সকলের মুখ; খোশামোদ চলল জোর। নতুন কাঠের জুতো পায়ে, পায়ের শাদা পট্টি লাল ফিতে দিয়ে মর্ডোবিয়ান কায়দায় বেধে, আর্টামোনোবের সামনে ঘুরপাক দিয়ে নেচে বন্দনাগান সুরু করল সেয়াফিম:

কে আসে ঐ বলতে পার !
মালিক মোদের, মালিক গো ।
কে ঐ আসে তাঁহার পাশে
রাণী মোদের রাণী গো ।

শাদা-দাড়ি ওয়ালা, লম্বা-চুল, পুরুতের মত দেখতে আইভান মোরোজোব ঘন ভরাট গলায় ঘর-ঘর ক'রে উঠল,

'খাসা গেয়েছ। খাসা গেয়েছ।'

আর একজন বুড়ো, নাম মামায়েব ; উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল :

'আর্টামোনোবদের আমাদের ওপর ভগবানের মত দয়া !' কোপ্‌টেবকে নিকোনোব বলল, সকলকে শুনিয়ে,

'এই মানুষগুলো ভালো ; উপকার যে করে তার দাম বোঝে।'

লাল রেশমের জামা-পরা ফুটবলের মত গোল ইয়াকব নালিশ করল, 'মা, ঐ দেখ ওরা আমায় ঠেলছে।' ছেলের হাতখানা ধ'রে, অন্য মেয়েদের দিকে তাকিয়ে, সদাশয় হাসি হেসে মা বললে,

'ঐ দেখ, বুড়ো কেমন নাচছে।'

একটার পর একটা রসাল ছড়া গেয়ে নীল-জামা-গায়ে সেরাফিম অক্লান্ত পায়ে নেচে চলেছে :

দে ছুট, দে ছুট, এইবার !
দে ছুট, এইবার জোরসে !
চামড়ার জুতো ভারী কাঠের চাইতে,
ডাগর মেয়ে ভালো কচি খুকী চাই নে।

সুখ্যাতি আর্টমোনোবের কাছে কিছু আশ্চর্য জিনিষ নয় বরং সন্দেহ করবার জিনিষ। তবু সুখ্যাতিতে মনটা নরম হয়। খুশীতে হেসে সে বলে,

'বেশ, বেশ, খাসা! আমরা মিলেমিশে আছি ভালো, এঁ্যা?' মনে মনে সে ভাবে,

'ইলিয়া দেখতে পেল না তার বাবাকে লোকে কেমন খোশামোদ করে।'

কোনরকমে এদের কিছু একটু উপকার করতে চায় আর্টমোনোবের মনটা। খানিকক্ষণ ভেবে, কাণ টানতে টানতে, সে ব'লে উঠল,

'ছেলেদের হাঁসপাতালটা বাড়িয়ে ডবল করে দিতে হবে।' উপরে হাত ছুঁড়ে লাফ দিয়ে উঠল সেরাফিম:

'শোনো সব, শোনো! জয় হোক আমাদের মনিবের!'

অসম গলায়, সোৎসাহে সকলে কৃতজ্ঞতা জানালে। চারিদিকে স্ত্রীলোক পরিবেষ্টিত নাতালিয়া, গভীর আবেগে, নাকিস্বরে বললে,

'কয়েকজন গিয়ে আরও তিন পিপে বিয়ার নিয়ে এস না। গিয়ে চাইলে টাইখন দেবে, এখন। নাও বেশ, হচ্ছে।'

মেয়েদের উল্লাস গেল বেড়ে। নিকোনোব মাথা নেড়ে, আবেগভরে চেঁচিয়ে উঠল,

'এ একটা রীতিমত গীর্জার জমজমাট সভা।'

'মা গরম লাগছে,' ঘ্যানঘেনিয়ে ওঠে ইয়াকব।

এমন সময় একটু রসভঙ্গ হল। বলকব বয়লারে কয়লা ঝারে। কালো দাড়িতে ভরা মুখ আর নীলকালো বড় বড় চোখ তার। সে ছুটে এল নাতালিয়ার কাছে। তার কোলের শুকিয়ে-যাওয়া ছেলেটা গরমে কিরকম যেন হয়ে গিয়েছে। নীলচে-শাদা গায়ের চামড়া ঘামে ভর্তি। ছেলেটা অসহায় ভাবে ঝুলছে তার বাঁ কোল থেকে। নাতালিয়ার কাছ পর্যন্ত ছুটে এসে সে তীব্র চীৎকারে ফেটে পড়ল।

'আমি কি করব? বৌটা ম'রে গেল—শুধু গরমে ম'রে

গেল। বাঁচাও আমাকে! এটাকে যে রেখে গেল! এখন আমি কি করি!'

তার অপ্রকৃতিস্থ চোখ থেকে অদ্ভুত, হলদে জল ঝ'রে পড়ছে। মেয়েমানুষগুলো, চীৎকার করতে করতে, যেন ক্ষমা চাওয়ার মত ক'রে, বল্‌কবকে নাতালিয়ার কাছ থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছে ঃ

'ওর কথা শুনবেন না। ওর মাথা খারাপ। বৌটা ছিল নষ্ট তার ওপর ক্ষয়কাশে ভুগছিল। ও নিজেও ভুগেছে।'

কর্কশ স্বরে আর্টামোনোব, 'ওর কাছ থেকে ছেলেটাকে কেউ নিয়ে নাও না বলতেই ঝুলে-পড়া ছেলেটাকে নেবার জন্যে কয়েক জোড়া হাত এগিয়ে যায় কিন্তু বলকব তারস্বরে গাল দিতে দিতে পালায় ছুটে।

মোটের ওপর ছুটির দিন যেমন কাটা উচিত তেমনিই কাটে—আমোদ, আহ্লাদ, খুশীতে ভরা। শ্রমিকদের মধ্যে নতুন মুখ দেখে, প্রায় গর্বের সঙ্গেই, আর্টামোনোব ভাবে ঃ

'এদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। বাবা যদি দেখতে পেত......'

হঠাৎ খেদে তার বৌ ব'লে ওঠে,

'ইলিয়াকে মারবার তুরি আর সময় পেলে না, এঁ্যা ? লোকে তোমাকে কত ভালোবাসে তা সে দেখতেই এল না।'

উত্তর না দিয়ে আর্টামোনোব চুরি ক'রে তাকায় ঝিনাইদার দিকে। গোটা বারো মেয়েকে পেছনে নিয়ে, সে নীচু, শ্রুতিকটু গলায় গান গেয়ে গেয়ে এদিক ওদিক ঘুরঘুর ক'রে বেড়াচ্ছে ঃ

ঘুরে ঘুরে বেড়ায় পাশে'
কেবল চেয়ে চঙে
পড়ে বুঝি এখন ক'ষে
আমার সাথে রঙে।

আর্টামোনোব ভাবে : 'যেমন ছুঁড়ীটা নষ্ট, গানখানাও তেমনি।'

ঘড়ি বের ক'রে দেখে, কেন জানি, বউকে সে মিথ্যা কথা ব'লে বসল,

'এখনি একবার বাড়ী যেতে হবে। এ্যালেক্‌সির কাছ থেকে তার আসবার কথা আছে।'

ছেলেকে কি বলবে ভাবতে ভাবতে লম্বা লম্বা পা ফেলে চ'লে গেল সে ; শক্ত শক্ত অথচ ভালোবাসা প্রকাশ পায় এমন কয়েকটা কথা ভেবে নেয় পথে। কিন্তু আস্তে আস্তে ইলিয়ার ঘরের দরজা খুলতে খুলতে সেগুলো সব তার ভুল হয়ে যায়। চেয়ারের ওপর হাঁটু গেড়ে জানলায় হাত রেখে ব'সে ছেলেটা ধোঁয়াটে-লাল আকাশের দিকে চেয়ে রয়েছে। ঘন-হ'য়ে-আসা অন্ধকারে ঘর পাংশুবর্ণ ধুলোয় ভর্তি। দেওয়ালে টাঙানো একটা খাঁচায়, ঘুমিয়ে পড়বার আগে একটা শালিক হলদে ঠোঁট ঘষছে।

'কি, এখনও এখানে ব'সে যে ?'

ইলিয়া চমকে উঠে, ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে, ধীরে সুস্থে চেয়ার থেকে নেমে এল।

'ঐ সব যা-তা শোনা হচ্ছে ত ?'

ছেলেটা ঘাড় বেঁকিয়েই দাঁড়িয়ে রইল। বাপ বুঝল যে, এটা তাকেই শাস্তির কথাটা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে।

'মাথা নীচু করে রয়েছিস্ কেন ? সোজা হ'য়ে দাঁড়া না।'

মুখ তুলল বটে ইলিয়া কিন্তু বাপের দিকে তাকাল না। শালিকটা শিস দিতে দিতে খাঁচার ভেতর লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াতে লাগল।

'চটেছে,' ভাবলে আর্টামোনোব। ইলিয়ার বিছানায় ব'সে বালিসে আঙুল দিয়ে টিপতে টিপতে আর্টামোনোব বললে :

'ও সব বাজে কথায় তোর কাণ দেওয়া উচিত নয়।'

ইলিয়া উত্তর দিল, 'কিন্তু লোকে বলে।'

ছেলের ভারী গলায় বাপের মনে স্বস্তি আসে; মনে হয় ছেলে তাহলে বুঝেছে। আরও শান্ত গলায়, আরও সাহসের সঙ্গে পিয়োতর ব'লে যায়ঃ

'তা ওরা বলে; কিন্তু তাতে কাণ দিও না। ভুলে যেও, খারাপ কথা যা কাণে আসে সব ভুলে যেও।'

'তুমি কি ভোলো?'

'নিশ্চয়! যা শুনি সবই যদি মনে ক'রে রাখি তাহলে আমার অবস্থাটা কি দাঁড়াবে?'

কথাটাকে সরল ক'রে বলবার জন্যে পিয়োতর বেছে বেছে শব্দ ব্যবহার করতে গিয়ে বোঝে যে, কথা কিছু আর না বললেও চলে। সোজা কথার অস্পষ্ট গুরুত্বে খেই হারিয়ে ফেলে তখনই সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ব'লে ওঠে,

'এখানে, আমার কাছে আয়।'

ইলিয়া সন্তর্পণে এগিয়ে আসতেই দুই হাঁটুর মধ্যে ছেলেটাকে ধ'রে তার প্রশস্ত কপালে হাত দিয়ে মুখখানা তুলে দেবার চেষ্টা করে বাপ; কিন্তু তবু ছেলে মুখ তোলে না দেখে বাপের রাগ হয়।

'গোঁজের মত হ'য়ে আছিস কেন? তাকা আমার দিকে।'

না তাকানো ছিল ভালো। এখন ইলিয়া সোজা তাকিয়ে প্রশ্ন করাতে ব্যাপারটা আরও ঘুলিয়ে উঠল,

'তুমি আমাকে মারলে কেন? বললাম না যে, আমি পাবলুশ্‌কার কথায় বিশ্বাস করি নি।'

উত্তর জোগায় না আর্টামোনোবের মুখে। বিস্মিত হয়ে সে বোঝে, কি ক'রে যেন ছেলেটা তারই সমপর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছেঃ হয় তার বয়স্কের মত

বুদ্ধি হয়েছে, আর নয় ত সে আর্টামোনোবকেই নামিয়ে এনেছে নিজের স্তরে।

'বয়সের অনুপাতে বড় বেশী বোঝে,' ভাবতে ভাবতে, দাঁড়িয়ে ওঠে পিয়োতর। ছেলের মান ভাঙাবার জন্যে তাড়াতাড়ি বলে ঃ

'মারলাম আবার কোথায়! ছেলেমানুষদের শিক্ষা দিতে হবে ত। আমার বাবা আমাকে কিরকম মারতেন তা যদি জানতে তাহলে আর ও কথা বলতে না। মা-ও মারতেন। কচুয়ান, কেরাণী, জার্মাণ বরকন্দাজটা সকলে মারত। নিজের জনেরা যখন মারে তাতে কিছু যায় আসে না কিন্তু বাইরের লোকে হাত তুললেই লাগে। আপনার লোকেরা মারে—ভালোবেসে।'

তাড়াতাড়ি কথাটাকে শেষ করবার জন্যে, দরজা থেকে জানলা পর্যন্ত ছ'পা এদিক আর ছ'পা ওদিক করতে থাকে আর্টামোনোব। মনে ভয় পাচ্ছে আবার ছেলে নূতন কিছু জিজ্ঞাসা ক'রে বসে।

খাটের পাশতলায় ইলিয়া কাঠের সঙ্গে সেঁটে দাঁড়িয়ে। তার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে অস্পষ্টভাবে বলতে থাকে আর্টামোনোব ঃ

'যা তোমার দেখা উচিত নয়, শোনা উচিত নয়, তাই তুমি কারখানার চারিদিকে দেখে বেড়াও। তোমাকে দেখছি শহরে' ইস্কুলে পাঠাতে হবে। কি, ইস্কুলে যেতে ইচ্ছে করে?'

'হাঁ।'

'বেশ, তাহলে.........'

ছেলেকে একটু আদর করতে ইচ্ছা হয় কিন্তু কেমন যেন বাধো বাধো ঠেকে; মনে পড়ে না, তার মনে আঘাত দেবার পর তার বাপ-মা তাকে আদর করত কি না।

'তা যাও না, বাইরে খেলা-ধূলো করগে না। শুধু ঐ পাশকার সঙ্গে না মিশলেই হল।'

'কারও যে ওকে ভালো লাগে না।'

'ওকে ভাল লাগবার যে কিছু নেই—রুগ্ন একটা কুকুর।'

নীচের তলায় নিজের ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে আর্টামোনোবের মনে হয় যে ছেলের সঙ্গে কথাবার্তাটা ঠিক মনের মত হল না।

একেবারেই ভয় করে না আমাকে। আদর দিয়ে ছেলেটাকে নষ্ট করেছি।'

বস্তি থেকে নানারকমের শব্দ এক সঙ্গে কাণে আসে: মেয়েদের চীৎকার আর গান, জোরগলায় কথাবার্তা, বাজনার ঝাঁঝিয়ে ওঠা সুর। ফটকের কাছ থেকে টাইখনের স্পষ্ট গলা শোনা যায়:

'বাড়ীতে ব'সে কেন খোকা? ছুটির দিনে বাড়ীতে ব'সে? ইস্কুলে যাচ্ছ? বেশ বেশ। ঐ যে লোকে বলে, লেখাপড়া না শেখা মানে একরকম না জন্মানো আর কি। কিন্তু তুমি চলে গেলে আমি যে একা প'ড়ে যাব।

আর্টামোনোবের ইচ্ছে হয় চীৎকার ক'রে শুনিয়ে দিতে:

'মিথ্যে কথা! একা যদি কেউ পড়ে সে আমি!' হিংসায় সে ভাবে, 'ডুবে ডুবে জল খাওয়া! বাবুর ছেলেকে ধ'রে খোষামোদ।'

সহরে চ'লে গেল ইলিয়া। সেখানে পুরোহিত গ্লেবের ভাই তাকে ইস্কুলে ভর্তি করবার মত ক'রে তৈরী ক'রে দেবে। পিয়োতরের কিন্তু মনে হয় বুকটা খালি হয়ে গেল। বাড়ীতে একেবারে ভালো লাগে না। মনে হয় কি যেন গণ্ডগোল হয়ে গিয়েছে; শোবার ঘরে রাতে আলো না জ্বললে যে রকম লাগে সেই রকম অস্বস্তি লাগে। ঐ ছোট্ট নীল শিখাটিতে এমন অভ্যস্ত হয়েছে পিয়োতর যে দীর্ঘ রাতে কোনো এক সময় সেটা নিভলে সে ঘুমোতে ঘুমোতে চমকে জেগে ওঠে।

যাবার আগে ইলিয়া এমন খারাপ ব্যবহার করল যে মনে হল সে চায় লোকে তাকে খারাপ ভাবুক। মায়ের সঙ্গে দুর্ব্যবহার ক'রে

সে তাকে কাঁদিয়ে ছাড়ে। ইয়াকবের সমস্ত পাখীগুলোকে সে খাঁচা থেকে ছেড়ে দিলে আর যে দোয়েলটা ইয়াকবকে দেবে বলেছিল সেটা দিয়ে দিলে নিকোনবকে।

পিয়োতর শুধোল, 'তোর হয়েছে কি?' ইলিয়া কোনো উত্তর না দিয়ে মাথাটা একপাশে বেঁকিয়ে দাঁড়ায়। ছেলেটা কি তাকে ব্যঙ্গ করছে না কি? মনে করিয়ে দিচ্ছে সেই কথাটা যেটা সে ভুলতে চায়! আশ্চর্য যে এই ছোট্ট ছেলেটা তার হৃদয়ের এতখানি জুড়ে ব'সে আছে।

'বাবা কি কখনও আমার জন্যে এমন ক'রে ভেবেছিল?'

পিয়োতরের স্পষ্ট মনে পড়ে যে বাবা কখনও তাকে সত্যি ভালাবাসে নি, তাকে বুঝতে চায় নি; শুধু কাজ আদায় ক'রে নিয়েছে আর তার চেয়ে অনেক বেশী ভেবেছে এ্যালেক্সির জন্যে।

কিছু ঠিক করতে না পেরে আর্টামোনোব নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করে, 'তাহলে ভুলটা কি করলাম, এ্যাঁ'? বাবার চেয়ে কি বেশী সদয় ব্যবহার ক'রে ফেলেছি?' সে নিজেই বুঝতে পারে না নিজে সে কি রকম: দয়ালু না নিষ্ঠুর। কাজের সময়েও এই সব কথা হঠাৎ মনে জেগে ওঠে, অস্বস্তি ঘটায়, শান্তি দেয় না একদণ্ড। ব্যবসা বেড়ে চলেছে দ্রুতগতিতে; তার ওপর এসে পড়েছে কত হাজার জোড়া চোখ। মনোযোগ একটু ঢিলে হবার উপায় নেই। তবু যখনই কোনোকিছু ইলিয়ার কথা মনে পড়িয়ে দেয় অমনি তার সমস্ত ব্যবসার চিন্তা পচা সুতোর মত ফট ক'রে যায় ছিঁড়ে; কত কষ্টে আবার সেগুলিকে একত্র ক'রে গিঁঠ বাঁধতে হয়। ছোট ছেলেটার প্রতি বেশী মনোযোগ দিয়ে সে ইলিয়ার শূন্যতা পূরণ করতে চায় কিন্তু ক্ষুব্ধ হতাশায় মন ভ'রে যায়। কোনো সান্ত্বনাই ইয়াকব তাকে দিতে পারে না।

সব সময়েই ইয়াকব কিছু চাইবে। সে ব'লে বসে,

'বাবা একটা ছাগল কিনে দাও না।'

'ছাগল কি হবে?'

'চড়ব ব'লে।'

'বোকা কোথাকার। ছাগলে চড়ে ত ডাইনীরা।'

'এলেনা আমাকে যে ছবির বইখানা দিয়েছে তাতে দেখেছি একট চমৎকার ছোট্ট ছেলে ছাগলে চড়েছে।'

বাপ ভাবে,

'ইলিয়া কখনও ছবিটা দেখলেই বিশ্বাস ক'রে নিত না। ডাইনীদের কথাটা না বলা পর্যন্ত আমার পেছনে লেগে থাকত।'

কারখানার বস্তিতে ছেলেগুলোকে ইয়াকব এমন জ্বালাতন করে আবার নিজেই এসে নালিশ করে, তারাই ওকে মেরেছে ব'লে। ভালো লাগে না পিয়োতরের।

বড়টাও ঝগড়াটে ছিল, মারামারি করত কিন্তু বস্তির খেলার সাথী-দের কাছে মার খেয়ে ক্ষতবিক্ষত হ'লেও সে কখনও কারও নামে নালিশ করত না। ছোটটা ভীতু, কুঁড়ে, সব সময়েই কিছু চিবোচ্ছে কিংবা চুষছে। মাঝে মাঝে তার কার্যকলাপ বোঝা দুষ্কর; মনে হয় ফল ভালো হবে না। একদিন, চা-এর সময়, তার মা দুধ ঢালছিল তারই জন্যে। জামার আস্তিন কিসে আটকে চা-এর বাটি উল্টে যেতেই, এখানে ওখানে ছ্যাঁকা লাগল মায়ের।

হি হি ক'রে হাসতে হাসতে ইয়াকব খুশীতে ব'লে উঠল,

'আমি আগে থেকেই দেখছিলাম যে তুমি উলটে দেবে।' বাপ বলল, 'দেখলি তবু কিছু বলিল না। এ আবার কি কথা!' দেখ ত, মা পা পুড়িয়ে ফেলল।'

কথাটি না ব'লে, চোখ পিটপিট ক'রে সে চিবুতে থাকে আর গাল ফোলাতে থাকে। কয়েকদিন পরে উঠোন থেকে ছেলের তড়ব'ড়ে

কথা কানে আসে আর্টামোনোবের।

'আমি দেখছিলাম যে ওকে সে মারবে। সে পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে পেছন দিয়ে পালালে কি হবে? শেষ পর্যন্ত দিলে কি না ক'ষিয়ে!'

জানালা দিয়ে তাকিয়ে আর্টামোনোব দেখে ঐ নিষ্কর্মা, এইটুকু পাবলুশ্‌কা নিকোনোবের সঙ্গে তার ছেলে হাত পা নেড়ে খুব জোর আলাপ জানিয়েছে। ইয়াকবকে ভেতরে ডেকে নিকোনোবের সঙ্গে মিশতে বারণ করে আর্টামোনোব। আরও কিছু বলতে গিয়ে, ছেলের নীলচে-শাদা, অদ্ভুত হাল্কা চোখের মণির দিকে তাকিয়ে থেমে যায়—দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে শুধু বলে,

'যা এখান থেকে, ড্যাবা-চোখো।'

কনুই দুটো পাঁজরে চেপে, যেন কোনো ভারী অদ্ভুত জিনিষ ব'য়ে নিয়ে যাচ্ছে এমনি ভঙ্গীতে হাত দুখানা বাড়িয়ে দিয়ে, ইয়াকব যেন সতর্ক পদক্ষেপে বরফের ওপর দিয়ে হেটে চ'লে গেল।

বাপ ঠিক ক'রে ফেললে, 'জবুস্থবু, হাঁদা।'

তার লম্বা, চুপচাপ মেয়েটাও ইয়াকবের মতই একটা বোদা বিরক্তি জাগায়। সে শুয়ে শুয়ে পড়তে ভালোবাসে। চা-এর সময় খায় এতখানি জ্যাম, আর খেতে ব'সে, পরিপাটি ক'রে আঙুল বেঁকিয়ে এমন ক'রে রুটি ভাঙে উন্নাসিক ভঙ্গীতে, আর চামচে নাড়ে যে, মনে হয় তার ঝোলে বুঝি মাছি পড়েছে। টকটকে লাল, নিটোল তার ঠোঁঠ সব সময়েই চাপা। তার বয়সের মেয়ের পক্ষে সম্পূর্ণ বেখাপ্পা গলায় সে মাকে বলে,

'আজকাল লোকে আর ওটা করে না। ওটা পুরানো ঢঙ।'

বাপ শুধোয়,

'বলি, শিক্ষিতা মহিলা, কারখানার ভেতর ঢুকে কখনও দেখেছ

কি ক'রে তোমার পরণের কাপড়গুলো তৈরী হয়? শিখতে চেষ্টা করেছ কখনও?'

মেয়ে উত্তর দেয়,

'আচ্ছা করব।'

তারপর খাসা পোষাকে সেজে, কাকা এ্যালেক্‌সির দেওয়া ছাতাটি নিয়ে বাপের পেছন পেছন সে বেরোয় অতি অনুগতের মত। অবশ্য কাপড়জামা যাতে কিছুতে আটকে না যায় সে দিকেও কেবলি তাকে নজর দিতে হয়। কয়েকবার সে হাঁচে। কিন্তু শ্রমিকেরা অভিবাদন করতেই সে লজ্জায় লাল হয়ে উঠে গর্বভরে শুধু মাথা নাড়ে, একটু হাসেও না একটি কথাও বলে না। পিয়োতর কাজের পদ্ধতি বোঝাতে শুরু করে কিন্তু, মেয়ে যন্ত্রের দিকে না তাকিয়ে মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে দেখে সে থেমে যায়। যে কাজে তাকে এত মনোযোগ দিতে হয় সেই কাজের প্রতি মেয়ের এই অবজ্ঞার আঘাত পায় পিয়োতর। তবু তাঁতঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে সে মেয়েকে শুধোয়,

'কি, কেমন লাগল?'

কাপড়-জামা কোথাও ছিঁড়ে-খুঁড়ে গিয়েছে কি না দেখতে দেখতে সে উত্তর দেয়, 'বড্ড ধূলো।'

বাঁকা ঠোঁঠে একটু হেসে পিয়োতর বলে, 'বিশেষ কিছুইত দেখলে না।' কিন্তু বিরক্তি আর বাগ মানে না। সে চেঁচিয়ে ওঠে:

'ঘাঘরা অত টেনে টেনে ওপরে তুলছ কেন? এখানটা ত পরিষ্কার। আর এমনিতেই তোমার ঘাঘরা ঝুলে ছোট।'

দুই আঙুলের মাঝে ধরা ঘাঘরার প্রান্ত সে চকিতে ছেড়ে দিয়ে বিড় বিড় ক'রে যেন ক্ষমা চায়:

'এমন তেলের গন্ধ।'

এই বুড়ো আঙুলে আর তর্জনীতে ঘষায় এত বিরক্ত লাগে আর্টা-

মোনেবের যে সে ব'লে ওঠে,

'তুই আঙ্‌লে জীবনের কতটুকু ধরতে পারবে ?'

একদিন বাদলা করেছে। মেয়ে কেদারায় শুয়ে বইয়ে মগ্ন। বাপ পাশে এসে ব'সে জিজ্ঞাসা করল সে কি পড়ছে।

'একজন ডাক্তারের কথা।'

'ও। বিজ্ঞানের বিষয় বুঝি ?'

কিন্তু বইখানায় নজর দিয়ে সে রেগে চেঁচিয়ে ওঠে,

'মিথ্যে কথা বলছিস কেন, এঁ্যা ? এ ত কবিতা। কবিতায় আবার কেউ বিজ্ঞান লেখে না কি ?'

তাড়াতাড়ি, অসংবদ্ধ কথায় মেয়ে ব'লে যায়, ভগবান অনুমতি দেওয়ায়, শয়তান কেমন ক'রে তার অনুচরের সাহায্যে একজন জার্মান ডাক্তারকে ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করে। আর্টামোনোব কাণ টানতে টানতে, সত্যি সত্যিই গল্পের মর্ম বুঝবার চেষ্টা করে, কিন্তু মেয়ের উপদেশ দেবার হাস্যকর ঢঙে এমন বিরক্তি লাগে যে গল্প বোঝা দুষ্কর হয়ে ওঠে আর্টামোনোবের পক্ষে।

'ডাক্তারটা কি মাতাল ছিল না কি ?'

প্রশ্নে এলেনা স্পষ্টতঃই বিব্রত বোধ করে। তাই তার ব্যাখ্যায় আর কাণ না দিয়ে বাপ রেগে বলে,

'এ সব জগা-খিচুড়ি। রূপকথা। ডাক্তারেরা কখনও শয়তান-টয়তানে বিশ্বাস করে না। বইটা পেলি কোথা থেকে ?'

'মিস্ত্রী দিয়েছে।'

বেড়ালের মত ধূসর চোখে, চিন্তিত ভাবে, একদৃষ্টে শূন্যে তার চেয়ে থাকার ধরণ দেখে বাপ তাকে সাবধান ক'রে দেওয়া প্রয়োজন বোধ করে :

'কোপটেব তোমার যোগ্য নয়। ওর সঙ্গে অত মেশামেশি কর' না।'

সত্যিই এলেনা আর ইয়াকব দুইজনেই ইলিয়ার চেয়ে স্থূল। দিন দিনই এ কথা সে আরও বেশী ক'রে বুঝছে। ধীরে ধীরে, তা অজান্তে, ছেলের প্রতি স্নেহের বদলে. আর্টামোনোবের মনে জেগে উঠছে পাভেল নিকোনোবের উপর ঘৃণা। রুগ্ন, ছোট্ট ছেলেটাকে দেখলে সে মনে মনে ভাবে :

'এই লক্ষ্মীছাড়াটার জন্যেই যত……'

ছেলেটাকে দেখলেই তার গায়ে জ্বালা ধরে। নিকোনোবের কাঁধ ঝুঁকে পড়েছে ; চলতে গেলে ক্ষীণ ঘাড়ের ওপড় মাথাটা কেমন নড়তে থাকে। যখন সে ছোটে তখন দেখলে মনে হয় বুঝি কিছু দুষ্কর্ম ক'রে স'রে পড়ছে। অথচ ছেলেটা খাটে দিবারাত্রি : সৎ বাপের জুতো জামা পরিষ্কার করছে, কাঠ কেটে ব'য়ে আনেছ ; জল বইছে, রন্নাঘরের ময়লা জলের বালতি টেনে টেনে বাইরে ফেলছে, ছোট ভাইএর জামাজুমি কাচছে নদীতে—চড়াই পাখীব মত দিবারাত্রি সে ব্যস্ত। পরণের জামাকাপড় ছেঁড়া। হাতে পায়ে কালিঝুলি মাখা। যাকেই দেখে তাকেই অনুগত, অর্থপূর্ণ মুচকি হাসি হেসে আপ্যায়িত করে। যতদূর থেকেই হোক আর্টামোনোবকে দেখলেই সে এমন ক'রে অভিবাদন করতে শুরু করে যে তার পাখীর মত গলার ওপর মাথাটা বুক পর্যন্ত নুয়ে পড়ে। হেমন্তের জলে ছেলেটা যখন ভেজে কি শীতের দিনে হি হি ক'রে কাঁপতে কাঁপতে সে যখন মুখের ভাপে হাত গরম করে আর কাঠ কাঠে, তখন তাকে দেখে আর্টামোনোবের মনটা খুশী হয়। শত তালি জুতো পা থেকে তার খুলে পড়ছে। হাঁসের মত এক পা তুলে শরীরটাকে একটু গরম করবার চেষ্টা করছে সে। কাশির চোটে সারা শরীরটা তার মুচড়ে ওঠে। দুই হাত দিয়ে নিকোনোব চেপে ধরে নিজের বুকখানা।

নিকোনোব স্নানের ঘরে চিলেকোঠার ফোকরে দু জোড়া পায়রা

রেখেছে শুনে আর্টামোনোব টাইখনকে ডেকে পাখীগুলো ছেড়ে দেবার হুকুম দিয়ে বললে,

'দেখিস, ছোঁড়াটা যেন আর ছাদে না ওঠে। শেষে প'ড়ে গিয়ে হাত-পা ভাঙবে। শরীরে ত ছোঁড়ার কিছু নেই।'

একদিন সন্ধ্যায় অফিস ঘরে এসে দেখে যে ছেলেটা কালির দাগ তুলবার জন্যে ছুরি দিয়ে মেঝে চাঁচছে আর ন্যাতা দিয়ে মুচছে।

'কালি ফেললে কে?'

'বাবা।'

'ঠিক বলছিস তুই ফেলিস নি?'

'সত্যি বলছি—ভগবানের দোহাই।'

'তাহলে কাঁদছিস কেন?'

নতজানু হয়ে, যেন কিসের আশঙ্কায় মাথা নীচু ক'রে পাভেলা নিরুত্তরে ব'সে রইল। তার একবার তাকানোতেই নিকোনোব ভয়ে এমন কুঁকড়ে গেল যে আর্টামোনোব সন্তুষ্ট হয়ে বলে উঠল,

'ঠিক হয়েছে তোর।'

হঠাৎ আসা সারল্যের প্রকোপে সে দাড়ির গহনে মুচকি হেসে ফেলল। এই তুচ্ছ জীবটার প্রতি তার এই হাস্যকর রোষ কেন? ভাবলে সে সহজ মনে, "এ আবার কি বোকামি! এর ওপর রেগে সময় নষ্ট করছি!' ছেলেটার দিকে একটা সিকি ছুঁড়ে দিয়ে আর্টামোনোব বললে, "এই নে; মিষ্টি কিনে খাস।'

ছেলেটা সিকি তুলে নিতে অতি সন্তর্পণে হাত বাড়াল। সিকিটা যেন তার গিঁঠ-বের-করা নোংরা আঙুলে কট ক'রে কামড়ে দেবে।

'তোর সৎ-বাপ তোকে মারে না কি?'

'হ্যাঁ।'

'তা উপায় কি বল? কখনও কখনও এক আধ ঘা সকলকেই খেতে

হয়’ বললে আর্টামোনোব সান্ত্বনা দিয়ে। দিন কয়েক পরে ইয়াকব পাবলুশ কার নামে নালিশ করতেই আর্টামোনোব তার কথায় বিশ্বাস না ক’রেও নিতান্ত অভ্যাস বসেই কেরাণীকে ব’লে দিল,

‘ছেলেটাকে দু ঘা দিয়ে দিও।’

‘সে আর আপনাকে বলতে হবে না,’ সসম্মানে উত্তর দিলে নিকোনোব।

গ্রীষ্মের ছুটিতে ইলিয়া বাড়ী এল। তার পরণে অপরিচিত পোষাক; চুল ছোট ক’রে ছাঁটায় কপাল আরও আয়ত দেখাচ্ছে। ছেলে ফিরে এসে এই পাভেল হতভাগাটার সঙ্গে ফের মিশছে দেখে আর্টামোনোবের রাগ পাভেলের ওপর আরও বাড়ে। ইলিয়াটাও এমন তিক্ত ভদ্রতা শিখেছে: বাপ-মাকে তুমির বদলে আপনি বলতে শিখেছে; পকেটের মধ্যে হাত গুঁজে ঘুরে বেড়ায়—ও যেন বাড়ীতে অতিথি। ভাইকে এমন রাগায় যে সে ক্ষোভে কেঁদে ফেলে আর বোনকে এমন রাগায় যে শেষ পর্যন্ত সে ইলিয়াকে বই ছুঁড়ে মারতে আরম্ভ করে। মোট কথা তার ব্যবহার একেবারে জঘন্য হয়ে উঠেছে।

নাতালিয়া স্বামীর কাছে অনুযোগ করে, ‘বলেছিলাম না তোমাকে? সকলে ঐ এক কথাই বলে: ইস্কুলে দিলেই ছেলে বেয়াদব হবে’।

আর্টামোনোব কিছু না ব’লে শুধু দেখে যায় সোদ্বেগে। সে বোঝে যে ইলিয়া দুষ্টুমি করলেও আসলে ও দুষ্ট নয়; ইচ্ছে ক’রে ওরকম করছে। আবার স্নানের ঘরের ছাদের ওপর পায়রা বেড়াতে থাকে বক্ বকম্ ক’রে। পাখী ওড়ানোর কাজ না থাকলে ইলিয়া আর পাভেল চিমনির কাছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব’সে ব’সে পরমানন্দে গল্প ক’রে যায়। ইলিয়ার বাড়ী আসবার অল্প কিছুদিন পরেই বাপ বলেছিল,

‘এইবার ইস্কুলের গল্প বল শুনি। অনেক গল্প আমি তোমায় বলেছি’ এখন তোমার পালা।’

ছেলেরা মাষ্টারমশাইদের সঙ্গে যে দুষ্টমি ক’রে তার এক বিরক্তিকর

কাহিনী অত্যন্ত সংক্ষেপে এবং তাড়াতাড়ি সে ব'লে গেল।

'মাষ্টার মশাইদের ওরকম বিরক্ত কর কেন?'

'ওরা যে আমাদের বিরক্ত করে,' উত্তর দেয় ইলিয়া।

'ও। শুনে ভালো মনে হচ্ছে না। তা তোমাদের পড়া কি শক্ত ঠেকে না কি?'

'মোটেই না। পড়া ত সহজ।'

'তাই নাকি?'

ঘাড় বাঁকিয়ে ইলিয়া জবাব দেয়, 'আমার পাঠ-বিবরণী দেখলেই বুঝতে পারবে।' তার চোখ তখন ফলের বাগানের মাথার ওপর আকাশে নিবদ্ধ। বাপ জিজ্ঞাসা করে,

'ওদিকে তাকিয়ে কি দেখছিস?'

'একটা বাজ।'

আর্টামোনোব দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

'তুমি বরং বাইরে গিয়ে খেলা কর। আমার কাছে ব'সে থাকতে ভাল লাগছে না তোমার।'

একা ব'সে থাকতে থাকতে তার মনে পড়ে ছোটবেলায় বাপের সঙ্গে কথা বলতে তারও কেমন ভয় অথবা বিরক্তি লাগত।

'ওরা এখন মাষ্টারমশাইদের নিয়ে ফষ্টি-নষ্টি করে আর আমায় যখন পাঠশালার মাষ্টারমশাই বেতের ডগায় বর্ণ-পরিচয় করিয়েছিল তখন আমার ও সব কথা মনেই পড়ে নি। ছেলেপিলেদের জীবন এখন বেশ সহজ।'

স্কুলে ফিরবার আগে ইলিয়া অনুরোধ করল—একটি মাত্র অনুরোধ: স্নানের বাড়ীর চিলু কোঠায় পাভেলকে পায়রা রাখতে দিও বাবা।'

কোনো প্রতিশ্রুতি না দিয়ে বাপ উত্তর দেয়

'যার যা অসুবিধে সব তুমি দূর করতে পার!'

'তাহলে ও রাখবে, এঁ্যা? যাই ওকে জানিয়ে দিই; খুশী হবে।' ছেলে সিদ্ধান্ত ক'রে নেয়।

আঘাত লাগে আর্টামোনোবের মনে। ঐ একটা হতভাগা নিষ্কর্মাকে খুশী করবার জন্যে ইলিয়ার কত আকুলতা আর নিজের বাপ যেন কিছুই নয়। ইলিয়া চ'লে যাওয়ার পর কেরাণীর ছেলেটাকে দেখলে তার গা যেন আরও জ্ব'লে ওঠে। যখনই কোথাও কোনো ত্রুটি ঘটে, সে বাড়ীতে হোক কারখানায় হোক আর বস্তিতেই হোক, আর্টামোনোবের মনে হয় সব ঐ নোংরা, তেনা-পরা ছোঁড়াটার দোষ, তারি রোগা রোগা হাতে পায়ে ঝুলতে থাকে আর্টামোনোবের যত রাগ আর হিংসার শিকড়। সন্ধ্যা বেলার অসংখ্য ছায়ার মত ও যেন দ্রুতগতিতে সংখ্যায় বেড়ে চলে; চোখের সামনে দিয়ে চকিতে ঘুরে যায় ভীরু অপদেবতার মত।

যেন ভারতবর্ষের গ্রীষ্মকাল। দিনটি বেশ। ক্লান্ত,ক্রুদ্ধ আর্টামোনোব ফলের বাগানে এসে উপস্থিত। সন্ধ্যা হয় হয়। ক্লান্ত তাপহীন সূর্য ঝিলমিল কর্‌ছে জলে-বাতাসে-ধোওয়া হরিদাভ আকাশে। বাগানের এক কোণে টাইখন বায়ালোব শুকনো পাতা জড়ো করছে। তাদের মৃদু, করুণ ফিসফিসানি গাছের মাঝে ভেসে বেড়ায়। বাগানের ওপার থেকে আসছে মিলের একটানা আওয়াজ। শ্লথ গতিতে উপরে উঠছে ধূসর ধোঁয়া, স্বচ্ছ বাতাসকে কলুষিত ক'রে। মালীটার সঙ্গে পাছে চোখোচোখি হয় কি তার সঙ্গে কথা বলতে হয় এই ভয়ে আর্টামোনোব বাগানের অপর প্রান্তে যেখানে স্নানের ঘর সেই দিকে তাকিয়ে দেখে দরজাটা আধখোলা।

'ছোঁড়াটা ভেতরে আছে।'

কাপড় ছাড়বার ঘরে গোপনে উঁকি মেরে দেখে যে তার শত্রু ছায়াছন্ন কোণে বেঞ্চির ওপর হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে মাথাটা একদিকে বেঁকিয়ে

পা দুটো ফাঁক করে দিয়ে আত্মরমণ করছে। এক মুহূর্তের জন্যে আর্টামোনোব খুশী হয়ে ওঠে কিন্তু পরক্ষণেই ইয়াকব আর ইলিয়াকে মনে পড়ায় সে ভয়ে ঘৃণায় ব'লে ওঠে :

'এই শুয়োর, ও কি হচ্ছে ?'

হাতখানা শক্ত হ'য়ে চকিতে স'রে যায়—সারা শরীর তার কুঁকড়ে ওঠে বেঞ্চির উপর। ক্ষীণ শব্দ ক'রে সে একটা ছোট্ট বলের মত পেছিয়ে গিয়েই দরজার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে একেবারে আর্টামোনোবের ওপর। খুশী হ'য়ে ইচ্ছে ক'রেই ডান পা দিয়ে ছেলেটার বুকে এক লাথি মেরে তাকে থামিয়ে দেয় পিয়োতর। কিছু একটা মুড়-মুড় ক'রে ভাঙে। অস্ফুট আর্তনাদ ক'রে সে উপুড় হয়ে প'ড়ে যায় মেঝের এক পাশে।

ক্ষণেকের জন্যে আর্টামোনোবের মনে হয় যে এই এক ঘায়ে সে তার মনের ওপর থেকে কতকগুলো ময়লার বোঝা নামিয়ে ফেলেছে—ক্লান্তিকর বোঝা। কিন্তু পরমুহূর্তেই বাগানের দিকে কাণ পেতে শুনে আর্টামোনোব দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে পাভেলের ওপর ঝুঁকে প'ড়ে অতি নিম্নস্বরে বলে,

'উঠে পড়্। বাইরে চ।'

ছেলেটা প'ড়ে রয়েছে একটা হাত সামনের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে আর একটা হাত বেঁকে-যাওয়া হাঁটুর নীচে ঢুকিয়ে। ওর একখানা পা যেন আর একখানার চেয়ে অনেক ছোট হ'য়ে গিয়েছে ; দেখলে মনে হচ্ছে ন'ড়ে চ'ড়ে বুঝি পিয়োতরের দিকে আরও এগিয়ে আসছে। ছুঁড়ে-দেওয়া হাতখানা অস্বাভাবিক লম্বা, দেখলে ভয় লাগে। ট'লে উঠল আর্টামোনোবের মাথা। হাতল ধ'রে নিজেকে সামলে নিয়ে টুপীর কাপড়টুকু দিয়ে কপালের ঘাম মুছল। কপালটা হঠাৎ প্রচুর ঘেমে উঠেছে।

ফিসফিসিয়ে বলে আর্টামোনোব, 'উঠে পড়্। আমি কাউকে বলব না।' ছেলেটাকে মেরে ফেলেছে এ কথা সে যে বোঝেনি

তা নয়। চোখে পড়ে কালো রক্তের রেখা তার কস বেয়ে মেঝেতে গড়িয়ে যাচ্ছে।

'মরে গেল, এঁ্যা', ভাবলে পিয়োতর। সহজ, ছোট্ট কথাটা তার মনের মধ্যে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকে; তালা ধরিয়ে দেয়। পায়ের কাছে কুঁকড়ে প'ড়ে-থাকা করুণ ঐ ছোট্ট মূর্তিটার দিকে বোকার মত তাকিয়ে ক্রুশ-চিহ্ন আঁকে আর্টামোনোব। আদিম ভাবনায় তার মস্তিষ্ক দপ্ দপ্ করতে থাকে, "বলব যে দুর্ঘটনায় মরেছে। দরজা ঠেলতেই ধাক্কা লেগেছে ওর। হাঁ দরজা। ওটা ভারী কি না।"

পিছন ফিরে তাকিয়ে, ঝাঁটা-হাতে টাইখনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভয়ে বিমূঢ় আর্টামোনোব ধপাস ক'রে বেঞ্চিতে ব'সে পড়ে। মালীর ড্যাবা চোখ নিকোনোবের ওপর নিবদ্ধ। আঙুল দিয়ে সে কড়া গাল চুলকোচ্ছে আর গভীর কি যেন ভাবছে:

'ক্ষীণজীবী এতটুকু প্রাণী, নড়তে পারে না। কতবার ওকে বলেছি ওপরে উঠিস না, ওপরে উঠিস না।'

ভীত পিয়োতর ক্ষীণ আশায় বলে, 'এঁ্যা কি!'

'ওকে বলেছিলাম প'ড়ে ঘাড় ভাঙবি। আপনিও কতবার বলেছেন, মনে নেই? খেলাধূলো করতে গেলে একটু চটপটে হওয়া দরকার। অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে বুঝি?'

থেবড়ে ব'সে মালী ছেলেটার কবজীর আর গলার কাছে নাড়ী খুঁজবার চেষ্টা করে; আঙুল ছোঁয়ায় তার গালে। দিয়াশলাই 'এর কাঠি ঘষার মত শব্দ ক'রে কাপড়ে খরখর ক'রে আঙুলটা মুছে বলে:

'হয়ে গিয়েছে মনে হচ্ছে। রোগা-পটকা জীব একটা—ওকে মারতে আর কতটুকু লাগে।'

টাইখনের কথা শান্ত, চলন ধীর—তার সমস্ত ভঙ্গিমার মধ্যে কোনোই

বৈলক্ষণ্য নেই তবু তার মালিক সন্দেহে অপেক্ষা করে কঠিন অভিযোগের জন্যে। ছাদের চৌকো ফুটো দিয়ে তাকিয়ে টাইখন কাণ পেতে শোনে পায়রাদের কূজন ; তারপর শান্ত, সরল গলায় বলে,

'এই দরজা বেয়েই ও উঠত। বেঞ্চির ওপর উঠে দরজার ছিটকিনিতে পা দিয়ে উঠত দরজার মাথায় ; তারপর ফোকরের কাছে পৌছে হাতে ভর দিয়ে উঠে পড়ত ছাদে। হাতে বিশেষ জোর পেত না কি না ; তাই হাত ফসকে প'ড়ে গিয়েছে। দরজার কোণায় বুকে লেগেছিল নিশ্চয়।'

আত্মরক্ষার তাগিদে নানা সন্দেহ মনে আসে পিয়োতরের। 'আমি ওকে পড়তে দেখিনি', ব'লেই সে ভাবে, 'ও কি মিথ্যে কথা বলছে? ভাণ করছে? পরে হাতে যাতে পড়ি সেই জন্যে জাল পাতছে। নাকি হাঁদাটা সত্যিই বুঝতে পারছে না?'

শেষের অনুমানটাই সম্ভব ব'লে মনে হয়। টাইখন বোকামিই ক'রে চলেছে। মাথাটা নেড়ে যেন কাউকে একবার গুঁতিয়ে দিয়ে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'ইস্, এক রত্তি ধূলো! কেন এগুলো জন্মায় পৃথিবীতে! যাই ওর মাকে খবরটা দিই গে। সৎ-বাপ অবশ্য আ-টুকুও বলবে না। ওর কাছে ছোঁড়াটা একটা বাড়তি পুষ্যি বই ত কিছু নয়।'

একটুও ভণ্ডামি তার কথায় ধরা পড়ে কি না দেখবার জন্যে মালীর কথাগুলি অতি সতর্কতায় শুনছিল আর্টামোনোব। কিন্তু সব সময়েই যেমন এখনও তেমনি টাইখনের কথায় কোনো কৌতুহলেরই প্রকাশ নেই।

'ঐ যে!' ব'লেই সে ভুরু কুঁচকে কাণ পেতে শুনল। বাইরে কোথাও কোনো স্ত্রীলোকের বিরক্ত কণ্ঠস্বর :

'পাশকা! পা- আ-শ্‌কা—আ!'

টাইখন গালে হাত ঘ'ষে বলে, 'পাশকাই বটে! চোখের জল তৈরী রাখ মা-ঠাকরুণ।'

আর্টামোনোব ঠিক ক'রে ফেললে যে ও হাঁদাই বটে। পকেট থেকে টুপিটা বের ক'রে, মুচড়ে যাওয়া ডগাটা পরীক্ষা করতে করতে বাগানের পথ ধরে আর্টামোনোব।

তারপরের দুই তিন সপ্তাহ আর্টামোনোব কাটায় একান্ত ভয়ে ভয়ে। রোজই ভাবে কখন কোথা থেকে একটা ভীষণ কিছু ঘটে যাবে—ভয়ের ঢেউ-এ দুরু দুরু ক'রে ওঠে বুক। এই এখনই হয়ত দরজা খুলে টাইখন ঢুকে বলবে "হাঁ, হাঁ, আমি সবই জানি.........'

বাইরে থেকে অবশ্য সব ঠিক-ঠাক চলে। জন্ম আর মৃত্যুকে মেনে নেওয়াই যাদের অভ্যাস তারা পাশকার মরণকে স্বাভাবিক ব'লেই মেনে নিল। নতুন কালো টাই বাঁধল নিকোনোব নিজের হলদে গলার ওপর। তার পাংশুবর্ণ মুখের ভাবখানা এমন যেন সে বহু প্রতীক্ষিত কোনো পুরস্কার পেয়েছে। নিঃশব্দ, নিরশ্রু আর্টামোনোবের মনে হল সে যেন তাড়াতাড়ি অন্ত্যেষ্টি সেরে ফেলতে পারলে বাঁচে। মা শবের কাপড়ের ঢাকনী হাত দিয়ে দিয়ে মসৃণ ক'রে দিচ্ছে, নীল কপালের ওপর কাগজের মহাপুরুষদের মূর্তিগুলির ঘেরটিকে বসিয়ে দিচ্ছে যথাস্থানে আর যে দুটি তামার ঝকঝকে মুদ্রা দিয়ে পাশকার চোখ ঢাকা সে দুটিকে চেপে চেপে দিচ্ছে বারে বারে। বারে বারে সে ক্রুশ-চিহ্ন আঁকছে, অশোভন ক্ষিপ্রতায়। এত ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে তার হাত দুটি যে প্রার্থনার সময় দুবার সে যে হাত তুলতে পারল না এ আর্টামোনোবের দৃষ্টি এড়াল না। সে চেষ্টা করেছিল তুলবার; কিন্তু বহু বার এমন নেতিয়ে পড়ল যেন মধ্যের হাড়ই গিয়েছে ভেঙে।

এ ব্যাপারটা অন্ততঃ নির্বিঘ্নে চুকে গেল। সৎকারের খরচ-খরচা দিয়েছে বলে নিকোনোবেরা আর্টামোনোবকে অনেকক্ষণ ধরে সজল চোখে ধন্যবাদ জানাল। অবশ্য বেশী দিয়ে পাছে টাইখনের সন্দেহ জাগায় এইভয়ে সে দিয়েছে সামান্যই। সে দিন স্নানের ঘরে যত বোকা টাইখনকে মনে হয়েছিল তত বোকা তাকে ভাবতে ইচ্ছে করে না আর্টামোনোবের। এই দ্বিতীয়বার স্নানের ঘরখানা এই লোকটাকে একেবারে তার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে দিলে। অদ্ভুত লাগে, গায়ে কাঁপুনি ধরে। এক-একবার মনে হয় দিই ঐ ঘরখানাকে পুড়িয়ে কিংবা ভেঙে জ্বালানি ক'রে। বয়েস ত হচ্ছে ওখানার আর কাঠ-গুলোও পঁচে উঠছে। বাগানের অন্যধারে নতুন আর একখানা তৈরী করতে হবে।

ভালো ক'রে ঠাহর ক'রেও টাইখনের মধ্যে কোনো পরিবর্ত্তন দেখতে পায় না আর্টামোনোব। সেই আগের মতই তাকে দেখলে মনে হয় সে যেন নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দয়া করে বেঁচে আছে। এ যেন তার নিজের প্রতি নিজের অনুগ্রহ। সে কথা বলে না বেশী। কারখানায় মজুরদের সঙ্গে সেপাইয়ের মতন ব্যবহার করে— তারাও ওকে দেখতে পারে না। মেয়েদের প্রতি সে বিশেষ ক'রে রূঢ়। শুধু নাতালিয়ার সঙ্গে তার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন আসে; নাতালিয়া যেন তার প্রভুপত্নী নয়, নিজের কোন আত্মীয়, পিসী মাসী কি বড় বোন।

পিয়োতর বারে বারে জিজ্ঞাসা করেছে, টাইখনের সঙ্গে তোমার এত ভাব কেন? আর স্ত্রী বারে বারেই উত্তর দিয়েছে ঃ

'ছোটবেলা থেকে দেখছি কি না।'

কোনো বিশেষ বন্ধু বান্ধবের কাছে বা বিশেষ বিশেষ জায়গায় গেলে পিয়োতর না হয় বুঝে নিত ও ঐ এক ধরণের মানুষ। গত

কয়েক বছরে ঐ রকম ধরণের অনেকেই এসেছে। কিন্তু ছুতোর সেরাফিম ছাড়া টাইখনের কোনো বন্ধুই নেই। সে আবার গির্জায় যায়, প্রার্থনাও করে ভক্তিভরে, যদিও এতবড় হাঁ করে যে মনে হয় বুঝি চীৎকার ক'রে উঠবে। মাঝে মাঝে টাইখনের ঝিলিক-দেওয়া চোখ তার মনিবের মুখের ওপর কালো ছায়া ফেলে। আর্টামোনোবের মনে হয় ঐ চোখের জলীয় গভীরে কি বিপদ বুঝি লুকিয়ে আছে। পিয়োতরের ইচ্ছে করে ওর জামার গলাটা ধ'রে ঝাঁকি দিয়ে চিৎকার ক'রে উঠতে।

'ব'লে ফেল্ না!'

কিন্তু মালীর চোখের মণি কুঁচকে গিয়ে একেবারে ভাবহীন হয়ে পড়তেই তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কঠিন ধৈর্যে পিয়োতরের ভয়ও নেতিয়ে পড়ে। ভাঁড় এ্যাণ্টন বেঁচে থাকতে কোনো কোনো দিন সন্ধ্যাবেলা মালীর ঘরের সামনে নয় তো ফটকের কাছে বেঞ্চিতে বসত। টাইখন এই আধ-পাগলাটাকে প্রশ্ন করত :

'বাজে বকিস না। একটু ভেবে বল দেখি কুইয়াতুর—সে কে?

পরমানন্দে এ্যাণ্টন চিঁ চিঁ ক'রে ওঠে 'কাইয়ামাস্' আর তার পরেই গান আরম্ভ করে,

'ঐ যে ওঠেন যীশু মোদের...........

ভাঙল গাড়ীর চাকা

'থাম' বলে টাইখন।

কেন যে এত বিরক্ত লাগে তা বুঝতে না পেরেও আর্টামোনোব একান্ত বিরক্তিতে জিজ্ঞাসা করে 'ওকে আবার ধরেছিস কেন?

'ওর অদ্ভুত কথাগুলোর মানের জন্যে।'

'ওর কথার আবার মানে আছে নাকি?'

টাইখন বোকার মত উত্তর দেয় 'নির্বুদ্ধিদেরও কথার একটা মানে থাকে।'

সব চেয়ে ভাল টাইখনের সঙ্গে কথা না বলা। কিন্তু এক ঝোড়ো বিনিদ্র রাতে আর্টামোনোব আর বুকের ওপর এই চাপ সহ্য করতে পারে না; স্ত্রীকে জাগিয়ে ব'লে ফেলে নিকোনোবের ছেলেটার হত্যার কাহিনী। নিদ্রালু চোখ টিপ টিপ ক'রে গল্পটা সব শোনে নাতালিয়া কথা না ব'লে; তারপর হাঁই তুলে বলে—

'স্বপন আমার কখখনও মনে থাকে না।'

কিন্তু হঠাৎ সে ভয়ে চিৎকার করে ওঠে

'ঈয়াশা যদি ঐ রকম করতে শুরু করে!'

'কি রকম করতে শুরু করে?' অবাক হ'য়ে স্বামী জিজ্ঞাসা করে।

স্ত্রী ব্যাখ্যা ক'রে বলার পর আর্টামোনোব মনের দুঃখে কান টানতে টানতে ভাবে,

'কি জন্মেই বা ওকে বলতে গেলাম।'

সে দিন রাতে, ঝড়ের ফিসফিসানি আর আর্ত্তনাদের মধ্যে, নিজেকে তার এত একা লাগছিল। কিন্তু তারি মধ্যে যেন স্পষ্ট হয়ে গেল তার কাছে কেন সে এই হত্যাকাণ্ড করেছে। এই উৎসন্নে যাওয়া ছেলেটা তার ছেলে ইলিয়ার বন্ধু ছিল যে! বিপজ্জনক বন্ধু। ছেলেকে বাঁচাবার জন্যে ও পাশকাকে হত্যা করেছে।

একটু স্বস্তি পায় আর্টামোনোব। নিকোনোবের ছেলেটার ওপর তার এই অন্ধ ঘৃণার একটা যুক্তিযুক্ত কারণ খুঁজে সে পেয়েছে। কিন্তু সে চাইছিল এই ভার থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি; চাইছিল দোষটা সবই অপরের ঘাড়ে চাপাতে। আর্টামোনোব পুরোহিত গ্লেবকে ডেকে পাঠাল। অন্যান্য খুচরো-খাচরা স্খলন পতনের থেকে একটু আলাদা ক'রে এই পাপটার কথা সে পুরোহিতকে বলতে চায়।

রোগা, কুঁজো পুরোহিত সন্ধ্যা বেলায় এসে চুপ ক'রে বসে এক কোণে। রোগা দেহখানাকে এমনি গভীর ক'রে কোনো কোণে ঢুকিয়ে দেওয়াই তার অভ্যাস। কোণ যত অন্ধকার যত গোপন হয় ততই ভালো। পুরোহিত যেন কেবল নিজের লজ্জা ঢাকতে চায়। আরাম কেদারার কালো চামড়ার সঙ্গে তার নোংরা পোষাকের কালো কালো ভাঁজগুলো মিশে গিয়েছে একেবারে। গম্ভীর পটভূমিকায় শুধু তার মুখখানাই দেখা যাচ্ছে একটু একটু। রগের আর চুলের ওপর গলা তুষার চিক চিক করছে, একখান রোগা হাতে পাতলা লম্বা দাড়ি ক' গাছি ধরা।

সোজাসুজি কথাটা পাড়তে সাহস না থাকায় আর্টামোনোব বলতে আরম্ভ করল কত তাড়াতাড়ি লোকে অধঃপাতে যাচ্ছে, লোকেরা কত কুড়ে, মাতাল আর অসচ্চরিত্র হচ্ছে দিন দিন। তবু ক্লান্তি আসে; থেমে যায় সে; ঘরে পায়চারি করতে থাকে। তারপর ভেসে আসে পুরোহিতের কণ্ঠস্বর ছায়াময় কোণ থেকে। তার কথা অনেকটা অভিযোগের মত।

'সাধারণ লোকের কথা কেউ ভাবে না। নিজেরাও তারা পরকালের কথা ভাবতে শেখেনি। জানেই না কেমন ক'রে ভাবতে হয়। আর শিক্ষিত লোকেরা..............তাদের বিচার আমার করার কথা নয়। আমাদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যাও তেমন নয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে তারা খাপ খাওয়াতে পারে না। ওরা খোঁজে খুব কিন্তু যা সারবস্তু তা নয়। ওরা লোকদের ক্ষেপায় আর সরকারী শাসন নেমে আসে। কি জানি কেন, আমাদের কিছুই ঠিকমত চলছে না। শুধু একটা কণ্ঠস্বর জোরে আরও জোরে এই অর্থহীন কোলাহলের মধ্যে শোনা যায়ঃ মানুষের বিবেককে সে বজ্রকণ্ঠে ডাক দিচ্ছে। সে এক কাউন্ট টলষ্টয়ের কণ্ঠস্বর, দার্শনিক, সাহিত্যিক টলষ্টয়। আশ্চর্য লোক!

তার কথায় সাহস যেন মাত্রা ছাড়িয়ে ওঠে। কিন্তু মানে···দেখেছেন ত··· সনাতন ধর্ম·········'

অনেকক্ষণ ধ'রে পুরোহিত ব'লে যায় টলষ্টয়ের কথা। আর্টামোনোব সবটুকু বুঝতে না পারলেও পুরোহিতের চাপা কণ্ঠস্বর ছায়ার মধ্যে থেকে তরঙ্গে তরঙ্গে এসে এই অসাধারণ লোকটিকে এমন রূপকথা ক'রে তোলে যে শ্রোতার মন আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে মুক্তি পায়। পিয়োতর অবশ্য ভোলে নি কেন সে পুরোহিতকে ডেকেছে তবু কেমন একটা দয়া জাগে পুরোহিতের ওপর। সে নির্লোভ মানুষ ব'লে, সকলের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করে ব'লে, অনুষ্ঠানগুলি ভাল ক'রে ব'লে আর শব-সংকারের সময় সত্যি দুঃখ পায় ব'লে গরীব লোকেরা ভাবে তার বুঝি একটু ছিট আছে। আর্টামোনোবের কাছে এসব স্বাভাবিক ঘটনা। পুরোহিত হওয়া মানেই এ সব সহ্য করা। কিন্তু তার যে গ্লেবকে ভালো লাগত, সে ড্রায়োমোবের পুরোহিতেরা আর সহরের গণ্যমান্য সব লোকেরাই গ্লেবকে দেখতে পারে না ব'লে। কিন্তু আত্মাকে যারা চালনা করে তাদের কঠিন হ'তেই হয়। এমন বিশেষ বিশেষ কথা তাকে বলতে হয় আর বলা কর্ত্তব্য যা শ্রোতাদের মনে কেটে কেটে বসে। তার কর্ত্তব্যই হল পাপের ভয় জাগানো, পাপের প্রতি ঘৃণা জাগানো। আর্টামোনোব জানে এ ক্ষমতা গ্লেবের নেই। পুরোহিতের দ্বিধায় ভরা কথাগুলি শুনলে মনে হয় ও কেবলই কাকে কষ্ট দিয়ে ফেলে এই ভয়ে সন্ত্রস্ত। তার কথা শুনতে শুনতে কিছুক্ষণ পরে আর্টামোনোব ব'লে ওঠে:

'আপনাকে আজ কষ্ট দিয়ে ডেকে এনেছি এই কথা জানাবার জন্যে যে এবছর আমি পূণ্য উৎসবে যোগ দিতে পারব না।'

অন্যমনস্কভাবে পুরোহিত জিজ্ঞাসা করলে, 'কেন।' উত্তর না পেয়ে

বললে আবার, 'নিজের নিজের বিবেকের কাছে আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে ত।'

আর্টামোনোবের মনে হল পুরোহিত ঠিক ঐ মালী টাইখনের মত উদাসীন, ভাবলেশহীন গলায় কথা বলছে। গ্লেব গরীব। তার রবারের পাদুকাবরণী না থাকায় ভারী চাষাড়ে জুতোয় ব'য়ে আনা তুষার গলে ঘরে ধারা বইছে। এদিকে ওদিকে পা সরিয়ে ব'সে গ্লেব ব'কে চলেছে, আর্টামোনোবকে অবশ্য নিন্দা ক'রে নয়, তার প্রস্তাবে দুঃখিত হ'য়ে:

'চারিদিকে যা ঘটছে যখন দেখি তখন জীবনে সান্ত্বনা একটিই খুঁজে পাই। জীবনের পাপ জমা হ'তে হ'তে একেবারে তাল পাকিয়ে ওঠে, বোধ করি উত্তীর্ণ হওয়া সহজ হবে ব'লেই। লক্ষ্য ক'রে দেখেছি ঠিক এই রকমটিই হয়। ছোট্ট একটু পাপ দেখা দিলে; তারপর টাকুর ওপর সুতোর মত তার চারিদিকে পাপ জমতে থাকে। ছড়িয়ে থাকলে একে কাটিয়ে ওঠা শক্ত কিন্তু একীভূত হ'য়ে আছে ব'লে ন্যায়ের এক খড়্গাঘাতে একে নিঃশেষ করা যায়...........'

কথাগুলি আর্টামোনোবের মনে থাকে; সান্ত্বনা পায় সে। ঐ পাভেলই পাপকেন্দ্র। তার সমস্ত পাপচিন্তাকে ঐ পাভেলই চুম্বকের মত টেনে এক করছে। আর এই অপরাধের কিছু অংশ কি তার ছেলের ন্যায্যত প্রাপ্য নয়? স্বস্তির গভীর নিঃশ্বাস ফেলে সে পুরোহিতকে চা খেয়ে যাবার জন্যে অনুরোধ করল।

খাবার ঘরে উজ্জ্বল আরাম। উষ্ণ বাতাসে খাদ্যের সুঘ্রাণ। টেবিলের ওপর কেৎলী থেকে ধোঁয়ার ছিটে উঠছে থামথা খুসীরত। চার-বছরের নাৎনীকে কোলে নিয়ে আরাম কেদারায় ব'সে আর্টামোনোবের শাশুড়ী বেশ ছড়া গেয়ে যাচ্ছে:

কে দিয়েছে তোমায় পিটার
নিদাঘদিনের আবছা আলো ?
আলোর রাণীর বিচার ভালো।
নিকোলাকে দিল সে যে
ঢেউ বাতাসের রাজত্ব।
এলিজা সে গণৎকার
গড়ে সোনার তলোয়ার।

চেয়ারখানা নিকটে টেনে নিতে নিতে, অনুকূল হাসি হেসে পুরোহিত বললে, 'অ-খ্রীষ্টিয়ান গান।

শোবার ঘরে নাতালিয়া পিয়োতরকে বলে,

'দেখে এলাম এ্যালেক্সি ফিরেছে। মস্কো গেলেই ও একেবারে দড়িছেঁড়া হ'য়ে ওঠে। ভয় হয়..................'

সেই গ্রীষ্মে নাতালিয়ার শাদা ঘাড়ে আর রক্তিম মসৃণ গালে লাল লাল ফুটকি দেখা দিল। খুব ছোট ছোট হ'লেও ভাবনা হ'ল নাতালিয়ার। সপ্তাহে দুদিন সে শুতে যাবার আগে মধু রঙা এক প্রকারের প্রলেপ গালে ঘষে নিপুণ ধৈর্যে। আয়নার সামনে ব'সে এখন সে তাতেই ব্যস্ত। নিরাবরণ কনুই চলেছে সামনে পিছনে আর উঁচু বক্ষস্তূপ শ্রমে উঠছে নামছে ঘন ঘন। ছাদের দিকে দাড়ি উঁচিয়ে, মাথার তলায় হাত দিয়ে বিছানায় শুয়ে আর্টামোনোব বউ-এর দিকে তাকাতে তাকাতে ঠিক ক'রে ফেলে যে নাতালিয়া একটা যন্ত্রের মত আর তার প্রলেপের গন্ধ সিদ্ধ মাছের মত। যথারীতি নিম্নস্বরে প্রার্থনা ক'রে, বিছানায় এসে শুয়ে ও যখন সুস্থ দেহের অভ্যাস বশে স্বামীর কাছে আত্মসমর্পণ করে আর্টামোনোব তখন ঘুমোবার ভাণ করে।

সে ভাবে, 'পাপ কেন্দ্র! আমিও ত! একটা টাকু। কেবল ঘুরে ঘুরে পাপ জমা করছি। কিন্তু টাকু চালাচ্ছে কে? টাইথন বলে, মানুষ

সুতো কাটে আর শয়তান কাপড় বোনে! যত সব নির্বুদ্ধি।'

নদীর ওপর ঝুঁকেপড়া বালুময় পাহাড়-গুলির ওপরে ওপরে এ্যালেকসি ব্যবসাটিকে সোৎসাহে বিস্তৃত ক'রে চলেছে। পার্বত্য অঞ্চলের সে সোনালী আভা আর নেই; অভ্রের রূপোলি ছটা উঠে যেতে সুরু করেছে; স্ফটিকের চিকি মিকি পড়েছে নেতিয়ে। আলগা বালির স্তূপ পায়ে পায়ে এখন শক্ত। প্রতি বছর যাচ্ছে আর বসন্তে ভূমি ভ'রে যাচ্ছে আরও সবুজ আরও ঘন ঘাস আর ঝোপে। পায়ে-চলা পথের ওপর কলাগাছ আর ডগা-ছেঁড়া বার্ডক। কারখানার চারিদিকে নুতন করে ফলের গাছ গজিয়ে উঠল। হেমন্তের ঝরা পাতা প'চে সার হ'ল বালির ওপর। আরও জোরে গুমগুমিয়ে চলল কারখানা, ছড়াল ভয় আর ভাবনা। শত শত টাকু ঘুরছে, শত শত তাঁত চলছে; সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যন্ত্রগুলির হাঁফ ফেলবার অবকাশ নেই। শিল্পের ব্যস্ত কোলাহল পাকিয়ে পাকিয়ে ওঠে কারখানার ওপর দিয়ে। এই সবের মালিক আমি—এ কথা ভাবতে বেশ লাগে, অদ্ভুত ভালো লাগে, গর্ব হয়।

কিন্তু যত দিন যায় ততই বেশী বেশী ক্লান্ত লাগে আর্টামোনোবের। শৈশবের সেই গ্রামাঞ্চলের কথা তার মনে পড়ে: সেই 'স্বচ্ছ, শান্ত ছোট্ট নদী রাট, বিস্তৃত প্রান্তর,' কৃষকদের সরল জীবন। মনে হয় কোনো অদৃশ্য নিষ্করুণ শক্তি তাকে ধ'রে যেমন খুসী মোচড়াচ্ছে। সারাদিন কারখানার শব্দের বন্যা ব্যবসার কথা ছাড়া আর কোন কথাই মাথায় রাখতে দেয় না। কারখানার চিমনীর কালো কুঞ্চিত ধোঁয়া চতুষ্পার্শ্বের জগতের অন্য সব কিছুকে হতাশা আর বিরক্তিতে ঢেকে দিয়েছে।

এইরকম যখন মনের অবস্থা তখন কারখানার শ্রমিকদের চিন্তাটা বড়ই অস্বস্তিকর। ওদের গায়ের জোর যেন সমানে ক'মে যাচ্ছে;

চাষীসুলভ সহনশীলতা হারাচ্ছে ওরা ; মেয়েমানুষের মত খিটখিটেপনা ওদের পেয়ে বসেছে—একটুতেই চ'টে উঠছে আর কথায়-বার্তায় বিনয় ক্রমেই ক'মে আসছে। অস্থিরতা আর বেহিসাবী খরচ করার ইচ্ছার ওদের যত নিত্যনূতন প্রকাশ। পিয়োতরের বাবার সময়ে ওরা এর চেয়ে অনেক বেশী শান্ত, অনেক বেশী ঐক্যবদ্ধ ছিল। এত বেশী মদও খেত না, এমন বেহায়াও হ'য়ে ওঠে নি। এখন সবই কেমন জড়াপটকি বেধে গিয়েছে। সাহস ওদের বেড়ে গিয়েছে আর আজকাল বুঝতেও শিখেছে বেশী। কিন্তু কাজেও আর তেমন মনোযোগ দেয় না ; পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিও ক'মে গিয়েছে। সকলেই অস্বস্তিকর ভাবে চোরাগোপ্তা পিয়োতরের দিকে তাকায়, যেন তাকে একবার মেপে নেয়। বয়েস যাদের কম তারা আবার বেশী গণ্ডগোল বাধায়, বেশী অসম্মান ক'রে। কারখানা দ্রুতগতিতে ছেলেগুলোর মধ্যে সব চাষীসুলভ গুণ নিঃশেষ ক'রে দিল।

ইঞ্জিন ঘরের বলকবকে প্রাদেশিক উন্মাদ-আলয়ে পাঠাতে হয়েছে। আগুনে ঘর পুড়ে যাওয়ায়, এই পাঁচ বছর আগে হাসিখুশী অথচ শক্ত সমর্থ বলকব কারখানায় এসেছিল। এক বছর বউটিকে নিয়ে পরেই বউটা বেয়াড়াপনা শুরু করে আর বলকবও শুরু করে তাকে পিটোতে। ফলে বউটার হয় যক্ষা। এখন দুজনের একজনও নেই। আর্টামোনোব কত দেখেছে এই রকম দ্রুত অধঃপতন। পাঁচ বছরে চারটে খুন হয়েছে—দুটো মাতলামির ঝগড়াতে, একটা প্রতিহিংসায় আর একটা ঈর্ষায়। তাঁত ঘরের এক বুড়ো বুনুনি ঘরের এক মেয়েকে মেরে দিলে ছুরি। প্রচণ্ড ঝগড়া থেকে শেষ পর্যন্ত দুই এক জনের জখম হওয়া—এ ত লেগেই আছে।

এ সব এ্যালেকসির মনে কোন রেখাপাত করে না। সে দিন দিন কেমন দুর্বোধ্য হ'য়ে উঠেছে। তাকে দেখলে ঐ ক্ষুদ্রকায়, রসিক, ফিটফাট

সেরাফিমকে মনে পড়ে। সেরাফিম কারখানার ছেলেপিলেদের জন্যে যেমন নিপুণভাবে ধনুক আর বাঁশী তৈরী ক'রে দেয় তেমনি নৈপুণ্যের সঙ্গে সে তাদের জন্যে শবাধারও তৈরী করে। এ্যালেকসির বাজপাখীর মত চোখে স্থির বিশ্বাসের আলো—সবই ভালো চলছে আর সবই ভালো চলবে। ইতিমধ্যেই তার তিনটি সন্তানের কবরের উঁচু টিবি সমাধিক্ষেত্রে ; শুধু মিরণই শক্ত ক'রে আঁকড়ে ধরে আছে জীবনকে। লম্বা লম্বা অস্থি আর উপাস্থি দিয়ে কোনোরকমে জোড়াতাড়া দিয়ে গড়া তার দেহ নিয়ে মিরন খটখট ক'রে হাড় বাজিয়ে ক্যাঁচ-কোঁচ করতে করতে চলে। তার এক অভ্যাস জোরে জোরে আঙুল মটকে তীব্র মচমচানি শব্দ তোলা। তের বছর বয়সে চোখে চশমা ওঠায় তার পাখীর ঠোঁটের মত নাকের বিস্তার কিছু সঙ্কুচিত আর চোখের বিরক্তিকর ঝক্‌মকে ভাবটাও কিছু আবৃত। হাতে একখানা বই না নিয়ে সে কোথাও যায় না। যে জায়গাটায় পড়ছিল সেখানটা পাছে হারিয়ে যায় এইজন্যে পাতার ফাঁকে আঙ্গুল দিয়ে এমন ভঙ্গীতে চলে যে মনে হয় বই আর হাত একসঙ্গে গজিয়েছে। বাপ মায়ের সঙ্গে সমানে সমানে কথা বলে, তর্কও করে। তাদের এটা লাগেও ভালো। ভাইপোর তাকে ভাল লাগে না দেখে পিয়োতরও নিজের মনোভাব কিছু গোপন রাখে না।

এ্যালেকসির বাড়ীর কোনো শ্রী-ছাঁদ নেই। পিয়োতরের মনে হয় একটা মঠ আর মেলার দোকানের মধ্যে যে তফাৎ, তার নিজের আর ভাইএর জীবনের মধ্যে সেই তফাৎ। সহরের কারও সঙ্গে এ্যালেকসি আর তার বউএর বন্ধুত্ব নেই। তাদের বাড়ীতে যত পুরোনো টুকিটাকি আসবাবপত্রের ভিড়। ছুটির দিন কিন্তু নানা সন্দেহজনক চরিত্রের বহুল সমাবেশ তার বাড়ীতে : সোনা-বাঁধানোদাঁত ডাক্তার ইয়াকবলেব, কেবল লোকের পেছনে লাগে, কারও ভালো দেখতে পারে না : মাতাল,

জুয়াড়ী কপটেব—সে কেবল চীৎকার করে ; মিরনের মাষ্টার মশাই—ইনি ছাত্র—পুলিশে এঁর পড়াশুনা বন্ধ ক'রে দিয়েছে ; আর তাঁর ছাপা-নাক গিটার-বাজানো স্ত্রী। আরও সব ছিল—যত সব মানুষের ভগ্নাবশেষ। এরা সমান ভুর্বিনয়ের সঙ্গে আমলা আর যাজকদের যা তা বলে আর প্রত্যেকেই নিজের বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে একেবারে স্থিরনিশ্চয়। এরা যে খাঁটি লোক নয় এ কথা আর্টামোনোব মন-প্রাণ দিয়ে বোঝে। মস্ত ব্যবসার অর্ধেক অংশীদার তার ভাই এই সব লোকগুলোকে নিয়ে কি করে ভেবে পায় না আর্টামোনোব। তাদের সু-উচ্চ কথাবার্তা শুনে তার পুরোহিত গ্লেবের কথা মনে পড়ে :

'ওরা খোঁজে অনেক কিন্তু যা সারবস্তু তা নয়।'

তা হলে সারবস্তুটা কি তা সে নিজকে কিন্তু জিজ্ঞাসা করে না। সারবস্তু আছে কোথায় ? আর্টামোনোব জানে। আছে ব্যবসাতে।

তার ভাইয়ের প্রিয়পাত্র হচ্ছে ঐ গলাবাজী-করা জিপসী কোপটেব। সবসময়েই ওকে মাতাল দেখায়। ওর মধ্যে একটা ঠেলে নিয়ে যাবার শক্তি আছে, এমন কি একরকমের বিজ্ঞতাও আছে। অন্য সকলের চেয়ে সেই বেশীবার চীৎকার ক'রে ওঠে :

'ও সব বাজে, স্রেফ তত্ত্বকথা ! কারখানা—ঐ হল আসল জিনিষ ! মেসিন, মেসিন।'

কিন্তু আর্টামোনোব কোপটেবের মধ্যে একটা উচ্ছৃঙ্খল, অন্তর্ঘাতী সত্তা আবিষ্কার ক'রে বসে।

'ভয়ানক লোক,' বললে সে এ্যালেকসির কাছে। অবাক হ'য়ে তাকায় এ্যালেকসি।

'কে কোপটেব ? যত সব বাজে কথা। ও আশ্চর্য্যি লোক। খাটিয়ে, চালাক আর তা ছাড়া কাজ জানে। ওর মত হাজার হাজার লোকের আমাদের দরকার আছে।'

শান্ত হাসি হেসে সে যোগ করে,

'আমার মেয়ে থাকলে ওর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ওকে আমি একেবারে কাজের সঙ্গে বেঁধে ফেলতাম।'

মুখ এতখানি ক'রে ফিরে যায় পিয়োতর। কাজ যখন নেই অথচ তাস খেলা হচ্ছে না এমনি সময়ে পিয়োতর তার বিছানার মত প্রকাণ্ড নরম আরামকেদারাখানায় শুয়ে শুয়ে কান টানে আর অন্যান্যদের কথা শোনে। আরামকেদারাখানি তার বড় প্রিয়।

এদের কারও সঙ্গে তার মতে মেলে না; ইচ্ছে করে সকলের সঙ্গে তর্ক করতে। সে অবশ্য বড় অংশীদার ব্যবসায়ের। তাকে কেউই আমলে আনে না ব'লেই যে তার তর্ক করতে ইচ্ছে করে তাই নয়। অন্যান্য কারণও ছিল। তবে সে কারণগুলি যে কি তা সে নিজের কাছে নিজেই বুঝিয়ে বলতে পারে না। তার ওপর সে কথা ভালো বলতে পারে না। কেবল মাঝে মাঝে, অস্বস্তিতে আর্টামোনোব এক আধটা কথা যোগ করে।

'সেদিন গ্লেব এক জমিদারের কথা বলছিলেন·············'

সঙ্গে সঙ্গে কোপটেব খেঁকিয়ে ওঠে,

'জমিদারের সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক? আপনার? চাষা রুশিয়ার শেষ নিঃশ্বাস ত ওরা'

চীৎকার ক'রেই অত্যন্ত অশ্রদ্ধার সঙ্গে সে পিয়োতরের দিকে আঙুল দেখায়। তখন অন্যেরাও পিয়োতরের চোখে ঐ কোপটেবের মতই গৃহহীন, যাযাবর বেদের মত দেখায়। ওরা কেমন শুনছে কোপটেবের কথা।

'প্রজাপতি সব। পরগাছা।' ভাবে পিয়োতর।

একদিন পিয়োতর বললে,

'ঐ কথাটা একেবারে মিথ্যে, ঐ যে—ব্যবসা ত আর ভালুক নয়

যে বনে পালাবে। ভালুক ত বটেই আর ওর বনে পালাবারও কোন দরকার নেই। ও ত আমাদের সেঁটে জড়িয়ে ধরেছে—একেবারে আমাদের প্রভু হ'য়ে বসেছে। ব্যবসা মানুষের প্রভু।'

কোপটেব খেঁকিয়ে ওঠে, 'কথা শুনুন একবার। এমন দামী কথা আর কোথায় কার কাছে শুনতে পাবেন। এতদিনে আসল বিপদটা বোঝা গেল!'

এ্যালেকসি মজা মেরে জিজ্ঞাসা করে,

'এ সব ধারণা তোমার হয় কোথা থেকে? টাইখনের কথা শুনে?'

ভীষণ চটে আর্টামোনোব। বাড়ীতে এসে বউকে বলে,

'এলেনার ওপর নজর রেখ, ব'লে দিচ্ছি। ঐ বেদে কোপটেবটা কেবল ওর চারিদিকে ঘুর-ঘুর করে আর এ্যালেকসি ত কোপটেব বলতে অজ্ঞান। এলেনাকে পেলে ও ত বর্তে যাবে। একটা ভাল ছেলে খুঁজতে শুরু কর।'

ভাবতে ভাবতে নাতালিয়া বলে,

'এখানে ভালো বর কোথায় পাব? সহরে খোঁজ করতে হবে। তা এত তাড়াতাড়ি কিসের?'

'দেখ, শেষে যেন আবার ঐ যাঃ না হয়'' উত্তর দেয় আর্টামোনোব আর নিঃশব্দে হাসে। নাতালিয়া হাসে সলজ্জ হাসি।

যখনও বা কাজের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতর থেকে একটু ছাড়া পায় তখনও আর্টামোনোব ডুবে যায় বিরক্তির মধ্যে—নিজের ওপর বিরক্তি আর চতুষ্পার্শ্বের লোকের ওপর বিরক্তি। এই বিরক্তির কুয়াসার মধ্যে সেইটুকু জায়গা শুধু উজ্জল যেখানটায় আছে তার ছেলের জন্যে ভালোবাসা। কিন্তু সে উজ্জলতাও আজ নিকোনোবের হত্যায় কলঙ্কিত আর নয় ত রক্তপাতের পাপের ভারে একেবারে মনের অতলে নির্বাসিত। ইলিয়াকে দেখতে দেখতে তার মাঝে মাঝে মনে হয়, বলে ফেলি,

'দেখ্ তোরই ভালো করতে গিয়ে আমি কি ক'রে বসেছি।'

নিকোনোরকে মারার ঠিক পূর্ব মুহূর্তেই যে আর্টামোনোর ছেলের জন্যে শঙ্কিত হ'য়ে উঠেছিল, এ কথা নিজের কাছে গোপন করার মত কুটবুদ্ধি তার নিজের ছিল না। বরং এই শঙ্কার মধ্যেই নিহিত ছিল এই হত্যাকাণ্ডের একমাত্র যুক্তি, সে যত সামান্যই হোক না কেন। তবু পাছে কথা প্রকাশ হ'য়ে গিয়ে তার বীরত্বের ছলটুকু চলে যায় এই ভয়ে সে ইলিয়ার সামনে নিকোনোরের প্রসঙ্গই উত্থাপন করত না।

পিয়োতর দেখে ইলিয়া যত বড় হচ্ছে ততই কেমন অদ্ভুত হ'য়ে যাচ্ছে। দিন দিন তার চপলতা যাচ্ছে ক'মে। মায়ের সঙ্গে সে আরও ভদ্রভাবে কথা বলে। ইয়াকব এখন স্কুলে পড়ছে। তাকেও আর ইলিয়া এখন রাগায় না। ছোট বোন তাতিয়ানার সঙ্গে ছুটোছুটি করে আর এলেনাকে নিয়ে একটু আধটু মজা মারে মাত্র। যাই কিছু সে করে আর বলে তার মধ্যেই কেমন একটা ছাড়া-ছাড়া ভাব। অন্য কি সব কথা সে যেন সব সময়েই ভাবে। পাভেল নিকোনোরের স্থান এখন দখল করেছে খুড়তুত ভাই মিরণ। দুই ভাইএ সব সময় এক সঙ্গে হাত নেড়ে নেড়ে অক্লান্ত কথা ব'লে যাচ্ছে। বাগানে গ্রীষ্মাবাসে ব'সে দুজনে পড়ছে তো পড়ছেই। বাড়ীতে প্রায় থাকেই না ইলিয়া। কোনদিন বা সকালে চা টুকু খেয়েই ছুটল সহরে কাকার বাড়ীর দিকে আর নয়ত মিরণ আর কোঁকড়াচুল কালো গোরিৎসবেটব এর সঙ্গে বনে গিয়ে ঢুকল। গোরিৎসবেটব দেখতে ছোট কিন্তু ঠেলে এগুতে জানে। আর কাঁটা গাছের মত খোঁচা দেয়। সে চলে শিথিল ভঙ্গীতে, মজা মেরে এমন চোখে তাকায় যে মণিদুটো যেন একটা আর একটার নীচে গিয়ে পড়ে।

'ঐ পুঁচকে ইহুদিটার সঙ্গে এত বেড়াও কেন?' বিরক্ত হয়ে নাতালিয়া জিজ্ঞাসা করে। পিয়োতর ছেলের পানে তাকিয়ে দেখে

যে ইলিয়ার সুন্দর ভ্রূ-দুটি কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে।

'অপমানকর কথা বল কেন মা? ও যে রুষীয়, পুরুত ঠাকুর গ্লেবের ভাইপো এ্যালেকজাণ্ডার, তা ত তুমি জানো। ক্লাসে ও সব চেয়ে ভালো ছেলে।'

মা অবজ্ঞায় নাক সিঁটকোয়,

'ঐ ইহুদীগুলো সব সময়েই ঠেলে এগিয়ে যায়।'

'কি ক'রে তুমি জানলে? সারা সহরে মোট চারজন ইহুদীর মধ্যে এক ওষুধের দোকান যে করে সে ছাড়া সকলেই গরীব।'

'আর তাদের চল্লিশটা বাচ্চা! বোরগরোড-এ গেলে দেখবে সব জায়গা জুড়ে রয়েছে ঐ ইহুদীগুলো—আর মেলাখেলাতেও তাই।'

বিরক্তিকর একাগ্রতায় ইলিয়া আবার বলে,

'অপমান কর না মা।'

রাগে মুখ লাল ক'রে প্যানে চামচে খটখটিয়ে মা চীৎকার ক'রে ওঠে,

'তুই কি আমায় শিক্ষা দিবি না কি? আমি কি বলব তা ওঁর কাছ থেকে শিখতে হবে। কপালে দুটো চোখ কি আমার নেই? সকলের পেছন পেছন, এমন কি টাইখনের পেছন পেছন ঘুরে বেড়ায় ঐ পা-চাটা-টা, ঐ মুখ মিষ্টি গুলোই হল বিপজ্জনক। আমি জানি একবার ঐ রকম এক মিষ্টিমুখো··············'

'খুব হয়েছে,' রূঢ় স্বরে বলে পিয়োতর। কাঁদো কাঁদো হয়ে মা অভিযোগ ক'রে,

'কি করেছি কি আমি? একটা কথা বলবার উপায় নেই।'

ভুরু কুঁচকে ব'সে আছে ইলিয়া। মা তাকে মনে করিয়ে দেয়ঃ

'আমি তোর মা—এ কথা মনে রাখিস।'

'ধন্যবাদ,' ব'লে ইলিয়া শূন্য পেয়ালা ঠেলে দেয় সামনে। আড়চোখে ছেলের দিকে তাকিয়ে, মুখ টিপে হাসে আর কাণ টানে পিয়োতর।

কেরোসিনের আলো-কে আর সম্প্রতি ওস্গার দেওয়া সেই জটিল কফি তৈরী করার পাত্রটাকে নাতালিয়া যেমন ভয় করে তেমনই সে যে ভয় করে তার ছেলেকে এ কথা পিয়োতর বোঝে স্ত্রীর কণ্ঠস্বর থেকে। নাতালিয়ার ধারণা ঐ জটিল পাত্রটা কোন দিন দুম ক'রে ফেটে যাবে। ছেলেকে পিয়োতর ঐ নাতালিয়ারই মতন ভয় করে—হাস্যকর ভয়। ছেলেটাকে বোঝা যায় না কি না। ঐ তিনটে ছেলেই এক রকম। মালী টাইখনের মধ্যে ওরা কি মজা পায়? কোনোদিন সন্ধ্যাবেলা ছেলেগুলো বসে তাকে নিয়ে ফটকের কাছে আর আর্টামোনোবের কাণে আসে টাইখনের উচ্চ উপদেশের কণ্ঠস্বর:

"সে ত ঠিক কথা। ভার যত কম হবে তত তাড়াতাড়ি যেতে পারবে। কিন্তু ঐ কোণ টোনে বিশ্বাস কর' না। আকাশের আবার কোণ থাকবে কি ক'রে? ওখানে ত আর দেয়াল নেই।"

ছেলেরা হেসে ওঠে। ইলিয়ার হাসি ছোট, মখমলের মত নরম; মিরণের শুকনো আর ব্যঙ্গভরা। গোরিৎসবেটব অবশ্য এদের চেয়ে হাসে কম। সে জোর ক'রে থেমে গিয়ে বলতে থাকে,

'এই হাসিস না। এটা মোটেই হাসির কথা নয়!'

আর তারপরেই আবার টাইখনের অদ্ভুত সত্য কথাগুলো ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসতে থাকে:

'তোমরা ছেলেরা মানুষকে ভালো ক'রে বুঝতে শেখো। মানুষ মানে কি? মানে, কোন মানুষের কি কাজ আর কোন মানুষের ভাগ্যে কি আছে? এই কথাগুলো মন দিয়ে ভাবো। আর তার ওপর রয়েছে কথা। কথার মর্মটুকু বুঝতে হবে—একেবারে ভেতরে ঢুকতে হবে তার। এই ধর না কেন 'প্রচেষ্টা' কথাটা—খাসা মোলায়েম কথা—তোমরা সবাই ব্যবহার কর। কিন্তু যদি একবার ভাবতে বসো তাহলেই ব্যস—আর চিন্তার শেষ নেই।'

সঙ্গে সঙ্গে টাইখন তার সেই পুরোনো প্রবাদ বচনটি আওড়ায়।

'মানুষ কাটে সুতো আর শয়তান বোনে চট। এই চলেছে চিরকাল; এই ত জগৎ।'

পিয়োতর কতবার যে শুনেছে এই কথা মালীর মুখে।

এই কথা ছেলেরা শুনে হেসে ওঠে; টাইখনও তাদের সঙ্গে বোকার মত হাসে, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে,

'খাসা জলজ্ব'লে চোখ
সব বোঝে, তবু এই টুক।'

দিনের বেলার চেয়ে সন্ধ্যার ছায়ায় ছেলেদের দেখায় আরও ছোট আর টাইখন হ'তে থাকে আরও বড় আর কথাও বলে আরও বোকার মত।

মালীর সঙ্গে ইলিয়ার কথাবার্তায় আর্টামোনোবের টাইখনের ওপর আরও রাগ হয় আর সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা অজানা ভয়ও বাড়তে থাকে। ছেলেকে সে জিজ্ঞাসা করে,

'টাইখনের মধ্যে কি পাও কি?

'ও বেশ মজার লোক।'

'ওর মধ্যে মজার কি আছে? ওর স্থূল বুদ্ধি?'

ইলিয়া শান্তভাবে উত্তর দেয়,

'বোকামির মধ্যেও বুঝবার জিনিষ আছে।'

উত্তরটা আর্টামোনোবের ভাল লাগে।

'সে কথা ঠিক। জগতে কত বোকামিই আছে।' কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে পড়ে

'আরে! ইলিয়া যে একেবারে টাইখনের কথার পুনরুক্তি করলে।'

আর্টামোনোবের মনে ছেলে কত বিচিত্র রকমের আশা জাগায়। পকেটে হাত ঢুকিয়ে, সামনে কর্মরত মজুরদের দেখতে দেখতে ইলিয়া

জানলায় দাঁড়িয়ে শিস দেয় ; তাঁতঘরের মধ্যে দিয়ে সে ধীরগতিতে হেঁটে চলে অথবা লঘুপদে বস্তির মধ্যে গিয়ে ঢোকে ঃ

বাপ তখন খুশীতে ভাবে

'ব্যবসা ও চালাবে ভালো ; আমার মত ওকে জোর ক'রে টেনে এনে জুতে দিতে হবে না।'

কিন্তু ছেলেটা যে বেশী কথাবার্তা বলতে চায় না ; আর যখনও বা বলে তখনও এমন সতর্ক, স্বল্প ভাষায় যে আর কথা চালাতে ইচ্ছা করে না।

'একটু নীরস গোছের,' ভাবে আর্টামোনোব। তবু অন্য ছেলেদের থেকে সে যে পৃথক, এতেই তার আনন্দ। গোরিৎসবেটবটা ত কেবল বকর বকর ক'রেই চলেছে আর ইয়াকব কুঁড়ে, আলসে ; মিরণও দাঁড়াতে পারে না ওর পাশে। তাড়াতাড়ি কৈশোর কাটীয়ে উঠে মিরণ পুঁথিগত কথাবার্তা বলতে শুরু করেছে, ব্যবহারে হ'য়ে উঠেছে উদ্ধত, মোটের ওপর মিরণকে দেখলে মনে হয় সে একজন বড়দরের সরকারী আমলা—ছাপার অক্ষরে যা লেখা আছে তাই তার পক্ষে জীবনের চরম সত্য।

ছুটিটা কেমন হাতের ফাঁক গলিয়ে পালায়। ছেলেরা সব স্কুলে ফিরে যাবার জন্যে তৈরী। যাবার সময় ইয়াকবকে উপদেশে ভরে দিলে নাতালিয়া আর বাপ দিলে ইলিয়াকে—ব্যবস্থাটা কেমন আপনি হ'য়ে গেল। অবশ্য বলা হল অন্য সব কথা কিন্তু যেটি বলতে চেয়েছিল সেটি আর ছেলেকে আর্টামোনোবের বলা হ'ল না। কেমন ক'রে সে ছেলেকে বলবে যে জীবন তার আনন্দবিহীন, শুধু ব্যবসার নানা চিন্তার মশার ভনভনানিতে ভরা। ছেলেপিলেকে কি আর এই সব কথা বলা যায় ?

এই তুষার, বৃষ্টি, কাদা গরম আর ধূলোর একঘেয়ে জীবনের মধ্যে আর্টামোনোব একটা অসাধারণ কিছু ঘটবার জন্যে এমন উদগ্রীব হয়ে

উঠেছে যে শেষ পর্যন্ত সে একটা কিছু খুঁজে পেলই বা আবিষ্কার করল বলা যেতে পারে। দূরবর্তী বনাঞ্চল দিয়ে যেতে যেতে পথে এল গ্রীষ্মের ঝড়–জল। কড়–কড় ক'রে পড়ল বাজ আর মেঘ ফেটে নীল বিদ্যুতের ঝলক। হঠাৎ অন্ধকারে বোঝা যায় না সরু বনপথে জলের ধারা ; পাতলা কাদা ছিটকে ওঠে ঘোড়ার খুরের ঘায়ে আর চাকার আঘাতে। নীল বিদ্যুতের শিখা মুহূর্তের জন্যে স্থির হ'য়ে যায় মাটির ওপরকার জলাধারায় আর সেই ভীতিপ্রদ আলোকে, বৃষ্টির স্বচ্ছতার মধ্যে দিয়ে আকাশের দিকে যেন লাফিয়ে ওঠে দুপাশের গাছগুলো ঝ'রে–ঝ'রে পড়া অন্ধকারের মাঝখান থেকে। অস্বস্তিকর মুহূর্ত। অদৃশ্য ঘোড়াগুলো নাকের শব্দ করতে করতে ঝপ্ ক'রে থেমে যায়। তাদের পায়ের চারিদিকে ছিটকে ওঠে জল। মোটা, শান্ত ইয়াকিম কচুয়ান ওদের স্থির করবার চেষ্টা করে। শিল পড়া থামে ; থামে তার হিমশীতল ঝর-ঝর-ঝর-ঝর আওয়াজ ; কিন্তু বৃষ্টি আসে মুষলধারায়। লাখো লাখো সীসের ফোটায় পত্রপুঞ্জকে আঘাত করে। অন্ধকার ভ'রে ওঠে বৃষ্টির গর্জনে।

'আমাদের দেখছি পোপোবদের ওখানেই উঠতে হবে,' বলে ইয়াকিম।

সব যেন স্বপ্নে ঘ'টে গেল। আর্টামোনোব দেখে যে সে শুকনো কাপড়-জামা প'রে কাঁপতে কাঁপতে টেবিলে ব'সে রয়েছে প্রীতিপ্রদ আধো অন্ধকার উষ্ণ ঘরে ; লজ্জায় সে নড়তে পারছে না। টেবিলের ওপর নিকেলের পাতে-মোড়া কেৎলি থেকে আওয়াজ উঠছে আর এক দীর্ঘ কৃশাঙ্গী নারী কালো পোষাকের ভাঁজে ভাঁজে দেহ আবৃত ক'রে চা ঢালছে। সুন্দর ধূসর চোখের আলো পড়েছে তার পাণ্ডুর মুখে। মাথায় লালচে চুলের থোপনা। অতি সরল হতাশ কণ্ঠে নম্র সুরে সে ব'লে যায় তার স্বামীর সাম্প্রতিক মৃত্যুর কথা আর এখানকার বাড়ী

ঘর দুয়োর বিক্রী ক'রে সহরে গিয়ে একটা স্কুল খুলবার ইচ্ছার কথা। সে কণ্ঠস্বরে কোনো অভিযোগ নেই কারও প্রতি।

'এই বুদ্ধিটা আপনার ভাই দিয়েছেন। চমৎকার লোক আপনার ভাই—উৎসাহও যত, মাথায় নতুন নতুন বুদ্ধিও খেলে তত।'

ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে ঈর্ষায় আর্টামোনোবের মন খুঁত খুঁত করে। যৌবনে বাপের সঙ্গে এই অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে প্রায়ই ভদ্র লোকেদের বাড়ীতে উঠতে হত কিন্তু তখন এদের জীবনে আকর্ষণীয় কিছু দেখে নি সে। লোকজন আর তাদের ঘরকন্না দেখে আর্টামোনোবের তখন আঁধো-বাঁধো ঠেকত। কিন্তু এই বাড়ীখানা ব্যতিক্রম। এখানকার আবহাওয়াটা সহৃদয়তায় আর সত্যে ভরা। বুটি তোলা আবরণীর তলা থেকে বড় একটা আলোর মৃদু দীপ্তি বিস্তৃত টেবিলের পিরিচ পেয়ালায় আর রূপোর বাসনের ওপর পড়েছে। চোখের ওপর সবুজ আবরণ দিয়ে যে মেয়েটি একটা খাতার ওপর ঝুঁকে রয়েছে তার কালো মসৃণ চুলগুলিকে যেন আদর করছে ঐ আলো। মায়ের শান্ত কথায় একটুও ব্যাঘাত সৃষ্টি না ক'রে সে গুনগুনিয়ে গান করে আর সূক্ষ্মমুখ পেন্সিল দিয়ে ছবি আঁকে। ঘরটা ছোটই, আসবাবে ভর্তি কিন্তু প্রতিটি জিনিষ যেন ঘরখানিকে আপন ক'রে নিয়েছে আর প্রতিটি জিনিষ যেন জীবন্ত, আপন কথা আছে তারও, এমন কি দেয়ালে তিনখানি উজ্জ্বল ছবিরও। পিয়োতরের ঠিক সামনে ঝুলছে রূপকথার অশ্ব: গর্বভরে সে ঘাড় বেঁকিয়েছে আর তার কেশর এত দীর্ঘ যে মাটি ছোঁয় আর কি। অপূর্ব স্বাচ্ছন্দ্য আর শান্তি ভরা ঘরে যেন দূর থেকে কাণে ভেসে আসছে বিষণ্ণ গানের মত গৃহকর্ত্রীর কণ্ঠস্বর। এইরকম পারিপার্শ্বিকে, বিনা আশঙ্কায় সারাজীবন কাটিয়ে দেওয়া চলে; অন্যায় করবার ইচ্ছাই হয় না। এইরকম স্ত্রী পেলে তার কাছে সব কথা বলাও চলে, তাকে সম্মান করাও যায়।

বারান্দার রঙীন কাঁচের দরজার ভিতর দিয়ে দেখা যায় কালো সন্ত্রস্ত আকাশে নীল আলোক-শিখার নৃত্য। তবে এখন আর ভয় লাগে না এই দৃশ্যে।

সহৃদয় শান্তি আর স্বাচ্ছন্দ্যের স্মৃতি সঙ্গে নিয়ে সকালে চ'লে যায় আর্টামোনোব। মনের গহনে আঁকা থাকে সেই ধূসর-নয়নীর অশরীরী মূর্তি, যে রয়েছে ঐ স্বাচ্ছন্দ্যের মূলে। রাস্তায় জমা জলের মধ্যে দিয়ে আর্টামোনোবের গাড়ী চলেছে। তাতে সোণালী সূর্যের ছায়াও যেমন পড়ছে তেমনি পড়ছে বাতাসে-ছেঁড়া মেঘের কালো কালো ছায়া। বিষণ্ন ঈর্যায় সে ভাবে:

'কেউ কেউ এমনি জীবনও যাপন করে।'

যে কারণেই হোক বউকে এই নব-পরিচিতার কথা আর্টামোনোব বলে নি; এ্যালেকসিও বলে নি। ফলে, কয়েক সপ্তাহ পরে ভাইয়ের বসবার ঘরে ওলগার পাশে পোপোভাকে দেখে, অস্বস্তিতে প'ড়ে যায় পিয়োতর। ভাইকে সামনে ঠেলে দিয়ে বলে এ্যালেকসি,

'আমার ভাই, ভেরা নিকোলিয়েভনা।' হেসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে পোপোভা বলে,

'আমরা আগেই পরস্পরের পরিচিত।'

'সে কি? কবে থেকে? আমি কিচ্ছু জানি না।'

ভাই-এর ইঙ্গিত বোঝে পিয়োতর আর সঙ্গে সঙ্গে তার দাড়ি খাড়া হ'য়ে উঠতে চায়। কান টানতে টানতে সে বলে,

'মানে ....ভুলে গিয়েছিলাম।'

লজ্জার মাথা খেয়ে এ্যালেকসি পিয়োতরকে দেখিয়ে চীৎকার করতে থাকে,

'দেখ দেখ—কেমন লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠেছে ও। খাসা উত্তরটি দিয়েছ ভাই আমার। এঁ্যা, ভুলে গিয়েছিলে! একবার দেখার পর

এই রকম একটি মহিলাকে কেউ ভুলতে পারে! দেখ, দেখ, কান চুলকোচ্ছে ভাই এর আমার—বাড়ছে, কান বাড়ছে।'

পোপোভা হাসলেও সে হাসিতে রাগ হয় না।

দীর্ঘ কাঁচের পাত্রে খাওয়া হ'ল মধু থেকে তৈরী হিমায়িত মদ। সোনালী বাদামী রঙের এই পানীয়টি ওল্গা পেয়েছে এই মহিলার কাছ থেকে। খেলে বেশ জিভে কুটকুটিয়ে ধরে। অনেক ভালো ভালো কথা মনে আসে আর্টামোনোবের কিন্তু এ্যালেকসি এত বকতে থাকে সমানে যে পিয়োতর একটুও সুযোগ পায় না কথা বলবার।

'না, ভেরা নিকোলিয়েভনা, এত তাড়াহুড়ো ক'রে বিক্রী করবেন না। এমন একজনা ক্রেতা দরকার যে একটু শান্তি খুঁজছে, নির্জনতা খুঁজছে। জায়গাটা যেন হৃদয় জুড়িয়ে দেয়। আমাদের মত লোকের কাছ থেকে আপনি ওর প্রকৃত মূল্যই পাবেন না। আমাদের কিনবার মত আপনার কি আছে? না আছে জমি, না কিছু কাঠ আর যাও বা আছে তাও খারাপ। তা ছাড়া, এ অঞ্চলে এখন খরগোশেদের ছাড়া আর কারও কাঠের দরকার নেই।'

পিয়োতর যোগ করে,

'আপনার বিক্রী করা উচিত নয়।'

মধুপানীয় খেতে খেতে অন্যমনস্কভাবে জিজ্ঞাসা করে পোপোভা, 'কেন নয়?' তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'আমাকে করতেই হবে।'

ওল্গার তার দিক তাকাবার ধরণ বা তার ঠোঁঠ কোঁচকানি মোটে পছন্দ হয় না পিয়োতরের। গুম হয়ে সে মধু-র মদ খেতে থাকে। পোপোভার কথার উত্তর দেয় না।

দুদিন পরে অফিসে এ্যালেকসি বললে যে সে পোপোভাকে তার আসবাবপত্র বাঁধা রেখে টাকা ধার দেবে।

'জায়গাটার কিছু মূল্য নেই কিন্তু জিনিষ যা আছে..............'

অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে পিয়োতর বলে. 'দিও না।'

'কেন? কোন জিনিষের কি দাম তা আমি জানি।'

'দিও না বলছি।'

'কিন্তু কেন?' চেঁচিয়ে ওঠে এ্যালোকসি, "একজন দালাল নিয়ে গিয়ে দরদস্তুর ঠিক ক'রে নেব।'

পিয়োতর সেই এক ভাবেই মাথা নেড়ে চলে। তার খুব ইচ্ছে ভাইকে নিবর্তিত করবার কিন্তু যুক্তি খুঁজে পায় না। হঠাৎ সে প্রস্তাব করে,

'আচ্ছা এস, দুইজনে অর্ধেক অর্ধেক দিই।'

এ্যালেকসি সোজা তার দিকে চেয়ে হাসতে লাগল,

'বোকামি আরম্ভ করলে ত?'

'যদি ক'রেই থাকি, করবার সময় হয়েছে ব'লেই করেছি.' চেঁচিয়েই উত্তর দেয় আর্টামোনোব।

'সাবধান কিন্তু—ভুল জায়গায় টোপ ফেলেছ। আমিও চেষ্টার ত্রুটি করি নি। ও মাছ হাত পিছলে পালায়।'

তবু দুই কি তিনবার দেখা হবার পরেই আর্টামোনোব পোপোভার স্বপন দেখতে সুরু করে। পোপোভা তার পাশে স্থান নেয় আর সঙ্গে সঙ্গে তার সামনে এক অদ্ভুত স্বাচ্ছন্দ্য আর সুখের জীবন ভেসে ওঠে। সে জীবনে চোখ জুড়িয়ে যায়, মন ভ'রে যায়—সে জীবন শান্তিতে ভরা। সে জীবনে দরকার হবে না ঐ অসন্তুষ্ট, অকর্মণ্য গুলোর সঙ্গে রোজ রোজ সংস্পর্শে আসবার। ওরা চেঁচিয়ে, অভিযোগ করে, সব সময় মিথ্যা কথা বলে আর ঠকিয়ে তাকে ঘিরে রেখেছে হ্যাংলা খোষামোদে। ওদের খোষামোদেও যেমন রাগ ধরে, ওদের সমানে বেড়ে-চলা শত্রুতাতেও তেমনি। আর সে শত্রুতা বিশেষ গোপনও আজ আর নেই। এ সব কিছুর বাইরে এই একটা জীবন কত সুন্দর! এই ক্রমান্বয়ে জাল বুনে

যাওয়া লাল মাকড়সার মত কারখানটা থেকে অনেক দূরে সেই জীবন। সেই জীবনে আর্টামোনোব যেন একটি পোষা বেড়াল, কর্ত্রীর ভালোবাসা আর আদরে, শান্তিতে ডুবে আছে। এর চেয়ে বেশী কিছু তার চাই না। কিছু না।

আগে যেমন নিকোনোবদের ছেলেটা ছিল জীবনে যা কিছু তিক্ত আর অস্বস্তিকর তারই প্রতীক এখন পোপোভা হয়েছে যা কিছু উজ্জ্বল আর প্রীতিপ্রদ তারই আকর্ষণ-কেন্দ্র। চশমা-পরা কূটবুদ্ধি, বুড়ো দালালকে সঙ্গে ক'রে ভাই এর সঙ্গে সে জিনিষপত্রের দাম ঠিক করতে গেল না পোপোভার বাড়ী। লেন-দেন শেষ ক'রে এ্যালোকসি ফিরে এলে আর্টামোনোব বললে,

'বন্ধকটা আমাকে বেচে দাও।'

এ্যালোকসি বিরক্ত বিস্মিত দু-ই হল। কেন, কি জন্যে ইত্যাদি অসংখ্য প্রশ্ন করবার পর শেষ পর্যন্ত বললে,

'আমার এতে লাভটা কি। টাকা শোধ ও দিতে পারবে না অথচ জিনিষগুলো ভালো। কিছু বেশী দিতে চাও ত বল'

কথাবার্তা ঠিক হ'য়ে গেল। মুখ বিকৃত ক'রে এ্যালেকসি বললেঃ

'বাড়-বাড়ন্ত হোক তোমার। কাজটা ধরেছ ভালো।'

পিয়োতরও ভাবে কাজটা করল ভালো—একটা নিশ্চিন্ত আশ্রম যোগাড় ক'রে ফেলল।

চোখ পিটপিট ক'রে ভাই জিজ্ঞাসা করে,

'বউ-এর কি করবে? তাকে বলব না মুখে চাবি দেব?'

'তোমার যা খুসী।'

সন্ধানী দৃষ্টিতে ভাইকে দেখে এ্যালেকসি বলে,

'ওল্গার ধারণা তুমি পোপোভাকে ভালোবাস।'

'সেটা আমার খুসী।'

'ওরকম খেঁকি'না আমাকে। আমাদের এই বয়েসটায় বেশীর ভাগ লোকেই একটু খেলে।'

রেগে রূঢ় গলায় পিয়োতর বলে,

'এখান থেকে যেতে পার।'

কিছুদিন যেতে না যেতেই আর্টামোনোবের চোখে পড়ে যে ওল্‌গার তার প্রতি আন্তরিকতা বেড়েছে বটে কিন্তু তার কথায়-বার্তায় কেমন যেন দয়ার সুর। মোটেই ভালো লাগে না পিয়োতরের। হেমন্তের এক সন্ধ্যায় বসবার ঘরে ব'সে সে শুধোয় ওল্লাকে,

'পোপোভাকে নিয়ে এ্যালেকসি তোমার কাছে বাজে বকেছে বুঝি?'

আর্টামোনোবের লোমশ হাতে নিজের হালকা আঙুল ছুঁইয়ে ওলগা উত্তর দেয়,

'আর বেশীদূর ছড়াবে না।'

হাঁটুর ওপর এক ঘুঁষি মেরে আর্টামোনোব জবাব দেয়,

'কোথাও ছড়াবে না। শুধু আমার মধ্যে থাকবে। তুমি এ জিনিষ বুঝবে না আর তাকেও কিছু বলবে না।'

পোপোভার দেহ সে যে কামনা করে তা নয়। আর্টামোনোবের স্বপনে তার আবির্ভাব কামনার ধন হিসাবে নয়, ভালো শোভন স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে। পোপোভা সহরে উঠে গেলে এ্যালেকসির ওখানে তাকে প্রায়ই দেখত পিয়োতর। একদিন সে আর নিজেকে সামলাতে পারল না:

সে দিন গিয়ে দেখে ওল্লা অসুস্থ; পোপোভা বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে, ব্লাউসের হাতা গুটিয়ে জলের পাত্রে তোয়ালে ডুবোচ্ছে নত হয়ে আবার সোজা হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। কিশোরীর মত ছোট ছোট তার বুক আর অপূর্ব সুগঠিত দেহ। সে দেহের আকর্ষণ রোধ করা যায় না। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে তার সাদা বাহু, হাঁটুর নীচে সমর্থ পা দুটি

আর পেছন দেখতে দেখতে আকস্মিক কামনার ঢেউ-এ হতচেতন-প্রায় পিয়োতরের মনে হল পোপোভা বাহু দিয়ে তাকে আলিঙ্গন করছে। অতি কষ্টে তার অভ্যর্থনার উত্তরে মাথা নেড়ে ঘরে ঢুকে জানালার কাছে ব'সে সে নিষ্প্রাণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে,

'কি হয়েছে তোমার ওল্গা? এত অসুখে পড়া ত ভালো নয়।'

কোনো মেয়েমানুষের আকর্ষণ এর আগে তাকে কখনও এমন ক'রে বিহ্বল, বিপর্যস্ত করে নি। ভয় করে পিয়োতরের অনাগত বিপদের অস্পষ্ট আশংকায়। নিজের গাড়ী ডাক্তার আনতে পাঠিয়ে দিয়ে সে পায়ে হেঁটেই তাড়াতাড়ি এগোয় কারখানার দিকে।

ফেব্রুয়ারীর বরফ গলছে দেখে মনে হয় তুষার-ঝঞ্ঝা সুরু হবে। মাটির ওপর ধূসর কুয়াশায় চারিদিক এমন পরিব্যাপ্ত যে মাথার ওপর আকাশ সঙ্কুচিত হয়ে একটা ওলটানো গামলার মত দেখাচ্ছে। স্যাৎসেঁতে ধূলিকণা মাটির দিকে নেমে আসতে গিয়ে গোঁফ-দাড়িতে লেগে যাচ্ছে, শ্বাস নেওয়া কষ্টকর। নরম তুষারের ওপর দিয়ে লম্বা পা ফেলে যেতে যেতে, নিকিটার আত্মহত্যার চেষ্টার দিন অথবা পাভেল নিকোনোবকে হত্যা করবার দিন যেমন মনে হয়েছিল আর্টামোনোবের, সেই রকম আজও মনে হল সে যেন একেবারে নিষ্পিষ্ট, একেবারে শেষ হ'য়ে গিয়েছে। প্রথম দুটি অভিজ্ঞতার গুরুতর তাৎপর্য সে বোঝে ব'লে এই তৃতীয়টিকে তার অত্যন্ত ভয়াবহ মনে হয়। এ কথা পিয়োতরের কাছে স্পষ্ট যে, এই মেয়ে কিছুতেই তার রক্ষিতা হবে না। আর হঠাৎ জাগা শিখার মত এই তার কামনা ইতিমধ্যেই যে তার যত্নের আদরের সামগ্রীকে কলঙ্কিত করতে সুরু করেছে—এই মেয়েকে টেনে নামিয়ে আনছে সাধারণ মেয়েমানুষের স্তরে। বউ যে কি জিনিষ তা ত আর পিয়োতরের জানতে বাকী নেই আর যে স্ত্রীলোকের ভ্যাপসা নাছোড়বান্দা আদর তাকে আর জাগাতেই পারে না, রক্ষিতার আদর যে তার চেয়ে কিছু বেশী

আকর্ষণীয় হবে না এও ত সে বোঝে।

নিজেকেই সে নিজে জিজ্ঞাসা করে, 'এঁ্যা, কি চাও তুমি? মেয়েমানুষ? তার জন্য ত বউ রয়েছে।'

যখনই কিছুতে আর্টামোনোব শঙ্কিত হয় তখনই সে সেটাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাশ কাটাবার জন্যে ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে; একেবারে পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে চায় পিছনে ফিরে না তাকিয়ে। আসন্ন বিপদের মুখোমুখি হওয়া মানে অন্ধকার রাত্রে, গভীর নদীর ওপর ভঙ্গুর বাসন্তিক বরফের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা। প্রথম যৌবনে এ অভিজ্ঞতা হয়েছে আর্টামোনোবের, এখন মনে হ'লেই গা শিউরে ওঠে।

কয়েক দিন কাটে নিশ্চেতন নিরানন্দে। সারা রাত না ঘুমিয়ে একদিন খুব ভোরে পিয়োতর বাইরে এসে দেখে তুলুন কুকুরটা রক্তে একেবারে ভাসছে। আবছা অন্ধকারে রক্ত একেবারে আলকাতরার মত কালো। পা দিয়ে নড়ায় সে শবটাকে; তার হাঁ-করা মুখখানা নড়ে তুষারের ওপর, আর একটা বেরিয়ে আসা চোখ পিয়োতরের জুতোর ডগার কাছে জ্বল জ্বল করতে থাকে। শিউরে ওঠে সে। মালীর ঘরের ছোট দরজা ঠেলে ফাঁক ক'রে সে বাইরে থেকেই জিজ্ঞাসা করে,

'কুকুরটাকে মারলে কে?'

দুই হাতের ছড়িয়ে দেওয়া আঙ্গুলের ওপর ধরা পাত্র থেকে চা খেতে খেতে টাইথন উত্তর দেয়,

'আমি।'

'কেন্?'

'লোকজনকে আবার কামড়াতে শুরু করেছিল।'

'এবারে কাকে কামড়ালে?

'সেরাফিমের মেয়ে ঝিনাইদাকে।'

এক মুহূর্ত চিন্তার পর পিয়োতর বললে.

'তবু দুঃখ হয়।'

'হবেই ত। সেই ছোট্ট বেলা থেকে আমি ওকে মানুষ করেছি আর সেই আমাকেই আজকাল খেঁকিয়ে আসত। বেঁধে রাখলে মানুষই ক্ষেপে যায়! আর ও ত কুকুর।'

'সে কথা ঠিক,' ব'লে আর্টামোনোব সন্তর্পণে দরজা বন্ধ ক'রে, ভাবতে ভাবতে বেরিয়ে যায়।

'মাঝে মাঝে টাইখনও ঠিক কথা বলে।'

প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে কারখানার শব্দ শোনে সে খানিকক্ষণ। দূরের এক কোণে. আস্তাবলের দেয়ালের গায়ে লাগাও সেরাফিমের চালার মধ্যে থেকে এক টুকরো হলদে আলো দেখা যায়। জানালার কাছে গিয়ে উঁকি দিয়ে আর্টামোনোব দেখে টেবিলের ওপর বাতি জ্বলছে আর ঝিনাইদা শুধু অধোবাস প'রে মাথা নত ক'রে কি সেলাই করছে।

আর্টামোনোব ঢুকতেই, মাথা না তুলে সে শুধোয়,

'আবার ফিরে এলে যে?'

কিন্তু দরজার দিকে তাকিয়েই সে সেলাই ফেলে লাফিয়ে ওঠে, মুচকি হেসে বলে,

'ও মা গো। আমি ভাবলাম বুঝি বাবা।'

'শুনলাম তুলুন তোমাকে কামড়েছে।'

'কামড়ায় নি ত কি!' এমন ভাবে সে বলে যেন এটা গর্ব করবার বিষয়। চেয়ারের ওপর পা তুলে দিয়ে, অধোবাস টেনে উপরে উঠিয়ে আবার বলে, 'এই দেখুন না?'

তার শাদা পায়ের দিকে আর্টামোনোব তাকিয়ে দেখে হাঁটুর নীচে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। মেয়েটার আরও কাছে এগিয়ে এসে সে জড়িত গলায় জিজ্ঞাসা করে,

'এত সকালে বাইরে উঠোনে তুমি কি করছিলে, এ্যাঁ?'

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ঝিনাইদা বুঝতে পেরে হাসে। জোরে ফুঁ দিয়ে বাতি নিভিয়ে সে বলে,

'দরজায় তালা লাগাতে হবে।'

আধ ঘণ্টা পরে বেরিয়ে এসে আর্টামোনোব ক্লান্ত খুশীতে ধীরপদে কারখানার দিকে চলে কান টানতে টানতে। ববিন-চালানো মেয়েটার নির্লজ্জ আদরের কথা মনে প'ড়ে অবাক লাগে আর্টামোনোবের—সে পিচ্ পিচ্ ক'রে থুতু ফেলে, এক-আধবার মুখ টিপে হাসেও। এইমাত্র সে বুঝি কারও চোখে ধুলো দিয়ে কি কাউকে হারিয়ে দিয়ে এল বুদ্ধির দৌড়ে।

মৌমাছির চাকে ভালুকের মত পিয়োতর গিয়ে পড়ে কারখানার মেয়েদের ক্লিন্ন জীবনের মধ্যে। এদের সত্যিকারের জীবন সব গুজব ছাড়িয়ে চ'লে গিয়েছে। ভাবের আর ভাবপ্রকাশের উচ্ছল নগ্নতায়, একান্ত অসংযমে, সব কিছু বেপরোয়া নির্লজ্জতায় সকলের সামনে তুলে ধরার সে এক এমন জগৎ যে, প্রথমে চমক লাগে আর্টামোনোবের। তাদের গানে আর কান্নায় এই নির্লজ্জতারই কথা। একেই এরা বলে ভালোবাসা—ঝিনাইদা আর তার বন্ধুরা। এই ভালোবাসার কটু-তিক্ত ঝাঁঝ মদের চেয়েও বেশী নেশা লাগায়।

মিলের কেরাণীরা যে সেরাফিমের কুঁড়েকে বলে ফাঁদ আর ঝিনাইদাকে বলে চোর-কাগজ তা আর্টামোনোব জানে। সেরাফিম নিজে অবশ্য তার গৃহকে বলে আশ্রম। তোয়ালে দিয়ে একতারাখানা এক কাঁধে ঝুলিয়ে, আগুনের ধারে বেঞ্চিতে ব'সে সেরাফিম কোঁকড়া

চুলে ভরা মাথা দোলায়, আর লালচে মুখ কাঁচুমাচু ক'রে, চোখ পিট-পিট করতে করতে বলে,

'মজা কর, মজা কর সব সন্ন্যাসিনীরা! দেখছেন না পিয়োতের ইলিচ ওরা সব যে সন্ন্যাসিনী। ওরা শয়তানের কাছে শপথ করে ব্রত নিয়েছে আর আমি ওদের মোহান্ত, এই পুরুত আর কি।

ট্রা-টা-টা
দেন একটা টাকা
মনে লাগুক মজা।'

টাকাটা মোজার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে, একতারায় টঙ্কার তুলে সেরাফিম জোর গলায় গান ধরে:

'যমালয়ে হচ্ছে ভাজা সেই যে বিলাসিনী
চায় সে ভগবানের নামে বরফ-গলা পানি।
যমদূতেরা হেসেই খুন
ঠাণ্ডা তারে করল সবে চিমটেখানা আনি।'

মনিব আর্টামোনোব ব'লে ওঠে 'তুমি কত হাসির গান জানো হে!' বুড়ো গর্বে আরও কিচিরমিচির ক'রে চলে।

'আমি হলাম ছাঁকনি। যা কিছু আমাকে দেবেন তাই ছেঁকেই গান বের করব। আমি হলাম ছাঁকনি—হাঁ।'

একবার সে বলেছিল,

"আমাকে শিখিয়েছে ভদ্দর লোকেরা। এই ধরুন কুটুজভেরা—খাঁটি ভদ্দরলোক। তারপর ঐ ইয়াপুশকিন—ভদ্দর লোক, আর কি মদই খেত। খেঁকশেয়ালটা গরীবের ভোল নিয়ে পিঠে এক বোঁচকা ঝুলিয়ে যত সব অকাজের জিনিষ ফেরী ক'রে বেড়াত। আর তারি ফাঁকে ফাঁকে যা কিছু দেখত শুনত সব লিখে নিত। লিখে লিখে শেষে জারের কাছে গিয়ে উপস্থিত; বলে 'দেখুন মহারাজ, চাষীরা সব কি ভাবছে!' জারের

ত প’ড়ে ভীষণ মন খারাপ। তিনি তৎক্ষণাৎ সব ভূমিদাসদের মুক্তি দিয়ে দিলেন আর ইয়াপুশকিনের এক প্রতিমূর্তি বানিয়ে রাখতে বললেন। তাকে কেউ কিচ্ছুটি ত বলতে পারবেই না বরং হুকুম হ’য়ে গেল তাকে জলজ্যান্ত সুজদালে পাঠাতে আর সে যত চায় তত মদ সরকারী খরচে দিতে। ইয়াপুশকিন যে সব কথা লিখে এনেছিল সেগুলো সব জারের বিরুদ্ধে যায় ব’লে চেপে দেওয়া দরকার। ইয়াপুশকিন সুজদালে মদ খেয়ে খেয়ে টেঁশে গেল আর তার লেখাগুলি চুরি হ’য়ে গেল এদিকে সে দিকে।’

‘সব মিথ্যে কথা,’ বললে আর্টামোনোব।

বুড়ো জবাব দিলে, ‘এক মেয়েদের কাছে ভিন্ন আর কারও কাছে মিথ্যে কথা বলা আমার ব্যবসা নয়।’ সেরাফিম কখন যে মজা মারছে আর কখন মারছে না তা বোঝা সব সময়েই দুষ্কর।

সে ব’লেই চলে, ‘সত্যিটা যারা জানে তারাই মিথ্যে কথা বলে। সত্যি কি তা ঃ জানি না, মিথ্যে কথাও বলতে পারি না। বয়েসকালে অনেক সত্য দেখে এইটুকু সার বুঝেছি ঃ সত্য হচ্ছে মেয়েমানুষের মত—নতুনেই তার জৌলুষ।’

সত্যি কথাটা সেরাফিম না জানতে পারে কিন্তু ভদ্র লোকদের আমোদ-প্রমোদ, দুঃখ-দুর্দ্দশা, টাকাকড়ি আর নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধে কত গল্পই সে যে জানে। সেইসব গল্প বলার পর সেরাফিম সখেদে যোগ করবেই ঃ

‘এ সব ত সত্যি কিন্তু ওদের দিন হ’য়ে এসেছে। আলোর বাইরে পিছলে প’ড়ে ওরা আর পথ দেখতে পাচ্ছে না। এখন ছুটছে বিপথে।’

মাথার ওপর একটা বৃত্ত এঁকে, ঝপ ক’রে হাত নামিয়ে মেঝের ওপর আর একটা বৃত্ত আঁকে সেরাফিম।

'বড় বেশী ঘুরে ঘুরে নেচেছে কি না,' ব'লে চোখ পিট পিট ক'রে সে গাইতে সুরু করে,

'ভদ্দরলোক ভাই ছিল যত,
মজা লুটত বেশ
ডাইনে বাঁয়ে উড়িয়ে টাকা
একেবারেই শেষ।'

ডাইনী আর ডাকাতের গল্প, চাষী বিদ্রোহের গল্প, হতাশ প্রেমের কাহিনী, সান্ত্বনাহীন বিধবাদের ঘরে রাত্রে হানা-দেওয়া অগ্নিমুখী সাপের কথা এমন রসিয়ে বলত সেরাফিম যে তার অবাধ্য মেয়েটাও ছোট্ট শিশুর মত চোখ বড় বড় ক'রে শুনে যেত।

ঝিনাইদার মধ্যে ভয়াবহ উচ্ছৃঙ্খলতা আর সেই সঙ্গে খাসা লাভ-লোকসান খতিয়ে দেখার ক্ষমতা দেখে আর্টামোনোবের অরুচি ধরে। মনে হয় বারে বারে—সেই পাভেল নিকোনোবের কথাই সত্যি হল।

নিজেকেই সে নিজে জিজ্ঞাসা করে, 'এইটাকেই বা বেছে নিলাম কেন? আরও ত দেখতে ভালো মেয়ে ছিল। ইলিয়া জানতে পারলে আমার অবস্থাটা কি হবে!'

পিয়োতর দেখে যে ঝিনাইদা আর তার বন্ধুরা তাদের এই রঙ্গ-রস গুলিকে কর্ত্তব্যরত সৈন্যদের মতই জীবনের অবিচ্ছেদ্য করণীয় ব'লে মনে করে। মাঝে মাঝে তার এমনও মনে হয় যে এদের এই বেহায়াপনা শুধু নিজেদের আর অন্যদেরও ভোলাবার জন্যে। ঝিনাইদার কেবল টাকার লোভ, কেবল তার দাও দাও। আর্টামোনোবের মন ভেঙে যায়। বাপের চেয়ে মেয়ের চাহিদা অনেক বেশী। বাপ যা পায় সবই খরচ করে মিষ্টি মদ, মোরব্বা, মিষ্টি কেক আর রসুন দেওয়া কাবাব খেয়ে। মিষ্টি মদের সে নাম দিয়েছে 'ওলকপির মদ।'

এই হালকা বুড়োকে বেশ লাগে পিয়োতরের। কাজেও সে যেমনি দড় সঙ্গদানেও তেমনি দক্ষ। এমন কেউ নেই যে সেরাফিমকে ভালো না বাসে—কারখানার লোকে তাকে বলে 'মন-মিছরি।' পিয়োতর বেশ বুঝতে পারে ঐ ডাক নামের মধ্যে ব্যঙ্গের চেয়ে সত্য বেশী আছে আর ব্যঙ্গ যেটুকু আছে সেটুকুও স্নেহ-সিক্ত।

তা হ'লে টাইখন আর সেরাফিমের মধ্যে এত বন্ধুত্ব কেন তা ত কিছুতেই আর্টামোনোব বুঝে উঠতে পারে না। টাইখনটা আবার আজকাল ইচ্ছে ক'রে বাবুকে চটাচ্ছে। এদিকে, বায়ালবের আর্টামোনোবদের বাড়ী চাকরির বিশ বছর পার হওয়ায় নাতালিয়া তার জন্মদিনে বিশেষ উৎসবের ব্যবস্থা করে।

স্বামীকে নাতালিয়া বলে, 'ওরকম লোক বড় একটা পাবে না। একবার ভেবে দেখ: এই বিশ বছরে একটি বারও সে আমাদের কোনো অসুবিধা ঘটিয়েছে? একেবারে যেন স্থির নিষ্কম্প প্রদীপের শিখা ঐ টাইখন।'

বিশেষ সম্মান দেখাবার জন্যে পিয়োতর নিজে গিয়ে তার হাতে উপহার দিয়ে আসে। নিজের ঘরে, ছুটিরদিনের সব চেয়ে ভালো পোষাকে সেজে সেরাফিম দাঁড়িয়ে তার পিছনে, মাথা নীচু ক'রে, মনিবের পায়ের দিকে তাকিয়ে টাইখন দাঁড়িয়ে।

'এই যে, এই হাত ঘড়িটা আমি দিলাম আর এই জামার কাপড় দিয়েছে তোমার মা। আর এই কিছু নগদ।'

'নগদের দরকার নেই,' অস্পষ্ট উচ্চারণে বলে টাইখন; তারপর একটু পরে যোগ করে, 'ধন্যবাদ।'

সেরাফিমের মিষ্টি মদ একটু চেখে দেখতে অনুরোধ করে টাইখন। ক্ষুদ্রকায় ছুতোর অশাই তখনই আরম্ভ করে বকর বকর:

'আমাদের দাম আপনি বোঝেন আর আর আপনার দাম আমরা বুঝি। আমরা ত এই বুঝেছি: ভালুক মধু ভালোবাসে আর কামারে পেটায়

লোহা। ঐ ভদ্দরলোকেরা হল ভালুক আর আপনি হলেন কামার। কত বড় আপনার ব্যবসা আর কত জিনিষ তোয়ের হচ্ছে।'

এতক্ষণ রূপোর ঘড়িখানাকে নাড়াচাড়া করছিল বায়ালোব সেই-খানার ওপর চোখ রেখে সে বললে,

'ব্যবসা হল ধরবার আল্‌সে। খাদের ওপর দিয়ে হাঁটবার সময় আমরা ঐ আলসে ধ'রে এগুই।'

খুশী হয়ে সেরাফিম ব'লে ওঠে, 'ঐ, ঠিক বলেছ। তা না হলেই বুঝলেন ত, আমরা একেবারে ধপাস।'

আর্টামোনোব সোজা ব'লে দেয়, 'ও সব কথা তোমাদের মুখে কেন? তোমরা ত মালিক নও। এ সব ব্যাপার তোমাদের মাথায় ঢুকবে না।'

টাইখনের কথায় রেগে আরও শক্ত কথা বলতে চায় আর্টামোনোব কিন্তু কথা জোগায় না তার। এই রকম ভাষায় তার দুর্বোধ্য ভাব এই প্রথম যে সে প্রকাশ করল তা নয়। আরও অনেকবার সে বলেছে আর প্রত্যেক বারেই তার মনিব চটেছে আরও একটু বেশী। নাক ফোঁস ফোঁস ক'রে কাণ টেনে সে তখনও মালীর এবড়ো-খেবড়ো অতি তৈলাক্ত মাথাটার দিকে কটকট ক'রে তাকিয়ে শক্ত শক্ত কথা বানাবার চেষ্টায় ব্যস্ত এমন সময় সেরাফিম ব্যাপারটা সামলে নেবার চেষ্টায় বলল,

'নানা রকমের ব্যবসা আছে ত। ভাল মন্দ সব রকম·········'

'ভালো ছুরিখানাও নিজের গলায় পড়লে ভালো লাগে না,' বিড়বিড় ক'রে টাইখন।

আর্টামোনোবের ইচ্ছে হয় ওকে সোজা গালমন্দ করতে। কিন্তু আজ ওর জন্ম দিন, তাই কোনমতে চেপে গিয়ে সে রূঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করে, 'কি হয়েছে কি তোর—কেবল ব্যবসা নিয়ে যা তা অর্থহীন ব'কে বাস? ও সব বুঝি না আমি।'

টেবিলের নীচে একদৃষ্টে তাকিয়ে টাইখনও সায় দেয়,

'হাঁ, বোঝা শক্ত।'

ছুতোর ব'লে ওঠে,

'বুঝছেন না পিয়োতর ইলিচ, ও বলছে সেই সব ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা যাতে মানুষের ক্ষেতি হয় না।'

'তুমি থাম সেরাফিম। ওর কথা ও-ই বলুক।'

একটুও বিচলিত না হ'য়ে, মাথা নীচু ক'রে মস্ত বড় বর্ণহীন টাকটা মনিবকে ভালো ক'রে দেখার সুযোগ দিয়ে, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে,

'ব্যবসা হল সেই জিনিষ যা শয়তান প্রথম মানুষকে শিখিয়েছিল।'

হাঁটুতে থাবড়া মেরে চেঁচিয়ে ওঠে সেরাফিম,

'শোনো একবার কথা!'

দাঁড়িয়ে উঠে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে আর্টামোনোব বলে মালীকে, 'যা বুঝিস না তা নিয়ে কথা বলবি না, বুঝলি।'

অত্যন্ত চ'টে গিয়ে সেরাফিমের কুঁড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে আর্টামোনোব ভাবে যে টাইথনকে আর কাজে বহাল রাখা উচিত নয়। কালই তাকে ছাড়িয়ে দিতে হবে। কাল? না কাল নয়। আসছে সপ্তাহে। অফিসে এসে দেখে তার জন্যে প্রতীক্ষারতা পোপোভা। পোপোভা তাকে অভ্যর্থনা করে অপরিচিতের মত নিস্পৃহ কণ্ঠে। আর চেয়ারে ব'সে ছাতা মাটিতে ঠুকতে ঠুকতে বলে যায় যে, সে এখনি সমস্ত সুদটা মিটিয়ে দিতে পারবে না।

তার দিকে না তাকিয়েই পিয়োতর শান্ত কণ্ঠে জবাব দেয়, 'তাতে কিছু যায় আসে না।'

পোপোভা ব'লে যায়,

'যদি আপনি সময় বাড়িয়ে দিতে না চান ত বেচে নিয়ে নিতে পারেন।'

ক্রুদ্ধকণ্ঠে এই কথা ব'লেই পোপোভা আবার মেঝেতে ছাতা ঠুকে এমন তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল যে, সে যখন দরজা বন্ধ করেছে তখনই

কেবল আর্টামোনোব চোখ তুলে তাকাল।

'চটেছে। কিন্তু কেন ?' আর্টামোনোব ভাবলে

একঘণ্টা পরে তাকে দেখা যায় ওল্গার বাইরে ঘরে ব'সে সোফায় টুপী ঠুকে বলতে :

'তাকে বোলো—আমি সুদ চাই না, টাকাও আমি চাই না। টাকা আবার একটা কথা। তাকে বোলো যেন উতলা না হয়।'

রেশমের সুতোর বাণ্ডিল আর পুঁতির বাক্সের ওপর ঝুঁকে প'ড়ে ওল্গা চিন্তিত কণ্ঠে উত্তর দেয়,

'আমি ত বুঝছি কিন্তু সে বুঝবে ব'লে মনে হচ্ছে না।'

'যাতে বোঝে তাই কর। তুমি বুঝলে ত আমার কিছু লাভ নেই।'

'ধন্যবাদ,' ব'লে ওল্গা চোখ তুলে তাকাতেই তার চশমার কাঁচ ঝলসে ওঠে। তার ভাসা-ভাসা হাসিতে চ'টে গিয়ে রূঢ়ভাবে আর্টামোনোব বলে, 'এতে মজা মারার কি আছে? ওর বাগানে শিকড় গজাতে আমি যাচ্ছি না। সে মতলব আমার নেই। সে কথা মনেও স্থান দিও না।'

মসৃণ মাথাটা সন্দিগ্ধভাবে নেড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ওল্গা বলে,

'তোমরা পুরুষ মানুষেরা কি!'

চেঁচিয়ে ওঠে পিয়োতর,

'বিশ্বাস কর আমাকে। আমি বুঝে সুঝেই কথা বলছি।'

'ঠিক বলছ ?'

আর্টামোনোব বোঝে ওল্গার দীর্ঘশ্বাসে আছে সহানুভূতি। চশমার পেছনে চোখ দুটি দয়ালু, এমন কি করুণার্দ্র। তবু এতেই আরও চটে পিয়োতর। জানলার ওপর, কুকুরের কানের মত মোটা পাতার ফাঁকে গুচ্ছ গুচ্ছ বেগোনিয়া ফুলের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে সে ব'সে থাকে ; এমন স্পষ্ট ক'রে কিছু একটা বলতে চায় যাতে আর সন্দেহের আকাশ থাকবে

না ; কিন্তু কথা যোগায় না কিছুতেই। শেষে বলে পিয়োতর :

'ওর বাড়ীটার জন্যে আমার দুঃখু হয়, বুঝলে? চমৎকার জায়গা, অপূর্ব! ঐখানেই ত পোপোভা জন্মেছে।'

'জন্ম ওর রায়াজানে।'

'না জন্মালে কি হয় বাস করেছে ত ঐখানে। ওখানেই আমি জীবনে প্রথম শান্তির ঘুমে চোখ বুঁজি।'

'জেগে উঠেছিলে বল,' বলে ওল্গা।

'ঐ একই কথা—জেগে ওঠাই বল আর ঘুমিয়ে পড়াই বল।'

তারপর আর্টামোনোব কথা ব'লে চলে অথচ নিজেই ভালো ক'রে বোঝে না কি ব'লে চলেছে আর হাতের ওপর থুতনি রেখে শোনে ওল্গা। পিয়োতরের কথা শেষ হ'লে ওল্গা বলে,

'এইবারে আমি বলি, তুমি শোনো।'

ওল্গা আর্টামোনোবকে জানিয়ে দেয় যে ববিনচালানো মেয়েটার কাছে তার গতিবিধির কথা নাতালিয়া জানে। সে মনে বড় দুঃখ পেয়েছে, কেঁদেছে, অভিযোগ করেছে। কোন রেখাপাতই করে না এই কাহিনী পিয়োতরের মনে। মুখ বেঁকিয়ে একটু হেসে সে বলে,

'খেঁকশিয়ালী। আমাকে ঘূণাক্ষরেও জানায় নি যে ও জানে। তাই তোমার কাছে বলতে গিয়েছে। হুঁ, অথচ দেখতেও তোমাকে পারে না।'

একটু ভেবে নিয়ে যোগ করে,

'লোকে ঝিনাইদাকে যে চোষ কাগজ বলে তা ঠিকই। আমার সব চুষে বের ক'রে নিয়েছে।'

মুখ বিকৃত ক'রে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ওল্গা বলে, 'অশ্লীল কথা রাখো। মনে আছে, তোমাকে একদিন বলেছিলাম যে তুমি তোমার মনটাকে যেন প'ড়ে পেয়েছ। পড়ে-পাওয়া মনটাকে তুমি ভয় কর। ও যেন তোমার পরম শত্রু।'

পিয়োতর চ'টে গিয়ে উত্তর দেয়,

'বড় বেশীদূর চ'লে যাচ্ছ। আমি কি ছেলেমানুষ, এ্যাঁ? এক মিনিট চুপ ক'রে থেকে একটু বুঝে দেখ দেখি, কেন তোমার সামনে ব'সে এমন মন উজাড় ক'রে কথা ব'লে চলেছি? এমন ক'রে আর কার সঙ্গে কথা বলি? নাতালিয়ার সঙ্গে কথা বলা ত দূরের কথা, মাঝে মাঝে মনে হয় দিই এক ঘা চড় কষিয়ে। আর তুমি কিনা·········ধ্যেৎ, মেয়েমানুষের নিকুচি করেছে।'

কথা বলতে এমন বিরক্তি ধরে আর্টামোনোবের যে, সে টুপিটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। ভাবে বউএর কথা। যদিও প্রতি রাত্রে ফিসফিস প্রার্থনার পর অভ্যস্ত স্নেহে সে পাশে এসে শুয়েছে তবুও বহুদিন তাকে লক্ষ্যই করে নি আর্টামোনোব, ভাবেই নি নাতালিয়ার কথা।

'জেনে শুনে তবু রাতে আমার কাছে ঘেঁষে ঘেঁষে আসে। জানোয়ার একটা!' রাগে ফোলে আর্টামোনোব।

স্ত্রী ত জানা পথ; সে পথে একবারও পা না ফ'স্কে চলা যায়। থাক তার কথা। কিন্তু শাশুড়ী কেন আজকাল আর্টামোনোবকে মোটে দেখতে পারছে না। বাইমাকোবা ফুলে একেবারে ঢোল হ'য়ে উঠেছে। ফোলা হাত পা থেকে লালচে আভা বেরুচ্ছে। একদা সুন্দর তার চোখ এখন দীপ্তিহীন, পিঁচুটিতে ভরা—জল ঝরছে সর্বক্ষণ দুই চোখ থেকে। বাইমাকোবার বিকৃত ঠোঁট দুটো নড়ে বটে কিন্তু মুখ থেকে কথা বেরোয় না। শক্তিহীন জিভখানা মুখ থেকে বেরিয়ে এসে যখন ঝোলে তখন বাঁ হাত দিয়ে ঠেলে মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হয়।

'তবু বোঝেন ত এখনও সব। ওঁর জন্যে দুঃখু হয়।'

যত সহজে ঝিনাইদার সঙ্গে নিজের নির্লজ্জ সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলবে ভেবেছিল তত সহজে কিন্তু ক'রে উঠতে পারে না আর্টামোনোব; বেশ কষ্ট হয়। আর তার পরেই ববিন-চালানো মেয়েটার স্মৃতির পাশে

অন্য চিন্তা এসে মনে মোচড় দিতে থাকে। এ যেন নূতন আর একটা আর্টামোনোব সদ্য জন্মগ্রহণ ক'রে এই আর্টামোনোবের পেছন পেছন সর্বক্ষণ ছায়ার মত ঘুরছে। এই দ্বিতীয় ব্যক্তিটি দিনের পর দিন প্রাধান্য অর্জন ক'রে শেষে আসল পিয়োতরের সমস্ত কাজকর্মে বাধা হ'য়ে দাঁড়ায়। আর্টামোনোব যখন আপন মনে ভাবে তখন হঠাৎ এই দ্বিতীয় ব্যক্তিটি কোথা থেকে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে কটু চিন্তায় নেতিয়ে দেয় মনটাকে ঃ

'ঘোড়ার মতন ত খেটে চলেছে—কিন্তু কেন? একটা জীবনের পক্ষে কি যথেষ্ট হয় নি? ছেলেকে এখন জুড়ে দাও কাজে। তাকে ভালোবাস ব'লে একটা নির্দোষ ছেলেকে খুন করলে। চোখে ধরল এক মহিলাকে—অমনি ছুটলে তার পেছনে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হ'য়ে।'

এই সব চিন্তা মাথায় আসার পর জীবনটাকে আরও নিরানন্দ আরও বিবর্ণ মনে হয়।

কখন যে ইলিয়া বড় হ'য়ে উঠেছে এ আর্টামোনোবের নজরই পড়ে নি। আর এই ঘটনাটাই যে তার চোখে পড়ে নি তা নয়; আরও অনেক কিছুই চোখে পড়ে নি। নাতালিয়া যে চেষ্টা-চরিত্র ক'রে শেষ পর্যন্ত সহরের এক ধনী পোদ্দারের কালো ছোট গোঁফ-ওয়ালা চল্বলে ছেলের সঙ্গে এলেনার বিয়ে দিয়ে দিলে তাও তার নজর এড়িয়ে গেল। এই রকম ভাবেই গ্রীষ্মের এক দিনে, ঝড়ের কিছু আগেই তার শাশুড়িও শেষ পর্যন্ত ছেড়ে চ'লে গেল তাদের। বাইমাকোবার শব যখন তারা বিছানায় শোয়াচ্ছে তখন একেবারে কাছে, চমকলাগানো বাজের শব্দে কাণে তালা ধ'রে গেল।

মায়ের পা খানা ছেড়ে দিয়ে দুই কাণে দুই আঙুল ঢুকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে নাতালিয়া, 'জানলা দরজা সব বন্ধ ক'রে দাও।' মায়ের ফোলা-ফোলা পা থপ্ ক'রে মাটিতে প'ড়ে যায়।

যে লম্বা সুগঠিত ছেলেটি তার অফিসে এসে ঢুকল, তাকে যেন নিজের ছেলে ব'লে চিনতেই পারে না প্রথমে। ইলিয়ার পরণে ধূসর রঙের গ্রীষ্মকালীন পোষাক ; পাণ্ডুর বর্ণ মুখ আরও পাতলা হয়েছে আর ওপরের ঠোঁঠের প্রান্তে দেখা দিয়েছে গোঁফের রেখা। তখনও স্কুলের পোষাক প'রে মোটাগাঁটা ইয়াকব অনেকটা তার বাপেরই মত। বাপকে যথারীতি অভিবাদন ক'রে বসল দুইজনে।

ঘরে পায়চারি করতে করতে পিয়োতর বলে 'তোমাদের দিদিমা ত মারা গেলেন।'

ইলিয়া কোন উত্তর না দিয়ে একটা সিগারেট ধরাতে থাকে। অপরিচিত গলায় ইয়াকব বলে,

'এই ছুটির মধ্যে ম'রে ভালোই করেছেন ; তা না হলে আমি ত আসতাম না।'

ছোট ছেলের এই বেখাপ্পা উত্তরে বিশেষ কাণ দিল না আর্টামোনোব ; তার মনোযোগ নিবদ্ধ বড়জনের ওপর। ইলিয়ার আকৃতির অনেক পরিবর্ত্তন ঘটেছে। বেড়েছে চারিত্রিক ও দৈহিক শক্তি। চুল আরও কালো হ'য়ে কপালের ওপর এসে পড়ায় কপালটা আগের মত অত উঁচু দেখায় না। চোখ দুটি আরও গভীর নীল। এক সময়ে এই অভিজাত পোষাক পরা গম্ভীর যুবকটির কোঁকড়া চুল ধ'রে সে যে টেনে দিয়েছে এই মনে ক'রে কেমন যেন হাসি পায়, অস্বস্তি লাগে আর্টামোনোবের। সত্যিই যে সে টেনেছিল চুল এ কথা আর এখন বিশ্বাসই হয় না। ইয়াকব সেই রকম গোলগাল মোটাই আছে তবে আরও লম্বা আর বড় হয়েছে। তার চোখ আগের মতই স্বচ্ছ আর মুখে সেই ছেলেমানুষী ভাব।

বাপ বলে, 'এখন বড় হয়েছ ইলিয়া। ব্যবসাপত্র বুঝে নিতে আরম্ভ করা আর তিন-চার বছর পরেই আমার জায়গায় বসতে হবে ত !

এককোণ চ্যাপ্টা কাঠের সিগারেটের বাক্সটা নাড়াচাড়া করতে করতে ইলিয়া চোখ তুলে তাকিয়ে বলে,

'আমি আরও কিছুদিন পড়াশুনা করতে চাই।'

'কত দিন।'

'চার পাঁচ বছর।'

'কি পড়তে চাও শুনি?

'ইতিহাস।'

ছেলে সিগারেট খেতে শিখেছে দেখে অসন্তুষ্ট হয় আর্টামোনোব। আর সিগারেটের বাক্সটারই বা কি ছিরি। আর একটু ভালো দেখেও ত কিনতে পারত। আর এই আরও পড়তে চাওয়ার মানেটা কি? বাড়ীতে এসেই কিনা প্রথমেই ঐ সব কথা। অন্য কথা কিছুই বলবার নই

জানলা দিয়ে দেখা যায় কারখানার ছাদের ওপর দিয়ে একটা সরু নলের মুখে থেকে থেকে, কারখানার কাজের শব্দের মাঝে মাঝে, ছেদের মত বাষ্পের উদ্গমন। সেই দিকে সঙ্কেত ক'রে, যথাসম্ভব শান্ত অথচ গম্ভীর গলায় আর্টামোনোব বলে,

'ঐ দেখ, ইতিহাস বাষ্পের রেখা টেনে চলেছে। ঐ তোমার পড়বার বিষয়। আমাদের কাজ হল কাপড় বোনা। ও ইতিহাস ফিতিহাস আমাদের জন্য নয়। আমার বয়েস পঞ্চাশ হল; এখন আমাকে তোমার বিশ্রাম দেওয়া উচিত।'

'মিরণ আর ইয়াকব তোমাকে সাহায্য করবে। মিরণ ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছে,' বলতে বলতে জানলা দিয়ে ঝেড়ে ফেলে সিগারেটের ছাই। বাপ বলে,

'মিরণ আমার ছেলে নয়, ভাইপো। যাক্ গে ও কথা পরে হবে।'

ছেলেরা উঠে বেরিয়ে গেলে পিয়োতর বিস্ময়ে আর আঘাতে বিস্ফারিত চোখে তাকায় তাদের দিকে। কিছুই ওদের বলবার ছিল না তাকে? পাঁচ মিনিট ব'সেই চ'লে গেল। একজন বোকার মত কথা ব'লে ব'সে ব'সে নিদ্রালুতায় ঢোলে; আর একজন তামাকের ধোঁয়ায় ঘর ভ'রে দিয়ে প্রথমেই দিলে বাপকে বিপর্যস্ত ক'রে। বাইরে থেকে তাদের কথাবার্তার আওয়াজ আসে পিয়োতরের কাণে।

'চ'ল না নদীর ধারে বেড়িয়ে আসি।'

'না, ক্লান্ত লাগছে।'

তারপর ইলিয়ার গলা আবার,

'নদী কালকেও থাকবে। এদিকে মা দিদিমার শোকে কাতর। তার ওপর শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা আছে।'

অস্বস্তির কারণ টুকু সরিয়ে না ফেলতে পারলে, যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি সেটাকে বাগ মানাতে না পারলে শান্তি পায় না আর্টামোনোব। এটা তার অভ্যাস। এক সপ্তাহের সময় সে দিল ছেলেকে। এই সপ্তাহ খানেকের মধ্যে সে লক্ষ্য করে যে ইলিয়া মজুরদের 'তুমি' ব'লে সম্বোধন করে আর সন্ধ্যা বেলায় সে ফটকের কাছে বেঞ্চিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব'সে টাইখন আর সেরাফিমের সঙ্গে কথা বলে। ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে একদিন আর্টামোনোব শুনতে পর্যন্ত পায় তাদের কথাবার্তার খানিকটা। টাইখনের নিষ্প্রাণ কণ্ঠস্বর একটানা নির্বুদ্ধিতায় গড়িয়ে চলেছে:

'হাঁ, হাঁ,! ভিখারী, বেচারী,—এই সবই ওদের নাম। ভালো হ'তে? আমি পারি না। মালিকেরা পারে না কেন? সত্যি, ইলিয়া পেত্রোভিচ, লোকে যদি একটু কম লোভী হত তাহলে সকলেই কিছু কিছু পেত।'

সানন্দে সেরাফিম যোগ দেয়,

'হাঁ, হাঁ ঠিক। বহুদিন আগে শুনেছিলাম বটে কথাটা।'

ইয়াকবের ব্যবহার সহজবোধ্য। সে কারখানার চারিদিকে ঘুরে বেড়ায় আর মেয়েদের দেখে; আর খাবার সময়ের একটু আগে মেয়েরা যখন স্নান করতে নামে নদীতে তখন সে আস্তাবলের ছাদের ওপরে উঠে টুকটুক ক'রে দেখে।

গুম হ'য়ে বাপ ভাবে, 'একটা পাতিষাঁড়। সেরাফিমকে সাবধান ক'রে দিয়ে একটু নজর রাখতে বলতে হবে। কোথাও আবার জুটে না পড়ে।'

সেই মঙ্গলবারটা ছিল শান্ত, বিষণ্ণ, ধূসর। সকালে প্রায় ঘণ্টা খানেক ধরে শিথিল বৃষ্টি ঝ'রে পড়ল কৃপণ ধারায় মাটির ওপর। দুপুরের দিকে সূর্যদেব একবার মুখ বের ক'রে কারখানা আর নদী-দুটির সঙ্গমের ওপর দৃষ্টিপাত ক'রেই, ঠিক নাতালিয়া তার রক্তিম গাল দুটি যেমন রাত্রে পালকের বালিশের মধ্যে ডুবিয়ে দেয়, তেমনি ক'রে মেঘের মধ্যে মুখখানি ডুবিয়ে দিলেন।

সান্ধ্য চা-এর ঠিক আগেই আর্টামোনোব ইয়াকবকে বলে,

'দাদা কোথায়?'

'জানি না। টিলার ওপর দেবদারু গাছের তলায় ত একটু আগেই ব'সে ছিল।'

'ডেকে নিয়ে এস। আচ্ছা থাক। তোমাদের দুজনে বনিবনাও কেমন?'

আর্টামোনোবের মনে হয়, উত্তর দেবার আগে, ছোট ছেলে অলক্ষিতে একটু হাসে:

'বেশ ভালোই ত। আমাদের মারামারি হয় না।'

'ব্যস্ তা হলেই হ'য়ে গেল? ঠিক কথাটি বল দেখি।'

চোখ নামিয়ে একটু ভেবে সে বলে,

'মতে আমাদের তেমন মেলে না।'

'কিসের মত ?'

'সব কিছুরই।'

'গরমিল হয় কোনখানটায় ?'

'ও চলে বই-এর বুদ্ধিতে আর আর আমি চলি নিজের বুদ্ধিতে। আমার মাথায় যা আসে আমি তাই করি।'

'ও' ব'লে থেমে যায় আর্টামোনোব। আরও তথ্য যে কেমন ক'রে বের করতে হয় এ তার বুদ্ধির অগম্য। জাঙাল কাঠের বেঁকানো মাথার ওপর রূপোর পাখীর নখ-দেওয়া বেড়াবার ছড়ি গাছটা হাতে ক'রে, গায়ে কোট দিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে। ছড়ি খানা এ্যালেকসির দেওয়া। ফটকের বাইরে এসে, হাত দিয়ে চোখ আড়াল ক'রে নদীর ধারে টিলার দিকে চেয়ে আর্টামোনোব দেখে একটা শাদা শার্ট গায়ে দিয়ে ইলিয়া গাছের তলায় শুয়ে রয়েছে।

'ঐ স্যাঁৎসেঁতে বালির ওপর শুয়ে রয়েছে আর যদি ঠাণ্ডা লাগে! হুঁস পর্ব নেই কিছু।'

প্রতি কথাটি মনের মধ্যে সাজাতে সাজাতে ধীর পদক্ষেপে টিলার দিকে এগোয় পিয়োতর। পায়ের তলায় শুকনো ঘাসের ডগা ভাঙে মুড়মুড়িয়ে। উপুড় হ'য়ে শুয়ে কি একখানা মোটা বই পড়ছে ইলিয়া আর মাঝে মাঝে পেন্সিলের তলা দিয়ে পাতা ঠুকছে। পায়ের শব্দে মুখ ফিরিয়ে বাবাকে আসতে দেখে বইএর মধ্যে পেন্সিলটা রেখে ফট ক'রে বইটা সে বন্ধ করে। উঠে গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে প্রসন্ন চোখে তাকায় বাপের দিকে। আরোহণে হাঁফিয়ে নিকটেই একটা গাছের শিকড়ে হেলান দিয়ে ভেবে নেয় পিয়োতর :

'আজ আর কাজের কথা নয়। তার অনেক সময় পাওয়া যাবে। এক-আধটা বাজে কথাই বা বললাম আজকে।'

বুকের কাছে হাঁটু জড়ো ক'রে শান্তস্বরে কিন্তু ইলিয়া ব'লে বসে

'তাহলে বাবা, আমি বিজ্ঞানচর্চাতেই নিজকে উৎসর্গ করলাম।'

'উৎসর্গ করলাম। এটা কি পুরুতগিরিতে ঢোকা ?'

কথাটা সোজাসুজিই বলবে ভেবেছিল কিন্তু মুখ থেকে সেগুলি বেরিয়ে আসে প্রায় ক্ষোভে, ক্রোধে। নিজের ওপরেই নিজে বিরক্ত হ'য়ে বালিতে লাঠি ঠোকে আর্টামোনোব। তার পরেই এমন কিছু সুরু হয় যা আর্টামোনোব চায় নি, যা তার কাছে একেবারেই দুর্বোধ্য। ইলিয়ার নীল চোখ কালো হ'য়ে ওঠে, ভুরু ওঠে কুঁচকে। কপালের ওপর এসে-পড়া চুলের গুচ্ছ পেছনে ছুঁড়ে দিয়ে সে এমন একগুঁয়েমির সঙ্গে কথা বলতে থাকে যেমন ক'রে কোনো ছেলের বলা উচিত নয়:

'আমি কারখানা চালাতে চাই না। ও আমার ধাতে নেই।'

অবজ্ঞাভরে বাপ বলে, 'ও সব টাইথনের কথা।'

বাপের বাধা অগ্রাহ্য ক'রে ছেলে ব্যাখ্যা ক'রে চলে কেন সে কারখানা চালাতে চায় না, কেন সে কোনোকিছুর মালিকই হ'তে চায় না। অনেকক্ষণ, প্রায় দশ মিনিট ধ'রে সে বলে। মাঝে মাঝেই তার কথার মধ্যে যেন সত্যের আভাস পায় আর্টামোনোব; তার নিজের অস্পষ্ট, অসম্বদ্ধ ভাবনা-আশঙ্কার সঙ্গে কেমন যেন ইলিয়ার কথা বেশ মিলে যায়। মোটা-মুটি অবশ্য ছেলের কথাবার্তা তার কাছে অসংগত, ছেলেমানুষ-সুলভ ব'লেই মনে হয়।

ছেলের পায়ের কাছে বালির মধ্যে ছড়ি গাছটা ঢুকিয়ে দিয়ে সে বলে, 'থাম। থাম বাপু। ও সব ঠিক নয়। বাজে বোকো না। মাথার ওপর থেকে না চালালে সাধারণ লোকে ত কিছু ঠাহরই করতে পারবে না। আর লাভ না করতে দিলে লোকে খাটবে কেন? সকলে ঐ কথাই বলে শোনো না: আমার কি লাভ মশাই? আমরা সকলেই ঐ লাভের চাকায় ঘুরছি। ঐ নিয়েই কত চলিত কথা রয়েছে: হাড়ে-হাড়ে সাধু হ'লেও আত্মা কাঁদে লাভ লাভ করে; নয় ত, সাধু-সন্ন্যাসীরাও

লাভ লাভ জপ করে ; অথবা—প্রাণ না থাকলে কি হয়, কলেও তেল না দিলে চলে না।'

মেজাজ খারাপ না ক'রে, যত চলিত কথা আর প্রবাদ উদ্ধার ক'রে ক'রে নিজের বক্তব্য বেশ রসিয়ে বলে আর্টামোনোব। শান্ত মনে, ঠিক কথাটী ঠিক সময়ে সহজে মনে ক'রে এই যে বলতে পারা, এ বেশ ভালো লাগে। নিশ্চিত বিশ্বাস হয় আর্টামোনোবের যে কথাবার্তা ভালোয় ভালোয় শেষ হবে।

ছেলে একমনে শোনে আর এ হাত থেকে ও হাতে বালির ধারা ফেলে পাইনের লাল ডগাগুলি বেছে নিয়ে নিয়ে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেয়। হঠাৎ ইলিয়া কিন্তু বাপের মতই শান্ত স্বরে বলে,

'আমার কাছে ও সব কথার কোনো অর্থ নেই। ঐ জাতীয় উপদেশ-বাণীতে আর আমাদের কাজ চলবে না।'

ছড়িতে ভর দিয়ে আর্টামোনোব যখন ওঠে তখন ছেলে তাকে হাতখানা ধ'রেও সাহায্য করে না।

'তা হলে তোমার বাপের কথা তোমার কাছে সব মিথ্যে ?'

'ও ছাড়া আর এক সত্য আছে।'

'মিথ্যে কথা। অন্য সত্য ব'লে কিছুই নেই।'

কারখানার দিকে ছড়ি দেখিয়ে আর্টামোনোব ব'লে যায় :

'ঐ দেখ—ঐ সত্য ! তোমার ঠাকুরদা শুরু করছিলেন আর আজ আমার সমস্ত জীবন ওতেই ঢেলেছি। এখন তোমার পালা। এর মধ্যে দুর্বোধ্য কিছু নেই। এ ছাড়া কি চাও তুমি ? আমরা খেটেছি আর তোমরা খেলে বেড়াবে কেন ? অন্য লোকের কাঁধে ভর ক'রে সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করতে চাও বুঝি ? মন্দ মতলব নয় ! ইতিহাস ! ও কথা ভুলে যাও। ইতিহাস একটা মেয়েমানুষ নয় যে বিয়ে করবে। কি করবে তোমার ঐ নিরর্থক ইতিহাস নিয়ে ? কি হবে ইতিহাস দিয়ে ? না, ঐ

ভবঘুরে হতে তোমাকে আমি দেব না।'

গলার স্বর কিছু রূঢ় হ'য়ে উঠেছে বুঝতে পেরে পিয়োতর আর্টামোনোব একটু সামলে নিতে চায়ঃ

'আমি কি আর বুঝি নি? বুঝেছি সব। মস্কৌতে থাকতে চাও, এই ত? ওখানে মজা বেশী। এ্যালেকসিও.........'

বই খানা তুলে নিয়ে মলাটের ওপর থেকে ফুঁ দিয়ে বালি ঝেড়ে ইলিয়া বলে,

আমাকে পড়তে মত দাও।'

বালিতে লাঠি ঢুকিয়ে দিয়ে বাপ চেঁচিয়ে ওঠেঃ 'না। দ্বিতীয়বার ও কথা আমাকে ব'ল না।'

ইলিয়াও উঠে দাঁড়িয়ে বাপের কাঁধের ওপর দিয়ে শূন্যে তাকিয়ে থাকে। চোখ দুটি তার হঠাৎ কেমন দীপ্তিহীন হয়ে পড়ে। শান্ত গলায় সে জানিয়ে দেয়,

'বেশ, তাহলে আমাকে বিনা অনুমতিতেই চলতে হবে।'

'তোমার সাহস! ....'

মাথা নেড়ে ইলিয়া বলে,

'কারও স্বাধীন ইচ্ছায় বাধা দেবার ক্ষমতা কারও নেই।'

'কারও! তুই আমার ছেলে নস? তুই কি যে কেউ? তোর গায়ের জামাটা পর্যন্ত আমার দেওয়া।'

হঠাৎ বেরিয়ে গেল কথাগুলো। না বেরুলেই ভালো ছিল। ভৎ´সনায় মাথা নেড়ে বাপ মৃদু ভাষায় বলে,

'এইভাবেই তুমি পিতৃঋণ পরিশোধ করবে? হা রে বোকা!'

গাল লাল হ'য়ে উঠে হাত কাঁপতে থাকে ইলিয়ার। কাঁপন লুকোতে পকেটে হাত ঢোকাতে যায় কিন্তু ঢোকে না। পাছে ছেলে বেশী দূর চ'লে যায়, এমন কিছু ব'লে ফেলে যার আর কোনো উপায় হবে না এই ভেবে

তাড়াতাড়ি বলে পিয়োতর,

'শুধু তোর জন্যেই আমি একটা মানুষকে মেরেছি……হয়ত বা……'

কথাগুলো মুখ থেকে বেরিয়ে যেতেই আর্টামোনোব বোঝে যে এই পরিবেশে এ কথা এই ছেলের কাছে বলা উচিতই হয় নি। এ ছেলে ত বুঝতে কিছু চায় না। তাই একটা 'হয়ত বা' যোগ করেছিল আর্টামোনোব।

'এইবারে ও শুধোবে কাকে মেরেছি' ভাবতে ভাবতে তাড়াতাড়ি উৎরাই ভাঙে পিয়োতর। কিন্তু ছেলে পেছন থেকে এমন প্রত্যুত্তর দেয় যে কাণে তালা লাগে,

'শুধু একজনকে মারো নি। তাকিয়ে দেখ—কারখানার শিকারে গোরস্থান ভ'রে উঠেছে।'

থেমে গিয়ে আর্টামোনোব তাকিয়ে দেখে হাত বাড়িয়ে বইখানা দিয়ে ইলিয়া নিরানন্দ আকাশের পটভূমিকায় অঙ্কিত ক্রুশ-চিহ্নগুলির দিকে সঙ্কেত করেছে। পায়ের তলায় বালি ভাঙে মুড়মুড়িয়ে; মনে পড়ে এখনি শোনা ঐ কারখানা আর কবর খানা সম্বন্ধে রাগ-ধরিয়ে-দেওয়া কথাবার্তা। কিন্তু ঐ যে অলক্ষুণে কথাটা মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়েছে ঐ কথাটা ত ইলিয়াকে ভুলিয়ে দিতে হবে। ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে ছুটে আবার খাড়াই ভেঙে চীৎকার ক'রে ওঠে আর্টামোনোব, ছেলেকে ভয় পাইয়ে দেবে এই আশায়,

'এই বাঁদর, কি বললি ?'

ইলিয়া চকিতে গাছের পিছনে লুকোয় :

'করছ কি বাবা ! ক্ষেপলে না কি ?'

গাছের গুঁড়িতে লাগে গিয়ে ছড়ি। দুখানা হ'য়ে যায়। ভাঙা টুকরোটা ছেলের পায়ের কাছে ফেলে দিতেই সেটা কাঁপতে কাঁপতে

পুঁতে যায় মাটিতে। লাঠির সবুজ অগ্রভাগ বেঁকে থাকে আর্টামোনোবেরই দিকে।

কঠিন গলায় ছেলেকে সে বলে,

'তোকে দিয়ে আমি পাইখানা পরিষ্কার করাব।'

টলতে টলতে, প্রায় গড়িয়েই নীচে নামে পিয়োতর। জড়াপটকি-বাধা সুতোর গুচ্ছের মধ্যে মাকুর মত তার মনটা সেই হারানো কথার মাঝে ঘুরপাক খায় আর দাঁড়িয়ে যায়।

'বাড়ী থেকে বের ক'রে দেব ওকে। সেঁক পেলে আপনি ফিরে আসবে। তখন দেব ময়লা সাফ করতে। ও সব লাই আমি দেব না।'—ছেঁড়া চিন্তা আসে ছিটকে ছিটকে ঐ জট বাঁধা দ্রুত চিন্তাপ্রবাহ থেকে আর সেই সঙ্গে অন্য কথাও মনে আসে—ভালো করলাম না কাজটা, বড় বেশীদূর গিয়ে পড়লাম, নিজের দুঃখটাকে বড় বাড়িয়ে দেখে ফেলেছি।

ওকার ধারে এসে ক্লান্তিতে বালির স্তূপের ওপর ব'সে প'ড়ে মুখের ঘাম মুছে ফেলে আর্টামোনোব; তাকায় নদীর দিকে। দ্রুত-সঞ্চারী, এক গুচ্ছ ঝকঝকে সুঁচের মত, জলকে বিঁধে দিয়ে চ'লে যায় এক ঝাঁক ডেস মাছ। পাখনা ছড়িয়ে দিয়ে দেখা দেয় একটা ব্রিম মাছ। খানিক সাঁতার কেটে একপাশে কাৎ হ'য়ে লাল চোখ মেলে তাকায় নিরানন্দ মেঘের দিকে; তারপর জলের ওপর শাদা ধোঁয়ার মত ছিটিয়ে দেয় অসংখ্য বুদ্বুদ।

ব্রিমটার দিকে শাসনের ভঙ্গীতে আঙুল মেলে চেঁচিয়ে ওঠে আর্টামোনোব:

'তোকে শিক্ষা দিয়ে তবে ছাড়ব!'

বলেই পেছন ফিরে তাকায় সে—নিজের কথাই নিজের কাণে শূন্যগর্ভ ঠেকে। নদীর শান্ত স্রোতে তার ক্রোধ ধুয়ে যায়। ধূসর

উষ্ণ স্তব্ধতায় চিন্তার ভারে আর্টামোনোব নেতিয়ে পড়ে একেবারে। ভেবে একেবারে সে অবাক হ'য়ে যায় কি ক'রে হঠাৎ এইটুকু সময়ের মধ্যে তার বিশ বছরের ভাবনা উদ্বেগের পাত্র এই ছেলে পর হ'য়ে যায়। তীব্র বেদনা বোধ করে। এই বিশ বছর সে কেবল ত এই ছেলের কথাই অবিরাম ভেবেছে, রোজ ভেবেছে; শুধু তারই আসায়, তাকেই ভালোবেসে, বড় হ'য়ে সে অসাধারণ কিছু করবে এই আনন্দে সে দিন কাটিয়েছে।

'একটা দেশলাই এর কাঠির মত জ্ব'লেই নিভে গেল? এ্যাঁ?'

পাংশুবর্ণ আকাশের এক জায়গায় ক্ষীণ আভা। বহু পুরোনো কাপড়ের এক জায়গায় একটু তেল লেগে থাকার মত আকাশের গায়ে একটু উজ্জ্বল টুকরো। দেখা দেয় ভাঙা, চেপটানো বাসনের কাঁদার মত এক ফালি চাঁদ। বাতাস জোলো, ঠাণ্ডা হয়ে আসে; নদী থেকে উঠে আসে হালকা কুয়াসা।

বাড়ী ফিরে এসে আর্টামোনোব দেখে বৌ জামাকাপড় ছেড়ে, বাঁ পা খানা ডান হাঁটুর ওপর তুলে, কপাল কুঁচকে পায়ের নখ কাটছে। স্বামীর দিকে এক নজর তাকিয়ে সে জিজ্ঞাসা করে,

'ইলিয়াকে কোথায় পাঠালে?'

জামাকাপড় ছাড়তে ছাড়তে সে উত্তর দেয়, 'উচ্ছন্নে।'

'তুমি সব সময়েই এত খিটখিটে,' দীর্ঘশ্বাস ফেললে নাতালিয়া। স্বামী উত্তর না দিয়ে, ইচ্ছে ক'রে যতখানি সম্ভব শব্দ ক'রে শোবার জন্যে প্রস্তুত হ'তে থাকে। জানলার কাঁচে এসে লাগে বৃষ্টির ছাট। বাগানের মধ্যে শব্দ ক'রে চলে ভিজে হাওয়া।

'ইলিয়া যেন ধরাকে শরা জ্ঞান করছে। সব ঐ ইস্কুলে যাওয়ার ফল।'

'ওর মা-টাও হাঁদাগঙ্গারাম।'

অবজ্ঞায় নাক ফোঁস ফোঁস ক'রে, ঠাকুরের নাম নিয়ে বিছানায় উঠে আসে নাতালিয়া। তখনও কাপড় ছাড়তে ছাড়তে নিষ্ঠুর আনন্দে তাঁকে খুঁচিয়ে চলে আর্টামোনোবঃ

'তোমাকে দিয়ে কি হবে? কিছুই না। ছেলেরা তোমাকে মানে না। শিখিয়েছ কি যে, মানবে? জানো কেবল খেতে আর ঘুমোতে আর মুখে রং মাখতে।'

বালিসে মুখ গুঁজে নাতালিয়া বিড়বিড় করে,

'ইস্কুলে পাঠিয়েছিল কে? তখনই বলেছিলাম………'

'থাম!'

নিজেও থেমে গিয়ে আর্টামোনোব নিকিটার পোঁতা বার্ড-চেরী গাছের ওপর জল পড়ার একটানা শব্দ শুনতে থাকে।

কুঁজো বেশ সহজ জীবন বেছে নিয়েছে। না ছেলেপিলে, না ব্যবসাপত্রের ঝুঁকি। কেবল এক খেয়াল ছিল মৌমাছির। আমি! আমি ও মৌমাছি টাছি নিয়েও মাথা ঘামাতাম না। যার মধুর দরকার সে নিজে গিয়ে যোগাড় করুক।

যেন বরফের ওপর শুয়ে আছে এমনি অস্বস্তিতে পাশ ফিরে, স্বামীর কাঁধে নিজের উষ্ণ গাল ঠেকিয়ে সে শুধোয়,

'ইলিয়ার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হ'য়ে গেল বুঝি?'

'ছেলেদের সঙ্গে আবার কথা কাটাকাটি কি? বাপ-মায়ে ছেলে-পিলেদের শাসন করে।'

'সে আজ চ'লে গিয়েছে।'

'ফিরে আসতে হবে। গাছে ত আর রুটি গজায় না। টাকা না থাকার মজাটা টের পেলে ফিরে আসতে পথ পাবে না। নাও ঘুমোও, বিরক্ত কর না।'

একটু পরেই আবার বললে,

'ইয়াকবকে আর ইস্কুলে দেওয়া নয়।'

তারপর আবার,

'পরশু মেলায় যাচ্ছি। শুনছ?'

'হুঁ।'

'এ আবার কেমন ব্যবহার?' ভেবে পায় না আর্টামোনোব। চোখ বুঁজতেই চোখের সামনে ভাসে ইলিয়ার ছেলেমানুষী মুখ, উঁচু কপাল আর সেই জলজলে চোখ—মনের মধ্যে একেবারে বিঁধে আছে।

'আমাকে একেবারে চাকর-বাকরের মত নাকচ ক'রে দিলে। আমি যেন ভিখিরী! কুলাঙ্গার কোথাকার!'

এমন ক'রে বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত ছেলেটা সব সম্বন্ধ চুকিয়ে দিলে! অনেক দিন থেকেই ও মনে মনে আঁটিয়ে রেখেছিল। কিন্তু কেন? ছেলের রূঢ়, দোষ-দেওয়া কথাগুলো মনে ক'রে ভাবে আর্টামোনোব:

'ঐ পাজি মিরণটা বুদ্ধি দিয়েছে ওকে। আর ঐ টাইথন ওকে বুঝিয়েছে যে ব্যবসা মানুষের অকল্যাণ করে। হাঁদা, একেবারে হাঁদা! কিসে তাহলে বিশ্বাস ওর? ইস্কুলে গিয়ে শিখলে কি এতদিন? মজুরদের ওপর এত দরদ আর নিজের বাপের জন্যে একটুও নেই। নিজের ন্যায়পরতা টুকু বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে ছুটে পালাল কোন কোণে।'

ভাবতে ভাবতে অপমান বোধ জ্বলে ওঠে পিয়োতরের:

'কিছুতেই না! কিছুতেই তোকে ছেড়ে দেব না!'

মনে পড়ে নিকিটা কেমন পালিয়েছে শান্তির স্বর্গে।

'যত কাজ আমার ঘাড়ে চাপিয়ে সকলেই পালাচ্ছে।'

কিন্তু তা ত সত্যি নয়। এ্যালেকসি পালায় নি। স্বর্গত আর্টামোনোবের মতই সে ব্যবসাকে ভালোবাসে। এ্যালেকসি লোভী, অসম্ভব লোভী—সবই তার কাছে কেমন সহজ। কারখানায় একদিন

মজুরেরা মদ খেয়ে গণ্ডগোল করেছিল। পিয়োতরের মনে পড়ে এ্যালেকসিকে সে বলেছিল,

'লোকগুলো দিনের পর দিন খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে।'

'সে ত দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে,' এ্যালেকসি বলেছিল।

'কিছু না কিছু নিয়ে ওরা চ'টে আছেই। সকলের চোখেই একরকম চাউনি।'

এ কথাও স্বীকার ক'রে নিয়ে এ্যালেকসি মুচকে হেসে বলেছিল :

'সে কথাও সত্যি। সময় সময় আমার মনে পড়ে তোমার সেই বিয়ের দিনের কথা যে দিন টাইখন ঠিক ঐ রকম চোখের চাউনি নিয়ে বাবার সঙ্গে সৈন্যদের কুস্তি দেখছিল। মনে পড়ে, তারপর টাইখনও কুস্তি করার জন্যে এগিয়ে গিয়েছিল?'

'আবার টাইখনকে টানছ কেন? ও একটা নিরেট।'

এ্যালেকসি তারপর গম্ভীর গলায় বলে,

'তুমি মাঝে মাঝে বল শুনতে পাই—লোকে খারাপ হয়ে যাচ্ছে, লোকে উচ্ছন্নে যাচ্ছে। কিন্তু তাতে আমাদের কি আসে যায়? লোককে ভালো করা পুরুত, মাষ্টার, এদের কাজ আর ডাক্তার এবং সরকারী কর্ম্মচারীদের। তাদের কাজই হচ্ছে দেখা যাতে লোকজন খারাপ না হ'য়ে যায়। তারা বিক্রী করে উপদেশ আর আমরা কিনি। জগতে কোন জিনিষটা চিরকাল ভালো থাকে বলতে পার? তোমারও বয়েস হচ্ছে, আমারও হচ্ছে। কিন্তু একদিন বুড়ী হ'য়ে যাবে ব'লে আজ কোনো ছুঁড়ী তোমার কথায় ভালো ক'রে বাঁচার চেষ্টা ছেড়ে দেবে?'

'চালাক বটে,' ভাবে আর্টামোনোব, 'ভীষণ চালাক এ্যালেকসি।'

সম্পূর্ণ নূতন ধরণের রসিকতা করে এ্যালেকসি আর এমন চটুল কথা বলে যে পিয়োতরের হিংসা হয়। মনে আসে নিকিটার কথা। বাপ ঠিক করেছিল যে কুঁজোটা হবে তাদের জীবনে সান্ত্বনার উৎস কিন্তু

একটা মেয়েমানুষের মুখের জন্যে সব খুইয়ে ফেলে এখন সেই স'রে দাঁড়িয়েছে।

সেই বৃষ্টির রাতে অনেক কথাই মনে তোলাপাড়া করে আর্টামোনোব। আর ফাঁক দিয়ে ধোঁয়ার মত সেই সব চিন্তার ফাঁকে ফাঁকে অন্ত ভাবনা ভীড় ক'রে আসে—যেন এই অন্ধকার রাতের বৃষ্টির শব্দ ফিসফিস ক'রে কাণে কাণে বলে কত লুকিয়ে-রাখা কথা, বাধা দেয় আত্মপক্ষ সমর্থনে।

নিজের এই লুকিয়ে-থাকা ব্যক্তিত্বকে সে জিজ্ঞাসা করে, 'আমি কি অন্যায় করেছি?' উত্তর কিছু পায় না বটে কিন্তু বোঝে যে এ প্রশ্নের উত্তর আছে। সকাল হ'তে হ'তেই আর্টামোনোব ঠিক ক'রে ফেলে যে নিকিটাকে দেখতে যাবে। প্রলোভন আর ভয় থেকে দূরে, শান্তির মধ্যে, তার হৃদয় হয়ত সান্তনা, এমন কি সঠিক পন্থাও খুঁজে পেতে পারে।

অনেক ঝাঁকানি খেতে খেতে গাড়ী নিয়ে ঘোড়া যখন মঠের কাছাকাছি পৌছায় তখন ক্লান্তিতে ভাবে আর্টামোনোব:
'এক কোণে ব'সে জীবন কাটান কেমন সরল, সহজ। একবার বাইরে বেরিয়ে রোদে ছোট, অমনি দেখবে ঠেলা। জারে আচার ঠিক থাকে, রোদে দিলেই শুকনো।'

চার বছর দেখা নেই ভায়ের সঙ্গে। সেই চার বছর আগে বিরক্তি আর হৃদয়হীনতার মধ্যে তার বিদায়। তার আসায় কুঁজো যেন কেমন বিব্রত, বিপর্যস্ত হ'য়ে পড়ে; একেবারে যেন কুঁচকে গিয়ে শামুকের খোলের মধ্যে ঢুকে যায়; কম্পিত গলায় সে ব'লে যায়, নিজের কথা নয়, ভগবানের কথা নয়, পরিবারের কথা নয়, মঠের অভাবের কথা, যাত্রীদের কথা আর সাধারণের দারিদ্র্যের কথা। অতি কষ্টে, অনিচ্ছায় যেন সে কথা বলে। পিয়োতর টাকা দিতে গেলে সে

উদাসীন গলায় বলে,

'মোহান্তকে দিয়ে যাও। আমার দরকার নেই।'

মঠের সব সাধুরাই সাধুবাবা নিকোডিমকে যে শ্রদ্ধা করে এ দেখলেই বোঝা যায়। মোহান্তটি লোমশ. বিশালকায়, স্থূলাস্থি, তার ওপর এক কাণে কালা। তাকে দেখলে মনে হয় বুঝি কোনো বুনো দত্যি পুরুতের পোষাক প'রে এসেছে। মিশকালো চোখের অস্বস্তিকর আলো পিয়োতরের মুখে ফেলে অহেতুক উচ্চকণ্ঠে সে ব'লে ওঠে,

'বাবা নিকোডিম আমাদের মঠের অলঙ্কার।'

ঝাঁকড়া-মাথা দেবদারু গাছের ঘন সমাবেশের মধ্যে একটি ছোট্ট পাহাড়ের ওপর মঠটিকে প্রায় দেখাই যায় না। খনখনে নিরানন্দ ঘণ্টার আওয়াজ সন্ধ্যা বন্দনার আহ্বান জানায়। সেই শব্দই প্রথম কানে আসে আর্টামোনোবের। ঢ্যাঙা, আড়ষ্ট দারোয়ান সামনে দাঁড়িয়ে। তাকে দেখলে মনে হবে কোনো বাঁশের খুঁটির ওপর নিতান্ত অকারনেই বুঝি একটী পাট-ভাঙা টুপী ছোট একটি মাথায় বসানো রয়েছে। তোৎলা দ্বারপাল মুখ খোলে,

'স্বা...........'

তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে,

'গত।'

আধখানা আকাশ ঢেকে নীল-ধূসর একখানা মেঘ স্থির হ'য়ে ঝুঁকে রয়েছে মঠের ওপর। স্যাঁৎসেঁতে, আঠালো, গুমোট আব-হাওয়াকে একটুও চঞ্চল করে না ঐ তামার ঘণ্টার শব্দ।

গাড়ীর মধ্যে থেকে নিকিটার জন্যে আনা উপহারের বাক্সগুলি চেষ্টা ক'রেও নামাতে না পেরে অতিথি-শালায় এক মঠবাসী কুণ্ঠিত হ'য়ে ওঠেন: 'বড্ড ভারী কি না।' বাক্সের ডালায় তিনি কালো হাত মুঠো ক'রে মারেন এক ঘুঁষি।

আপেল আর চেরী গাছের কুঞ্জের মাঝখানে নিকিটার সযত্নে-রাখা শাদা কুটীর খানির দিকে ধূলিমলিন, ক্লান্ত পিয়োতর এগিয়ে যায়। কি জন্যে সে বোকার মত এখানে এল? এর চেয়ে মেলায় গেলেই ভালো হত। গাছের শিকড়ে এবড়ো-খেবড়ো বনের অসমতল পথে ঝাঁকানি খেতে খেতে তার সমস্ত ক্লেশকর ভাবনাগুলো কেমন ঘুলিয়ে গিয়েছে। এখন কেবল মন চাইছে বিশ্রাম আর বিস্মরণ, তিক্ত বেদনার ওপর প্রলেপ।

'আমার এখন একটু আমোদ প্রমোদের দরকার।'

কচি কচি লিণ্ডেন গাছের অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি বেষ্টনীর মধ্যে একখানি বেঞ্চির ওপর নিকিটা ব'সে রয়েছে—তার সামনে ব'সে জন দশেক যাত্রী। পরিচিত কোনো ছবির কথা মনে করিয়ে দেয় দৃশ্যটি। খাটো কোট-পরা কালো দাড়ি-ওয়ালা এক ব্যবসায়ী। এর একখানা পা ন্যাকড়া-জড়ানো আর রবারের পাদুকাবরণী দিয়ে ঢাকা। মোটা, খোজার মত দেখতে এক বুড়ো মহাজন। মাছের মত চোখ আর গালের হাড় উঁচু এক ফর্সা-পানা যুবক; তার আবার লম্বা লম্বা চুল আর গায়ে সৈন্যদের মস্ত ওভার-কোট। তা ছাড়া ভ্রায়োমোবের মাতাল, রুটি-ওয়ালা মুর্মিনও এসে জমেছে। হাঙ্গামা বাধাতে ওস্তাদ সে! বিচারকের সামনে চোর যেমন ক'রে দাঁড়ায় তেমনি করে সে শক্ত খুঁটির মত খাড়া দাঁড়িয়ে বলল মোটা গলায়,

'সে কথা সত্যি। ভগবান অনেক দূরে।'

দর্শনার্থীদের দিকে না তাকিয়ে, শাদা লাঠি গাছটা দিয়ে পায়ে-পায়ে শক্ত মাটির ওপর রেখাপাত করতে করতে সে উপদেশ দিয়ে চলে,

'যত পাপ আমরা করি তত সেই পাপের দুর্গন্ধে ভগবান আরও দূরে চ'লে যান।'

মনে মনে হেসে আর্টামোনোব ভাবে, 'সান্ত্বনা দিচ্ছে।'

'ভগবান বুঝতে পারেন যে আমাদের বিশ্বাসের জোর নেই। কাজ না করলে শুধু বিশ্বাসে কি হবে? পাশের লোকেদের আমরা কি সাহায্য করি? পরস্পরকে কি আমরা ভালোবাসি? যখন প্রার্থনা করি তখন আমরা কি চাই? তুচ্ছ সব জিনিষ। প্রার্থনা আমরা করব কিন্তু.........'

চোখ তুলে তাকায় কুঁজো। ভায়ের দিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকিয়ে এক মুহূর্তে সে চুপ ক'রে থাকে। ধীরে, যেন আঘাত করার জন্যে, সে লাঠি গাছটি এমন ক'রে তোলে যেন সেটা গুরুভার কিছু। তারপর সে ওঠে; বুকের ওপর ঝুলে পড়ে মাথা। শ্রোতাদের উদ্দেশে ক্রুশচিহ্ন এঁকে প্রার্থনার পরিবর্তে সে শুধু বলে,

'এই যে, আমার ভাই এসেছে আমার সঙ্গে দেখা করতে।'

তামাটে চোখ দুটো ভীতিপ্রদভাবে গোল গোল ক'রে, রোমহীন মোটা লোকটি পিয়োতরের দিকে ফিরে তাকায়। ইচ্ছে ক'রে সবেগে সোৎসাহে ক্রুশচিহ্ন অঙ্কিত ক'রে সে।

'কল্যাণ হোক,' নিকিটা যোগ করে।

মাঠ থেকে খেদিয়ে নিয়ে-আসা পশুপালের মত তারা ছড়িয়ে পড়ে এদিক ওদিক। বিকৃত-পদ ব্যবসায়ীকে হাত ধ'রে উঠতে সাহায্য করে মোটা লোকটি। রুটি-ওয়ালা মুঝিন ব্যবসায়ীর অন্য হাত ধরে।

'কই হে, আমাকে আশীর্ব্বাদ কর।'

নিকিটার দীর্ঘ বাহু থেকে কালো পোষাকের হাতা ঝুলে প'ড়ে দেখাচ্ছে পাখীর ডানার মত। সাধুবাবা নিকোডিম বাহু তুলে ভাই এর জোড়-করা হাত সরিয়ে দিয়ে, শান্তস্বরে বলে,

'তোমাকে এখন আশা করি নি।'

তার গলায় খুশীর কোনো রেশ নেই।

লাঠি দিয়ে নিজের কুটীরের দিকে ইঙ্গিত ক'রে সেইদিকে চলে নিকিটা। বুকের ওপর একখানা হাত রেখে পা দুখানা পাশাপাশি

অনেক দূরে দূরে ফেলে সে ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে চলে।

পিয়োতর ভয়ে ভয়ে বলে, 'তুমি বুড়ো হ'য়ে গিয়েছ।'

'সে ত সকলেই হবে। পা হুটো ব্যথা করছে। এ জায়গাটা স্যাঁৎসেঁতে।'

আগের চেয়ে নিকিটা যেন আরও কুঁজো হ'য়ে গিয়েছে। ডান কাঁধ আর কুঁজের ডান দিকটা ঠেলে উঁচু হ'য়ে ওঠায় সে আরও চওড়া আরও বেঁটে হয়ে মাটির দিকে ঝুঁকে পড়েছে। তাকে দেখলে মনে হয় মুণ্ডহীন একটা মাকড়সা নুড়ির ওপর দিয়ে এঁকে বেঁকে অন্ধ গতিতে এগিয়ে চলেছে। ছোট্ট পরিচ্ছন্ন কুটীরের স্বল্পবিস্তারের মধ্যে সাধুবাবা নিকোডিমকে আর একটু বড় দেখায় বটে কিন্তু আরও ভয়াবহ। টুপী খুললে তার হাতীর দাঁতের মতন টাকটি আলোয় মড়ার মাথার খুলির মতন দেখায়। মাথার পেছনে, রগের ওপর আর কাণের পাশে শাদা চুলের জট ঝোলে। মুখখানাও যেন মোমের মত ফ্যাকাশে—হাড়ের ওপর একটুও মাংস নেই। নিষ্প্রভ হুটি চোখের দৃষ্টি স্থূল, ঝুলে-পড়া নাকের ডগায় নিবদ্ধ। মুখখানা আগের চেয়েও বড় হ'য়ে একটা গভীর গর্তের মত মুখমণ্ডলকে হুই ভাগে ভাগ ক'রে ফেলেছে। সব চেয়ে ভীতিপ্রদ তার ওষ্ঠের ওপর গজানো শাদা শাদা রোমের ছাতা।

মঠবাসী গোলগাল এক শিষ্যকে বলে নিকিটা,

'রুটি, মধু আর গরম জলের কেৎলী;' কিন্তু এত আস্তে এবং এত ধীরে যে মনে হয় যা সে শুনছে তার ব্যাঘাত ঘটাতে তার একান্ত অনিচ্ছা, আর যে কথাগুলি বলছে সে গুলিও বলছে অতি কষ্টে স্মরণ ক'রে।

'কি আস্তে তুমি কথা বল।'

'দাঁত নেই যে।'

শাদা-রং-করা একখানা কাঠের আরাম কেদারায় নিকিটা বসে টেবিলের সামনে।

'সব ভালো ত?'

হাঁ, সব ভালো আছে।'

'টাইখন বেঁচে আছে?'

'আছে। তার আবার কি হবে?

'অনেকদিন আগে আমাকে দেখতে এসেছিল।'

তারপর স্তব্ধতা। নিকিটা নড়ে-চড়ে আর তার পোষাকের শব্দে মনে হয় বুঝি ঘরে তেলাপোকা চ'লে বেড়াচ্ছে। পিয়োতরের অস্বস্তি আরও বাড়ে।

'বাড়ী থেকে তোমার জন্যে কিছু নিয়ে এসেছি। বাক্সটা আনিয়ে নাও। মদও আছে। এখানে মদ চলে ত?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাই বলে,

'এখানে তেমন কড়াকড়ি নেই। ব্যাপার কঠিন হ'য়ে উঠেছে। এত লোক আসছে যে দু-চারটে মাতালও এসে জুটেছে। তারা মদ খায়-ই। কি করবে তুমি? পৃথিবীর নিঃশ্বাসই হ'ল বিষাক্ত। তার সাধুসন্ন্যাসীরা কি করবে? তারাও মানুষ ত।'

'শুনতে পাই অনেক লোক তোমার খোঁজে এখানে আসে।'

সাধুবাবা উত্তর দেয়, 'তার কারণ, তারা বোঝে না। লোকজন আসে, এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়। তারা খোঁজে সাধু ব্যক্তি—এমন সাধু ব্যক্তি যিনি বাঁচবার পথ ব'লে দিতে পারবেন। এতদিন তারা বেঁচে এসেছে; আর এখন পারছে না। অসহ্য হ'য়ে উঠেছে তাদের।'

সাধুর এই কথায় ক্রমবর্ধমান অস্বস্তিতে আর্টামোনোব আপত্তি ক'রে ওঠে:

'যত সব বাজে কথা। তারা ছিল ভূমিদাস আর এখন স্বাধীন জীবন ভালো লাগছে না! ওদের দরকার কি জানো—আরও শক্ত শাসন।'

নিকিটা নিরুত্তর।

'জমিদারদের আমলে লোকে এমন খুসীমত সময় নষ্ট ক'রে বেড়াতে পারত না।'

কুঁজো ভাই-এর দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিল।

যতক্ষণ না শিষ্যপ্রবর ধূমায়িত কেৎলী, সুগন্ধ মধু আর সদ্য-ভাজা রুটি না নিয়ে আসে ততক্ষণ তারা প্রক্ষিপ্ত মন্তব্যের মাঝে মাঝে দীর্ঘ নীরবতার অবকাশে প্রাণপণে কথা খুঁজে ফেরে। তারপর দুইজনে গভীর অভিনিবেশে দেখতে থাকে শিষ্যটির অপটু হাতে মেঝের ওপর উপহারের বাক্স কৌতূহলবশে খোলার চেষ্টা। পিয়োতর বাক্স থেকে এক টিন মাছের চাটনী আর দু বোতল মদ নিয়ে রাখে টেবিলে।

লেবেল দেখে নিকিটা বলে, 'পোর্ট বুঝি? মোহান্ত ভালোবাসেন। চালাক চতুর লোক আর অনেক কিছু বোঝেন।'

পিয়োতর স্বীকার করে, 'আমি বাপু খুব কমই বুঝি।'

'তুমিও বোঝ, তবে তোমার যে টুকু দরকার। তার বেশীতে কাজ কি? যেটুকু উচিত তার বেশী বোঝা ভালো নয়।'

ক্ষীণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে সাধু। তার কথার তিক্ততা বোঝে পিয়োতর। ঘনিয়ে-আসা ছায়ায় নিকিটার পোষাক কেমন তেল চটচটে মনে হয়। এক কোণে রাখা মহাত্মাদের মূর্তিগুলির পাদদেশের ক্ষীণ বর্তিকায় আর টেবিলের ওপরের হলদে চিমনির সস্তা আলোয় কুটিরে তেমন আলো হয় না। ভাইকে সতর্ক তৃষ্ণায় মদ খেতে দেখে পিয়োতর ব্যঙ্গভরে ভাবে:

'তা হলে মদের ভালো-মন্দও বোঝে।'

প্রতি গেলাসের পরেই, মাংসহীন অদ্ভুত শাদা দু'টো আঙুল দিয়ে নরম রুটি একটু ছিঁড়ে মধুতে ডুবিয়ে, পাকা দাড়ি ক'গাছি নেড়ে সে ধীরে সুস্থে চিবোতে থাকে। নেশার কোনো লক্ষণ প্রকাশ না পেলেও তার ঘোলাটে চোখ, নাকের ডগায় নিবদ্ধ থেকেও একটু হাল্কা হ'য়ে আসে। পাছে ভাই মদ্যপ ভাবে এই ভয়ে পিয়োতর অল্পসল্প খায় আর ভাবে:

'নাতালিয়ার কথা ত জিজ্ঞাসা করছে না। আগের বারেও করে নি। লজ্জা পায়। কারও বিষয়েই কিছু শুধোয় না। হুঁ আমরা সব বিষয়ী লোক আর উনি সাধু। লোকে ওঁকে দেখতে আসে।'

রেগে মুখটা সামনের দিকে এগিয়ে দিতেই পিয়োতরের দাড়ি ঘ'ষে যায় ওয়েষ্ট কোটে। কাণ টানতে টানতে সে বলে,

'এখানে বেশ লুকিয়ে আছ দেখছি। খাসা আছ।'

'হাঁ আগে বেশ ছিল কিন্তু এখন খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে। এত অতিথি অভ্যাগত...........'

'অভ্যাগত?' হাসে পিয়োতর, 'একি দাঁতের ডাক্তারখানা না কি?'

সযত্নে মদ ঢেলে সাধুবাবা বলে, 'আমি কোথাও চ'লে যেতে চাই, আরও দূরে।'

'যেখানে আরও শান্তি পাওয়া যায়,' যোগ করে পিয়োতর আর হাসে। মদটুকু খেয়ে, কালো অসমর্থ জিভ দিয়ে ঠোঁঠ চেঁটে, হাতীর দাঁতের মত শাদা টাক নেড়ে নিকিটা বলে:

'যত দিন যাচ্ছে তত বেশী লোকে মনের শান্তি হারাচ্ছে। চোখেই দেখতে পাচ্ছ ওদের সংখ্যা কি রকম বাড়ছে। ওরা লুকোতে চায়, ভাবনা চিন্তা থেকে রেহাই পেতে চায়।'

মিথ্যে কথা বলছে জেনেও পিয়োতর উত্তর দেয়, 'কৈ আমি ত দেখতে পাচ্ছি না।' পিয়োতর অবশ্য বলতে চেয়েছিল, 'তুমিই কেবল লুকিয়ে আছ।'

'তবু ভাবনা-চিন্তা ওদের পেছু ছাড়ে না।'

পিয়োতরের মুখে জুগিয়ে ওঠে কড়া কথা। সে ভাই-এর কথার প্রতিবাদ করতে চায়, চীৎকার করতে চায় চ'টে। নিজেরই ছেলে ইলিয়ার কথায় তার মন তিক্ত হ'য়েই আছে। সে বলে,

'ভাবনা-চিন্তা খুওরা ুঁজে বের করে। নিজেদের দোষেই ওরা বিপদে

পড়ে। নিজের কাজ ক'রে, বেশী বুদ্ধি দেখাতে না গেলেই খাসা শান্তিতে থাকা যায় '

কিন্তু নিজের চিন্তায় নিমগ্ন নিকিটা শুনতেই পায় না ভাই-এর কথা, হাড়-বের-করা দেহখানা তার যেন ঘুম ভেঙে ঝাঁকিয়ে ওঠে। সাধুর ঝুলঝুলে পোষাক মেঝের দিকে ঢেউ খেলিয়ে নেমে যায়। অত্যন্ত স্পষ্ট ক'রে সে এমন ঠোঁঠ বেঁকিয়ে কথা বলতে সুরু করে যে মনে হয় তারও মনের তিক্ততা পিয়োতরের চেয়ে কম নয়ঃ

'আমার কাছে ওরা আসে পুণ্য সঞ্চয় করতে। আমি কি জানি, কি শিক্ষা দিতে পারি? কোনো জ্ঞানই ত আমার নেই। সব ঐ মহান্তর কীর্তি। আমি নিজে কোনো প্রচারই করি নি। আমি যেন এক ভুল-বশে সাজা পাওয়া মানুষ—আমার শাস্তি উপদেশ দেওয়া আর জ্ঞান দেওয়া। কিন্তু কি অপরাধ আমার?'

আর্টামোনোব ভাবে, এইবার মুখ খুলেছে। অভিযোগ করতে চায়।

নিকিটা নিজের ভাগ্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে চায়। আগের আগের সাক্ষাৎকারে এই রকম অভিযোগই আর্টামোনোব আশা করেছিল। তাই কাণ টানতে টানতে সে বেশ ভারিক্কী চালে ভাইএর মনের কথাটার জবাব আগেই দিয়ে দেয়ঃ

'ভাগ্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ অনেকেই করে, তবে ফল কিছু হয় না।'

কুঁজো উত্তর দেয়, 'হাঁ। সন্তোষ দুর্লভ বস্তু।' যেখানে মহাত্মাদের মূর্তিগুলির নীচে এক কোণে আলো জ্বলছে সেই দিকে চোখ ফেরায় সে।

'আর বাবা, তিনি এখন স্বর্গে গিয়েছেন, তিনি তোমাকে বলে যান নি আমাদের ধর্ম-কর্মের কাজ সব তোমাকে করতে?'

ব্যঙ্গের হাসিতে বিস্তৃত হয় নিকিটার ঠোঁঠ দুটি। পাকা দাড়ি হাতের মুঠোতে নিয়ে সে হাসি সে মুছে ফেলে, এমন ক'রে নিজের কথাগুলি ছায়ার মধ্যে একটি একটি টুপ টাপ করে ফেলে যে, পিয়োতর

চমকে চমকে ওঠে, কৌতূহল জাগে তার, আবার সঙ্গে সঙ্গে বিপদের আশঙ্কায় সতর্কও হয়ে ওঠে।

'এই মঠের লোকেরা আমাকে প্রাণপণে বোঝাবার চেষ্টা করে যে আমি জ্ঞানী আর চারিপাশের লোকেদেরও তাই বিশ্বাস করাতে চায়। এতে মঠের লাভ—যাত্রী আসে। কিন্তু আমার পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এই পদের দাবী আমি মিটোই কি ক'রে? কেমন ক'রে লোকেদের আমি সান্ত্বনা দিই? বলি, সহ্য কর। কিন্তু দেখতে পাই ওরা সহ্য ক'রে ক'রে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। বলি, নিরাশ হয়ো না। কিন্তু কিসের আশায়? ভগবানের? ভগবানে ওরা কোনো সান্ত্বনাই পায় না। একজন রুটিওয়ালা আসে·········

'মুঝিনের কথা বলছ ত? ও ত আমাদের ওখানকার লোক। মাতাল,' অজানা কি একটা ঠেকিয়ে রাখবার আগ্রহে আর্টামোনোব বলে ওঠে।

'ওর মনের অবস্থা এমন যে ও ভাবে ভগবানকে ও কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে। ভগবান আর ওর প্রভু নয়। আজকাল এইরকম দুঃসাহসী আত্মম্ভরী লোকের অভাব নেই। আজ একজনকে দেখেছ? ঐ যার মুখে একেবারে দাড়ি নেই। সমস্ত জগতের ওপর ওর রাগ; কিছু দেখতে পারে না। এরা সব এসে আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। আমি কি বলব? ওরা শুধু আসে আমার মনের শান্তি নষ্ট করতে।'

সাধুবাবার উৎসাহ বেড়েই চলেছে। আর্টামোনোব লক্ষ্য করে যে এবারে নিকিটা অন্যান্য বারের মত অপরাধীর মত চোখ পিট পিট করছে না। অন্যান্য বারে কুঁজোর এই অপরাধ-চেতনায় পিয়োতর সান্ত্বনা পেয়েছে। অপরাধীদের ত আর অভিযোগ করবার অধিকার নেই। অথচ এবারে সে অভিযোগ করছে, বলছে অন্যায় ক'রে তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। বড় ভাই-এর তাই ভয় লাগছে পাছে ছোট ভাই ব'লে বসে,

'তুমিই ত আমাকে দোষী সাব্যস্ত করেছ!'

আত্মরক্ষার ভাষা খোঁজে আর ভ্রূকুটি ক'রে ঘড়ির চেন আঙুলে জড়ায় আর্টামোনোব।

কুঁজো ব'লে যায় আর যা নিয়ে তার অভিযোগ সেগুলো ব'লে কেমন এক গোপন আনন্দ পায়, 'হ্যাঁ, লোকে ক্রমশঃই হাতের বাইরে চ'লে যাচ্ছে; যত সব বেয়াড়া কথা ভাবছে। এই কয়েক দিন আগে এক পণ্ডিত এসে দু সপ্তাহ থেকে গেলেন। এখনও বয়সে যুবক হ'লেও মতিস্থির নেই। ভয় পেয়েছেন যেন। মোহান্ত আমাকে বলেন—"তোমার সরলতা দিয়ে ওর মনে জোর দাও; এটা বল, সেটা বল।" কিন্তু লোকে কি বলে আমার মনে থাকে না। পণ্ডিত তেত-বিরক্ত করতে থাকে আমাকে —ঘণ্টার পর ঘণ্টা এমন কথা বলতে থাকে যে, গূঢ়ার্থ ত দূরের কথা, তার শাদা অর্থই বুঝতে পারি না। সে বলে, "আমাদের দেহের ওপর শয়তানের অধিকার এ কথা বলা ভুল। তাহলে ত দ্বৈতবাদ মানতে হয় আর প্রার্থনার সময় আমরা যে যীশুর দেহাংশ গ্রহণ করি সে দেহ তাহলে শয়তানের?" আমি বলি অমরতার উৎস যে যীশু তাঁরই দেহাংশ গ্রহণ কর না কেন? সে পাপমুখে বলে, "ভগবানের শিঙ থাকলেও আমার কোনো ক্ষতি নেই যদি অবশ্য সে ভগবান একটা হয়। তা না হ'লে বিশ্বাস নিয়ে বাঁচা যায় না।" ধৈর্য্যের বাঁধ আর থাকল না। মোহান্ত ফিয়োদোরের সব উপদেশ ভুলে গিয়ে আমি চীৎকার ক'রে উঠলাম, তোমার দেহ পাপের ভরা আর তোমার আত্মা হল সাক্ষাৎ ধ্বংসের প্রতীক! পরে মোহান্তর সে কি বকুনি। "তোমার হয়েছে কি? ও সব কি কতকগুলো অশাস্ত্রীয় কথা ব'লে গেলে বিড়বিড় ক'রে?" এই রকমই চলছে আজকাল।'

গল্পটা পিয়োতরের কাছে অসম্ভব মনে হলেও, ভায়ের এই করুণ অবস্থা দেখে সে স্বস্তি পায়, বলে,

'হাঁ; ভগবান নিয়ে কথা বলা শক্ত বই কি।'

সাধুবাবা নিকোডিম এ কথা স্বীকার ক'রে নিয়ে আঠালো তিক্ততায় জিজ্ঞাসা করে, 'বাবা কি বলত মনে আছে? আমরা খেটে-খাওয়া মানুষ। ও সব তত্ত্বজ্ঞান-টান আমাদের নাগালের বাইরে।'

'হাঁ মনে আছে।'

'মোহান্ত বলেন বটে—বই পড়! আমি পড়ি কিন্তু দূর বনের গাছে গাছে হাওয়ার শব্দ শোনাও যা, আমার পক্ষে বই পড়াও তাই। এ কাল বই পড়ার কাল নয়। যে সব কথার উত্তর লোকে চায় সে সব উত্তর বইতে নেই। বইগুলো ত কেবল গোঁড়ামিতে ভরা আর লোকে তর্ক করে না ত, মনের গোপন কথা ব'লে যায়—মাতাল রাতের ভোরে খোঁয়াড়ি ভাঙার মত। ঐ মুঝিনকেই ধর না…'

একটু মদ খেয়ে কিছু রুটি চিবোয় সাধুবাবা। নরম রুটির টুকরো পাকিয়ে পাকিয়ে গুলী তৈরী ক'রে টেবিলের ওপর গড়াতে গড়াতে নিকিটা ব'লে যায়,

'মোহান্ত বলেন মনটাই যত নষ্টের মূল। খেঁকী কুকুরকে যেমন লেলিয়ে দেয় তেমনি শয়তান মনটাকে লেলিয়ে দেয়—শয়তান ক্ষেপায় আর মনটা ভেক ভেক ক'রে মরে। হয়ত তাই সত্যি। কিন্তু বিশ্বাস করি কেমন ক'রে? এখানে এক ডাক্তার আছেন, বেশ হাসিখুশী মানুষ, দেমাক নেই। তিনি ব্যাপারটাকে অন্য চোখে দেখেন। মনটা হল ছেলেমানুষ—যা দেখে তাই খেলনা মনে করে। সব তাতেই তার আগ্রহ। জিনিষটার ভেতর কি আছে, কি দিয়ে তৈরী, কেমন ক'রে চলে—সবই সে জানবে। সেই জন্যেই জিনিষপত্র সে ভাঙে……'

পিয়োতর মন্তব্য করে, 'ও রকম কথাবার্তা বিপজ্জনক।' ভায়ের কথাবার্তায় আবার অস্বস্তি লাগে। কথাগুলো দোলা দেয়, ধাক্কা মারে।

এমন অভাবিত, তীক্ষ্ণ কথাগুলো যে চমক লাগে। পিয়োতরের ইচ্ছে ক'রে নিকিটাকে অপমানে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে।

'মাতাল হয়েছে', মনটাকে শান্ত করতে করতে ভাবে সে।

কুটীরে বদ্ধ বাতাস। কেৎলীর তলার কাঠকয়লা থেকে আর মূর্তিগুলির নীচে প্রদীপের তেল থেকে এক রকম টক টক গন্ধ ওঠে, পিয়োতরের মনটা ঝিমিয়ে পড়ে। লোহার জালের মত স্থির হয়ে রয়েছে ছোট্ট চৌকো জানলার কালো পটভূমিকায় কি একটা গাছের পত্রপুঞ্জ। ভাইও ব'কে চলেছে আস্তে আস্তে অবিরাম—যেন মাকড়সার জাল বুনছে।

'সব ভাবনাই বিপজ্জনক—বিশেষ ক'রে সরল চিন্তাগুলো। এই টাইখনকেই ধর না কেন।'

'ও ত একটা আধ-পাগলা।'

'না, না, মোটেই না! বুদ্ধিটুকু তার ঠিক আছে। মন একেবারে চাঁছা-ছোলা। প্রথম প্রথম আমারও ওর সঙ্গে কথা বলতে ভয় লাগত। ইচ্ছে হ'ত কিন্তু সাহস পেতাম না। বাবা মারা যাওয়ার পর ও আমাকে জয় ক'রে নিলে। বাবাকে আমি যেমন ভালোবাসতাম তুমি তেমন ত বাসতে না। তুমি আর এ্যালেকসি বাবার মরণের অন্যায়টা বোঝ নি কিন্তু টাইখন বুঝেছিল। সে দিন আমি যে চটেছিলাম সেটা ঐ প্রার্থনাকারিণীর ওপরে নয়, ভগবানেরই ওপরে আর টাইখন আমাকে দেখেই তা বুঝতে পারে। সে বলেছিল—'মশাগুলো বেঁচে থাকে আর মানুষ……,"

কঠিন কণ্ঠে পিয়োতর বলে, 'কি যা তা বকছ। বড্ড বেশী মদ খেয়ে ফেলেছ। কোন প্রার্থনাকারিণীর কথা বলছ?'

নিকিটা কিন্তু থামে না:

'ভগবান যখন বিশ্বের প্রভু তখন যে সময় বৃষ্টি হ'লে ফসল ভালো হয় সেই সময়েই বৃষ্টি হওয়া উচিত। আর আগুনের কথা যদি বল তাও

সব সময় মানুষের দোষে হয় না। বাজ প'ড়েও ত কত সময় আগুন লাগে। কি জন্মেই বা কেইন্ প্রথম পাপ ক'রে আমাদের মৃত্যুর শিকার বানালে! আর বলতে পার ভগবানের কুঁজোদের দিয়ে কি দরকার?'

দাড়ির মধ্যে হেসে পিয়োতর ভাবে, 'ওঃ তাই বল!' ভগবানের বিরুদ্ধে ভাই-এর অভিযোগ তার লাগে ভালো। সে ত আর নিজের পরিবারের বিরুদ্ধে কিছু বলছে না, পিয়োতরকেও দোষ দিচ্ছে না।

'ঐ কেইনের ব্যাপারটা—ওটা আমি কিছুতেই বুঝি না। ঐটাতেই টাইখন আমাকে পাড়ু ক'রে ফেলে। সেই থেকেই, বাবা মারা যাওয়ার দিন থেকেই আমাদের সুরু। এখানে এসে সাধু হ'য়ে ভাবলাম ঐ সব চিন্তা আর মাথায় আসবে না। কিন্তু তা হবার নয়। সেই সব চিন্তাই আসতে থাকে মনে।'

'আগে ত এই সব কথা বল নি কোনোদিন।'

'কতক কতক কথা আছে যা প্রথমেই বলা যায় না। আর তা ছাড় আমি হয়ত সারাজীবনই চুপ ক'রে থাকতাম; কিন্তু ঐ যাত্রীগুলোই আমাকে শান্তি দেয় না, বিবেককে অতিষ্ঠ ক'রে তোলে, বিপদ বাধায়। ধর কথা বলছি, মাঝখানে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল টাইখনের কথাগুলো। যাই বল না কেন, ওকে ভালো না লাগলেও, ওর কথাগুলোতে সার আছে। তোমার কথাও ভাবে টাইখন; বলে—ঐ দেখ না, একটা লোক সারাজীবন নিজের ছেলেপিলের জন্মে খাটলে অথচ তারাই রয়ে গেল পর।'

রেগে পিয়োতর বলে, 'এ সব কি বাজে কথা? ও সব ব্যাপারের সে কি জানে?'

'জানে। বলে, ব্যবসা হল একটা ফাঁকা জিনিস।'

'শুনেছি। হাঁদাটাকে তাড়িয়ে দেওয়াই উচিত। হাঁড়ির খবর পর্য্যন্ত জানে আমাদের।'

এ কথাটা বলার উদ্দেশ্য হল সেই ভীষণ রাত্রির কথা নিকিটাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া, যে রাত্রে তাকে আত্মহত্যা থেকে টাইখন বাঁচিয়েছিল। কিন্তু পিয়োতর ভাবছিল নিকোনোবদের ছেলেটার কথা। নিকিটা ইঙ্গিত ধরতে পারে না। গেলাস তুলে জিভখানা ভিজিয়ে নিয়ে, ঠোঁট চেটে সে ব'লে যায়,

'একবার একজনা টাইখনকে আঘাত দিয়েছিল। তারপর থেকেই সে যেন দেউলে হয়েছে; কারও কাছে ধরা দেয় না।'

কথার বিষয়টা বদলে দেওয়া দরকার।

'তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াল কি? ভগবানে আর বিশ্বাস কর না,' জিজ্ঞাসা ক'রে পিয়োতর। চেয়েছিল গলার আওয়াজে খোঁচা দিতে কিন্তু শোনাল অন্য রকম।'

একটু থেমে সাধু বলে, 'আজকালকার দিনে কে যে বিশ্বাস করে বলা শক্ত। সবাই ভাবছে কিন্তু বিশ্বাসের চিহ্ন ত দেখছি না। বিশ্বাস করলে আর ভাবার দরকার হয় না। সেই যে পণ্ডিতটা ভগবানের দুটো শিঙের কথা বলেছিল……'

পিয়োতর আড়চোখে তাকিয়ে উপদেশ দেয়, 'ছেড়ে দাও ও সব কথা। কিছু করবার না থাকলেই বিরক্তি থেকে ঐ সব চিন্তা মাথায় আসে। লোকের কি দরকার জানো—শক্ত লোহার জোঁয়াল।'

'না, না, ভগবান আর শয়তান দুটোতে বিশ্বাস করা যায় না,' জোর দিয়ে বলে সাধু নিকোডিম।

আবার একটা ঘন্টা বাজে। কালো জানলার কাঁচে এসে লাগে তার ছন্দিত শব্দ। পিয়োতর জিজ্ঞাসা করে,

'প্রার্থনায় যাবে না?'

'আমি যাই না। পায়ে এত লাগে যে দাঁড়াতে পারি না।

'এখানে আমাদের জন্যে প্রার্থনা কর?'

সাধু উত্তর দেয় না।

'শুতে যাবার সময় হল। এখানে আসতে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।' এবারও নিকিটা উত্তর দেয় না। চেয়ারের হাতায় ভর দিয়ে রোগা দেহখানা সযত্নে তুলে সে ডাকে,

'মিত্যা, মিত্যা।'

তারপরে আবার ব'সে প'ড়ে সে ত্রুটি স্বীকার করে,

'ভুলে গিয়েছিলাম—মনে কিছু কর না। অতিথিশালার আমার পরিচারক ঘুমিয়ে পড়েছে। তোমার সঙ্গে একটু খোলাখুলি কথা বলতে চাই ব'লে ওকে সরিয়ে দিয়েছিলাম। এখানে এরা সব গোয়েন্দা—কথা ছড়ানোই এদের কাজ।'

অকারণ বেশী কথা ব'লে অনেকক্ষণ ধ'রে সে অতিথিশালায় যাবার পথ বুঝিয়ে দিলে পিয়োতরকে। হালকা, ঠাণ্ডা বৃষ্টি পড়ছে ঝিরঝির ক'রে। অন্ধকারে বেরিয়ে এসে আর্টামোনোব ভাবে,

'আরও কথা বলতে চাইছিল নিকিটা।'

হঠাৎ সেই পুরানো ভয় তাকে পেয়ে বসে: মনে হয় সে চলেছে এক গভীর খাদের ওপরে সঙ্কীর্ণ পথ দিয়ে—যে কোনো মুহূর্তে প'ড়ে যেতে পারে। বৃষ্টির ধারায় আরও অন্ধকার রাত্রি। দুই হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে, অতিথিশালার চিহ্ন ঐ ঝাপসা হলদে আলোর দিকে লক্ষ্য রেখে সে ক্ষিপ্রপদে পথ হাৎড়ে চলে।

হুঁচোট খেতে খেতে সে তাড়াতাড়ি ভেবে নেয়,

'না, না এসব আমার ধাতে সইবে না। কালই রওয়ানা দিতে হবে। আর আমারই বা হয়েছে কি? ইলিয়া ফিরে আসবেই। জীবনটা যেন

হাত ফসকে না পালায়। এই এ্যালেক্সি কেমন ছুটে চলেছে। কোনদিন ও আমাকেই ঠেলে পথের একপাশে ফেলে দেবে।'

নিকিটা আর টাইখনের চিন্তা মন থেকে সরিয়ে রাখবার জন্যে জোর ক'রে এ্যালেক্সির কথা ভাবে পিয়োতর। কিন্তু অতিথিশালার শক্ত চৌকিতে শুয়ে আবার ঐ সাধু আর টাইখনের চিন্তায় অস্বস্তিতে মন ভ'রে যায়। কেমনধারা লোক ঐ টাইখন? তার চতুর্দিকেই টাইখনের ছায়া—ইলিয়ার কথাতেও টাইখনেরই কথার প্রতিধ্বনি আবার টাইখনেরই চিন্তা ছেয়ে ফেলেছে নিকিটার মন।

নিকিটার সম্বন্ধে ভাবে পিয়োতর. 'আমাদের সান্ত্বনা দেবে ও। তার চেয়ে ঐ সামান্য ছুতোর-মিস্ত্রী সেরাফিম জানে কেমন ক'রে সান্ত্বনা দিতে হয়।'

ঘুম আসে না; মশায় কামড়ায়; পাশের ঘরে কথাবার্তা চলে। তিনজনের গলার আওয়াজ। পিয়োতরের মনে হয় এরা নিশ্চয় ঐ রুটিওয়ালা মুঝিন, বিকৃত-পদ ব্যবসায়ী আর সেই খোজার মতন দেখতে লোকটা।

'মদ খাচ্ছে খুব সম্ভব।'

অনেকক্ষণ পর পর মঠের চৌকিদার লোহার ঘণ্টায় ঘা মারে। তারপর হঠাৎ, তাড়াহুড়ো ক'রে, যেন দেরী হ'য়ে গিয়েছে এমনিভাবে প্রভাতী প্রার্থনার ঘণ্টা বেজে চলে। ঘণ্টা বাজার মধ্যেই পিয়োতরের ঘুম আসে।

এ পাশে, ও পাশে, উপরের দিকে তাকাতে তাকাতে, আগের সেই অপরিচিত, বিদ্বেষে ভরা মুখখানা নিয়ে নিকিটা সকালবেলা ঘরে এল। আর্টামোনোব তাড়াতাড়ি উঠে, হাতমুখ ধুয়ে পরিচারককে বলে একটা গাড়ী ঠিক ক'রে দিতে।

'এত তাড়াতাড়ি কেন? ভেবেছিলাম থাকবে দুদিন।' বলে নিকিটা তবে কথায় তেমন বিস্ময় প্রকাশ পায় না।

'কাজের তাড়া।'

চায়ে বসে বটে দুইজনে কিন্তু অনেকক্ষণ পিয়োতর ভাইকে বলার মত কোনো কথা খুঁজে পায় না।

'তুমি তাহলে এখানে আর থাকছ না।

'চাই ত না। কিন্তু এরা ছাড়তে চায় না।'

'এদের লাভ কি?'

'আমাকে রাখলে দু পয়সা আসে।'

'অ। কোথায় যাবার ইচ্ছা?'

'ঘুরে ঘুরে বেড়াব।'

'তোমার ঐ রুগ্ন পা নিয়ে?'

'যাদের পা নেই তারাও ত ঘোরে।'

'তা বটে.' স্বীকার করে পিয়োতর।

স্তব্ধতার পর পিয়োতর বলে,

'টাইথনকে আমার ভালবাসা জানিও।'

'আর কাকে?'

'সকলকে।'

'বেশ। এ্যালেক্‌সির কথা একবারও জিজ্ঞাসা করছ না কেন?'

'জিজ্ঞাসা করবার কি আছে? আমি জানি ও বাঁচতে জানে। আর বেশীদিন এখানে থাকছি না।'

'এই শীতে যাবে কি ক'রে?'

'কেন? শীতেও ত লোকে ঘুরে বেড়ায়।'

'তা ঠিক। বেড়ায় বটে,' পিয়োতর স্বীকার করে। ভাইকে টাকা দিতে চায় পিয়োতর।

'বেশ দাও। ময়দার কলটা সারাতে লাগবে। মোহান্তর সঙ্গে একবার দেখা করবে না?'

'সময় নেই। ঘোড়া দাঁড়িয়ে।'

যাবার সময় দুই ভাইতে কোলাকুলি। নিকিটাকে আলিঙ্গন করা অসুবিধা। ভাইকে নিকিটা আশীর্বাদ করে না। ডান হাতখানা কি রকম আটকে যায় পোষাকের ভাঁজে।' পিয়োতর অবশ্য ভাবে এটা নিকিটার ইচ্ছাকৃত। কুঁজটা পিয়োতরের পেটে চেপে নিকিটা নীরস গলায় বলে :

'কাল যদি কিছু অন্যায় ব'লে থাকি ত ক্ষমা কর।'

'ও সব ভুলে যাও। আমরা ভাই ত।'

'রাত্রি বেলায় ভেবেই চলি, ভেবেই চলি……'

'হাঁ হাঁ, আচ্ছা আসি।'

মঠের তোরণ ছাড়াতেই পিয়োতর পেছন ফিরে তাকায়। অতিথি-শালার সাদা দেয়ালের পটভূমিতে নিকিটার মূর্তি একখণ্ড শিলার মত দেখায়।

'চললাম, ব'লে টুপীটা খোলে পিয়োতর আর খালি মাথা ভিজে ওঠে ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে। পাইন বনের মধ্যে দিয়ে পথ—খুব নির্জন। শুধু পাইনের ডগার ওপর বৃষ্টি পড়ার শব্দ। চালকের আসনে এক সাধুর ভারী দেহখানা উঠছে আর নামছে। ঘোড়াটার রং বাদামী, কাণের কছে একটিও চুল নেই।

পিয়োতর ভাবে, 'লোকে কি সব কথা বলে! ভগবান ঠিক সময়ে জল দেন না!' হিংসা আর দ্বেষ থেকে জন্মায় এই সব কথা, বিকলাঙ্গদের কথা এই সব। ওদের না আছে কিছু করবার, না আছে কিছু ভাববার। ভাবনা-চিন্তাহীন মানুষ প্রভুহীন মানুষের মত।'

কাঁপতে কাঁপতে পিছন ফিরে তাকায় পিয়োতর। এই জলটা ত সত্যিই অসময়ে হচ্ছে। আবার এমন ঘন মেঘের মত চিন্তায় ঘেরে তাকে যে রেহাই পাবার জন্যে সে প্রতি বিরতিতেই ভোদকা গেলে খানিক ক'রে।

সন্ধ্যার দিকে যখন ধোঁয়ায় ঢাকা সহর নজরে আসে তখন বাষ্প উদ্গীরণ করতে করতে ট্রেণ চ'লে যায় একথানা রাস্তার ওপর দিয়ে। ট্রেণখানা বাঁশী বাজিয়ে, বাষ্প উগরে অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি এক গহ্বরের মুখে প্রবেশ করতেই, পৃথিবীর উপরিতল ছেড়ে দৃষ্টির অগোচরে চ'লে যায়।

৩

মেলার সময় যৌবনের সেই উদ্ভ্রান্ত দিনগুলির কথা মনে হ'লে নিজের শিরদাঁড়ার ভিতর পর্যন্ত এমন শির্‌শির্‌ ক'রে ওঠে আর্টামোনোবের যে সে অনুভূতিকে প্রায় ভয়ই বলা চলে। যত কথা আজ স্মৃতিতে জেগে উঠছে সবই কি সত্যি ঘটেছিল? ঐ যে পাথরের প্রকাণ্ড কটাহ—ওরই মধ্যে থেকে তীক্ষ্ণ গান, চীৎকার, মত্ত প্রলাপ আর প্রাণ বের-ক'রে-দেওয়া স্ত্রী-পুরুষের মিলিত আর্তনাদ উঠে আসত, ঝালাপালা হ'য়ে যেত কাণ আর ঐ যে কোঁকড়াচুলওয়ালা, খাটো কোট আর লম্বা টুপী-পরা প্রকাণ্ড লোকটা পরিষ্কার ক'রে কামানো নীল মুখের ওপরকার দুটো চোখ থেকে পেঁচার মত একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে, ঐ লোকটাই নেড়েচেড়ে, মশলা দিয়ে কটাহে ঠিকমত পাকটি করত। পুরু ঠোঁঠে শব্দ ক'রে সে আর্টামোনোবকে জড়িয়ে ধ'রে সামনের দিকে ঠেলতে ঠেলতে চেঁচাতে থাকে,

'থাম্ রে বোকা, থাম্! রাশ্যার অগ্নিস্নান, বুঝলি!
ভলগা আর ওকার ধারে বাৎসরিক অগ্নিস্নান!'

লোকটা দেখতে একটা রাঁধুনীর মত। ঐ যে ভাড়াটেরা বাতি হাতে ক'রে বড়লোকের বাড়ীর শবের অনুগমন করে তাদেরই মত পোষাক ওর পরনে। ক্ষীণ মনে পড়ে পিয়োতরের এর সঙ্গে হাতহাতি হবার কথা। পরে আইসক্রীমের সঙ্গে ফরাসী ব্র্যাণ্ডি খেয়ে লোকটা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠত:

'রাশ্যার আত্মার কান্না শুনতে পাচ্ছ? আমার বাবা ছিল পুরুত আর আমি কিনা একটা শয়তান!'

গভীর, চড়া তার গলা তবু কেমন মৃদু। অদ্ভুত কথার অন্ধকার স্রোতে সে সবাইকে ডুবিয়ে দেয়। তার কথার আকর্ষণ হ'য়ে ওঠে দুর্নিরোধ্য।

'দেহটাই হ'ল শয়তানের বাসা। সেইখানেই তার সঙ্গে যুদ্ধ! শূয়োরটাকে তার প্রাপ্য দিয়ে দিলেই হল! পেত্যা, মাংসের বিদ্রোহ আগে থামা। পাপ না করলে অনুতাপ করবি কি নিয়ে আর অনুতাপ না করলে মুক্তি কোথায়? আমরা শরীরের ময়লা-মাটি ধোবার জন্যে যেমন উষ্ণস্নানে যাই তেমনি ক'রে আত্মাকে ধোয়াতে হবে না! সে যে কেঁদে কেঁদে উঠছে। রাশ্যার আত্মার' জন্যে পথ ছেড়ে দাও, পবিত্র সঙ্গীতময়, মহিমময়, রাশ্যার প্রাণপুরুষ!'

গভীর আবেগে কাঁদতে কাঁদতে পিয়োতরও বলত অস্পষ্ট উচ্চারণে,

'এই আমাদের আত্মা—এ যেন প'ড়ে পাওয়া অনাথের মত! সত্যিই আমরা একে ভুলে আছি, অবহেলা করছি।'

সব লোক তখন চেঁচিয়ে উঠত

'ঠিক বলেছে, ঠিক বলেছে!'

লাল-দাড়ি-ওয়ালা, টাক-মাথা, মোটাসোটা একটা লোক লাট্টুর মত ক্ষিপ্রগতিতে ঘুরতে লাগল। তার মুখখানাও যেমন লাল, কাণদুটোও তেমনি। মেয়েলি গলায় সে একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল,

'ঠিক বলেছ ষ্টিয়োপা! তোমাকে কি ভালোই না বাসি। মরতে পর্যন্ত পারি তোমার জন্যে। তিনটে, তিনটে জিনিষের জন্যে আমি মরতে পারি—তুমি, সত্যধর্ম আর চাটনী। আত্মা সম্বন্ধে যা বললে ও একেবারে খাঁটি কথা!'

সে কাঁদতে কাঁদতে গাইতে লাগল,

'মরণ দিয়ে জয় মরণেরে……'

ভাঁড় এ্যান্টনের কথাগুলো গেয়ে ওঠে পিয়োতর,

'গাড়ীর চাকা গেল খুলে, গাড়ীর চাকা……'

পিয়োতর ভেবেছিল ঐ কালো ষ্টিয়োপাকে সেও ভালোবাসে। গভীর মনোযোগে সে ষ্টিয়োপার মুখর বাণী পান করে। মাঝে মাঝে অবশ্য অদ্ভুত কথাগুলোতে কেমন ভয় লাগে কিন্তু আবার গভীর মাধুর্য্যে মন ভ'রে যায়—অন্ধকার, অশান্ত এক জগৎ থেকে দীপ্ত শান্তির জগতের দিকে দরজা খুলে যায় হঠাৎ। সব চেয়ে ভালো ঐ 'সঙ্গীতময় আত্মা' কথাটি ; করুণ কথাটির মধ্যে কি যেন সত্য নিহিত আছে ; রেশ মিলে যায় মনে-পড়া এক দৃশ্যের সঙ্গে। গুমোট দিন, ড্রায়োমোবের এক নোংরা রাস্তা দিয়ে পাকা, লম্বা এক বুড়ো হাত-হারমোনিয়মের হাতল ঘুরিয়ে চলেছে ক্লান্ত হাতে। মড়ার মত চেহারা বুড়োর। আর একটা বছর বারো-র মেয়ে একেবারে পাট-ভাঙা নীল এক ব্লাউজ প'রে ঊর্দ্ধমুখে, বোঁজা চোখে, অতিকষ্টে ভাঙা গলায় গেয়ে চলেছে :

জীবনে নাইক খুশী
নাইক কিছু অচিন্ত্য…… ;
কেবলি সহজ খুঁজি
সুপ্তি খুঁজি একান্ত……

মেয়েটার কথা মনে আসতেই আর্টামোনোব লাল-কাণ লোকটাকে বললে বিড়বিড় ক'রে,

'সঙ্গীতময় আত্মা ! ঠিক বলেছে !'

লাল-দাঁড়ি চেঁচিয়ে উঠল, 'কে ষ্টিয়োপা ? ষ্টিয়োপা জানে না কি ! আমাদের সকলের মনের চাবি ওর কাছে !'

আরও বেশী উত্তেজিত হ'য়ে সে তারস্বরে আরম্ভ করলে,

'মানুষের বন্ধু ষ্টিয়োপা, মুখ খোলো ভাই ! উকিল প্যারাডিসব, আমাদের অবিচারের গহ্বরে নিয়ে চল—নিয়ে চল। সব চল সেই দিকে !'

একদল কারিগর মজা লুটতে বেরিয়েছে। 'মানুষের বন্ধু' হচ্ছে সেই দলের রাখাল। তার পানোন্মত্ত দলটিকে নিয়ে সে যেখানেই উপস্থিত হত সেইখানেই বাজনায় উঠত ঝাঁপতাল আর গান উঠত ঝনঝনিয়ে— কখনও বা চোখে জল-ঝরানো বিষণ্ণ সুরে আবার কখনও বা উদ্বেল নৃত্যে উচ্ছল হ'য়ে। কিন্তু পিয়োতরের কাণে শুধু বাজতে থাকে জয়ঢাকের একঘেয়ে গুম গুম আর অনিবার্য এক বাঁশীর তীক্ষ্ণ ধ্বনি। বিষণ্ণ গানগুলো ঢিমে লয়ে গাইবার সময় পিয়োতরের মনে হত দেয়াল গুলো বুঝি তাকে ঘিরে ধরছে, নিঃশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসছে। যখন আবার সমবেত কণ্ঠে লাগত জোরালো সুর আর ঝাঁঝালো পোষাকে নর্ত্তকেরা জটিল আবর্তে ঘুরতে থাকত তখন যেন বাতাসের ধাক্কায় দেয়ালগুলো বাইরের দিকে যেতো স'রে। এ ভাব থেকে সে ভাবে, উল্লাস থেকে অশ্রুসজল বিষাদে প্রক্ষিপ্ত হ'তে হ'তে আটামোনোব মাঝে মাঝে এমন উল্লসিত হ'য়ে উঠত যে তার মনে হত অসাধারণ কিছু একটা করি, বিরাট কিছু—মেরে ফেলি কাউকে তারপরে সকলের সামনে নতজানু হ'য়ে বলি, একেবারে কেঁদে ফেলে বলি :

'তোমরা আমার বিচার কর! ভীষণ শাস্তি দাও আমাকে!'

সকলে গিয়ে উঠল 'চাকায়'। এটা একটা মাথাপেয়ালা সরাইখানা। টেবিল, চেয়ার, খরিদ্দার, খানসামা সকলকে নিয়ে সরাই-এর মেঝেটা একটানা ঘুরতে থাকে। বালিশ যেমন পালকে ঠাশা হয় তেমনি জায়গাটা লোকে ঠাসা—শব্দ যেন উপছে পড়ছে সব সময়! শুধু ঘরের কোণগুলি স্থির হ'য়ে থাকে। মেঝেটা যখন ঘোরে তখন এক এক দৃশ্য চকিতে আবির্ভূত হয় : কোথাও একদল বাদক শিঙ-ওয়ালা পেতলের বাজনা হাতে সুরের প্রলাপ বকছে আবার কোনো কোণে রামধনু-রঙা নারীর দল মাথায় ফুলের মালা জড়িয়ে সমবেত গান করছে ; তৃতীয় কোণে বাসনপত্র আর বোতলের তাকের ওপর তীব্র

আলো এসে পড়েছে দোদুল্যমান বাতি থেকে। চতুর্থ কোণ কাটা পড়েছে দরজায়। অজস্র লোক সেখান দিয়ে ঢুকছে ত ঢুকছেই। ঘূর্ণ্যমান মেঝের কিনারা পার হয়েই তারা মাথা ঘুরে পড়ে ভুম ক'রে আর ঘূর্ণনের বেগে দূরে যেতে যেতে হাত ছোঁড়ে আর চীৎকার করে।

মানুষের বন্ধু, কৃষ্ণবর্ণ ষ্টিয়োপা আর্টামোনোবকে বোঝায়ঃ

'হাঁ মানে হয় না বটে তবে জিনিসটা খাসা! আঙুলের ওপর যেমন গামলা দাঁড়ায় তেমনি কাঠের গুঁড়ির ওপর এই মেঝেটা দাঁড়িয়ে। কাঠের গুঁড়িগুলো একটা খুঁটি থেকে চারিদিকে শাখায়িত। খুঁটিতে দুটো জোয়ালে দু জোড়া ঘোড়া সমান ঘুরছে আর মেঝেটাও ঘুরছে। খুবই সহজ ব্যাপার, এ্যা? কিন্তু অর্থ এর গভীর। মনে রেখ পেত্যা, সব জিনিষেরই নিজের একটা অর্থ আছে। মুস্কিল সেইখানে!'

ছাদের দিকে সে অঙ্গুলি-সঙ্কেত করতেই তার আঙুলের ওপর নেকড়ের চোখের মত একখানা পাথর জ্ব'লে ওঠে। চওড়া-বুক, কুকুরমুখো এক ব্যবসায়ী, মৃতের মত কাচ-স্বচ্ছ চোখে আর্টামোনোবের মুখের দিকে তাকায় আর তার জামার আস্তিন ধ'রে টানে। কালাদের মত চীৎকার ক'রে সে শুধোয়,

'দুনিয়া কি বলবে এ্যাঁ? তুমি কে বাপু!'

উত্তরের জন্য অপেক্ষা না ক'রে সে আর একজনের দিকে ফিরে জিজ্ঞাস করে,

'তুমি কে হে? আমি দুনিয়াকে গিয়ে বলব কি?' দেহখানা কেদারায় ছুঁড়ে দিয়ে সে আপনমনে বকে:

'উঃ শয়তান!'—

তারপর চেঁচায় ভীষণ গলায়,

'অন্য কোথাও চল না সব, অন্য কোথাও!'

ধূসর রঙের দুই ঘোড়ায় টানা গাড়ীর কচুয়ান হ'য়ে সে পথচারীদের কাছে হাঁকতে হাঁকতে চলে বজ্রকণ্ঠে,

'চলেছি পলার ওখানে! চ'লে এস সব!'

বৃষ্টি পড়ছিল। গাড়ীতে এরা পাঁচজন। আর্টামোনোবের পায়ের কাছে শায়িত একজন বিড় বিড় করে,

'ধোঁকা দিয়েছে। আমিও ওকে ধোঁকা দেব। সে যেমন করেছে আমিও তেমনি করব।'

মস্ত গোল একখণ্ড পাঁউরুটির মত দেখতে এক পাহাড়ের পাদদেশে স্কোয়ারের ওপর এদের গাড়ী গেল উল্টে। পিয়োতরের মাথায় আর কনুইতে চোট লাগল। ভিজে ঘাসের ওপর ব'সে ব'সে পেত্যা দেখে লাল দাঁড়ি আর লাল কাণ-ওয়ালা লোকটা পাহাড়ের গা বেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে চলেছে ঐ মসজিদের দিকে। লোকটা গাঁক গাঁক করতে করতে এগুচ্ছে:

'সরে যা সামনে থেকে! আমি দীক্ষা নিয়ে তাতার হব! আমি মহম্মদ হব! ছেড়ে দে আমাকে!'

কৃষ্ণবর্ণ ষ্টিয়োপা তার ঠ্যাং ধ'রে পাহাড় থেকে টেনে নামিয়ে অন্য কোথায় নিয়ে যায়। সরাইখানা আর দোকানগুলো থেকে পারসিক, তাতার, বুখারানেরা আসে ভিড় ক'রে। হলদে কোট আর সবুজ পাগড়ি-পরা এক বুড়ো পিয়োতরের সামনে লাঠি নেড়ে বলে,

'রুষ শয়তান!'

তামাটে এক পুলিশ পিয়োতরকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললে,

'এখন মারামারি চলবে না।'

গাড়ীতে ক'রে মাতাল ব্যবসায়ীদের পাচার করা হল। সকলের সামনে দাঁড়িয়ে মানুষের বন্ধ হাতের মুঠিখানাকে ঘোষক বানিয়ে

কি সব চীৎকার ক'রে চলেছে। বৃষ্টি থামলেও এমন কালো আর ভয়াবহ আকাশ কেউ কখনও দেখে নি। সরাইখানার আলোর প্রকাণ্ড বাড়ীর মাথার ওপর বিদ্যুৎ চমকে অন্ধকারের দেয়ালে ফাটল ধরায়। বেতাঙ্কুর খালের কাঠের সেতুর ওপর ঘোড়ার খুরের ফাঁপা শব্দ ধ্বনিত হ'তেই ভয়ে প্রাণ শিউরে ওঠে। আর্টামোনোবের কোনো সন্দেহই থাকে না যে সেতুটা শুদ্ধ তারা এই আলকাতরার মত কালো জলের তলায় সমাধি লাভ করবে।

এই সব খণ্ড খণ্ড ভীতিপ্রদ স্মৃতির মধ্যে ঐ পানোন্মত্ত লোকগুলোর মধ্যে, আর্টামোনোবের নিজেকে মনে হয় একেবারে খাপছাড়া। এই খাপছাড়া আর্টামোনোব অজস্র মদ খেত আর আকুল আশায় ভাবত যে এই মুহূর্তেই একটা অসাধারণ কিছু ঘটবে—এমন একটা কিছু যা জীবনে সব চেয়ে প্রয়োজনীয়, জীবনে সব চেয়ে বিস্ময়কর আর সে হয় ডুববে হতাশার অতল গহ্বরে আর নয় ত ভেসে উঠবে আকাশস্পর্শী আনন্দের চূড়ায়।

সব চেয়ে বিস্ময়কর পলা মেনত্তি নামে সেই নারীর স্মৃতির দীপ্তি। আর্টামোনোব ব'সে আছে একখানা মস্ত ঘরে। সেখানে না আছে কোনো আসবাব না আছে দেয়ালে কোনো পর্দা। ঘরের একতৃতীয়াংশ জুড়ে একখানি টেবিল। তার ওপর অনেক বোতল, নানা-রঙা মদের গেলাস, ফুল-ফলের আধার আর রূপোর পাত্রে হাঁসের মাংস এবং বরফ দেওয়া শ্যাম্পেন। দশ-বার জন লোক, কেউ বা লাল-মাথা, কেউ টাক-পড়া আবার কেউ পক্ক-কেশ, অধৈর্য হ'য়ে টেবিলে ব'সে উশখুশ করছে। কয়েকখানা খালি চেয়ারের একখানা ফুলে ফুলে সাজানো।

নিজের স্বর্ণ-শীর্ষ ছড়িখানা প্রদীপের মত তুলে ধ'রে, ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণবর্ণ ষ্টিয়োপা চীৎকার করছে,

'এই শুয়োরেরা, খাওয়ার আর তর সইছে না?

একজনা নিস্তেজ গলায় বলে,

'আর ভেক ভেক করিস না।'

'থাম্।' খেঁকিয়ে ওঠে মানুষের বন্ধু। 'এখানে কর্তা হলাম আমি!'

হঠাৎ কেমন ক'রে ঘরখানা অন্ধকার হ'য়ে যায়, বাইরে থেকে আসে নিরানন্দ জয়ঢাকের আওয়াজ। টিয়োপা লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দেয় হাট ক'রে। পেটের ওপর জয়ঢাক বসিয়ে প্রবেশ করে এক স্থূলকায় ব্যক্তি। সমস্ত গায়ের জোর দিয়ে ঢাকে কাঠি পিটতে পিটতে সে টলতে টলতে ভয়ে ভয়ে এগিয়ে আসে।

বুম, বুম, বুম·········

একই রকম গম্ভীর এবং অভিজাত দর্শন আরও পাঁচজনের প্রবেশ। গাড়ীতে জোতা ঘোড়ার মত, একেবারে প্রাণপণ শক্তিতে, প্রায় কুঁজো হ'য়ে তারা, পায়াতে তোয়ালে বেঁধে একটা পিয়ানো টেনে আনছে। পিয়ানোর চক্‌চকে কালো পিঠের ওপর শুয়ে একটি সম্পূর্ণ উলঙ্গ নারী—শাঁখের মত শাদা তার গায়ের রঙ। তার নির্লজ্জ নগ্নতায় ভয় হয়। বাহুতে মাথা রেখে সে চিৎ হ'য়ে শুয়ে রয়েছে। তার আলুথালু কালো চুলের গুচ্ছ কাঠের বার্ণিশ করা কালোয় মিশে গিয়েছে। যত সে কাছে আসে তত তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আকৃতি স্পষ্টতর হ'য়ে ওঠে আর তত বেশী ক'রে তার বগলের এবং তলপেটের রোমগুচ্ছে প্রত্যেকের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়।

পিয়োনোর পায়ার তলায় তলায় তামার চাকায় শব্দ হয়; মেঝে কিচ কিচ্ করে; জয়ঢাক বাজে বুম্‌বুম। এই গুরুভার রথে জোড়া মানুষগুলো থেমে, পিঠ সোজা ক'রে দাঁড়ায়। আর্টামোনোব আশা করে এইবার বুঝি সকলেই হেসে উঠবে, ঘটনাও সহজ-বোধ্য হ'য়ে উঠবে।

কিন্তু সব লোকগুলো উঠে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে দেখতে থাকে: অলস ভঙ্গীতে সেই নারী দেহখানি পিয়ানো থেকে বিচ্যুত ক'রে উঠে দাঁড়ায়—

মনে হয় এখনি বুঝি ঘুম থেকে উঠল। তার পায়ের তলায় প'ড়ে রয়েছে শিলা হ'য়ে জ'মে যাওয়া কালো রাত্রির এক অংশ। এ যেন রূপকথা। দাঁড়িয়ে উঠে সে তার দীর্ঘ ঘন কালো চুল কাঁধের উপর ছড়িয়ে দিয়ে সবেগে পদক্ষেপ করতেই পিয়ানোর ঢাকনির কালো দীপ্তি অন্তস্তল পর্য্যন্ত কেঁপে উঠল—সকলের কানে এল গুণ্ গুণ্ শব্দে পিয়ানোর ধ্বনিতরঙ্গ।

এল আরও দু জন: চশমা পরা শ্বেতকেশী এক বৃদ্ধা আর সান্ধ্য পোষাকে এক পুরুষ। বৃদ্ধা ব'সে পিয়ানোর শাদা আর কালোর সঙ্গেই বিকশিত ক'রে দিল নিজের হলদে দাঁতের পাটি। সান্ধ্য পোষাকে লোকটি কাঁধে বেহালা তুলে নিয়ে একটা লাল চোখ কুঞ্চিত ক'রে যেন টিপ করতে লাগল আর তার পরেই চালিয়ে দিল ছড়। বেহালার তীক্ষ্ণ হালকা ধ্বনি পিয়ানোর গম্ভীর খাদের আওয়াজে গিয়ে মেশে—নগ্ন নারী নিজের শরীর টান ক'রে দাঁড়ায়, ঝাঁকিয়ে দেয় মাথা আর গুচ্ছ গুচ্ছ চুল সামনের দিকে ছড়িয়ে প'ড়ে তার সুউচ্চ বুক যায় ঢেকে। দুলতে দুলতে সে ধীরে নাকি স্বরে গান গায়। তার মৃদু আওয়াজ স্বপ্নালু, দূরবর্তী।

মুখ তুলে সকলে নিঃশব্দে ব'সে তাকে দেখে আর দেখে। সকলের মুখের ওপরে একই ভাবের প্রকাশ। তাদের চোখগুলো যেন অন্ধ হ'য়ে গিয়েছে আর মেয়েটা গান গেয়ে চলেছে অনিচ্ছায়, আধো ঘুমে। কেউ বোঝে না তার সাগ্রহ ঠোঁঠ কি কথা রচনা করে। চোখের ওপর কি একরকমের আঠালো পর্দা প'ড়েছে—সকলের মাথার ওপর দিয়ে সে তাকিয়ে রয়েছে শূন্যে। আর্টামোনোব কখনও কল্পনাও করে নি যে, মেয়ে মানুষের দেহ এমন সুগঠিত হ'তে পারে তার সৌন্দর্য এমন বিহ্বল ক'রে দিতে পারে। উরু আর বুকের ওপরে হাত বোলাতে বোলাতে সে এমন জোরে জোরে মাথা নাড়ে যে শেষ পর্য্যন্ত মনে

হয় তার গুচ্ছ গুচ্ছ চুল বুঝি আরও বেড়ে উঠেছে, তার সমস্ত দেহ বুঝি বেড়ে উঠছে, বিস্তৃত হচ্ছে; দৃষ্টি থেকে আর সব কিছু লোপ ক'রে দিয়ে শুধু সে একাই দাঁড়িয়ে রয়েছে সামনে—জগতে আর কিছুরই যেন অস্তিত্ব নেই। আর্টামোনোবের স্পষ্ট মনে আছে, এক মুহূর্তের জন্যেও ঐ নারীদেহ তার মনে কামনা জাগায় নি; শুধু জাগিয়েছে ভয়, বুকে যেন কষ্টের চাপ বেধে উঠেছে। ঐ নারীর সব অঙ্গ থেকে যাদুকরীর ভীতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। কিন্তু এটুকু বুঝতেও আর্টামোনোবের দেরী লাগে না যে এই মেয়ে যদি তাকে ডাকে তবে সে ডাক সে এড়াতে পারবে না, কুণ্ঠিত হবে না ঐ মেয়ের ক্ষীণতম ইচ্ছার পরিপূরণ করতে। অন্য সকলের দিকে তাকিয়েও এ বোধ আরও নিশ্চিত হয় পিয়োতরের।

প্রত্যেকে তাই করবে।'

তার মোহ কেটে আসছে; নিঃশব্দে এ স্থান ছেড়ে চ'লে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। আর সে ইচ্ছা নিশ্চিততর হয় আর এক জন যখন ফিস্-ফিসিয়ে বলে,

'চারুসা, প্রকৃতির ফাঁদ। বুঝেছ, চারুসা।'

চারুসা। কথাটার মানে কি পিয়োতর জানে। জলায় ভরা বনের মধ্যে এক রমণীয় তৃণভূমি। সেখানে রেশমের মত নরম ঘাস বিশেষ সবুজ আর সুন্দর। কিন্তু তার ওপর পা দিলেই একেবারে অতল-স্পর্শ গহ্বরে চ'লে যেতে হবে। কিন্তু তবু আর্টামোনোব রইল সেখানে আর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল নগ্নতার সেই দুর্নিরোধ্য আকর্ষণ—মন্ত্রমুগ্ধ হ'য়ে সে দাঁড়িয়ে রইল। অথচ সেই মেয়ের ভারী, তৈলাক্ত দৃষ্টি তার নিজের ওপর পড়তেই অস্বস্তিতে সে কাঁধ বেঁকিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয় আর তারপর তাকায় অন্যদের দিকে। সকলেই বীভৎস অর্ধ-মত্ত অবস্থায় বোকা বিস্ময়ে চোখ বিস্ফারিত ক'রে ঐ মেয়েকে দেখছে। ঠিক এমনি ক'রেই একদিন ড্রায়োমোবের লোকেরা তাকিয়ে

দেখেছিল যখন একজন রং-মিস্ত্রী গির্জার ছাদ থেকে প'ড়ে ম'রে গিয়েছিল।

কম্পিত হাত কপালে বুলোতে বুলোতে মোটা ঠোঁঠ দুটো ফাঁক ক'রে জানালার ওপর ব'সে ছিল কৃষ্ণবর্ণ, কুঞ্চিত-কেশ ষ্টিয়োপা। দেখলে মনে হয় এখনি বুঝি সে মেঝের ওপর মুখ থুবড়ে পড়বে। কব্জির কাছে জামার হাতাটা ছিঁড়ে ঝুলছে। কি কারণে যেন, ঝুলন্ত হাতাটুকু ছিঁড়ে এক কোণে ফেলে দিল সে।

নগ্ন নারীর অঙ্গভঙ্গী আরও দ্রুত, আরও আক্ষেপময় হ'য়ে ওঠে। এমন ক'রে দেহ তার এঁকে-বেঁকে মুচড়ে ওঠে যে মনে হয় কেউ তাকে জোর ক'রে আটকে না রাখলে সে এখনি পিয়ানো থেকে লাফিয়ে পড়ত। তার তীক্ষ্ণ চাপা আওয়াজ আরও নাকি হ'য়ে ওঠে, ঢঙ আরও প্রগল্‌ভ। পায়ের পেশল গতি, মাথার তীব্র ঝাঁকানি, কাঁধ বুক পিঠের ওপর দুখানা ডানার মত কালো চুলের ঝাপটা—দেখতে দেখতে ভয়ে গা শিউরে ওঠে।

হঠাৎ বাজনা থামতেই সে লাফিয়ে পড়ে মেঝেতে আর কৃষ্ণবর্ণ ষ্টিয়োপা সোণালী পোষাকে তাকে তাড়াতাড়ি জড়িয়ে ঘর থেকে বার ক'রে নিয়ে যায়। সমবেত লোকগুলো ভেঙে পড়ে চীৎকার আর কোলাহলে, হাত তালি আর ধাক্কা-ধাক্কিতে। শাদা কাপড়ে ঢাকা মড়ার মত দেখতে খানসামাগুলো দ্রুতগতি যায় আসে ; গেলাসের টুং-টাং। মদ গিলে যেন সবাই গুমোট গরম থেকে রেহাই পেতে চায়। স্থুল লোভে সকলে খায় মদ আর খাবার—একেবারে অসভ্যের মত। কতকগুলো শুয়োর নাক ডুবিয়ে যেমন ক'রে খায় এরাও তেমনি মাথা নীচু ক'রে খেয়ে চলেছে। দেখলে গা বমি বমি করে।

একদল বেদে এসে ঢুকল। তাদের নাচ-গানে বিরক্ত হ'য়ে সকলে ছুঁড়ে মারে শসার টুকরো আর তোয়ালে। তারা চ'লে যায়।

তাদের জায়গায় ষ্টিয়োপা এনে ঢোকায় একদল মুখর মেয়েমানুষ। তাদের মধ্যে বেঁটে, মোটাসোটা একজনা, পরণে লাল ঘাঘরা—সে গিয়ে পিয়োতরের হাঁটুর ওপর ব'সে এক গেলাস শ্যাম্পেন তার মুখের কাছে তুলে ধরে। সশব্দে পিয়োতরের গেলাসের সঙ্গে নিজের গেলাস ঠেকিয়ে সে গলা ছেড়ে দেয় :

'লাল মাথা মিত্যার কল্যাণে!'

মেয়েটা প্রজাপতির মত হালকা, নাম পাশুতা। খাসা গীটার বাজিয়ে মনে রেশ লাগিয়ে সে গান গায় :

"দীপ্ত ঊষার স্বপন দেখি নীল সাগরের পার"

এবং যখন তার স্বচ্ছ কণ্ঠস্বর করুণ ভাবে ভেঙে পড়ে

"হারিয়ে যাওয়া সেই যে আমার সোণালী যৌবন"

তখন আর্টামোনোব পিতৃ-সুলভ স্নেহে তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে,

'কেঁদ না। তুমি ত এখনও ছেলেমানুষ। ভয়ের কি আছে।'

রাতে পাশুতাকে সজোরে আলিঙ্গন ক'রে পিয়োতর চোখ বোঁজে পলা মেনত্তিকে স্মরণ করবার আশায়।

মন যখন স্বাভাবিক স্থৈর্য ফিরে পায়, অবশ্য খুবই বিরল মুহূর্তে, তখন আর্টামোনোব ভেবে আশ্চর্য হয় যে এই দুশ্চরিত্রা পাশুতার জন্যে তার কি অসম্ভব খরচ হচ্ছে। আবার মনে হয়

'ছোট্ট প্রজাপতিটা!'

মেলাখেলায় এই মেয়েগুলোর লোকের পকেট খালি করবার কি বিস্ময়কর ক্ষমতা আবার মত্ত নীতিহীনতার বিনিময়ে পাওয়া এই টাকা খরচও করে তারা কি রকম খামখেয়ালীপনায়। পিয়োতর শুনেছে যে ঐ রোমের পোষাকের কারবারী কুকুর-মুখো লোকটা হাজার হাজার রুবল

খরচ করে পলা মেনত্তির ওপর—পলার নগ্ন রূপ দেখবার জন্যে প্রতিবার ও তিন হাজার রুব্‌ল্ ক'রে দেয় আর লাল কাণ-ওয়ালা লোকটি একশ রুব্‌লের নোট জালিয়ে সিগারেট ধরায়, মেয়েদের বুকের মধ্যে পুরে দেয় তাড়া তাড়া নোট :

'এই যে, শাহ্‌জাদি, আমার অনেক আছে।'

সব মেয়েছেলেকেই ও শাহ্‌জাদি ব'লে ডাকে। আর আর্টামোনোব এখন প্রতি মেয়ের মধ্যেই দেখতে পাচ্ছে পলার নির্লজ্জ বেহায়াপনা, বুঝতে শুরু করছে যে সব মেয়েমানুষই, সে চালাকই হোক আর বোকাই হোক, মুখরাই হোক আর স্বল্পভাষিনী হোক, তাকে শত্রু মনে করে। এখন পিয়োতরের মনে পড়ে যে, নিজের স্ত্রীর মধ্যেও সে এই চাপা শত্রুতার লক্ষণ দেখতে পেয়েছে।

চোখের সামনে ভেসে ওঠে নানারঙা সুন্দরী তরুণীদের মূর্তিগুলি। পিয়োতর ভাবে, 'প্রজাপতিই বটে।'

এ সবের যে কি মানে তা পিয়োতর বুঝতে পারে না। এ রকম হয় কেমন ক'রে? কাজের শিকলে বাঁধা মানুষ, পৃথিবীর সব কথা একেবারে ভুলে গিয়ে, এক মনে যত পারে টাকা জমিয়ে যায় আর শেষে কিনা সেই টাকা তারা পোড়ায়, ছুঁড়ে দেয় মুঠো মুঠো নষ্ট মেয়েদের পায়ের তলায় অথচ এরা সকলেই সারবান লোক, জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত, স্বামী এবং পিতা, বড় বড় কল-কারখানার মালিক।

পিয়োতর সিদ্ধান্ত করে, 'বাবাও বোধ হয় এই রকম জীবনই যাপন করত। সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। নিজেকে সে দেখত এই জীবনে অংশগ্রহণকারী হিসাবে নয়, এই সব আমোদ উন্মাদনার আকস্মিক যান্ত্রিক দর্শক হিসাবে। তবে এই চিন্তাগুলো মদের চেয়েও বেশী নেশা জাগায় আর মদ ভিন্ন এই সব চিন্তা আর কিছুতে ডোবানোও যায় না।

তিন সপ্তাহ ব্যাপী আর্টামোনোবের মত্ততার দুর্যোগ কাটে এ্যালেক্‌সির এসে পৌঁছানোতে।

মেঝেতে, সস্তা পাথরের মত শক্ত, একখানা তোষকের ওপর, আর্টামোনোব প'ড়ে। পাশে এক বালতি বরফ, কয়েক বোতল মদ, এক পিরিচ বাঁধাকপি আর মূলোর চাটনি। বিছানার ওপর, মুখ হাঁ ক'রে, নাতালিয়ার মতই ভূরু উপরের দিকে তুলে প'ড়ে রয়েছে পাশুতা। বিছানার একধার দিয়ে নীল শিরে ভরা একখান শাদা পা ঝুলছে। পায়ের অঙুলের নখগুলো দেখাচ্ছে চকচকে মাছের আঁশের মত। আর ঘরের জানালার বাইরে বিশাল রুষিয়ার হাটের হাজার হাজার মানুষের অতৃপ্ত কণ্ঠের চীৎকার।

বিষিয়ে-যাওয়া শরীরের দপদপানি ব্যথা আর মস্তিষ্কের মত্ত প্রলাপের মাঝে আর্টামোনোব বিষণ্ণ মনে ভাবছিল একটু আগেই শেষ হ'য়ে-যাওয়া গত রাত্রির কাণ্ডকারখানা আর আমোদ প্রমোদের কথা। এমন সময় হঠাৎ যেন দেয়ালের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল এ্যালেক্‌সি। মেঝের ওপর সশব্দে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে সে খুঁড়িয়ে চ'লে গেল ঘরের ওদিকে; তারপর বলতে লাগল আর্টামোনোবকে:

'একেবারে উল্টেছ? চিৎপটাং? কাল সারাদিন তোমাকে খুঁজেছি, সারা রাত্তিরও। তারপর সকালের দিকে নিজেই ম'জে গেলাম।'

খানসামাকে ডেকে লেমনেড, ফরাসী ব্রাণ্ডি আর বরফ আনতে হুকুম দিয়ে এ্যালেক্‌সি বিছানার ওপর ঝুঁকে প'ড়ে পাশুতার কাঁধে এক চাপড় মেরে বললে,

'উঠে পড় তরুণী!'

চোখ না খুলেই তরুণী বিরক্তি জ্ঞাপন করল,

'উচ্ছন্নে যাবে যাও। আমাকে জ্বালিও না।'

বন্ধুভাবে এ্যালেক্সি উত্তর দেয়, 'কিন্তু উচ্ছন্নে যে তুমিই যাচ্ছ।' কাঁধ ধ'রে পাশুতাকে উঠিয়ে বসিয়ে, একটা ঝাঁকানি দিয়ে দরজা দেখিয়ে দেয় এ্যালেক্সি,

'স'রে পড়।'

'ওকে ছেড়ে দাও,' বলে পিয়োতর। হেসে আশ্বাস দেয় এ্যালেক্সি,

'ঠিক আছে, ঘাবড়িও না। আমরা ডাকলেই ত ও আসবে।'

'শয়তান সব,' ব'লে মেয়েটা কিন্তু কাপড় চোপড় ঠিক করতে থাকে। যেতে যে হবেই এ সে বুঝতে পেরেছে।

একেবারে ডাক্তারের মত হুকুম চালায় এ্যালেক্সি,

'উঠে পড় পিয়োতর। জামা খুলে ফেলে বরফ দিয়ে গা ঘষ'।'

পাট-ভাঙা টুপিটা মেঝে থেকে তুলে নিয়ে, আলুথালু মাথার ওপর প'রে বিছানার ওপর থেকেই আয়নার দিকে তাকায় পাশুতা; বলে,

'কি সুন্দরই না মানিয়েছে!'

নিদ্রাভরে হাঁই তুলে সে টুপীটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে,

'তা হলে চললাম মিত্যা! আমার ঠিকানা ভুলে যেও না যেন— সিমান্স্কির বাসা-বাড়ী, ১৩নং ঘর।'

পিয়োতরের দুঃখ হয়। বিছানায় শুয়ে শুয়েই সে ভাইকে বলে;

'ওকে কিছু দিয়ে দাও।'

'কত?'

'এই······পঞ্চাশ।'

'অত কেন?'

কিছু টাকা মেয়েমানুষটার হাতে গুঁজে দিয়ে, তাকে বের ক'রে দিয়ে, ক'ষে দরজা বন্ধ ক'রে এ্যালেক্সি এসে বসতেই পিয়োতর খোঁচা দিয়ে বলে;

'তুমি বড় হাতভারী; কাল একটা টুপী কিনতেই মেয়েটা ওর চেয়ে বেশী খরচ করেছে।'

ছড়ির মাথায় হাত দুটো জড়ো ক'রে আর হাতের ওপর থুতনি রেখে এ্যালেক্‌সি আরাম কেদারায় এসে ব'সে শুষ্ক গলায় মুরুব্বির মত বলে,

'এ সব কি হচ্ছে কি, এ্যাঁ?'

খুশীতে বড় জন উত্তর দেয়, 'পানের আনন্দে আছি।' উঠে প'ড়ে পিয়োতর নাকে শব্দ করতে করতে বরফ দিয়ে গা ঘষতে শুরু করে,

'মদ খেয়ে মর' না কেন, কেউ বারণ করবে না। কিন্তু বুদ্ধিটি যেন লোপ না পায়! কিন্তু তাই যে হচ্ছে?'

'কি হয়েছে কি?'

এগিয়ে এসে এ্যালেক্‌সি এমন ক'রে তাকায় পিয়োতরের দিকে যেন সে একান্ত অপরিচিত কেউ। তারপর জিজ্ঞাসা করে ঘন গলায়,

'অর্থাৎ তোমার মনে নেই। তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছে। তুমি একজন উকিলের রগে ঘুষি মেরেছ, একজন পুলিশকে থানার ফেলে দিয়েছ আর............'

এতগুলো অন্যায়ের ফিরিস্তি দেয় এ্যালেক্‌সি যে আর্টামোনোব ভাবতে থাকে,

'ও বানাচ্ছে। ভয় লাগিয়ে দেবার চেষ্টায় আছে।'

তাই শুধোয়,

'কোন উকীল? বাজে বোকো না।'

'বাজে আমি বকছি না। সেই যে কালো মতন লোকটা—নামটা কি ভুলে যাচ্ছি।'

ঠাণ্ডা হ'য়ে পিয়োতর বলে, 'হাঁ, মারামারি কিছু হয়েছিল।' কিন্তু ভাই আরও রূঢ় গলায় ব'লে যায়,

'আর গণ্যমান্য লোকদের তুমি দিব্যি দিতে, গালমন্দ করতে গেলে কেন? এমন কি নিজের পরিবারের লোকেদেরও!'

'কে, আমি?'

'হাঁ তুমি! তুমি বউকে গাল দিয়েছ, টাইখনকে দিয়েছে, আমাকেও ছাড় নি আর কোন একটা ছোঁড়ার সম্বন্ধে বলেছে—এই এব্রাহাম আইজ্যাক, এই ভেড়া! এ সবের মানে কি?'

ভয় ধ'রে গেল পিয়োতরের। চেয়ারে ধপ ক'রে ব'সে প'ড়ে সে বললে,

'আমার কিছু মনে নেই। মাতাল হয়েছিলাম।'

'ওটা কোনো কৈফিয়ৎ-ই নয়,' জবাব দেয় এ্যালেকসি প্রায় চীৎকার ক'রেই। সে যেন খোঁড়া ঘোড়ায় চড়েছে এমনি ভাবে কেদারাতে ব'সে ওপরে নীচে টাল খেতে থাকে:

'এর পেছনে অন্য কিছু আছে! স্থির অবস্থায় লোকে যা ভাবে মাতাল হ'লে তাই ব'লে ফেলে। আসল কথাটা হ'ল এই। ভাঁটিখানায় ব'সে কেউ কখনও নিজের পরিবারের কেচ্ছা করে? এব্রাহাম, বলি দেওয়া, এ সমস্ত নোংরা কথার মানে কি? এতে যে ব্যবসার ক্ষেতি হচ্ছে আর আমারও নামে কালি পড়ছে! তুমি কি স্নানাগারে এসেছ, এ্যাঁ, নিজেকে একেবারে উলঙ্গ ক'রে দিতে? ভাগ্যি আমার বন্ধু লোটকেব ওখানে ছিল তাই তোমাকে ফ্রেঞ্চ-ব্র্যাণ্ডি খাইয়ে পাড় করে আমাকে তার করেছে। সেই ত আমাকে প্রথমে বললে। প্রথমে সবাই তোমার কথা শুনে হাসছিল কিন্তু পরে বেশ শুনতে আরম্ভ করে। সবাই বলে—লোকটা কেন চেঁচাচ্ছে রে?'

নিরাশায় বিড়বিড় করে পিয়োতর, 'ওরা সবাই চেঁচাচ্ছিল।' ভায়ের কথায় তার আবার নেশা লাগছে যে। কিন্তু এ্যালেকসি ব'লে যায়, প্রায় ফিস ফিস ক'রে,

'ওরা সবাই একটা কথা ব'লে চেঁচাচ্ছিল আর তুমি সব কথা ব'লেই চেঁচাচ্ছিলে। লোটকেবের কাছে তোমার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে সে বুদ্ধি ক'রে সকলকে বেহুঁশ ক'রে ফেলেছিল। হয়ত সকলেই ভুলে যাবে কিন্তু ব্যবসা যে রাজনীতি তা কি তুমি জান না। আজ লোকটেব আমাদের বন্ধু কিন্তু কাল সে আমাদের পরম শত্রু হ'তে পারে।'

দেয়ালে মাথা ঠেসে ধ'রে ব'সে আছে পিয়োতর—কথা বলছে না। রাস্তার কোলাহলে সিক্ত হ'য়ে ঘরের দেয়াল যেন কাঁপছে। এই কাঁপনে তার মনের মত বিশৃঙ্খলা যদি কেটে যায়, যদি দূরে যায় তার ভয়। ভাই যা যা ব'লে গেল তার কিছুই পিয়োতরের মনে পড়ছে না। আর ছোট ভাই এর এই যে বড় ভাই-এর মত কথা বলা বিচারকের ভঙ্গীতে—এ অসহ্য। আরও না জানি কত কি এ্যালেক্সি শুনেছে।

তখনও ওপরে নীচে দোল খেতে খেতে এ্যালেক্সি জানতে চায়, 'কি হয়েছে কি তোমার? নিকিটাকে দেখতে যাব ব'লে ত বেরিয়ে এলে।'

'গিয়েছিলাম ত দেখতে।'

'আমিও গিয়েছিলাম। আমাদের তারের জবাবে ওরা যখন জানালে তুমি ওখানে নেই তখন আমাকেই বেরিয়ে পড়তে হল। সকলেই চিন্তিত। এই পৃথিবীটা ত জায়গা ভাল নয়। কে কোথায় হয়ত দিত শেষ ক'রে।'

অত্যন্ত মৃদু গলায়, ক্ষমা চাওয়ার মত পিয়োতর স্বীকার করে, 'আমার মধ্যে কি একটা যেন প'চে উঠেছিল।'

'তাই বলে তোমাকে সব টেনে বাইরে নিয়ে আসতে হবে।' ব্যবসার ক্ষতি হচ্ছে এ কথাটা বুঝছ না কেন? তুমি কি বলি দেবার কথা বলছিলে? কি রকমের বলি? তুমি কি এটা ছেলেমানুষদের সঙ্গে খেলা পেয়েছ? কোন্ ছেলের কথা তুমি বলছিলে?'

চুল আর দাড়ি ঠিক করবার জন্তেই যেন মুখের ওপর হাত চাপা দিয়ে, আঙুলের ফাঁক দিয়ে বলে পিয়োতর,

'ইলিয়া·· ······সব ঐ ইলিয়ার জন্তে।'

ধীরে, দ্বিধায়, যেন অন্ধকারে পথ হাৎড়ে পিয়োতর এ্যালেক্সিকে ব'লে গেল ইলিয়ার সঙ্গে তার ঝগড়ার ইতিহাস। বেশী কথা তাকে বলতে হল না। স্বস্তিতে এ্যালেক্সি সশব্দেই ব'লে উঠল,

'ও এই! তা সে ত ঠিক কথা। আর লোকটেব কি না বিশ্রী উল্টো অর্থ ক'রে ব'সে আছে। তাহলে ব্যাপারটা হল ইলিয়াকে নিয়ে। মনে কিছু কর' না দাদা, তুমি সব জিনিষ ঠিক ভালো ক'রে বোঝ না। আমাদের ব্যবসাদারদের সব কিছু শিখতে হবে, জীবনের প্রত্যেকটি দিক নিজের মুঠিতে আনতে হবে। আর তার বদলে তুমি কি না············'

অনেক্ষণ ধ'রে অনর্গল এই কথাই এ্যালেক্সি বুঝিয়ে গেল যে কলকারখানার মালিকদের ছেলেরা হ'বে ইঞ্জিনিয়ার, সেনাধ্যক্ষ কি বড় সরকারী আমলা। জানলা দিয়ে আসা শব্দে কাণ একেবারে ফেটে যাচ্ছে: রঙ্গমঞ্চের কাছে গাড়িগুলি এসে থামছে; আইসক্রীম আর সরবৎ বিক্রেতারা জোর চেঁচাচ্ছে আর খালের ধারে কাঁচ আর লোহায় তৈরী ব্রাজিলীয় তাঁবুতে বাজনায় তীব্র আওয়াজ। জয়ঢাকের শব্দে পলা মেনত্তির কথা মনে পড়ে।

'আমার মধ্যে কি একটা প'চে উঠেছিল,' এই কথা ক'টা আর একবার ব'লে কাণ টানতে টানতে লেমনেডের গেলাসে মদ ঢালতে যাচ্ছিল আর্টামোনোব। ভাই হাত থেকে মদের বোতল কেড়ে নিয়ে চোখের চাউনিতে সাবধান ক'রে দিয়ে বললে,

'সাবধান—আবার বিপদে পড়বে কিন্তু। এই মিরণের কথাই ধর' না কেন। ও ইঞ্জিনীয়ার হ'তে চায়। শুনে আমি খুশী। ও বিদেশে

যেতে চায়। শুনে আমি আরও খুশী। এতে লোকসান ত নেইই, বরং লাভ। বুঝতে পাচ্ছ না কেন? আমাদের ব্যবসাই হল গিয়ে আসল.........'

কিছু বুঝবার ইচ্ছা পিয়োতরের নেই। ভাইয়ের মুখর কথাবার্তা কাণে আসছে ঐ পর্য্যন্ত। আসলে কিন্তু আর্টামানোব ভাবছে অন্য কথা। এই লোকটা, তারি ভাই, কেমন ক'রে যেন সেই সব লোকের শ্রদ্ধা এবং বন্ধুত্ব অর্জন করেছে যারা আরও বড়লোক এবং সম্ভবত যারা আর্টামোনোবের চেয়ে বিজ্ঞ, যারা সমস্ত রুষ দেশের পক্ষে, পেছন থেকে ব্যবসার কলকাঠি নাড়ে। আর তার আর এক ভাই মঠের মধ্যে আত্মগোপন ক'রে, প্রাজ্ঞ আর সাধু ব্যক্তি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করছে। আর সে পিয়োতর কেবল অন্ধ নিয়তির দরজায় মাথা কুটে মরছে। কেন? কোন পাপের ফলে?

এইবারে এ্যালেক্সি মৃদু স্বরে পিয়োতরকে বোঝাবার চেষ্টা করে, 'গণ্যমান্য লোকদের অসচ্চরিত্র বলবার তোমার কোনোই দরকার ছিল না। চরিত্রহীনতা আবার কি? ও হল কর্মশক্তির উচ্ছাস। ঐ উকিলটা বদ্‌মায়েস হ'লে কি হয়, বোঝে ঠিক। মাথা আছে। অবশ্য ওদের বয়েস হয়েছে, কেউ কেউ বুড়োও বটে, তবু ছেলে-ছোকরাদের মত হৈ-হুল্লোড় করে। কিন্তু ছেলে-ছোকরারাও যখন হৈ-চৈ করে সেও ঐ ছোকড়া বয়সের উচ্ছাসের জন্যে। আর তা ছাড়া এ কথাও ত তোমাকে স্বীকার করতে হবে যে আমাদের ঘরের মেয়েছেলেগুলোও একেবারে ভ্যাপসা, কোনো রস-কষ নেই। জীবনটাকে যেন ঝিমিয়ে দেয়। অবশ্য ওল্গা নয়—ওল্গার কথা বলছি না। সে স্বতন্ত্র মেয়ে। ও সেই ধরণের বোকা-বুদ্ধিমান মেয়েমানুষ যারা খারাপ কিছু দেখতেই পায় না। যে চোখটাতে খারাপ জিনিষ দেখা যায় সেইটাই ওদের অন্ধ। ওকে

তুমি আঘাতই করতে পারবে না। সে মন্দে বিশ্বাসই করে না। নাতালিয়া সম্বন্ধে তুমি এ কথা বলতে পার না। বরং সকলের সামনে তুমি তার সম্বন্ধে যা বলেছ তাই ঠিক : গৃহস্থালির কল।'

পিয়োতর মনমরা হ'য়ে জিজ্ঞাসা করে, 'আমি সত্যি তাই বলেছি নাকি ?

'লোকটেব নিশ্চই আমাকে বানিয়ে বলে নি।'

অনেক কথাই পিয়োতরের জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করছে কিন্তু তাতে হয়ত এ্যালেক্‌সির এমন সব কথা মনে প'ড়ে যাবে য ও ভুলে গিয়েছে। ভাই-এর প্রতি হিংসা, শত্রুতা জাগে আর্টামোনোবের মনে।

'দিন দিন আরও চটপটে হচ্ছে শয়তানটা !,

এ্যালেক্‌সির মধ্যে একটা লাফিয়ে-পড়ার, তৈরী থাকবার ভাব আছে—একটা শৃগালসুলভ ঠকাবার ইচ্ছা। তার বাজের মত নাক, চঞ্চল ওষ্ঠের পেছনে চকচকে সোণার দাঁত, ছাই রং-এর গোঁফ সেনানী সুলভ কায়দায় পাকানো, তার ছোট্ট চপল দাড়ি আর পাখীর নখের মত আঙুল—সব কিছুতেই পিয়োতরের বিরক্তি ধরে। বিশেষ ক'রে অস্বস্তিকর তার ডান হাতের তর্জ্জনী। সব সময়েই ঐ আঙুলটা শূন্যে ছক এঁকে চলেছে। আর ঐ ছোট, লোহা-রং-এর জ্যাকেটে এ্যালেক্‌সিকে দেখাচ্ছে ঠিক একটা মক্কেল-ধরা ঠগের মত।

পিয়োতর হঠাৎ চায় এ্যালেক্‌সি চ'লে যাক।

আধ-বোজা চোখে সে বলে, 'আমি একটু ঘুমোব।'

ভাই রাজী হ'য়ে বলে, 'সে বরং ভালো। আজ কোথাও তুমি নাই বেরুলে।'

এ্যালেক্‌সি চ'লে গেলে রেগে পিয়োতর ভাবে, 'আমাকে উপদেশ দিতে এসেছেন। আমি যেন ছেলেমানুষ।' হাতমুখ ধোবার জন্তে কোণে কলের কাছে যেতে গিয়ে হঠাৎ থেমে যায় আর্টামোনোব। ঠিক তারি পাশে, অনেকটা তারি মত একটা লোক নিঃশব্দে চ'লে বেড়াচ্ছে। তার কাপড় চোপড়ের অবস্থা দেখলে দয়া হয়; মুখ ব'সে গিয়েছে আর চোখ দুটো যেন ভয়ে বেরিয়ে আসছে। লাল দুখানা হাত দিয়ে লোকটা তার রোমশ বুক আর ভিজে দাড়ি আস্তে আস্তে চাপড়াচ্ছে। প্রথমে পিয়োতরের বিশ্বাসই হচ্ছিল না যে ঐ লোকটা, বিছানার ওপাশের আয়নায় তার নিজেরই প্রতিভাস। রুগ্ন হাসি হেসে আর্টামোনোব আবার বরফ দিয়ে ঘাড়, বুক আর মুখ ঘষতে সুরু করে।

'একটা গাড়ী ডেকে সহরে যাব,' ঠিক ক'রে ফেলে সে কাপড় জামা নিতে হাত বাড়িয়ে, জ্যাকেটটা অর্ধেক পরতে পরতেই আবার ছুঁড়ে ফেলে দেয়; ঘণ্টার বোতাম টেপে জোর আঙুলে।

খানসামা এলে বলে, 'চা, বেশ কড়া। আর নোনতা কিছু। সঙ্গে কিছু মদ।'

জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখে দোকানের বড় বড় দরজা গুলোতে ইতিমধ্যেই তালা পড়েছে। আস্তে আস্তে লোকজন চলেছে রাস্তা দিয়ে; কেউ বা ব'সে পড়েছে ফুটপাথের ওপর গুমট অন্ধকারে। রঙ্গমঞ্চের প্রবেশ পথে একটা আলো তীব্র দ্যুতিতে ঝিকমিক করছে আর কাছেই কোথাও গান করছে মেয়েরা।

'প্রজাপতিরা।'

পেছন থেকে কে বললে, 'পরিষ্কার করতে পারি কি?' বেগে ঘুরে গিয়ে আর্টামোনোব দেখে ঝাঁটা আর এক গাদা ন্যাতা হাতে ক'রে এক-চোখ কাণা এক বুড়ী দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে। কথাটি না ব'লে

দালানে বেরিয়ে যায় পিয়োতর। সেখানে এক কালো টুপী আর কালো চশমা-পরা লোকের সঙ্গে লাগে ধাক্কা। আধখোলা এক দরজায় মুখ দিয়ে লোকটা বলছিল,

'হাঁ, হাঁ, ওতেই হবে!'

কিছুই আজ আর মিলছে না। সব কিছুতেই মাথা ঘামাতে হচ্ছে, সব কথার তলাতেই যেন গোপন অর্থ আছে। আর্টামোনোব এসে একখানি গোল টেবিলের সামনে বসে। টেবিলের ওপর ছোট্ট কেৎলিতে ঢাকনি ওঠা-পড়ার মৃদু একটানা শব্দ আর মাথার ওপর আলোর চিমনি যেন কার অদৃশ্য হাতের ছোঁয়ায় টুং-টাং করছে। মদে একেবারে চুর অদ্ভুত সব মনুষ্যমূর্তি চোখের সামনে ভেসে ভেসে ওঠে, নানান গানের টুকরো-টাকরা কথা মনে আসে আর ভাই-এর ভারিক্কী চালের কথার একটা আধটা; আবার কোথায় যেন দেখা কার দুটি ঝকঝকে চোখ। তবু আর্টামোনোবের মাথায় কিছুই ঢুকছে না—সেখানে একেবারে শূন্যতা। সে শূন্যতা ভেদ করছে যে ক্ষীণ কম্পিত আলোর রেখা তাতে নাচছে আর ঘুরপাক খাচ্ছে অসংখ্য ধূলিকণার মত এই মূর্তি আর দৃশ্যগুলি। এগুলোর জন্যেই সে কি একটা অত্যন্ত দরকারী জিনিষের ওপর মনোনিবেশ করতে পারছে না।

গরম কড়া চা আর মদ গিলতে গিলতে জিভ পুড়িয়ে ফেলে পিয়োতর, কিন্তু তবু নেশা না হ'য়ে অস্বস্তিই বাড়ে, কেবল বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। আর্টামোনোব ঘন্টা বাজায়; কে একজন কুয়াসার মত ভেসে আসে ঘরে—তার না আছে মুখ না আছে চুল; তার মাথাটি হাতির দাঁতে বাঁধানো ছড়ির মত তেলগোল।

'কিছু তাজা মদ নিয়ে এস ত বাঁকা—তাজা বোঝ ত?'

'হাঁ বাবু, সারত্রুজ্।'

'তুমি বাঁকা ত?'

'না বাবু কন্‌স্‌তান্‌তিন্‌।'

'বেশ বেশ। পা চালিয়ে যাও দেখি।'

মদ নিয়ে এলে আর্টামোনোব জিজ্ঞাসা করে,

'সৈন্যদলে ছিলে, এ্যাঁ ?'

'না বাবু।'

'তোমার কথাবার্তা ত সৈন্যদের মত।'

'কাজটা এক রকমের কি না—হুকুম যা হবে তাই করা।'

একটু ভেবে আর্টামোনোব তাকে একটা টাকার সঙ্গে কিছু উপদেশ দিল,

'তুমি যেন ওরকম কর'না।……ওদের সকলকে পাঠিয়ে দাও…… বেরিয়ে গিয়ে আইসক্রীম বিক্রী কর গে। ব্যস্‌, আর কিছু নয়।'

মদটা গুড়ের মত চটচটে আর কি এ্যামোনিয়ার মত ঝাঁজ। পিয়োতরের মাথাটা বেশ হালকা, পরিষ্কার হ'য়ে এল, ছাড়া-ছাড়া ভাবগুলো সুরু করল দানা বাঁধতে। সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার কোলাহল মৃদু মর্মরধ্বনিতে পরিণত হ'য়ে দূরে ভেসে গেল, পেছনে রেখে গেল স্তব্ধতা।

'যা হুকুম তাই করতে হবে, এ্যাঁ ?' ভাবে আর্টামোনোব। 'আমি, আমি—কে ? আমি মালিক। আমি খানসামা নই। বলি আমি মালিক কি না ?'

কিন্তু চিন্তাগুলো হঠাৎ ভেঙে গিয়ে কোথায় হারিয়ে গেল। আর ভয় লাগল আর্টামোনোবের। কোথাও কিছু নেই আর্টামোনোব দেখে কি, ঠিক তার সামনে সেই লোকটা দাঁড়িয়ে যে সব দোষে দোষী, যে তাকে ঐ চালাক চতুর এ্যালেক্‌সি বা অন্য কারও মত সহজে জীবনের পথে এগুতে দিচ্ছে না। যে লোকটা এই রকম বাধা সৃষ্টি করছে তার মুখখানা আয়ত, দাড়ি আছে ; সে ঠিক তার বিপরীতে, তপ্ত কেৎলীর পেছনে চুপটি ক'রে ব'সে রয়েছে। বাঁ হাতে সে ধরেছে দাড়ির গোছা আর গাল রেখেছে

হাতের তালুর ওপর। পিয়োতরের কাছ থেকে যেন সে একেবারে বিদায় নিচ্ছে অথচ পিয়োতরকে যেন সে ভর্ৎসনা করছে, দুঃখ বোধ করছে তার জন্যে—এমন ভাবে লোকটা তাকিয়ে রয়েছে। এক দৃষ্টে তাকাতে তাকাতে এইবার সে কেঁদে ফেললে; তিক্ত অশ্রু ঝ'রে পড়ল টপ টপ করে তার চোখের লালচে পাতার নীচে থেকে। তার দাড়ির প্রান্ত বেয়ে একটা মস্ত মাছি বাঁ চোখের কাছে ফর-ফর করে ওড়ে। মাছিটা এইবারে এমন ভঙ্গীতে তার মুখের ওপরে বেড়াতে লাগল যে সে যেন একটা শব। মাছিটা রগে পৌঁছে আস্তে কপালে ওঠে একটা ভ্রূর ওপর থেকে তার চোখের মধ্যে উঁকি দিতে থাকে।

'এই নিষ্কর্ম্মা,' আর্টামোনোব শত্রুকে সম্বোধন করে; কিন্তু শত্রু নড়েও না, উত্তরও দেয় না। শুধু তার ঠোঁঠ দুটি একটু ন'ড়েই থামে।

পিয়োতর উল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠে, 'আবার কান্না হচ্ছে? আমাকে দ'এ মজিয়ে এখন ফোঁস ফোঁস করে কান্না! দুঃখু হচ্ছে, না? যত সব.........!'

শত্রুর মাথার ওপর যে জায়গাটা শাদা হ'য়ে আসছিল সেইখানটা লক্ষ্য ক'রে সজোরে বোতল ছুঁড়ে মারলে পিয়োতর।

ঝন্ ঝন্ ক'রে আয়না ভাঙে; টেবিল উল্টে পিরিচ কেতলী সব মাটিতে গড়ায়; ছুটে আছে সব লোকজন। লোক অবশ্য অনেক নয় কিন্তু প্রত্যেকে যেন চিরে দু ভাগ হ'য়ে ফুলে বড় হতে থাকে। চোখে-কাণা বুড়ী কেৎলী তুলতে নীচু হয় আবার একই সঙ্গে সোজা হ'য়েও দাঁড়ায়।

মেঝেতে বসে আর্টামোনোব অভিযোগের সুর শোনে: '.........এই মাঝ রাত্তির। সারা বাড়ীর লোক ঘুমুচ্ছে।'

'আয়নাখানা ভাঙলেন ত?,

'এ সব কোন দেশী ব্যাভার?'

আর্টামোনোব শূন্যে হাত দোলায় আর কাঁদে
'ঐ মাছিটা·········'

পরের দিন সন্ধ্যায় এ্যালেক্সি হাজির হ'য়েই ভাইকে সোদ্বেগে নিরীক্ষণ করতে থাকে। ডাক্তার যেমন ক'রে রোগীকে দেখে কি সহিস যেমন ক'রে নিজের ঘোড়াটিকে দেখে ঠিক তেমনি ক'রে দেখে এ্যালেক্সি। ছোট্ট একটি বুরুশ গোঁফের ওপর চালাতে চালাতে সে বললে,

'যে রকম ফুলে উঠেছ তাতে আর ভদ্রস্থ থাকবে না। এই রকম চেহারা নিয়ে তোমার বাড়ী যাওয়া চলবে না। তা ছাড়া তোমাকে আমার এইখানেই দরকার লাগবে। দাড়িটা ছেঁটে নাও পিয়োতর আর নতুন এক জোড়া জুতো কেন। এখন যে জোড়াটা পায়ে দিয়ে আছ ওটাতে তোমাকে কচুয়ানের মত দেখাচ্ছে।'

দাঁতে দাঁতে চেপে, সবিনয়ে আর্টামোনোব ভাই-এর পেছন পেছন নাপিতের দোকানে গেলে, দাড়ি এবং চুল কতখানি কাটতে হ'বে এ বিষয়ে কড়া এবং ঠিকঠাক হুকুম দিলে এ্যালেক্সি ; তারপর জুতোর দোকানে এসে নিজেই ভাই-এর জন্যে একজোড়া জুতো পছন্দ করে নেয়। কাজ সমাধা হলে আয়নায় এক নজর নিজেকে দেখে পিয়োতরের মনে হল তাকে দেখতে লাগছে অনেকটা কেরাণীর মত। বাঁকের দিকে জুতো জোড়াটা পায়ে কষা হ'লেও এ্যালেক্সির ওপর কথা বলে না পিয়োতর। চুল-ছাঁটা, জুতো বদলানো—সবই ত প্রয়োজন। এই নোংরা গ্লানিকর মাতলামো ঝেড়ে ফেলে তার আবার গুছিয়ে গাছিয়ে নেবার সময় ত হয়েছে। এই ক্লিন্ন জীবনের ভারে সে যেন নুইয়ে পড়েছিল একেবারে।

তখনও পিয়োতরের মনের ঘোর কাটে নি ; অবসন্ন বিষাক্ত দেহে ক্লান্তি ঘিরে রয়েছে। তারি মাঝখান থেকে ভাইকে সে যতই লক্ষ্য করে ততই ঈর্ষা আর সম্ভ্রম, গোপন খুশী আর শত্রুতায় মনে আরও জটিল

পাক লাগতে থাকে। রোগা এ্যালেক্‌সি ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে, যেন ধোঁয়া আর স্ফুলিঙ্গ ছড়াতে ছড়াতে লাফিয়ে চ'লে যায়। সব সময়েই ও যেন টগ্‌বগ্‌ ক'রে ফুটছে—ব্যবসার জুয়ায় লাভের তৃপ্তিহীন কামনায়। মেলায় সব চেয়ে ভালো দোকানের নিভৃত কামরায় ব'সে, নাম-করা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ভোজ খেতে খেতে পিয়োতর দেখে যে এ্যালেক্‌সি ঠিক ব্যবসাদার ভাঁড়ের মত সকলকেই কেমন প্রাণপণে তুষ্ট করার চেষ্টা করছে তবু নিমন্ত্রিতেরা সেই ভাঁড়ামিটুকু ত লক্ষ্য করছেই না বরং তারা এ্যালেক্‌সির কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছে। স্পষ্টতঃই তারা এ্যালেকসিকে ভালোও বাসে, শ্রদ্ধাও করে।

চাপ-দাড়ি, বিশালকায়, কাপড়ের কলের মালিক কোমোলেব, তার ষাঁড়ের মত চোখ দুটো ঘুরিয়ে, প্রতি একটা কি দুটো কথার পর সশব্দে ঠোঁঠ চেঁটে, লালচে আঙ্‌ল এ্যালেক্‌সির দিকে নেড়ে সস্নেহে বলে,

'তুমি চালাক ছেলে এ্যালিওশা ; ধুর্ত শেয়াল একটি! আমাকে পাড়্‌ করে ফেললে ত?'

এ্যালেক্‌সি সোল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠে, 'ইয়ারমোলাই আইবানোবিচ! প্রতিযোগিতা—তাই না?'

'ঠিক ধরেছ। চোখ-দুটো খুলে রেখ আর ঠিকমত তুরুফের তাসটি খেল।'

'শিখছি, ইয়ারমোলাই আইবানোবিচ, শিখছি।'

কোমোলেব মাথা নাড়ে, 'হাঁ, শিখবেই ত।'

উৎসাহটুকু বজায় রেখেও খোঁচা দেয় এ্যালেক্‌সি ঃ

'আপনাদের একটা কথা বলি। আমার ছেলে মিরণ, বেশ চালাক-চতুর, ইঞ্জিনীয়ার হ'তে চলেছে। সে আমাকে বললে যে সেকালে সিরাকুজ সহরে এক ভয়ানক জ্ঞানী ব্যক্তি থাকতেন। তিনি রাজাকে গিয়ে

বললেন : আমাকে একটা কিছুর ওপর দাঁড়াতে দিন ; দেখুন আমি কেমন পৃথিবীটাকে পাক খাইয়ে উল্টে দিই।'

'বলেন কি !'

'হাঁ, উল্টে দিই ; তাই তিনি বলেছিলেন। আমাদের এই রাষ্ট্রও একটা কিছুর ওপর দাঁড়িয়ে আছে—সেটা হল টাকা। উল্টে দেবার জন্যে আমাদের কোনো জ্ঞানী-গুণীর দরকার নেই। আমাদের নিজেদেরই যথেষ্ট জ্ঞান আছে। শুধু একটা জিনিষ আমাদের নেই—সে হ'ল এক নতুন ধরণের কর্মচারী। সেকেলে বনিয়াদী ভদ্রলোকেরা আজ যেতে বসেছে। তারা আমাদের পথে কোনো বাধাই সৃষ্টি করতে পারবে না। কিন্তু সমস্ত আফিসে, সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে আমাদের নিজেদের লোক বসাতে হবে ত— মানে সেই রকম লোক যারা আমাদের ব্যবসায়ী শ্রেণীর, যারা আমাদের ব্যবসা বোঝে—এই হল আসল কথা।'

শাদা-মাথা, টাক-মাথা, ভুঁড়ি-ওয়ালা সকলেই খুশী মনে সায় দেয়,

'একেবারে খাঁটি কথা ?'

দালাল লোসেব এদের মধ্যেই ব'সে ছিল। সে এইটুকু এক বুড়ো, কাণা ; তার ওপর হাড়-বের করা, নাকটি খাঁড়ার মত। সে সবিনয়ে ব্যঙ্গ করে,

'এ্যালেক্‌সি ইলিচের মনটি পিচের মত আঠালো—যা পড়ে তাই আটকে থাকে ! আর যেটুকু জানে সেটুকু সে কাজে লাগায় ! এই আমি ওর স্বাস্থ্য পান করলাম।'

অনেক গেলাস উঠল ; এ্যালেক্‌সিও খুসীতে অনেকের গেলাসেই নিজের গেলাস ঠেকালে। কোমোলেবের বিশাল কাঁধখানিতে থাবড়া মারবার জন্যে নিজের ছোট্ট হাতটুকু বাড়িয়ে লোসেব সোৎসাহে বলে,

'পাকা মাথাও গজাচ্ছে আমাদের মধ্যে।'

সগর্বে কোমোলেব বলে, 'সব সময়েই আছে হে, সব সময়েই আছে। আমার বাবা জাহাজে মাল বোঝাই দেওয়া আর খালাস করার কাজ করতেন। আজ তিনি কত উঁচুতে।'

লোসেব চেপে হেসে বলে, 'তোমার বাবা ত শুনেছি এক শাঁসালো আর্মেনিয়ানের গলায় ছুরি বসিয়ে কাজ গোছাতে আরম্ভ করেন।' চাপ-দাড়ি কারখানার মালিক হো-হো ক'রে হে'সে ওঠে :

'মিথ্যে কথা। লোকগুলো হাঁদা কি না; তাই কারও কপাল খুলছে দেখলেই ওরা ব'লে বসে পাপের ধন। তোমার সম্বন্ধেও ত, কুজমা, কি সব যা তা রটছে।'

'তা বটে,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে কুজমা বলে; 'জনরবের দেখছি পা আছে।'

মাঝে মাঝে ঘোঁৎ-ঘোৎ ক'রে পিয়োতর ব'সে ব'সে সব শোনে আর প্রচুর খায়, অবশ্য মদ যতখানি কম সম্ভব। ক্ষুণ্ণমনে সে বোঝে যে যাদের মধ্যে সে এখন ব'সে রয়েছে তাদের জাতের জন্ত সে নিজে নয়। সে জানে এদের সকলেই জাত-চাষা; এদের সকলের মধ্যেই সে লক্ষ্য করতে পারে সেই বনিয়াদী জমিদার দস্যুর রক্তের চমকানি। দেখলে পিয়োতরের নিজের বাপের কথা মনে পড়ে, মনে শ্রদ্ধাও জাগে। বাবা অবশ্য কি ব্যবসাতে, কি উচ্ছৃঙ্খলতায়, এদের সহচরই হত; হয়ত এদেরই মত মদ আর বদমাইসিতে ডুবে থাকত, এদেরই মত নোট পোড়াত কাঠের কুচির মত।

এদের কাছে টাকা ত কাঠের চাঁছ। পৃথিবীর কাছ থেকে আর চাষাদের কাছ থেকে যতটুকু চেঁছে নেওয়া যায় তাই নিতেই এদের ক্লান্তিহীন উৎসাহ। তাইবলে আবার পরস্পরকেও এরা ছেড়ে দেয় না। সবখান থেকেই এরা চাঁছে।

এই সব বড় লোকগুলোর চেয়ে এ্যালেক্‌সি কিছু পৃথক। ভাইকে দেখতে না পারলেও সময়ে সময়ে পিয়োতরের মনে হয় যে এদের চেয়েও তার ভাই আরও বুদ্ধিমান, আরও চালাক, আরও বিপজ্জনক।

তার ওপর যেন কিছুতে ভর করেছে এমনি উত্তেজনায় এ্যালেক্‌সি চেঁচাতে থাকে, 'তাকিয়ে দেখুন আপনারা, আমাদের অফুরন্ত শ্রমশক্তির দিকে, আমাদের লাখো-লাখো কৃষকদের দিকে! তারা কাজ ক'রে দেয় আবার তারাই আমাদের জিনিষ কেনে। আর কোথায় এত বেশী সংখ্যায় এদের মত লোক পাওয়া যাবে? কোথাও নয়! আর বিদেশীদের আমাদের দরকারও নেই। আমরা নিজেরাই চালিয়ে নেব!'

অর্ধ-মত্ত সমাবেশ জোর গলায় সায় দেয়,

'ঠিক কথা, ঠিক কথা!'

এ্যালেক্‌সি অনেক কথাই ব'লে গেল: আমদানীর ওপর বেশী শুল্ক ধার্য্য করা, জমিদারদের জমি কিনে নেওয়া, জমিদারদের আলাদা ব্যাঙ্কের ফলে ব্যবসায়ীদের ক্ষতি—ইত্যাদি অনেক বিষয়। মনে হয় সে যেন সব জানে আর পিয়োতরের আরও আশ্চর্য লাগে এই দেখে যে সমাবেশের সকলেই সানন্দে এ্যালেক্‌সির সব কথায় সায় দেয়।

সে হিংসায় ভাবে, নিকিটা ঠিকই বলেছিল; এ্যালেক্‌সি বাঁচতে জানে'

স্বাস্থ্য খারাপ হওয়া সত্ত্বেও এ্যালেকসি বদমাইসি করে। তার একটি রক্ষিতা—ভাবে মনে হয় স্থায়ী এবং অনেক দিনের। মেয়েটা মস্কো-এর; মেলায় ঝুমুরের দল এনেছে। চেহারা তার মস্ত হ'লেও গড়ন আঁটসাঁট আর গলার আওয়াজ যেমন মধুর মত মিষ্টি, চোখের চাউনিও তেমনি দীপ্ত। লোকে চল্লিশ বললেও তাকে দেখায় তিরিশেরও কম; গা দিয়ে যেন মাছি পিছলে পড়ে আর গাল দুটি উষ্ণ রক্তের আবেগে রক্তিম।

শেয়ালের মত তীক্ষ্ণ দাঁত তার। সেইগুলি বের ক'রে সে বলে, 'এ্যালিওশা আমার বাজ-পাখী!' মায়ের পাশে ছোট ছেলের মত তার বিরাট বপুতে এ্যালেকসি ঢাকা প'ড়ে যায়।

তার ঝুমুর দলের মেয়েদের সঙ্গে এ্যালেকসি যে জমাতে দ্বিধা করে না, এ সে জানত ত বটেই, না জেনে তার উপায় ছিল না, তবু এ্যালেকসির প্রতি তার ব্যবহারে বন্ধুত্বই প্রকাশ পেত। পিয়োতর বারে বারেই দেখত যে তার ভাই নানান ব্যাপারে এই মেয়েমানুষটার উপদেশ প্রার্থনা করে। আশ্চর্য্য ত লাগেই আর মনে পড়ে তার বাবার সঙ্গে উলিয়ানা বাইমাকোবার সম্পর্কের কথা।

ভাই-এর জীবন দেখে সে ভাবে, 'একটা হতচ্ছাড়া।'

এ্যালেকসির দুষ্টুমিও একটু স্বতন্ত্র ধরণের, একটু বুদ্ধির খেলা তাতে বেশী। মেয়ার নামে এক মোটা জার্ম্মান সার্কাসে একটি শুয়োরের খেলা দেখিয়েছিল। শুয়োরটা পেটেণ্ট লেদারের জুতো পায়ে দিয়ে সিল্কের টুপী মাথায় দিয়ে, লম্বা ফ্রক-কোট প'রে পেছনের পায়ের ওপর হেঁটে হেঁটে বেড়াতে লাগল। দেখতে তাকে লাগছিল ঠিক একজন কারখানা মালিক ব্যবসায়ীর মত। দর্শকেরা খুব খুশী হল, এমন কি ব্যবসায়ীরাও হাসল কিন্তু এ্যালেকসি বাদে। সে চ'টে গিয়ে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে ঠিক করলে যে শুয়োরটাকে শেষ করতে হবে। সহিশ-কে ঘুষ দিয়ে সেটা চুরি ক'রে ব্যবসায়ীরা বিচিত্র ভোজ্য তৈরী করিয়ে বার্বাটেঙ্কো হোটেলের খোদ-রাঁধুনীকে দিয়ে পরিবেশন করিয়ে সোজা উদরসাৎ করলে। পরে পিয়োতর ভাসা-ভাসা গুজব শুনেছিল যে, যে বেটার শুয়োর সে মনের দুঃখে গলায় ফাঁস লাগিয়ে মরেছে। মেলাতে ভাই-এর চরিত্রের এই সব দিকের প্রকাশ দেখে ভারী উদ্বেগ হল পিয়োতর আর্টামোনোবের।

'হাত টান খুব। বিবেক বলে কিছু নেই। নিজের অজান্তেই কোন দিন আমার শর্বনাশ ক'রে বসবে। লোভের বশে যে করবে তা নয়—শুধু ঘটনার চাপে প'ড়েই।'

এই বিপদ যে ঘটতে পারে তা বুঝে, প্রকৃতিস্থ হ'য়ে, পিয়োতর বাড়ী ফিরে আসে। এ্যালেকসি যায় মস্কোতে। সেপ্টেম্বর মাস—ঝড় জল লেগেই আছে। ঘণ্টা বাজিয়ে, ভিজে মাটিতে খুরের পচ্ পচ্ শব্দ করতে করতে স্ব-ইচ্ছাতেই ঘোড়াগুলো পথের শেষ অংশটুকু পার হ'য়ে ড্রায়োমোবের দিকে এগোয়। ভিজে অপরিসর পথের দুই পাশে ছোট ছোট ঝাউগাছের শ্রেণী যেন প্রহরারত সান্ত্রীর মত স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হেমন্তের ধূসর মেঘের তালে তালে আকাশ ছাওয়া। আর্টামোনোবের ক্লান্ত মস্তিষ্কে ঐ ধূসর ক্লান্তির ভাব। সে যেন এখনই এমন একজন সঙ্গীর অন্ত্যেষ্টি থেকে ফিরে আসছে যে অন্তরঙ্গ হ'লেও বিরক্তি ধরিয়ে দিত বই কি। সে আর নেই ব'লে দুঃখ হচ্ছে বটে কিন্তু আর যে তার সঙ্গে দেখা হবে না এ মনে ক'রেও স্বস্তি লাগছে। তার অস্পষ্ট দাবী নিয়ে, তার নির্বাক তিরস্কার নিয়ে, যা কিছু জ্যান্ত মানুষের জীবনকে বিষিয়ে দেয় সেই সব কিছু নিয়ে সে আর শান্তি নষ্ট করতে আসবে না। বাঁচা গেল।

নিজেকেই নিজে বলে আর্টামোনোব : 'আমার কাজ হ'ল ব্যবসা ; ব্যস! আর কিছু নয়। কাজের তাগিদেই সবাই চলছে। তা ছাড়া আর কি।'

সমস্তটুকু শক্তি দিয়ে সে কাজে লেগে গেল। দিনগুলি পরম শান্তিতে কাটে। সুন্দর স্বচ্ছ প্রাচ্যের গ্রীষ্মের দিন যেন। রাতে বিষন্ন চাঁদের আলোয় তারা মিলিয়ে যায়।

হেমন্তের সকালের মুক্তা-স্বচ্ছ অন্ধকারে আর্টামোনোব জেগে উঠে কারখানার বাঁশী শুনতে পায়। আধ ঘণ্টা পরেই শুরু হবে সেই ক্লান্তি-

হীন খস খস আর গুণ গুণ—শ্রমের অভ্যস্ত বৈচিত্র্যহীন জোরালো শব্দ। শনের পাক খুলতে খুলতে গুদাম ঘরের সামনে চাষী মেয়ে-পুরুষেরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চীৎকার করতে থাকে। অসংখ্য মোরোজোবদের মধ্যে কে একজনা বাটারাস্তার ধারে এক পান্থশালা খুলেছে। সেখান থেকে, ঝোলানো হারমনিয়ামের তীক্ষ্ণ বাজনার সঙ্গে, মত্ত গান ভেসে আসছে বাতাসে। উঠোনের উপর সব সময়েই টাইখন-বায়ালোব যন্ত্রের মত নিখুঁত গতিতে ঘুরছে, হয় কাঁটা, নয় কোদাল, নয় ত কুড়ুল হাতে। তাড়াহুড়ো তার একটুও নেই। সে ঝাঁট দিচ্ছে, খুঁড়ছে, কোপাচ্ছে আর পাশের শ্রমিক-কৃষকদের রূঢ় গলায় কথা শোনাচ্ছে, তাদের দিকে তাকাচ্ছে যেন কাজ আদায় ক'রে নেবার দাবীতে। সেরাফিম যায় এ পথে মাঝে মাঝে।

সে সব সময়েই নীল পোষাকে ফিটফাট হ'য়ে আছে। বাড়ীর মধ্যে রয়েছে নাতালিয়া—সেও যন্ত্রের মত কাজ ক'রে চলেছে। মেলা থেকে স্বামীর এনে দেওয়া উপহারে সে ভারী খুশী ; আরও খুশী স্বামীর শান্ত স্থির ভাবে। সব কিছুই ঠিকঠাক চলছে—মনে হচ্ছে এ সবই অনেকদিন ধ'রে চলবে। কারখানা, লোকজন, ঘোড়াগুলো—সব কিছুকেই যেন চিরকাল চলবার জন্যে দম দেওয়া হয়েছে। আর মাসের পর মাসও চলে যাচ্ছে ঝড়ে-ওড়া মেঘের মত। বছরের পর বছরের স্তূপ জ'মে উঠচে।

কারখানার ছোট ছেলেপিলেদের ভয় লাগিয়ে দিয়ে, ষাঁড়ের মত মাথা নীচু ক'রে পিয়োতর চলে কারখানার বিভিন্ন অংশের মধ্যে দিয়ে, প্রাঙ্গনের ওপর দিয়ে, বস্তির রাস্তা দিয়ে আর সব জায়গাতেই সে যেন নতুন অদ্ভূত কিছু একটা ঘটার আভাস পায়। এত বড় ব্যবসায়ে পিয়োতর এখন আর শুধু দ্রষ্টার বেশী কিছু নয়, প্রায় অপ্রয়োজনীয় বললেই চলে। ইয়াকব যে ব্যবসা বুঝছে এবং যথেষ্ট মনোযোগ দিচ্ছে এতে আর্টামোনোব একটু খুশী হয়। ছোট ছেলের এই ব্যবহারে বাপের

মন বড় ছেলের ওপর থেকে সরে যাচ্ছে—শুধু তাই নয়, ইলিয়ার ওপর তার রাগও ক'মে আসছে।

'ওহে পণ্ডিত, তোমাকে না হলেও আমার চলবে। তুমি প'ড়ে যাও।

মোটা-সোটা লালচে গাল ইয়াকবের মনোরম চোখ দুটি হাসলে সাবানের ফেনার মত ঝিকমিক করে। গোলগাল দেহটিকে ইয়াকব বেশ ভারিক্কী চালেই চালায়। কাছে থেকে দেখলে পায়রার সঙ্গে তার অদ্ভুত সাদৃশ্য অনুভূত হ'লেও, দূর থেকে তাকে কর্মঠ লোক ব'লেই মনে হয়। কারখানার মেয়েগুলো তাকে দেখে মুচকি হাসে। বসন্তের মোরগের মত সে তখন কায়দা ক'রে তাদের সামনে দিয়ে হেঁটে যায় আর যখন তাদের কাণে কাণে সে কথা বলে তখন তার পাকিয়ে ওঠা চোখে ফুটে ওঠে কামাতুরতা ; হাজার ভারিক্কী চালেও সে চোখের আকুল আগ্রহ ঢাকতে পারে না। বাপ আপন মনেই হাসে আর কাণ টানতে টানতে ভাবে,

'কি হে লায়েক ! পলাকে দেখলে কি বলবে শুনি ?

এ্যালেকসির বাড়ীতে মিরণ আর তার প্রাণের বন্ধু, অস্থির, যাচ্ছে-তাই ঐ গরিৎসবেটব অন্তহীন তর্কে নিমগ্ন। ইয়াকব যে তাতে যোগ দেয় না এতে পিয়োতর খুশী। মিরণের চেহারায় ব্যবসাদারের কোন লক্ষণই নেই। রোগা চেহারার ওপর মস্ত নাকে এক চশমা ; ছোট জ্যাকেটে গিল্টি-করা বোতাম আর তার ওপর কি এক রকমের চিহ্ন। সব শুদ্ধ তাকে দেখাচ্ছে গ্রাম্য এক পঞ্চায়েতী মোড়লের মত। পল্টনের মত খাড়া হ'য়ে সে চলে আর কথা বলে উন্নাসিক অবজ্ঞায়। পিয়োতর বোঝে যে ভাইপোর কথাবার্তায় বুদ্ধির জৌলুষ আছে কিন্তু তবু তাকে ভালো লাগে না।

জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে, কনুই উঁচু ক'রে পরামর্শদাতার মত মিরণ বলতে ভালোবাসত, 'ও সব ত দর্শন নয়, দরিশন। আমি তোমাকে

বলছি ভাই, ঐ সব চিন্তা আসে দুর্বলতা থেকে, কি ক'রে কি করতে হয় তা না জানা থেকে।'

আর্টামোনোবের মনে হয় গোরিৎসবেটবও বেশ বুদ্ধিমানের মত কথা বলে। গোরিৎসবেটব দেখতে ছোট। তার ছাত্রের কোটের তলায় সার্টের বোতাম খুলে ঝুলছে, মাথা উস্কোখুস্কো, ফোলা ফোলা চোখ দেখলে মনে হয় অনেকদিন ঘুমোয় নি। তার কালো ধারালো মুখ কুস্কুড়িতে বিকৃত। সমস্ত বাধা অগ্রাহ্য ক'রে, প্রচণ্ড হাত-পা নেড়ে সে চীৎকার ক'রে, মিরণকে আক্রমণ করে,

'তোমার লক্ষ্য সফল হবে। তোমার কারখানার বাঁশী শুনে তাড়াতাড়ি সূর্য উঠবে; তোমার কলের ডাকে বন আর জলা থেকে ধোঁয়াটে দিন উঠে আসবে। কিন্তু মানুষ জাতটাকে নিয়ে করবে কি শুনি?'

প্রথমে ভুরু উঁচিয়ে তারপরে ভ্রূকুটি করে মিরণ। চশমাটা ঠিক ক'রে নিয়ে, একটুও তাড়াতাড়ি না ক'রে, এইবার নিয়ে বিশবার সে নিরাবেগে বলে,

'ও হল দরিশন, চতুর্দশপদী কবিতা! ও হল জিভের নিরুদ্দেশ যাত্রা, কল্পনাবিলাস বুঝলে? জীবন মানে দ্বন্দ্ব; উচ্ছাস, হতাশ্বাস, এ সবের কোন স্থান নেই—এ সব হাস্যকর।'

কালো পায়রার মধ্যে এদের কথাগুলো যেন শাদা পায়রা। আর্টামোনোব ভাবে,

'এই ত জীবন। নতুন পাখী আসে নতুন গান নিয়ে।'

তাদের কথাবার্তার মোদ্দা কথাটা পিয়োতর ভাসা ভাসা বোঝে। ইয়াকবের দিকে তাকিয়ে দেখে সে ব্যঙ্গের হাসি ঢাকবার জন্যে পাৎলা গোঁফটুকু সযত্নে চোমরাচ্ছে। খুশী হয় পিয়োতর।

'তবে ইলিয়া কি বলত?' ভাবে পিয়োতর।

গোরিংসবেটব চেঁচায়,

'যখন তুমি মানুষকে আর জগৎকে লোহার শিকলে বাঁধো, যখন তুমি মানুষকে কর যন্ত্রের দাস...........'

মস্ত নাকখানা বাঁকিয়ে মিরণ উত্তর দেয়,

'এই যে মানুষটার জন্যে তুমি এত উতলা হচ্ছ সে আসলে হল কুঁড়ে আর অকর্মা। তার আর উদ্ধারের কোনো আসাই থাকবে না যদি সে না বোঝে এবং তাড়াতাড়ি যে, তার মুক্তি হল শিল্পপ্রসারের পথে।'

'এদের মধ্যে কে ঠিক? কার কথা ভালো?' পিয়োতর আর্টামোনোব অবাক হ'য়ে ভাবে।

গোরিংসবেটবকে তার ভাইপোর চেয়েও খারাপ লাগে। ওর ওপরে ঠিক বিশ্বাস আসে না; কেমন যেন ওপরটপকা চাল দেয়। ও যে এত চেঁচায় তার কারণই হল ওর যেন কিসে ভয় লাগে। মাতালের মতই ওর কোনো আদবকায়দার বালাই নেই। গৃহকর্তার আগেই ও খাবারের টেবিলে বসবে, কাঁটা-চামচ নিয়ে নাড়াচাড়া করবে, তাড়াতাড়ি অভদ্রের মত খাবে ঠোঁঠ পুড়িয়ে, এমন কি না চিবিয়েই গিলে ফেলবে। এ্যালেকসির মতই ওরও যেন কেমন লাফানে স্বভাব। একান্ত অপ্রয়োজনীয় কি যে ওর চরিত্রে রয়েছে—পিয়োতরের মনে হয় সেটা অত্যন্ত অকল্যাণকর। গোরিংসবেটবের রক্তবর্ণ চোখের কালো মণিগুলো যেন অন্ধ হ'য়ে চেয়ে থাকে। সম্ভাষণ করার জন্যে সে কখনও আর্টামোনোবের সঙ্গে কথা বলে না—উষ্ণ, খশখশে একখানা হাত রূঢ়ভাবে এগিয়ে দিয়েই আবার হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে নেয়। সবশুদ্ধ ও একটা অকর্মণ্য জীব। মিরণ যে ওর মধ্যে কি দেখতে পায় তা বোঝা ভার।

'কথা থামিয়ে খেয়ে নাও দেখি, ষ্টিয়োপা,' ওল্গা তাকে বলতেই সে বড় গলায় উত্তর দেয়,

'অত্যন্ত ক্ষতিকর মিথ্যা যখন প্রচার করা হচ্ছে তখন আমি খেতে পারি না।'

দুই ছাত্রের মধ্যে এই তর্ক এ্যালেকসি নিঃশব্দে, মনোযোগ দিয়ে শোনে দেখে পিয়োতরের বিস্ময় লাগে। কদাচিৎ এ্যালেকসি ছেলের সমর্থনে এক আধটা কথা যোগ করে,

'সে কথা ঠিক! যেখানে শক্তি সেইখানেই ক্ষমতা; আর শক্তি ত শিল্পপতিদের; অতএব...........'

চা–এর পর ওল্গা জানলার ধারে তার ছুঁচের কাজের ফ্রেম নিয়ে বসে; নিঃশব্দে, অতিশয় মনোযোগে পুঁতি দিয়ে ফুল তুলেই চলে—সে পুঁতির রং-এর কি বাহার। চোখের কোণ থেকে সুরু হ'য়ে লম্বা লম্বা রেখা এসে পড়েছে রগে, আর ভারী, রিম-লেস চশমার ভারে তার নাকের ডগা লাল। নিজের বাড়ীর চেয়ে ভাই-এর বাড়ীতে পিয়োতর বেশী স্বস্তি পায়। সেখানে সময়টা কাটে ভালো আর চাইলেই সেখানে এক গেলাস ভালো মদ পাওয়া যায়।

ইয়াকবের সঙ্গে বাড়ী ফিরে বাপ জিজ্ঞাসা করে,

'ওদের তর্কের কিছু বোঝ?'

ছেলে সংক্ষেপে উত্তর দেয়, হাঁ।'

পাছে ছেলে ভাবে সে বোঝে না এই ভয়ে পিয়োতর কঠিন কণ্ঠে ইয়াকবকে শুধোয়,

'ব্যাপার কি শুনি?'

ইয়াকবের উত্তর সব সময় সংক্ষেপ এবং অনিচ্ছুক হ'লেও বোঝা যায়। তার মতে মিরণের কথাটা হচ্ছে এই যে, রুষিয়াকেও ইউরোপের অন্যান্য দেশের মতই হ'তে হবে আর গোরিৎসবেটবের বিশ্বাস যে রুষিয়া নিজের এক বিশিষ্ট পথে চলবে। এ বিষয়ে তারও যে কিছু বলবার আছে

সে কথা ছেলেকে বোঝাবে ব'লে আর্টামোনোব মনে রেখাপাত করার জন্যে বলে,

'বিদেশীরা যদি আমাদের চেয়ে ভালো থাকত তাহলে আর এখানে এসে মাথা গলাবার চেষ্টা করত না।'

কিন্তু এ কথাটা ত এ্যালেকসির কাছ থেকে ধার করা। নিজের কথা একটাও মনে আসে না দেখে আর্টামোনোব বিরক্তিতে ভ্রূকুটি করে আর ছেলের উত্তরে সেই বিরক্তি কেমন ক'রে যেন আরও বেড়ে ওঠে.

'নিজেরা কত কাজের তা গলাবাজি ক'রে প্রচার না করলেও ত আমাদের চলে।'

আর্টামোনোব বিড় বিড় ক'রে ওঠে,

'বোধ হয় চলে।'

ছোটখাটো কারণে আজকাল আরও বেশী বেশী আহত হয় পিয়োতর আবার বিস্মিতও হয়। এগুলি সব তাকে যেন একপাশে সরিয়ে দেয়— সে কেবল দূর থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে আর ভাবে। তার চারিদিকে সব কিছুই অলক্ষ্যে পরিবর্তিত হচ্ছে, দ্রুতগতিতে। সব জায়গাতেই— কথায়, কাজে, কেমন একটা নতুন অস্থিরতা চোখে না প'ড়ে উপায় নেই। একদিন চা-এর সময় ওল্গা মন্তব্য করে,

'সত্য তখনই জানা যায় যখন হৃদয় থাকে পরিপূর্ণ, মন আর কিছুই পেতে চায় না।"

'তাই বটে,' পিয়োতর সায় দেয়।

কিন্তু মা-এর এই ভুল সংশোধন করতে গিয়ে মিরণের চশমার মধ্যে থেকেও যেন আগুণ বেরোয়,

'না তাকে সত্য বলে না—সে হল মৃত্যু। সত্য আছে কাজ করার মধ্যে, কর্মের মধ্যে।'

মোটা একখানা কাগজ পাট ক'রে বগলের তলায় নিয়ে মিরণ বেরিয়ে যেতে যেতে পিয়োতর ওল্গাকে বলে,

'ছেলে তোমার সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করে।'

'মোটেই না।'

'দেখছি করে!'

ওলগা বলে, 'ও আমার চেয়ে বেশী বুদ্ধি ধরে! আসলে আমি ত অশিক্ষিত আর সেইজন্যেই মাঝে মাঝে বোকার মত কথা ব'লে ফেলি। যাই হোক, আমাদের সন্তানেরা আমাদের চেয়ে অনেক বেশী চালাক চতুর।'

এই কথাটা আর্টামোনোবের পক্ষে বিশ্বাস করা অসম্ভব। খুক ক'রে হেসে সে বলে,

'তুমি যে বোকার মত কথা বল সে কথা সত্যি। বলি, আমাদের বাপ-পিতামহেরা আমাদের চেয়ে বেশী জানত কি না? তারা বলত শোনো নিঃ ছেলেরা যে দুঃখ দেয় মেয়েরা দেয় তার দ্বিগুণ, সে কি মিথ্যে কথা?

বাপ-মায়েদের চেয়ে ছেলেরা বেশী বোঝে এই কথায় বড় মর্মাহত হয়েছে পিয়োতর। ওলগা অবশ্য ইলিয়ার প্রতিই ইঙ্গিত করছে। পিয়োতর জানে এ্যালেকসি তাকে টাকা পাঠায় এবং মিরণ তাকে চিঠিপত্র লেখে নিজের অহমিকার মাথা খেয়ে সে জিজ্ঞাসা করতেও পারে না কোথাও ইলিয়া আছে অথবা তার কেমন দিন চলছে। তার মনটি বুঝেই, অহমিকায় কোনো আঘাত না দিয়ে ওলগা অতি কৌশলে পিয়োতরকে অযাচিতই সে খবরগুলি দেয়। তাই সে জানতে পেরেছে যে ইলিয়া এখন আর্ক-এঞ্জেলে আছে; সেখান থেকে সে বাইরে যাবে।

'যেখানে ভাল লাগে সেইখানে থাকুক। বুদ্ধি হ'লে বুঝবে কি ভুল করেছে।'

মাঝে মাঝে ইলিয়ার কথা ভাবতে ভাবতে তার একগুঁয়েমিতে পিয়োতরের অবাক লাগে। সকলেই এত বিজ্ঞ হয়ে উঠছে অথচ ইলিয়ার এত দেরী লাগছে কেন?

প্রায়ই ভাই-এর বাড়ীতে ভেরা পোপোভা আর তার মেয়ের সঙ্গে দেখা হয় এবং আগের মতই ভেরাকে সুন্দর, বিষণ্ণ শান্ত, একেবারেই নাগালের বাইরে ব'লে মনে হয়। কদাচিৎ ভেরা কথা বলে পিয়োতরের সঙ্গে আর যখনও বা বলে তখনও সেই রকম গলায় যে গলায় পিয়োতর নিজে, ইলিয়াকে অহেতুক শাস্তি দিচ্ছি মনে ক'রে, কথা বলত। ভেরার কথায় তার অস্বস্তি লাগে। মনে যখন শান্তি থাকে তখন পোপোভার মূর্তি স্মৃতিতে ভেসে ওঠে কিন্তু তাতে মনে বিস্ময়ের চেয়ে বেশী কিছু জাগে না। অদ্ভুত ত! একটা লোককে ভালো লাগল, সে তোমার মন জুড়ে রইল অথচ স্পষ্ট ক'রে বোঝাই গেল না কেন সে মন কাড়লে আর তার সঙ্গে কথা বলা এতই অসম্ভব। বোবা কালা হলেও ত কথা বলতে এত অসুবিধা হত না।

হাঁ, সবই বদলে যাচ্ছে। কারখানার শ্রমিকগুলো পর্য্যন্ত কেমন বে-একতার হয়ে উঠছে। তাদের রাগও যত বাড়ছে, ক্ষয়-কাশও তত বাড়ছে আর তাদের মেয়েছেলেগুলোও হয়ে উঠছে তেমনি মুখরা। বস্তিতে গোলমাল এত বেড়ে উঠেছে যে সন্ধ্যাবেলায় মনে হয় বুঝি নেকড়েতে খেয়োখেয়ি করছে, যেন পথের ওপরকার বালিগুলো পর্য্যন্ত রেগে খিটমিটিয়ে আছে।

মজুরদের এক নতুন ধরণের অস্থিরতা; তাদের ভবঘুরেমি বেড়েই চলেছে। জোয়ান জোয়ান ছেলেরা—তাদের কারও বিরুদ্ধেই কোনো অভিযোগ নেই—হঠাৎ এসে অফিসে ঢুকেই মাইনে চুকিয়ে দিতে বলে।

'যাচ্ছ কোথায়?' শুধোয় পিয়োতর।

'একটু ঘুরে-ঘারে দেখে আসি অন্য জায়গাগুলো।'

'কিসে কামড়াচ্ছে ওদের বল ত?' আর্টামোনোব ভাইকে জিজ্ঞাসা করে। এ্যালেকসি ঘাড় নেড়ে, খেঁকশেয়ালের মত চাপা হাসি হেসে বলে যে শ্রমিকদের মধ্যে সব জায়গাতেই এই রকম বিক্ষোভ।

'আমাদের এখানে ত বরং শান্ত আছে। যদি সেণ্ট পিটার্সবার্গে যাও ত………। আমাদের কি চাই জানো? নতুন ধরণের কর্মচারী, নতুন ধরণের মন্ত্রী।'

আর তারপরে যে সব কথা এ্যালেকসি ব'লে গেল সেগুলি এত উদ্ধত, এত হাস্যকর যে বড়জন তাকে মুখ ভার ক'রে বকুনি না দিয়ে পারলে না ঃ

'যত সব বাজে কথা। নিজেদের দুধে হাত পড়ছে ব'লে বনিয়াদী জমিদারেরাই ত জারকে সরিয়ে ক্ষমতায় বসতে চায়। আমাদের আবার ক্ষমতার কি দরকার? আমাদের টাকা ঠিকই এসে যাবে। ছুটির দিন বাবা পরত আলকাতরা দিয়ে কালি-করা বুট আর তুমি পরছ বিদেশী জুতো আর সিল্কের নেকটাই। আমাদের উচিত জারের কর্মঠ শ্রমিক হওয়া —অকর্মণ্য শূয়োর হওয়া নয়। জার হলেন কল্পবৃক্ষ—আমাদের ওপর সোণার ফল ফেলে দেন।'

এ্যালেকসি শোনে আর মুচকি হাসে, পিয়োতরের রাগ বাড়ায় আরও। পিয়োতর ভাবে আজকালকার লোকগুলো বড় বেশী মজামারা হ'য়ে উঠেছে। এই যে চেপে চেপে হাসার অভ্যাস এরা করেছে এটা এত অর্থহীন, এত বিরক্তিকর। আহা হা, বেঁচে থাক সেরাফিম ছুতোর। ওর মত অমন হাসিয়ে মন ভালো ক'রে দিতে কেউ পারবে না।

সেরাফিমের সঙ্গে খুব জমে উঠেছে আর্টামোনোবের। আবার তাকে মাঝে মাঝে এমন অবসাদে পেয়ে বসছে যে আগের মতই দুর্দমনীয় সুরা-পিপাসা জাগছে। সব সময়েই অপরিচিতেরা থাকে ব'লে এবং

বিশেষ ক'রে পোপোভাকে সে নিজের মত্ত অবস্থা দেখাতে চায় না ব'লে এ্যালেকসির বাড়ীতে বেশী খেতে পিয়োতরের লজ্জা লাগে। বাড়ীতে যখন তাকে এই অবসাদে পেয়ে বসে তখন নাতালিয়া ঘাড় নামিয়ে বিমর্ষ হয়ে বসে থাকে, আহত অভিমানে কোনো কথা বলে না। সে যদি চেঁচাত পিয়োতরও তাহলে ফিরে চেঁচাতে পারত। তা ত নয়। নাতালিয়া এমন ভাবখানা করে যেন তার কিছু খোয়া গিয়েছে। তখন তাকে দেখলে রাগের বদলে প্রায় করুণার মত ভাব জাগে মনে। তাই আর্টামোনোব সটকে পড়ে সেরাফিমের বাড়ী।

'একটু মদ খাওয়াও দেখি বুড়ো!'

অনুমোদনের ভঙ্গীতে হাসিখুশী ছুতোর মশাই হেসে হেসে বলে,

'এ ত স্বাভাবিক—গরমকালে রোদ্দুরের মত! আপনি ক্লান্ত—পরিশ্রান্ত। সেইজন্যেই ত একটু খেতে হবে! এই ব্যবসাটি চালানো ত চাট্টিখানি কথা নয়। মাটির ওপর ঠেলে-ওঠা ঢিবি ত নয়, একটা আস্ত হাতে-গড়া জিনিষ!'

প্রভুর জন্যে সে সব অসাধারণ রকমের মদ রাখত। গুপ্তস্থান থেকে নানারঙা বোতলগুলি বের করতে করতে সে অহঙ্কার ক'রে বলে,

'এ সব আমার নিজের প্রণালীতে এক পুরুতের যুবতী বিধবাকে দিয়ে তৈরী করানো। এই যে, এটা দেখুন একবার চেখে। বার্চের কুঁড়ির গন্ধ দেওয়া, একেবারে বসন্তের রসে ভর্তি। কেমন, ভালো?'

একখানা চেয়ার টেনে বসে, অভ্যাসমত 'শালগমের মদ' চুক চুক ক'রে খায় সেরাফিম আর ব'কে যায়,

'হ্যাঁ পুরুতের বউ সে—একেবারে হতভাগিনী। যাকেই সে ভালোবাসে সেই হয়ে দাঁড়ায় চোর। আর বেচারীর রক্ত এত গরম যে প্রেমিক ভিন্ন সে থাকতেই পারে না!'

'আঃ, ঐ রকম একটাকে মেলায় দেখেছিলাম,' বললে আর্টামোনোব।

সঙ্গে সঙ্গে সেরাফিম সায় দেয়, 'তা ত হবেই। ওখানে দেশের যত ভালো ভালো মাল জমে। সে আর আমি জানি না!'

সেরাফিম চিনত না, এমন জিনিষ নেই, এমন মানুষ নেই। মিলের কর্মচারীদের আর শ্রমিকদের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে রসিয়ে রসিয়ে গল্প বলত সেরাফিম আর প্রত্যেকের কথাই একই রকম স্নেহের সঙ্গে বর্ণনা ক'রে যেত। নিজের মেয়ের সম্বন্ধেও সে এমন ক'রে ব'লে যেত যেন ঝিনাইদা তার মেয়ে নয়, অপরিচিত কেউ।

'লটবহরটা থিতিয়ে বসেছে শেষ পর্যন্ত সেডবের সঙ্গে, ঐ যে ফিটার সেডব। বেশ আছে ওরা। আপনার কি মনে হয়, এ্যাঁ? প্রতি জীবটাই ঠিক নিজের আস্তানা খুঁজে নেয়।'

সেরাফিমের ছোট্ট পরিচ্ছন্ন ঘরখানাতে বেশ লাগে। সেখানে বাতাসে দেবদারু কাঠের কুচির আলকাতরার মত গন্ধ আর উষ্ণ আধো-অন্ধকারটুকু জানলার ওপরকার টিনের কুপির আলোয় নষ্ট হয় না মোটেই।

কয়েক পাত্র খাবার পরেই আর্টামোনোব এর ওর বিরুদ্ধে, সমস্ত মানুষের বিরুদ্ধেই অভিযোগ করে আর ছুতোর তাকে সান্ত্বনা দিতে থাকে ঃ

'আপনি অত ভাববেন না। যা কিছু সব ভালোর জন্যেই। মানুষ চলেছে কি না, সে ত থেমে নেই। এইটি কথাটি মনে রাখা দরকার! অনেক দিন ধ'রে মানুষ চুপটি ক'রে প'ড়েই ছিল, শুধু ভাবছিল আর ভাবছিল। এইবার সে উঠে দাঁড়িয়েই ছুটতে লেগেছে! আর ছুটবে নাই বা কেন? আপনি মোটে ভয় পাবেন না। শুধু মানুষে বিশ্বাস রাখুন! বলি নিজেকে ত বিশ্বাস করেন? না করেন না?'

পিয়োতর আর্টামোনোব নিঃশব্দে বিবেচনা করে প্রশ্নটি ঃ তার নিজের ওপরে আস্থা আছে কি নেই? কিন্তু সেরাফিমের মুখ বেজেই

চলে আর ঐ হাল্কা গলায় বলা কথাগুলে সান্ত্বনার সুর বাজিয়েই চলে ঃ

'কে ভালো আর কে মন্দ এ নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। কিছুরই যে ঠিক নেই। কাল যা ভাল ছিল আজ তা মন্দ। ও ভালো মন্দ সব আমার জানা হয়ে গিয়েছে পিয়োতর ইলিচ। আমার এই বয়েসে আমি দেখি নি কি! কখনও বলেছি—এইটে ভালো! তারপরেই সেটা আর নেই। আমি কিন্তু যেখানে ছিলাম সেইখানেই আছি। জিনিষটা ধূলোর মত উড়তেই আমিও পেছু নিয়েছি। আমি তবে কি? একটি মশা! ভীড়ে আমায় দেখা যায় না। কিন্তু আপনি.........'

অর্থপূর্ণ ইঙ্গিতে তর্জনী তুলে সেরাফিম চুপ ক'রে যায়।

তার কথায় আর্টামোনোব তুই রকমের আনন্দ পায়। একদিকে তার কথাগুলো সত্যিই আনন্দদায়ক, সান্ত্বনাদায়ক আবার অন্যদিকে আর্টামোনোবের বুঝতে বাকী থাকে না যে, বুড়ো মিথ্যে কথা বলছে, অভিনয় করছে—কোনো কথাই সে মন থেকে বলছে না ; শুধু অভ্যাস-মত সান্ত্বনার কথা বলে যাচ্ছে। এই সব বুঝেসুঝে আর্টামোনোব ভাবে,

'এই বদমায়েশটা কাজের আছে, নিকিটা ত কৈ এমন ক'রে সান্ত্বনা দিতে পারে না।

তখন পিয়োতরের মনে আসে কখন কোথায় সে কোন লোককে দেখেছে সান্ত্বনা দিতেঃ সার্কাসে বেহায়া মাগীদের, ভাঁড়েদের, বাঁশবাজি-ওয়ালাদের, যাত্নকরদের, পশু-বশকরাদের, গায়ক আর বাদকদের আর 'মানুষের বন্ধু' কৃষ্ণবর্ণ ষ্টিয়োপাকে। এদের সকলের সঙ্গেই এ্যালেকসির কেমন একটা মিল আছে। কিন্তু এদের কারও কোনও বৈশিষ্ট্য টাইখনের মধ্যে নেই, এমন কি; পলা মেনত্তির মধ্যেও নেই।

অর্ধমত্ত অবস্থায় সে সেরাফিমকে বলে;

'তুই বুড়ো শয়তান; মিথ্যে কথা বলছিস !

হাড়বেরকরা হাঁটুতে চাপড় মেরে ছুতোর যথাসম্ভব গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলে,

'না, মিথ্যে বলি নি। এক মিনিট ভেবে দেখুন দেখি; যদি আমি সত্যিটা না জানি ত মিথ্যে বলি কেমন ক'রে? আমি অকপটে বলছি আপনাকে সত্যি কি তা আমি জানি না। তাহলে আমি মথ্যে বলব কি করে?

'তাহলে কথা না ব'লে চুপ ক'রে থাক।'

তার ছোট্ট গোলাপী মুখখানায় হাসি ফুটিয়ে সে সাদরে বলে, 'আমি কি বোবা কালা না কি। আমি হলাম বুড়ো মানুষ। আর যে ক'টা দিন বাঁচি কটা দিন সত্যিটা আমার না জানলেই চলবে। সত্যি খুঁজে বেড়াবে ছেলে-ছোকরারা। তাই না ওরা নাকের ওপর চশমা পরে। ঐ যে চশমা পরা মিরণ-এ্যালেকসিয়েভিচ—উনি প্রত্যেক জিনিষের ভেতর-বার দেখতেপান—কোনটা কি আর কে কেমন।'

মিরণকে ছুতোর দেখতে পারে না দেখে আর্টামোনোব খুশী হয় আর সেরাফিম যখন তার একতারার ঘা দিয়ে বেয়াদবের মত গেয়ে ওঠে:

কাঠ-ঠোকরা থপথপিয়ে তাঁতঘরেতে ঢোকে
বাঁকা-ঠোঁঠে চশমা বাহার সে কি !
ভাবে সে যে বুদ্ধি আমার বড্ড বেশী চোখা
আর সকলেই খোকা এবং খুকী।

'কিয়া বাত !' চেঁচিয়ে ওঠে আর্টামোনোব সায় দিয়ে।

ইতিমধ্যে সেরাফিমও মাতাল হয়েছে। মাটিতে ছোট্ট পায়ে টোক্কর মেরে তাল দিয়ে সে গেয়ে ওঠে:

ওটা চিলও নয় বাজও নয়,
থাচ্ছে ধ'রে পাখীর ছানা ,
ও যে মোদের খোদার খাসি
এ্যালেকসি ইলিচ্ ছিঃ।

এটাও ভালো লাগে আর্টামোনোবের ; ফলে সেরাফিম ইয়াকবকে নিয়ে নির্লজ্জ গান বানায় ঃ

মেয়েগুলোকে এমন জোরে
যাশা মোদের বুকে ধরে
চোখের মাথা খেয়ে সে যে
নাকের ডগায় ধাক্কা মারে।

এমনিভাবে চলতে চলতে কোনো কোনো দিন ভোর হয়ে যায় ; তখন টাইখন বায়ালোব দরজায় এসে ধাক্কা মারে। মনিব ঘুমিয়ে পড়লে ডেকে তুলে উদাসীন গলায় ব'লে যায়,

'বাড়ী যাবার সময় হয়েছে। এখনই ভোঁ বাজবে আর সব কুলি-কামিনরা তোমাকে দেখতে পাবে। সেটা ভালো কথা নয়।'

আর্টামোনোব চেঁচিয়ে ওঠে,

'কি ভালো কথা নয় ? বলি মনিব এখানে আমি না আর কেউ !'

তবু কিন্তু সে টাইখনের কথা শুনে উঠে প'ড়ে ভারী দেহখানাকে নিয়ে হেলতে দুলতে বাড়ী গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে। কখনও কখনও সারা দিনই ঘুমোয় আর রাত্তির হ'লে ফের গিয়ে হাজির হয় সেরাফিমের ঘরে।

হাসিখুশী ছুতোরটা কাজ করতে করতে মারা পড়ল। ডাক্তার বাবুর কাণা সহকারীর যে ছেলেটা ডুবে মরল তার জন্যে শবাধার তৈরী করতে করতে সে হঠাৎ মেঝেতে প'ড়ে যায় ; আর ওঠে না। আর্টামোনোব ঠিক করে সে শবানুগমন করবে। গোরস্থানে পৌঁছে

দেখে শ্রমিকে শ্রমিকে জায়গাটা ভ'রে উঠেছে। শান্ত, নম্র গ্লেব হঠাৎ সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে পালানোর পর নতুন পুরুত এসেছে লাল-মাথা এ্যালেকজাণ্ডার। সে অত্যন্ত কঠোর ভাবে সৎকারের কাজ চালাতে থাকে। কারখানার ইস্কুলের মাষ্টার গ্রেকব যেন একটি তেল চুকচুকে হুলো বেড়াল। তারি প্রযোজনায় ছেলেরা চমৎকার গান গায়। ভীড়ের মাঝে দেখা যায় অনেক ছেলেছোকরা।

সৎকারে এত লোক জমায়েৎ হবার ব্যাখ্যা হিসেবে আর্টামোনোব নিজেকেই নিজে বলে, 'আজ রবিবার কিনা।'

ছোট্ট হাল্কা শবাধারটি বয়ে নিয়ে যাবার জন্যেও এগিয়ে আসে এই কমবয়সী তাঁতঘরের ছেলেরা। আরও গম্ভীর এবং আরও একটু বেশী সম্মান পায় যে সব শ্রমিকেরা তারা একটু দূরে দূরে থাকে। এই উপলক্ষ্যে বেমানান একটা চকচকে ব্লাউজ পরে ঝিনাইদা মুখ ভার ক'রে চলে শবাধারের পেছন পেছন—চোখে অবশ্য তার জল নেই। তার পাশে চওড়া-কাঁধ ফিটার সেডব—তার পরণে নিখুঁত বেশ। রাস্তায় একধার দিয়ে ভারী পায়ের চাপে বালি গুঁড়োতে গুঁড়োতে চলেছে টাইখন। আকাশে উজ্জ্বল রোদ; ছেলেদের গানের স্বর গভীরতর হ'য়ে উঠছে। সবশুদ্ধ মিশিয়ে এই সৎকারে বিষাদের নামগন্ধ নেই একেবারে। অদ্ভুত লাগে।

কপাল থেকে ঘাম মুছতে মুছতে আর্টামোনোব বলে, 'অনেকে এসেছে দেখছি।' টাইখন থেমে গিয়ে নিজের পায়ের বুড়ো আঙুলের দিকে তাকিয়ে একটু ভেবে উত্তর দেয়,

'ও সক্কলকেই হাসাত কি না। গানের কল যেন—হাতল ঘুরিয়ে দিলেই গেয়ে উঠত। এই এই রকম······'

টাইখন শূন্যে আঙুল দিয়ে একটি হাতল আঁকে।

'একজন বুড়োকে একবার দেখেছিলাম—একটা মেয়ে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াত আর গান গেয়ে লোকের মনের দুঃখ দূর করত।'

এমন কঠোর শ্রদ্ধাহীন চোখে টাইখন তাকায় যে দেখলে রাগ হয়। সে বললে,

'ও লোকের মাথা ঘুরিয়ে দিত। কাউকে অবশ্য কখনও আঘাত দেয় নি সেরাফিম, কিন্তু নিজের জীবনটাকে সৎপথে চালায় নি।'

মনিব ব্যঙ্গ ক'রে ওঠে, 'সৎ অসৎ—ঐ সবগুলো তোর মাথায় একেবারে মৌরশী পাট্টা করেছে—একেবারে তুলুনের মত খুঁটি গেড়ে বসেছে। দেখিস যেন আবার তুলুনের মত ক্ষেপে উঠিস না।'

মালীর দিক থেকে সোজা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আর্টামোনোব বাড়ী চ'লে যায়।

এখনও দুপুর হয় নি, তবু গরম খুব। পথের বালি আর আকাশ-বাতাসের নীলাভা সমানে তেতে উঠতে থাকে আর সন্ধ্যার দিকে সূর্য আকাশে টেনে তোলে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ। মেঘ ভেসে যায় পূব দিকে। বাতাস আরও ভারী হয়ে ওঠে। ফলের বাগানে কিছুক্ষণ পায়চারি ক'রে আর্টামোনোব ফটক দিয়ে বেরিয়ে যায়। ফটকের হাঁসকলে টাইখন আলকাতরা লাগাচ্ছিল। বসন্তের জলে মরচে প'ড়ে কেবলই ওগুলো কিচ্ কিচ করতে থাকে।

বেঞ্চিতে ব'সে প'ড়ে অলস গলায় আর্টামোনোব বলে, 'রবিবারে আবার কাজ করা কেন?' চোখের শুধু শাদাটা বের ক'রে টাইখন তার দিকে আড়চোখে চেয়ে নীচু গলায় বলে, 'সেরাফিম লোক ভালো ছিল না।'

'তার কোনখানটা খারাপ ছিল?'

উত্তরে যে কথাগুলো আর্টামোনোব শুনল সেগুলো যেন কালো কালো ভীমরুল ঃ

'বড় বেশী মন দিত সব কিছুতেই—সব কথা মনে ক'রে রাখত। যা দেখত সব তার মনে গাথা হ'য়ে যেত। কিন্তু অত দেখবার আছেটা কি ঃ কেবল বদমাইসি, ঠ্যাকার আর কুঁড়েমি। তাই সে ঐগুলির কথাই সকলকে ব'লে বেড়াত আর কেবল লোকের মনে জাগাত অশান্তি আর অসন্তোষ। ও সব আমি জানি।'

তখনও হাঁসকলের ওপর বুরুশ ঘষতে ঘষতে আরও তিক্ততার সঙ্গে টাইখন ব'লে গেল,

'লোকের মাথা থেকে স্মৃতিশক্তি চেঁছে বের ক'রে দেওয়া উচিত। ঐ হল যত নষ্টের গোড়া। এইরকম কেন হয় না ঃ এক পুরুষ বদমাইসি ক'রে জীবন কাটাল আর সেই পুরুষ ম'রে শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার সব বোকামি আর বদমাইসিও শেষ হয়ে গেল। নতুন এক পুরুষের জন্ম হল—তারা বাপ-পিতামহের পাপের কথা কিছুই জানল না, শুধু ভালোটুকু মনে রাখল। এই আমার কথাই ধর না। স্মৃতির জ্বালায় আমি জ্ব'লে মলাম। বুড়ো হয়েছি, শান্তি চাই আমি। এমন হলে আমি শান্তি পাব কোথায়? শান্তি মানেই ত ভুলে যাওয়া।'

আর কখনও এত ক্ষোভের সঙ্গে এত বেশী কথা টাইখন বলে নি। বোকার মত হলেও আজকের কথাগুলো যেন বিশেষভাবে খোঁচা দেয়। মালীর জট-পাকানো দাড়ি, পাণ্ডুর জলীয় চোখ, কঠিন রেখাঙ্কিত কপাল দেখতে দেখতে আর্টামোনোবের মনে হয় লোকটা দিন দিন আরও কুচ্ছিৎ হ'য়ে যাচ্ছে। জুতোর গোড়ালিতে যেমন গভীর কোঁচকানো দাগ হয় টাইখনের কপালের রেখাগুলি তেমনি গভীর।

বয়সের জন্যে এখন তার রগে রোম বিশেষ না থাকায় সে দুটো দেখতে হয়েছে ঝামার মত। আর নাকটি হয়েছে একেবারে ঝাঁঝরা।

'ওর ভীমরতি হয়েছে,' ভাবে আর্টামোনোব আর ভেবে খুশীও হয়। 'আবোল-তাবোল বকছে। ওকে দিয়ে আর কাজ করানো চলবে না, ছাড়িয়ে দিতে হবে। বেশ মোটা কিছু দিয়েই বিদায় দেব।'

এক হাতে আলকাতরার বালতি আর এক হাতে বুরুশ নিয়ে মনিবের কাছে এগিয়ে এসে টাইখন বুরুশ দিয়ে মাংসের মত লালচে রং-এর কারখানা বাড়ীর দিকে দেখিয়ে, ক্ষুব্ধ স্বরে বলে,

'ওরা কি বলাবলি করে তা আপনার শোনা উচিত—ঐ বাবু সেডব, কাণা মোরোজোব আর তার ভাই ঝাকার, আর ঝিনাইদাও। ওরা সোজাসুজি বলে: যে ব্যবসা তোমার জন্যে অপরে গ'ড়ে দেয় সে হল পাপের ব্যবসা। সে ব্যবসা উচ্ছন্নে যাওয়াই উচিত।'

ব্যঙ্গ করে মনিব উত্তর দেয়, 'শুনে মনে হচ্ছে কথাগুলো তোর কাছ থেকে ধার করেছে।'

'আমার কথা?' মাথা নেড়ে টাইখন অস্বীকার করে। 'না, ও সব কথা আমার নয়। আমার সঙ্গে ওদের কোনো সম্পর্ক নেই। প্রত্যেকেই যদি নিজের জন্যে খাটে তাহলে কোনো অশান্তিই হয় না, কোনো অন্যায়ও হয় না। কিন্তু ওরা বলে: এসব আমাদের তৈরী। আমরাই মনিব। আর আসলে এ সব কথা যে সত্যি, পিয়োতর ইলিচ! সবই ত ওদের তৈরী। তোমাকে ওরা জুতে দিলে ব্যবসায় আর তুমি তাকে টেনে তুললে কাদা থেকে বড় রাস্তার ওপর। আর এখন......'

আর্টামোনোব বেশ জাঁকিয়ে গলা ঝেড়ে উঠে পড়ে। পকেটের মধ্যে হাত দুটো পুরে, টাইখনের মাথার ওপর দিয়ে মেঘের দিকে

তাকিয়ে, দৃঢ়স্বরে বলতে শুরু করে, যদিও একটু অগোছালো ভাবেঃ

'শোনো। বুঝি আমি সব। আমার সঙ্গে তুমি এতদিন কাজ করলে। এখন বুড়ো হয়েছ। তোমার পক্ষে কঠিন হ'য়ে উঠছে.........'

স্পষ্টতই পিয়োতরের কথা না শুনে টাইখন বলতেই থাকে, 'আর এইসব কথার সেরাফিম প্রশ্রয় দিত।'

'শোনো, তোমার এখন বিশ্রাম নেবার সময় হয়েছে।'

'হাঁ, সে ত বটেই। সকলেরই সময় হয়েছে।'

'শোনো ; তোমার সঙ্গে কথা বলা শক্ত হয়ে উঠল দেখছি......'

চাকরিতে জবাব হওয়ায় টাইখন বায়ালোব বিস্মিত হয়েছে ব'লে মনে হল না। স্থির ভাবে সে নিম্নস্বরে বলে,

'বেশ, তাহলে......'

'তুমি অবশ্য মোটা টাকাই পাবে', আর্টামোনোব প্রতিশ্রুতি দেয় বটে কিন্তু টাইখনের এই স্থৈর্যে অবাক না হয়ে পারে না। ধূলোভরা জুতোয় আলকাতরা লাগাতে লাগাতে টাইখন চুপ ক'রেই থাকে। আর্টামোনোব তখন নিশ্চিত কণ্ঠেই বলে,

'তাহলে তুমি এস।'

'আচ্ছা বেশ,' উত্তর দেয় মালী।

নদীর ধারে একটু ঠাণ্ডা পাওয়া যাবে এই আশায় পিয়োতর নদীর ধারে গেল। দেবদারু গাছের তলায় যেখানে তার ইলিয়ার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল সেইখানে সেরাফিম বার্চ গাছের ডাল দিয়ে আর্টামোনোবের জন্যে একটি সিংহাসনের মতন আসন তৈরী ক'রে দিয়েছিল। এইখানে ব'সে সে কারখানার বাড়ী থেকে আরম্ভ ক'রে নিজের বাড়ী, প্রাঙ্গন, বস্তি, গির্জা, গোরস্থান সব দেখতে পেত। কারখানার

হাঁসপাতাল আর ইস্কুলের জানালাগুলি বরফের মত ঝকঝক করে। ব্যবসার অবিরাম জাল বুনে বুনে মাকুর মত এদিক ওদিক ক'রে বেড়াচ্ছে ছোট ছোট মানুষের মূর্তি। আরও ছোট ছোট মূর্তি বস্তির বালুময় রাস্তায় ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছে। বস্তির অনেক মেয়েছেলে শিশুদের জন্যে ছাগলের দুধ কেনে ব'লে, বহু পুরানো তাঁতি মোরোজোবের নাতি, ডাক্তারের কাণা সহকারী, কতকগুলো ছাগল পুষেছে। গির্জার বেড়ার কাছে ধূসরবর্ণ এ্যালডার গাছের মাঝে সেই ছাগলগুলোকে দেখাচ্ছে ঠিক খেলার পুতুলের মত। আর হাঁসপাতালের কাছে, চতুষ্কোণ, তৃণহীন বেড়া-দেওয়া জায়গাটায় আর একটা পাল চরছে—ছোট ছোট মানুষের মূর্তির পাল। শাদা টুপী আর হাঁসপাতালের হলদে জামায় এদের দেখাচ্ছে একদল পাগলের মত। কারখানার চারিদিকে অনেক পাখী এসে বাসা বেঁধেছে: পাতিকাক, দাঁড়কাক, চড়াই; দোয়েলগুলি ক্ষিপ্রবেগে এদিকে ওদিকে উড়ছে আর তাদের দেহের শাদা শাদা পাশগুলি রোদ্দুরে সাটিনের মত কোমল উজ্জ্বল দেখাচ্ছে; ধূসর-নীল পায়রাগুলি মাটিতে বেড়াচ্ছে সগর্বে। কারখানায় শনের গাঁট দিতে আসার পথে কৃষকেরা বাটারাক্কার ধারে যে পান্থনিবাসে একবার থামে সেই পান্থনিবাসের চারিদিকে পাখীদের ভীড় সবচেয়ে বেশী।

সম্প্রতি এ সবের কিছুই আর আর্টামোনোবের গর্ব, আনন্দ কিছুই জাগাতে পারে না, শুধু জাগায় খেদ। দুঃখু হবে না কেন? সে হল ব্যবসায়ে বড় অংশীদার আর তার কথা কি তার ভাই, ভাইপো তাদের ঐ এক পাল লোক—এরা একবারও ভাবে? ওরা শুধু তর্ক করে, চেঁচায় আর মেলাতে জিপসীদের মত অঙ্গভঙ্গী করে। এমন কি যখন কারখানার কথা হয় তখনও তার অস্তিত্ব ওরা একেবারেই ভুলে থাকে। যখন সে ওদের কিছু জোর ক'রে শোনাতে যায় তখন তারা

এমন মুখ ক'রে শোনে যেন সব কথাতেই সায় দিচ্ছে কিন্তু তারপরে প্রতিটি কাজে নিজেরা যেমন ভালো বোঝে তেমনি ক'রে যায়। এ জিনিষটা অনেক দিন থেকেই শুরু হয়েছে—সেই তখন থেকে যখন তার আপত্তি অগ্রাহ্য ক'রে ওরা কারখানার জন্যে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের যন্ত্র বসায়। পরে আর্টামোনোব একটুতেই বুঝতে পারে যে বৈদ্যুতিক শক্তি বেশী নিরাপদও বটে আর এতে খরচও কম কিন্তু অপমানের ক্ষোভ মনে র'য়েই যায়। ছোটখাটো আঘাত ত লেগেই আছে আর সেগুলি জ'মে জ'মে আরও বেশী বেদনাদায়ক হয়ে উঠছে।

সবচেয়ে বেয়াদব আর অস্বস্তিকর হল মিরণটা। তার ছাত্রাবস্থা কেটে গিয়েছে—সে আর এখন ছাত্রের পোষাক পরে না, পরে বিদেশী কাটের চামড়ার জ্যাকেট। মিরণের হলদে জুতো থেকে আরম্ভ ক'রে সোণা-বাঁধানো চশমা পর্য্যন্ত লম্বা দেহখানা যেন জ্বলজ্বল করতে থাকে। ভ্রূকুটি ক'রে চোখ কুঁচকে সে বলে,

'ও সব পুরানো হয়ে গিয়েছে জ্যাঠা। সময় যে বদলেছে।'

চাকরে যেমন কড়া মনিবকে ভয় করে মিরণও তেমনি সময় নষ্ট হওয়া ভয় করে ব'লে মনে হয়। কিন্তু ঐ একটি জিনিষকেই সে ভয় করে। আর সমস্ত ব্যাপারেই তার ঔদ্ধত্য সহ্যের সীমা অতিক্রম করে। একবার সে ব'লেই ফেলল :

'শোনো জ্যাঠা! তুমি আর তোমার মত লোকেদের দিয়ে আর রুশিয়ার চলবে না।'

বিস্ময়ে হতবাক আর্টামোনোব জিজ্ঞাসাটা পর্য্যন্ত করতে পারে নি, কেন? রেগে সে ত বাড়ী চলে গেলই, এমন কি সপ্তাহ কয়েক ভাই-এর বাড়ীও গেল না আর মিরণের সঙ্গে কারখানায় দেখা হ'লেও কথা বলল না।

ভেরা পোপোভার মেয়েকে মিরণ বিয়ে করবার মতলব করছে। মেয়েটি তার শুক্লকেশী, নিরাবেগ, মায়ের মতই দীর্ঘাঙ্গী ও তন্বী। অন্ত সকলের মতই এই মেয়েটিরও চেপে হাসার অস্বস্তিকর অভ্যাস। সে সমানে মাথা ঝাঁকায় আর বড় বড় চোখের অবারিত নির্লজ্জ দৃষ্টিতে সব কিছুর দিকে তাকিয়ে থাকে। সে চোখের দৃষ্টিতে যেন সব কিছুরই ওপর অবিশ্বাস। চাপা দাঁতের ফাঁক দিয়ে মাছির মত সে গুন্‌গুন্‌ করে আর ঠাটের সামনে দিবারাত্রি ব'সে ব'সে ক্যাম্বিসের ওপর এখানে ওখানে গাঢ় রং-এর পোঁচ দিয়ে ক্যাম্বিশটিকে মাটি করে। থুতনির নীচে ফিতে দিয়ে বাঁধা থাকা সত্ত্বেও তার মাথার টুপী পিঠের দিকে ঝুলেই থাকে, খড়ের রং-এর চুলে রোদ এসে লাগে। পোষাক পরিচ্ছদে কোনো পারিপাট্য নেই মেয়েটার ; স্কার্ট এত ছোট যে প্রায় হাঁটু পর্য্যন্ত পায়ের সবটাই দেখা যায়।

ঐ অকর্মা গোরিৎসবেটবটাও রাগ ধরিয়ে দেয়। সে হঠাৎ আসে হঠাৎ যায়, আবার আসে। স্থির সে একদণ্ড নয়। খেঁকী কুকুরের মত যেন লোকের ওপর লাফিয়ে পড়ে আর সব সময় ঐ এক কথাই চীৎকার করে,

'রুশিয়ার আত্মিক ঐশ্বর্যকে তোমরা আমেরিকার প্রাণহীনতায় পরিণত করবার চেষ্টা করছ, মানুষের জন্যে ফাঁদ পাতছ……'

এই চীৎকারের মধ্যে এক আধটা কথা মাঝে মাঝ আর্টামোনোবের কাছে সত্যি ব'লে ঠেকে ; অবশ্য বেশীর ভাগ সময়েই মনে হয় এই কথাগুলির সঙ্গে টাইখন বায়ালোবের নির্বোধ কথাবার্তার বেশ কিছু মিল আছে। কিন্তু চরিত্রের দিক থেকে কোনো দুটি লোক এত বেশী বিভিন্ন নয় যত এই বখাটে, চঞ্চল গোরিৎসবেটব আর উদাসীন, গুরুভার টাইখন। এলিজাবেটা পোপোভার দিকে তেড়ে গিয়ে গোরিৎসবেটব চেঁচিয়ে ওঠে,

'তোমার মত প্রাণ যার আছে সে কেন মুখ বুঁজে থাকে ?'

এলিজাবেথ মুচকি হাসে, অবশ্য শুধু তার ধূসর আবেগহীন চোখ দিয়ে; বাকী দেহ গর্বভরে নিশ্চল হ'য়েই থাকে। নতুন নতুন কথার আবির্ভাব ঘটে, এমন সব কথা যা আর্টামোনোব কোনো কালে শোনে নি, যার মানেও বোঝে না।

শ্যামর দিয়ে অতি যত্নে চশমা মুছতে মুছতে মিরণ বলে, 'বৈচিত্র্য-বাদের মরণ ঘড়-ঘড়ানি।'

এ্যালেকসি সমান মস্কো আর ঘর করেছে। ইয়াকব ক্রমান্বয়ে মুটিয়েই চলেছে; সে একটু ছাড়াছাড়া থাকে—কথা বলে কম কিন্তু যেটুকু বলে তা ভালোই কেন না তার কথায় মিরণ আর গোরিৎসবেটব দুজনেই সমান মাত্রায় চিরবিরিয়ে ওঠে। তাতারদের মত ঘন, লালচে, চতুষ্কোণ দাড়ি গজিয়েছে এবং দাড়ি গজানোর সঙ্গে সঙ্গে সে লোকের সঙ্গে মজাও মারতে শিখেছে বেশী। আর্টামোনোবের বেশ ভালো লাগে যখন তার ছেলে এই অস্থির লোকগুলোকে শুনিয়ে দেয়,

'এত তাড়াহুড়ো করলে কোন দিন ঘাড়-মুড় ভেঙে পড়ে মরবে। আর একটু কম জৌলুষ হ'লে ক্ষতিটা কি ?'

তাই এলিজাবেথ পোপোভা যখন মস্কো গিয়ে গোৎিসবেটবকে বিয়ে ক'রে বসল তখন আর্টামোনোব খুব খুশী হল আর ইয়াকবও যে হয়েছে তা তাকে দেখেই আর্টামোনোব বুঝতে পারে। মিরণ ত রেগে আগুণ আর সে রাগ সে চাপতে পারে না। স্ঁচোল দাড়ি পাকাতে থাকে মিরণ; তখন তাকে আর ব্যবসাদারের মত দেখায়ই না। সেই পাকানো দাড়ি থেকেই কথার সূত্র টেনে বের ক'রে স্পষ্টতঃই ভণ্ডামি ক'রে বলে,

'ষ্টেপান গোরিৎসবেটবেরা যে জাতের লোক সেই জাতটাই লুপ্ত হ'য়ে যাচ্ছে। ওদের মত অমন অকেজো লোক পৃথিবীতে কোথাও পাওয়া যাবে না।'

আগুনে আরও ঘি দেয় ইয়াকব,

'তবু সেই জাতেরই একজন তোমার পছন্দ-করা জিনিষটুকু নাকের ডগা দিয়ে নিয়ে গেল ত!'

কাঁধদুটো উঁচিয়ে মিরণ উত্তর দেয়,

'আমি ত রোমাণ্টিক নই।'

'কি? কি নও?' জিজ্ঞাসা করে আর্টামোনোব আর বিচারক যেমন ক'রে রায় দেয় তেমনি প্রতি কথাটি স্পষ্ট উচ্চারণ ক'রে মিরণ উত্তর দেয়,

'রোমাণ্টিক কথাটা যখন কেউই বোঝে না তখন তুমিও বুঝবে না জ্যাঠা। ওরা হল সৌন্দর্যের উপাসক, টাকের ওপর পরচুলোর মত; কিংবা ওদের সাবধানী বলতে পার—জুয়োচ্চোরের জাল দাড়ির মত।'

'আঃ হা, এবার খেয়েছ ত ল্যাজমোড়া,' উল্লসিত হ'য়ে বলে আর্টামোনোব।

এই যে অস্থির লোকগুলো ব্যবসাটার ওপর নিজেদের মুঠি দৃঢ়তর ক'রে চেপে তাকে ক্রমান্বয়ে একপাশে একেবারে নিঃসঙ্গতার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে, এদের হাতে অসংখ্য আঘাতগুলির কিছু কিছু প্রতিশোধের আনন্দ এমনি ক'রে আর্টামোনোব পায়। এই নিঃসঙ্গতার মধ্যেই আবার পিয়োতর আবিষ্কার করে, উদ্ভাবন করে একটু বিষণ্ণ আনন্দের উৎস। নির্জনতা তাকে এক নূতন আবছা-জানা চরিত্রের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দেয়—এক অন্য রকমের পিয়োতর আর্টামোনোব।

খাসা খাড়াখাড়ি লোক, জগতের কাছে শুধু দুর্ব্যবহারই পেয়ে এসেছে। জীবন তার সঙ্গে ব্যবহার করেছে সৎ মায়ের মত। তার জীবনের শুরু হল বাপের অনুগত চাকর হিসেবে। আর্টামোনোব প্রতিবাদ করতে জানত না। সুখের বদলে বাপ তার ওপর চাপিয়ে

দিল এক নির্বোধ প্রাণহীন বউ আর এক জটিল প্রকাণ্ড ব্যবসার ভার। বউ অবশ্য তাকে ভালোবাসে ; বিয়ের প্রথম বছরটা মন্দও কাটে নি ; কিন্তু এখন সে জানতে পেরেছে যে ঝিনাইদার মত চরিত্রহীন ববিন-চালানো মেয়েও প্রেমে বেশী রস-কষ দিতে জানে। আর মেলার সেই নিপুণ বিলাসিনীদের কথা ত না মনে করাই সব চেয়ে ভালো। তার বউ সারাজীবন কেবল ভয়ে ভয়েই কাটালে। প্রথমে তার ভয় ছিল এ্যালেকসিকে আর কেরোসিনের আলোকে ; এখন সে ভয় করে বৈদ্যুত আলোকে। আলো জ্ব'লে উঠলেই সে ভয়ে চমকে উঠে রামনাম করে। মেলায় এক দোকানে ফোনোগ্রাফ চলতেই নাতালিয়া তাকে একেবারে বিব্রত ক'রে তুলেছিল।

'উঃ, না, না ওটা কিনো না। কে জানে ওটা কোনো অকল্যাণ করবে কি না। ওর মধ্যে কার না কার প্রেতাত্মা ঢুকে আছে!'

আজকাল সে ভয় পায় মিরণকে, ডাক্তার ইয়াকবলেবকে আর নিজের মেয়ে তাতিয়ানাকে। বেধড়ক মোটা ঐ মেয়েটা সকাল থেকে রাত্রি পর্যান্ত শুধু খায়। শুধু ওর জন্যেই ওর ভাইটা প্রায় মরতে বসেছিল আর কি। ছোট ছেলেপিলেরা নাতালিয়াকে মোটে মানে না। ছেলে ইয়াকবকে বিয়ের কথা বললে সে ব্যঙ্গ ক'রে উত্তর দেয়,

'আরও কিছু খেয়ে নাও মা।'

না বুঝে সবিনয়ে মা উত্তর দেয়,

'আর বেশী ত আমি খাব না—'

তারপরে আবার খেতে সুরু করে নাতালিয়া।

বাপ বলে,

'মাকে নিয়ে মজা মারো কেন? বিয়ে করার কি তোমার সময় হয় নি না কি?'

ইয়াকব চটপট উত্তর দেয়, 'বিয়ে থা ক'রে সংসারী হবার সময় এটা নয়।„

বাপ রেগে জিজ্ঞাসা করে, 'বলি এই সময়টাকে তোমাদের এত ভয় কেন?' কিন্তু ছেলে শুধু ঘাড় ঝাঁকায়, কোনো উত্তর দেয় না।

আবার মাঝে মাঝে বলেও,

'তুমি বোঝ না বাবা।'

অবশ্য মোলায়েম ক'রে বলে। কিন্তু ছেলের চেয়ে বাপে কম বোঝে এ কখনও হয়? লোকে ত কই বলে না—কাল ভালো হবে; বরং বলে—সে সব দিন আর আসবে না। এই ভাবেই ত সকলে জীবন কাটায়।

বড় ছেলে, ইলিয়া, আদরের ধন, কোথায় চলে গেল, একেবারে মিলিয়ে গেল। তারি জন্যে এমন কাজ বাপ করেছে যা সে মনে করতে পর্য্যন্ত চায় না।

বড় মেয়ে এলেনা মস্ত মেয়েমানুষ—মস্ত পাছা আর চওড়া মুখ। টাকায় আর মাতাল স্বামীতে তাকে নষ্ট করলে। সে একেবারে বাইরের লোক হ'য়ে গিয়েছে। আঙুলে আংটি ভ'রে, ভালো সেজে সে কখনও একবার আসে দেখা দিতে। গা-ভরা গহনা বাজিয়ে, সোণার ফ্রেম বাঁধানো ডাণ্ডি দেওয়া চশমা ভোগ-ক্লান্ত চোখের সামনে তুলে ধ'রে আলস্যে বলে,

'এখানকার হাওয়াটা কি বিশ্রী! সারা বাড়ীটায় পচা গন্ধ উঠছে। একখানা নতুন বাড়ী তোমরা তৈরী করাও না কেন? তা ছাড়া, কারখানায় গা লাগিয়ে বাস করার কোনো মানে হয় না।'

হঠাৎ একদিন আর্টামোনোব শুনতে পেল এলেনা তার মাকে বলছে,

'দেখছি বাবা একটুও বদলায় নি। তোমার নিশ্চয়ই খুব একঘেয়ে লাগে! আমার দম্ভিটা মদ খায়, জুয়োও খেলে কিন্তু তার মধ্যে তবু একটু প্রাণ আছে।'

এলেনার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বাতিক মানুষকে অতিষ্ঠ ক'রে তোলে। চেয়ারে বসবার আগে পকেট থেকে হুস ক'রে রুমাল বের ক'রে চেয়ার খানা একবার ঝেড়ে নেবে; এত সুগন্ধ ব্যবহার করবে যে হাঁচি পাবে তার কাছে গেলে। এই বাড়ীর সব কিছুর প্রতিই তার এই অপমানকর, অশোভন বিরক্তিতে আর্টামোনোবের ইচ্ছে ক'রে বেশ ক'রে দু কথা শুনিয়ে দিতে। এলেনা বাড়ীতে থাকলে আর্টামোনোব ইচ্ছে ক'রে, জামার তলায় গেঞ্জি বের ক'রে আর রবারের চটি পায়ে দিয়ে, বাড়ীর মধ্যে ত বটেই, বাইরেও ঘুরে বেড়ায়। খেতে ব'সে আর্টামোনোব কচাম কচাম ক'রে চিবোয় আর হেউ হেউ ক'রে ঢেকুর তোলে। মেয়ে রেগে উঠে বলে,

'বাবা, তোমার হয়েছে কি?'

মেয়ের এই রাগটাই বাবা চাইছিল।

সে উত্তর দেয়, 'আমায় মাফ কর মার্জিত মহিলা। জানই ত আমি চাষা-ভুষো মানুষ।' আর তার পরে আরও জোরে জোরে চিবোতে আর ঢেকুর তুলতে থাকে।

বিদেশ থেকে ফিরেছে এলেনা। সন্ধ্যাবেলায় সে পরম আলস্যে; আঠালো গলায় মাকে যত রকমের বাজে গল্প শোনাতে থাকে: এক সহরের মেয়েরা নাকি সাবান আর বুরুশ দিয়ে বাড়ীর বাইরের দেয়াল পরিষ্কার করে; অন্য এক সহরে, কি শীত কি গ্রীষ্মে এত কুয়াশা যে দিবা রাত্রি আলো জ্বালিয়ে রেখেও কিছু দেখা যায় না; প্যারিসের সব দোকানে তৈরী পোষাক-আশাক বিক্রী হয় আর সেখানে এমন এক উঁচু

গম্বুজ আছে যে তার ওপর উঠলে সমুদ্রের ওপারের সহরগুলো পর্য্যন্ত দেখা যায়।

ছোট বোনের সঙ্গে এলেনা সর্বক্ষণ তর্ক, এমন কি ঝগড়া করে। তাতিয়ানা বড় হ'য়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে রোগা আর কালো হয়েছে; আর দেখতে ভালো নয় বলে সব সময় খিটখিটে। তাকে দেখলে কেন যেন গাঁয়ের গির্জার নিম্নতম কর্মচারী ব'লে মনে হয়—সে তার বিনুনী ছোট ব'লে, না বুক সমতল ব'লে, না নাক নীলচে ব'লে, তা বলা শক্ত। বোনের কাছে সহরে সে থাকে। যে কারণেই হোক ইস্কুল থেকে সে পাশ করতে পারেনি। ইঁদুরে তাতিয়ানার বড্ড ভয়। জারের ক্ষমতা যে সীমাবদ্ধ করা উচিত এ বিষয়ে মিরণের সঙ্গে তার মতের মিল হওয়ায় তাতিয়ানা সম্প্রতি সিগারেট ধরেছে। বাড়ী এলে সে মাকে ডাকে ঝি-এর মত ক'রে আর বাপের সঙ্গে দয়া ক'রে একটা কথা বলে কি না সন্দেহ। সারাদিন প'ড়ে প'ড়ে সন্ধ্যার দিকে সে গাড়ীতে ক'রে চ'লে যায় সহরে কাকার ওখানে আর ফিরে আসে সোণা দিয়ে দাত-বাঁধানো ডাক্তার ইয়াকবলেবের সঙ্গে। রাতে সে যখন জেগে জেগে কাটায় তখন কত অস্পষ্ট ভাবনাই না মনে আনাগোনা করে। মাঝে মাঝে উঠে সে চটি দিয়ে এত জোরে জোরে দেয়ালে মশা মারে যে পিস্তল ছোঁড়ার মত শব্দ হয়।

আর্টামোনোবের জগৎ-টুকু এত অপরিচিত, এত গোলমেলে হ'য়ে উঠেছে—এত অর্থহীন হ'য়ে উঠেছে যে অসহ্য লাগে। মিরণের উদ্ধত কথাবার্তা থেকে আরম্ভ ক'রে ইঞ্জিনের কয়লা ঝাড়ে যে ভাস্কা তার নির্বোধ গান গুলো পর্য্যন্ত সবই অসহ্য হ'য়ে উঠেছে। ভাস্কার উরুটা কে যেন মচকে দিয়েছে; তার মাথায় এক থোপনা উস্কোখুস্কো চুল; সে রাঁধুনীর সঙ্গে প্রেম করছে। প্রতি রবিবারে কি ছুটির দিন সে জানলার ধারে ঘুরঘুর করে আর ঝোলানো হার্মোনিয়াম বাজিয়ে, চোখ বুঁজে, গলা ফাটিয়ে গান করে,

'একটু শুধু বদ-অভ্যাস,
ওগো আমার তুমি,
খুপসুরৎ ঐ মুখখানি যে
দেখেই যাব আমি।
না দেখিলে প্রাণে মরি
যেমন না গিলিলে তাড়ি।

সেই কবে ওল্গা ইলিয়ার খবর দিয়েছে। অথচ আর্টামোনোবের এই নূতন সত্ত্বা, যে জগতের কাছে কেবলই মার খায়, সে দিন দিন আরও বেশী ক'রেই ইলিয়ার কথা ভাবে। খুব সম্ভব ইলিয়া নিজের একগুঁয়েমির ফল এতদিনে পেয়েছে! এ্যালেকসির বাড়ীতে তার প্রতি পরিবর্তিত মনোভাব থেকেই সেটা বোঝা যায়। দালানে কোট আর টুপী খুলে রেখে একদিন সন্ধ্যাবেলা আর্টামোনোব ঘরে ঢুকছে এমন সময় সদ্য মস্কৌ-প্রত্যাগত মিরণের গলা পেল,

'ইলিয়া হল সেই জাতীয় লোক যারা জীবনকে দেখে বই-এর পাতার মধ্যে দিয়ে ; ফলে গরু কি ঘোড়া তা ওদের মালুম হয় না।'

ভাইপোর এই প্রতিকূলতায় কিছুটা খুশী হ'য়ে আর্টামোনোব ভাবে, 'মিথ্যে কথা।'

এ্যালেকসি জিজ্ঞাসা করে,

'ও আর গোরিৎসবেটব কি একই পার্টির লোক ?'

'না ; ও আরও খারাপ,' মিরণ উত্তর দেয়!

এই সময়ে বসবার ঘরে ঢুকে আর্টামোনোব মনে মনে ওদের শাসায়,

'একটু সবুর কর। সে ফিরে এসে মজা দেখাবে তোমাদের।'

মিরণ তৎক্ষণাৎ মস্কৌ-এর পরিস্থিতি বর্ণনা করতে শুরু করে আর রেগে দোষারোপ করে সরকারের নির্বুদ্ধিতার ওপর। নাতালিয়া আর ইয়াকব এসে পৌঁছায়। মিরণ তখন তার পরিকল্পিত কাগজের কলের

কথা পাড়ে। বেশ কিছুদিন ধ'রেই এই কাগজের কল নিয়ে সকলকে সে উত্যক্ত ক'রে তুলেছে।

'আমাদের কত টাকা এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে প'ড়ে রয়েছে, জ্যাঠা। কোনো কাজেই লাগছে না,' বলতেই নাতালিয়ার কান পর্যন্ত লাল হয়ে ওঠে। সে তীক্ষ্ণস্বরে প্রতিবাদ করে,

'কোথায় চারিদিকে টাকা প'ড়ে রয়েছে?'

হঠাৎ আর্টামোনোব অবসাদের ভারে যেন ভেঙে পড়ে। কে যেন এমন একটা ঘরের দরজা একেবারে উন্মুক্ত ক'রে দিলে যে ঘরে সবই এত পরিচিত, এত একঘেয়ে যে সেখানে কিছু আছে ব'লেই মনে হয় না ঘন কুয়াশার মত তার চোখ-কান একেবারে অন্ধ ক'রে দিয়ে এই আকস্মিক দৈহিক অবসাদ যেন বাইরে থেকে এসে তাকে আক্রমণ করে। দেহ ক্লান্তিতে ডোবে আর মনে আসে অসুখ আর মৃত্যুর ভীতিপ্রদ সব চিন্তা।

'তোমাকে দেখলেই আমার গায়ে জ্বর আসে। তুমি কি আমায় শান্তি কখনও দেবে না?' শুধোয় আর্টামোনোব মিরণকে।

ইয়াকব গজর গজর করে,

'এমনিতেই গণ্ডগোলের অন্ত নেই।'

আর নাতালিয়া চেঁচাতে থাকে,

'এখনই ত চারিদিকে মজুরদের জ্বালায় বাড়ীর বার হবার উপায় নেই। মাতলামি, অসভ্যতা............'

জানলার কাছে স'রে গিয়ে আর্টামোনোব দেখে, ফলের বাগানে, আকাশ পানে মুখ তুলে টাইখন বায়ালোব ছোট্ট একটি মেয়েকে একটা আপেল গাছ দেখাচ্ছে।

'নবযুগের আদম ঈভকে আপেল গাছ দেখাচ্ছে,' ভাবে পিয়োতর আর্টামোনোব; সঙ্গে সঙ্গে তার অবসাদও যায় চ'লে। বাইরে থেকে এসে

চিন্তাগুলো ইঁদুর ছানার মত মনের অলিগলিতে ছুটোছুটি ক'রে বেড়ায়, খুশী হ'য়ে ওঠে আর্টামোনোবের মন। এই চিন্তাগুলো মোটে ভাবায় না— চকিতে আসে চকিতে চ'লে যায়। তাই এদের ভালো লাগে আর্টামোনোবের।

এদিকে টাইখনের ব্যাপারটা রয়েছে। টাইখন হঠাৎ ফিরে আসতেই এ্যালেকসি তাকে কাজে নিয়ে নেয়। নিষ্ঠুর আঘাত লাগে আর্টামানোবের মনে। নিকিটার মঠ থেকে অন্তর্ধানের খবর নিয়ে এক বছর পরে টাইখন ফিরে আসে। নিকিটা কোথায় গিয়েছে কেউ না জানলেও, আর্টামোনোবের বিশ্বাস, টাইখন নিশ্চয় জানে, শুধু লোককে ভাবিয়ে তুলতে চায় ব'লে কিছু প্রকাশ করছে না।

এই টাইখনকে নিয়ে, ভাই-এর সঙ্গে তার যথেষ্ট কথা-কথান্তর হ'য়ে গিয়েছে। এ্যালেকসির যুক্তিতেও জোর যথেষ্ট ঃ

'একটু মাথাটা খাটিয়ে ভাবো দেখি। লোকটা সারাজীবন আমাদের জন্যে খাটল আর এখন তুমি তাকে বিদেয় ক'রে দিচ্ছ। এটা তোমার করা উচিত ?'

পিয়োতরও জানে এটা উচিত নয় কিন্তু টাইখনকে সে যে সহ্য করতে পারে না। নাতালিয়াও বোধ হয় জীবনে এই প্রথম এ্যালেকসির পক্ষ নিয়ে কথা বললে এবং এমন দৃঢ়তার সঙ্গে যে আশ্চর্য লাগে,

'তুমি যা খুশী বলতে পার পিয়োতর ইলিচ কিন্তু আমি বলবই যে তোমার এটা অন্যায়।'

ওদ্বার সহায়তায় আর্টামোনোবের মতের ওরা পরিবর্তন করায় কিন্তু এতে জয় হয় আর্টামোনোবের মধ্যেকার সেই আহত মানুষটির,

'এই ত দেখলে ! তোমার কথার এখানে কোনই দাম নেই।'

আর্টামোনোবের ভিতরকার এই আহত মানুষটি ধীরে ধীরে বেশ শক্তি অর্জন ক'রে সামনের দিকে এগিয়ে আসছে। দেহখানাকে চড়াই ভেঙে

পাহাড়ের ওপর তুলে এনে, দেবদারু গাছের তলায় সেই আসনখানার ওপরে ব'সে এই আহত জীবটির কথা ভাবে আর্টামোনোব. সমস্ত হৃদয় দিয়ে একে করুণা করে। এত ভালো ভালো গুণ যার ছিল অথচ কেউ যাকে বুঝল না, আদর করল না সেই অসুখী মানুষটাকে নিজের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে ভালোও লাগে আবার কষ্টও হয়। রোদ্দুরে-ভরা দিনে ঐ জলাগুলোর ওপরে কোথা থেকে যেমন শাদা মেঘ এসে জমে তেমনি শূন্যের মধ্যে থেকে আর্টামোনোবের এই দ্বিতীয় সত্তাটি সহজেই রূপ পরিগ্রহ করে।

কারখানা আর তার চারিদিকে যতকিছু গ'ড়ে উঠেছে সব কিছুর দিকে তাকিয়ে সে ভাবে,

'এই বাজে জিনিষ গুলোকে বাদ দিয়েও জীবন সম্পূর্ণ অন্যরকম ভাবে যাপন করা যেত।'

সঙ্গে সঙ্গে মিল মালিক আর্টামোনোব উত্তর দেয়,

'এ ত টাইখনের মত কথা হল।'

'পুরুত গ্লেব, গোরিৎসবটেব, আরও অনেকে ত ঐ কথাই বলে। সত্যিই মানুষ যেন মাছির মত মাকড়সার জালে ধরা প'ড়ে হাঁচড়-পাঁচড় করছে।'

কল মালিক তখন উত্তর দেয়,

'বিনা পয়সায় ত কিছু পাবার আশা করতে পার না।'

মাঝে মাঝে, একজনের মধ্যে এই দুই সত্তার কলহ এমন উগ্র হ'য়ে ওঠে যে আহত সত্তাটি নির্মম হ'য়ে উঠে প্রায় চীৎকার ক'রে ওঠেঃ

'মনে নেই মেলায় যখন কর্ণের মত নিজের ছেলে বলি দেওয়ার কথা বলেছিলে তখন আসলে বলি দিয়েছিলে পাশকা নিকোনোবকে? মনে নেই? আর সেই কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলাম ব'লে তুমি আমাকে মদের বোতল ছুঁড়ে মেরেছিলে। গুঁড়িয়ে দিয়েছিলে তুমি আমাকে.

মেরে ফেলেছিলে ! আমাকেও তুমি বলি দিয়েছিলে। কার জন্যে শুনি ? নিকিটা যে শয়তানের কথা বলেছিল তার জন্যে ? বল না, তার জন্যে ? আঃ নির্বোধ ?'

এই উত্তপ্ত পর্যায়ে তর্ক পৌছালে কল মালিক আর্টামোনোব চোখ কুঁচকে কোনোরকমে লজ্জা আর ক্ষোভের অশ্রু ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টা করে তবু চোখের জল বাগ মানে না কিছুতেই। হাতের তালু দিয়ে গাল আর দাড়ি থেকে জল ঝেড়ে ফেলে, দুই হাতের তালু ঘ'ষে ঘ'ষে শুকনো ক'রে ফেলে ; সেই ফুলে-ওঠা রক্তিম তালুর দিকে এক দৃষ্টে তাকায় আর্টামোনোব আর সোজা বোতল থেকে বড় বড় ঢোকে ম্যাডিরা খেতে থাকে সমানে।

তবু, এত কাঁদানো সত্ত্বেও, এই আহত জীবটিকে আর্টামোনোবের না হ'লে চলে না ; একে সে স্বাগত জানায়। এই তার দ্বিতীয় সত্তাটি যেন বাষ্প-স্নানের ঘরে পরিচারকের মত—সে সাবানের ফেনায় ভরা কোমল উষ্ণ স্পঞ্জটি পিঠের ঠিক সেই জায়গাটিতে বসায় যেখানে নিজের হাত কিছুতেই যায় না !

হঠাৎ, সুদূর সাইবেরিয়ার ওপার থেকে এক বজ্রমুষ্টি আঘাত করে রুশিয়াকে।

চেয়ারের ওপর উঠ-বোস করতে করতে, খবরের কাগজখানা শূন্যে আস্ফালন ক'রে চীৎকার ক'রে এ্যালেকসি,

'দস্যু ! ডাকাত ! লুঠেড়া !' পাখীর নখের মত আঙুলের ভীতি-প্রদ চাপে কাগজখানা ধ'রে ওপরে তুলে, সে ছুঁড়ে মারে কথাগুলো,

'গুঁড়িয়ে দেব ওদের ! দেখিয়ে দেব মজা !'

অগ্নিকুণ্ডের পাশের উত্তপ্ত টালিতে হেলান দিয়ে, পকেটে হাত পুরে, সোণা-বাঁধানো-দাঁত ডাক্তার বলে,

'ওরা ত আমাদেরও মজা দেখিয়ে দিতে পারে।'

অবশ্য এই মস্ত, তামাটে চোখ লোকটা ব্যঙ্গ করছিল। যে বিষয়েই কথা হোক না কেন মজা ও মারবেই। তাস খেলায় হেরে গিয়ে ও যেরকম ঠোঁঠ বেঁকিয়ে কথা বলে, অসুখ কি মৃত্যু সম্বন্ধে বলতে গেলেও ঠিক তেমনিই ব্যঙ্গে হাসে। বিদেশে এসে বিদেশীদের বুঝতে না পেরে একজন যেমন বিব্রত হ'য়ে হাসে ডাক্তার ইয়াকবলেবও যেন তেমনি একজন ব'লে মনে হয় পিয়োতরের। আর্টামোনোবের ডাক্তারকে ভালো লাগে না; বিশ্বাসও নেই তার ওপর। দরকার হ'লে পিয়োতর বরং সহরের স্বল্পভাষী জার্মাণ ডাক্তারকে ডাকে।

অন্যমনস্কভাবে দাড়ি চোমড়াতে চোমড়াতে, সারসের মত গলা বাড়িয়ে দিয়ে ঘরে পায়চারি করে মিরণ। ভ্রূকুটি দেখে মনে হয় তার বুঝি মাথা ধরেছে। সকলকেই সে উপদেশ ঝাড়ে:

"ব্রিটিশের সঙ্গে এক জোটে এই কাজটা আরম্ভ করা উচিত ছিল।"

'কোন কাজটা?' বারে বারেই জিজ্ঞাসা করে আর্টামোনোব। কিন্তু তার করিৎকর্মা ভাই, কি চালাক-চতুর ভাইপো কেউই ভালো ক'রে বোঝাতে পারে না কেন এই যুদ্ধটা বাধল। এই সব-জান্তা, আত্ম-বিশ্বাসী লোকগুলোর এই ভীষণ ভয়ে বেশ মজা লাগে আর্টামোনোবের। এ্যালেকসিকে দেখলে ত হাসি পায়। তার ভাবখানা এমনি যেন সেই একমাত্র ব্যক্তি যে এই আকস্মিক যুদ্ধে বিপদে পড়েছে—এই যুদ্ধ যেন তার বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য সাধনের ব্যাঘাত ঘটিয়েছে।

এক ধর্মীয় শোভাযাত্রা সংগঠিত করা হয়। প্রথমে চলে জরীর পোষাক-পরা ভুঁড়ি-ওয়ালা পুরোহিতের দল—তাদের ভারী পায়ের তলায় দলিত হয় সদ্য-পড়া তুষারের আস্তরণ। তাদের পেছনে ঘন সারিবদ্ধ হ'য়ে চলে দাড়ি-ওয়ালা, ভড়ং-ওয়ালা, ভক্তিমান ব্যবসায়ীর দল। মাথার ওপর পৎপৎ করে নিশান আর মহাত্মাদের মূর্তিগুলি।

সহরের গির্জাগুলির সমস্ত গায়কের দল একত্র হ'য়ে একসঙ্গে, জোরগলায়, আবেগভরে গায়,

'রক্ষা মোদের কর কর্ণধার।'

প্রার্থনার কথাগুলো শোনায় দাবীর মত। গোল মুখ-গহ্বর থেকে কথাগুলো বাষ্পের উদ্গমের মত বেরিয়ে এসে গায়কদের ভুরু আর গোঁফের ওপর জ'মে যায় আর থিতিয়ে পড়ে নীরবে যারা সায় দিচ্ছে সেই ব্যবসায়ীদের দাড়ির ওপর। মেয়র বোরোপোনোবের বাবা গাড়ী তৈরী করত এককালে। বিশেষ জোর গলায় গেয়েই চলেছে বোরোপোনব—তার থামার নাম নেই। আর সকলের চেয়ে তার গলাই বেশী বেসুরো বাজছে। বোরোপোনোব লম্বা ; গাল দুটো লালচে আর চোখের রং ঝিণুকের বোতামের মত। বাপের সম্পত্তির সঙ্গে সে আর্টামোনোবদের প্রতি বাপের বিজাতীয় শত্রুতাও উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে।

এই সাত জন একসঙ্গে চলেছে ঃ এ্যালেকসি প্রথম আর তার বাহুতে ভর দিয়ে ওল্গা ; তারপর ইয়াকব আর তার মা এবং তাতিয়ানা ; ডাক্তারের সঙ্গে মিরণ ; আর সকলের পিছনে, নরম বুট জুতো প'রে, পিয়োতর আর্টামোনোব।

'একটা জাত চলেছে,' মিরণ বলে শান্ত গলায়।

'শক্তির মহড়া,' ডাক্তার বলে।

চশমা খুলে রুমাল দিয়ে মোছে মিরণ। ডাক্তার যোগ করে,

'ওদের দফা রফা হবে। দু দিন সবুর কর না।'

'কিন্তু এরা যে একেবারে খাজা। তাড়াতাড়ি যে ধরতে পারে না।'

'থাম!' ভাইপোকে বলে পিয়োতর আর্টামোনোব। মিরণ আড় চোখে তাকায় তার দিকে ; তারপর লম্বা নাকের হাড়ের ওপর দিয়ে আঙুল চালিয়ে চশমাটি ঠিক জায়গায় বসিয়ে দেয়।

তীব্র নাকি স্বরে 'মোদের' কথাটা উচ্চারণ ক'রে বোরোপোনোব উচ্চৈঃস্বরে দাবী করে 'রক্ষা মোদের কর কর্ণধার।' ঘাড় সোজা ক'রে পেছনের জনতার দিকে ফিরে কি কারণে উঁচু টুপীটা সে বারকয়েক আস্ফালন করে।

পমিয়ালোবের মেয়ের গলার জোরও আছে, গায়ও ভালো। চল্লিশ বছর বয়েস হ'লেও সে এখনও তাজা, গোলগাল, পীনস্তনী ; এর মধ্যেই সে তিনবার বিধবা হয়েছে। সহরে বেহায়া, নির্লজ্জ জীবন যাপনে তার খ্যাতিই প্রথম। পিয়োতর শুনতে পায় নাতালিয়াকে সে বলছে,

'তোমার বরটিকে যুদ্ধে পাঠিয়ে দাও না কেন ভাই? ওর যা চেহারা তাতে ওকে দেখলেই শত্রুপক্ষ ভয়ে পালাবে।'

ইয়াকবকে সে জিজ্ঞাসা করে,

'বলি, ধর্মছেলে, বিয়ে করছ না কেন? বেশ ত ডাগর হ'য়ে উঠেছ।'

মাথা নাড়ে আর্টামোনোব ; এই কথাগুলো কাণের মধ্যে ভোঁ ভোঁ ক'রে কাজের চিন্তাগুলোকে তার কেবলই বাধা দিতে থাকে। দল ছেড়ে সে একপাশ দিয়ে হাঁটতে থাকে ধীরে ধীরে। ঐ মানুষের স্রোত যাক এগিয়ে। সদ্যপড়া শাদা তুষারের ওপর দিয়ে এই কালো মানুষগুলো হেঁটেই চলেছে, হেঁটেই চলেছে—চোখে পার্থক্যটা এমন ক'রে লাগে। এত মানুষের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস শাদা বাষ্প হয়ে ওপরে উঠছে—যেন ফুটন্ত কেৎলী থেকে ভাপ উঠছে সমানে।

ইস্কুল থেকে মেয়েদের নিয়ে খালি মাথায়, কঠিন মুখে শোভাযাত্রার সঙ্গে ভেরা পোপোভাও চলেছে। তার কোমল শুভ্র চুলে তুষারের রেখা। যখন সে আর্টামোনোবের দিকে ফিরে ঘাড় নাড়ে তখন তার তুষার লাগা চোখের রোমরাজি কেঁপে কেঁপে ওঠে। আর্টামোনোবের পোপোভাকে দেখে দয়া হয়ঃ

'মেয়েটা বোকা। গরু চরাবার কাজ সেধে নিলে।'

ছোট ক'রে চুল-ছাঁটা মাথার একটা ঢেউ গড়িয়ে গেল সামনে দিয়ে—সহরের দুটি ইস্কুলের ছাত্রেরা। তারপর প্রাণহীন কলের মত একদল সৈন্ত যায় ভাব-বৈলক্ষণ্যহীন লেফ্‌টেনাণ্ট মাভ্‌রিনের তত্ত্বাবধানে। মাভ্‌রিনের কথা সকলের মুখে মুখে চলে কেন না শীত গ্রীষ্মে প্রত্যহ মাভ্‌রিন ওকায় স্নান করে আর সকলের জ্ঞাতসারেই সে পমিয়ালোবার টাকায় পমিয়ালোবার সঙ্গেই বাস ক'রে।

সুপুষ্ট রাজহংসীর মত দেমাকী চালে আসে পুলিশের কর্তা, নেস্তেরেংকো। তার গোঁফটি চৈনিক। তার রুগ্ন বৌ ভাই-এর হাত ধ'রে ধ'রে চলছে। ভাই হল ভূতপূর্ব মেয়রের ছেলে, তার চামড়ার ব্যবসার উত্তরাধিকারী ঝিতাইকিন। লোকে বলে যে ঝিতাইকিন মঠবাসিনীদের নিয়ে রঙ্গরস করলেও সাতশ' খানা বই পড়েছে আর জয়ঢাক বাজানোতে সে ওস্তাদ—সে না কি গোপনে গোপনে সৈন্যদলে বাজনা শেখায়।

চর্বিতে গড়াগড়ি দিতে দিতে, স্লেজে ক'রে যায় ষ্টেপান বার্কি, সঙ্গে স্কচ জামাই আর তেরছা-চোখী মেয়ে। এদের পরে সব সাধারণ, ছোটখাটো লোকের অবিরাম কালো স্রোত চলেছে ধিকিয়ে ধিকিয়ে: নিম্ন মধ্যবিত্তের দল, চামড়ার কারখানার শ্রমিকেরা, তাঁতিরা, গাড়ী তৈরী করে যারা তারা, আর সব শেষে আসছে ভিক্ষুকদের সঙ্গে কয়েকজন অবাঞ্ছিত বৃদ্ধা—এদের দেখলে অসংখ্য ইঁদুরের কথা মনে পড়ে। খোলা মাথাগুলির ওপর দিয়ে অলস গতিতে তুষারের ধারা চলেছে। দূর থেকে আসছে বোরোপোনোবের নাছোড়বান্দা দাবী:

'রক্ষা মোদের কর কর্ণধার!'

'এদের নিয়ে ভগবান কি করবেন? এদের দিয়ে কোন কাজ হবে তা ত আমি বুঝি না,' ভাবে আর্টামোনোব। সহরের লোকদের আর্টামোনোব

দেখতে পারে না ; তার কোনো আত্মীয়-স্বজনও নেই সহরে। সহরের সঙ্গে তার শুধু ব্যবসার সম্বন্ধ। সহরের লোকেরাও আবার ভাবে আর্টামোনোব বদমেজাজী, দেমাকী। তারাও পিয়োতরকে দেখতে পারে না। কিন্তু এ্যালেকসিকে তারা অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে। এ্যালেকসি সহরটিকে সুন্দর করতে চায়ঃ প্রধান রাস্তাটিকে সে পাকা করিয়ে দেয়, স্কোয়ারের চারিদিকে লিণ্ডেন গাছ পোঁতায় আর ওকার ধারে এক পার্ক তৈরী করায়। আর মিরণ, এমন কি ইয়াকবকে সহরের লোকেরা ভয় করে, ভাবে ওরা ভীষণ লোভী—যা দেখবে তাই নেবার জন্যই হাত বাড়াবে।

ধীর, মন্থর শোভাযাত্রাটি দেখতে দেখতে আর্টামোনোব ভ্রুকুটি করে। এত সব অচেনা মুখ ; আর এত রঙের এত চোখ তার দিকে তাকাচ্ছে আর সব গুলি চোখেই এক রকমের প্রতিকূলতা।

এ্যালেকসির বাড়ীর ফটকে টাইখন তাকে নমস্কার করে। আর্টামোনোব শুধোয়,

'তাহলে আমরা যুদ্ধ করছি, এঁ্যা, কি বল বুড়ো ?'

নীরবে, সেই পুরোনো পরিচিত ধরণে, টাইখন তার ভারী হাতখানা তুলে গাল ঘষে। এতদিন একসঙ্গে থাকলেও আজ এই প্রথম আর্টামোনোব টাইখনকে বিশ্বাস ক'রে একটা কথা জিজ্ঞাসা করল,

'তোমার কি রকম মনে হচ্ছে ?'

'ছেলেখেলা,' যেন এই প্রশ্নটাই সে আশা করছিল এমনি চটপট উত্তর দেয়।

আর্টামোনোব এমনি উত্তর দেয়, 'তোমার কাছে সবই ছেলেখেলা।'

'নিশ্চয়ই। আমরা কি শুনি—কুকুর ? আমরা কি জন্তু জানোয়ার ?'

হাল্কা, শুকনো তুষারের মাঝখান দিয়ে আর্টামোনোব হেঁটে চলে। এত ঘন হ'য়ে তুষার পড়তে শুরু করে যে অগ্রগামী ঐ শোভাযাত্রার কালো ভীড়, ছাদে এবং গাছের ওপর জ'মে ওঠা তুষার-স্তূপের মাঝে আর দৃষ্টিগোচর হয় না।

সেরাফিম ম'রে যাওয়ার পর আর্টামোনোব এখন স্বস্তি পাচ্ছে বিধবা মঠবাসিনী তাইসিয়া পারাক্লিতোবার ঘরে। তাইসিয়া হাড়-সার ছোট্ট মেয়েছেলে। বয়েস কত বলা শক্ত তবে দেখলে কিশোরী ব'লে মনে হয় আবার কালো ছাগীর সঙ্গেও তার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। সে চুপচাপ মানুষ ; আর্টামোনোব যা বলে তাতেই সায় দেয়।

'ঠিকই ত, ঠিকই ত। ঠিক বলেছ, প্রাণ,' বলে মেয়েছেলেটা।

অসংযত আগ্রহে পিয়োতর মদ খেয়ে চলে কিন্তু তাইসিয়ার এই অপূর্ব বিস্ময়কর পানীয়তেও তার বিশুষ্ক পেছনে-লাগা চিন্তাগুলো আরও তিক্ত আরও তীক্ষ্ণ হ'য়ে ওঠে—জীবনটাকে ঐ ডোবার ওপরকার সবুজ শ্যাওলায় যেন ঘৃণ্য ক'রে তোলে। কখনও বা সেই পচা জলের স্রোত ঘুর্ণির মত ঘুরে তার মাথা ঘুরিয়ে দেয় আবার তার পর মুহূর্তেই যেন তাকে খাড়া পাহাড়ের ওপর তুলে নীচের অতলস্পর্শ খাদে ফেলে দিতে চায়। দাঁতে দাঁতে চেপে, নিজের মধ্যে এই অন্ধকার দাপাদাপির দিকে চেয়ে বসে থাকে পিয়োতর, আর মাঝে মাঝে কাণ পেতে শুনবার চেষ্টা করে কোনো শব্দ হয় কিনা। তাইসিয়াকে চীৎকার ক'রে বলে,

'কিছু বলিস না কেন ? নতুন কি আছে ?'

পাহাড়িয়া ছাগলের মত ক্ষিপ্রগতি তাইসিয়া লাফিয়ে এসে বসে পিয়োতরের কোলে। মেয়েটা অদ্ভুত হালকা আর উষ্ণ। অদৃশ্য একখান বই-এর পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে সে প'ড়ে শোনায়,

'পমিয়ালোবা লেফটেনাণ্ট মাভ্রিনকে খেদিয়ে দিয়েছে। জুয়ো খেলায় সে আবার তিন শ' কুড়ি টাকা খুইয়েছে। এইবার সে মাভ্রিনের হাতচিঠিগুলো আদায় করবে। মাভ্রিন ওকে হাতচিঠি দেয় কি না। পুলিশের কত্তা, রোগ হ'য়েছে ব'লে বউকে আদপেই সহরে রাখে না। ওর-ও একজন মেয়েমানুষ আছে কি না।'

আর্টামোনোব বলে, 'যত সব যাচ্ছেতাই কথা।'

'যাচ্ছে তাই, কেন ভাই।'

সহরের যত কদর্য কথা নিয়ে সে বক বক ক'রে চলে আর আর্টামোনোবের মাথা ঘুলিয়ে যায়, চিন্তাগুলো নানান পথে চালিত হয়। সহরের ঐ বিরক্তিকর পাপীগুলোকে তার যে ভাল লাগে না তার যথেষ্ট কারণ ত এই সব খবরেই রয়েছে। সহরের লোকদের ওপর পিয়োতরের ঘৃণা আরও বাড়ে। পুরোনো চিন্তাগুলোর বদলে তার স্মৃতিতে জেগে ওঠে মেলার সেই দড়িছেঁড়া হুল্লোড়ের দৃশ্যগুলি! উন্মত্ত মানুষের সে কি ঠেলাঠেলি: তাদের মত্ত, অতৃপ্ত চোখগুলি লোভে যেন বেরিয়ে আসছে কোটর থেকে। তারা নোট পোড়াচ্ছে, যা খুশী তাই করছে, জৈব তাড়নার বেগে সব বাধা ভেঙে তছনছ ক'রে ফেলেছে। উগ্র কামনায় তারা উন্মুখ হ'য়ে উঠছে, কালো পটের ওপর শাঁখের মত শাদা, নির্লজ্জ, উলঙ্গ ঐ, ঐ মেয়েমানুষটার জন্যে.........

রঙ-বেরঙের মদ নিঃশব্দে খেয়ে চলে পিয়োতর আর চাট চিবোয় সেই সঙ্গে। তার মত্ত দেহের প্রতি শিরায় শিরায় সে অনুভব করে যে, এই জগতের শ্রেষ্ঠ ধন হল মেলার ঐ উচ্ছৃঙ্খল নারী যে টাকার জন্যে নিজের দেহ অনাবৃত ক'রে দেখায় আর যার জন্যে ধনী মানী লোকেরা নিজেদের অর্থ, স্বাস্থ্য, লজ্জা সব অকাতরে বিসর্জন দেয়। সে দেহের আকর্ষণ ভীতিপ্রদ। সেই নারীই যেন জগতের ভীষণ সত্য

তবু আর্টামোনোবের জন্যে রইল কি না কুচ্ছিৎ ছাগীটা, আর তারি কোলে ব'সে।

আর্টামোনোব গর্জন ক'রে ওঠে, 'কাপড় খুলে ফেলে নাচ্!'

জামার বোতাম নাড়াচাড়া করতে করতে মঠবাসিনী উত্তর দেয়, 'বাজনা না হ'লে নাচব কি ক'রে? নসকব, ঐ যে শিকার করে, তাকে আমাদের আসরে ডাকা উচিত। খাসা হার্মোনিয়াম বাজায়।'

এই রকম আমোদ-প্রমোদে অলক্ষ্যে দিন কেটে যায়। শুধু মাঝে মাঝে এই কর্দমাক্ত প্রবাহের মধ্যে এমন একটা ঘটনা ঘটে যা বোধের অগম্য। এক শীতের দিনে খবর এল যে সেণ্ট পিটার্সবার্গের শ্রমিকেরা প্রাসাদ ভেঙে জারকে মারবার চেষ্টা করেছে।

টাইখন ক্ষুব্ধস্বরে বলে,

'এইবারে দেখবে ওরা গির্জ্জা ভাঙতে আসবে। ভাঙবেই ত। মানুষের সহ্যের একটা সীমা আছে।'

গ্রীষ্মে খবর এল এক রুষীয় জাহাজ রুষীয় সমুদ্রে থেকেই তীরের সহরের ওপর গোলা ছুঁড়েছে। টাইখন বললে,

'বটেই ত। ওদের যে যুদ্ধ করা অভ্যাস আছে।'

আবার মহাত্মাদের মূর্তি নিয়ে শোভাযাত্রা হল আর বোরোপোনোব এক খশখশে বাদামী রঙের ফ্রক-কোট প'রে—জারের ছবি মাথার ওপরে উঁচু ক'রে ধ'রে দাবী করে,

'রক্ষা মোদের কর কর্ণধার!'

আগের বারের চেয়ে এবারে অবশ্য আরও রেগে আরও জোরে সে চেঁচায় কিন্তু তার আহ্বানের দীর্ঘায়িত স্বরবর্ণ গুলিতে কেমন যেন উদ্বেগের টান।

মাতাল খালি-মাথা ঝিতাইকিন লাল টাক নিয়ে তার চামড়ার কারখানার শ্রমিকদের সামনে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে। ঝিতাইকিনের হাতে একটা দো-নালা বন্দুক। সে একেবারে গলা ফাটিয়ে চীৎকার করছে :

'ঐ জু-গুলোর হাতে রুষিয়াকে তুলে দেব না! রুষিয়া কাদের? আমাদের!'

'আমাদের!' চীৎকার ক'রে ওঠে মত্ত চামড়া-শ্রমিকেরা। তাদের পুরোনো শত্রু তাঁতিদের দেখে চাম্‌ড়া-শ্রমিকেরা যুদ্ধং দেহি ব'লে লেগে গেল। ডাক্তার ইয়াকবলেবের জামা হল ধূলো মাখা আর বুড়ো ওষুধের দোকানওয়ালা পড়ল গিয়ে ওকার জলে। বুড়োর ছেলেকে সারা সহরে তাড়া ক'রে বেড়াল ঝিতাইকিন; এমন কি গুলিও ছুঁড়ল দু বার। সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হল বটে কিন্তু গুলি গিয়ে লাগল দর্জি ব্রাসকবের পিঠে।

কারখানার কাজ বন্ধ হল, কমবয়সী শ্রমিকেরা হাতের আস্তিন গুটিয়ে ছুটল সহর পানে। মিরণ কি অন্যান্য বিজ্ঞ লোকের কোনো কথা তারা শুনল না, কাণেও তুলল না মেয়েদের কান্না আর অনুনয়-বিনয়।

কারখানা শূন্য জনহীন, বাতাসের স্পর্শে যেন কুঁচকে যাচ্ছে। আর বাতাসও যেন বিদ্রোহ ক'রে শোঁ শোঁ শাঁ শাঁ ক'রে বয়ে দেয়ালে ছিটিয়ে দিচ্ছে বরফগলা জল আর এই মুহূর্তে চিমনিটাকে তুষারে ছেয়ে দিয়ে পরমুহূর্তে সব ধুয়ে পুঁছে দিচ্ছে।

জানালার কাছে ব'সে আর্টামোনোব আবেগহীন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ঐ সহরমুখো মেয়েপুরুষদের কালো কালো, পিঁপড়ের মত পথ-বেয়ে-চলা মূর্তিগুলির দিকে। কাঁচের ফাঁক দিয়ে পথ থেকে আওয়াজ আসে; মনে

হয় লোকগুলো খুশী আছে। ফটকের কাছে একদল শ্রমিকের মধ্যে ঝোলানো হার্মোনিয়মের কিঁ কিঁ আওয়াজের সঙ্গে খোঁড়া, কয়লা-ঝাড়া ভাস্‌কা ক্রোতোব গাইতে থাকে :

রুষদেশে ঠাঁই কম
তাই মোরা বেরুলাম
জাপানকে রুখতে !
যতবার তারা মারে
আমাদের মুখে গালে
দোলাইয়া দিই সবে
ফানুসের ঋষিকুল
তাহাদের মুখেতে।

বাতাসে ব'য়ে আনে সহরের চাপা কোলাহল। মনে হয় এক হ্রদ-ভরা জল এক বিরাট কেৎলির মধ্যে টগবগ ক'রে ফুটছে। কচুয়ানের আসনে ব'সে এ্যালেকসির গাড়ী চালিয়ে এল ডাক্তারের কাণা সহকারী মোরোজোব। গাড়ী ফটকের কাছে এসে মোড় ফিরল। শালে দেহ মুড়ে গাড়ী থেকে লাফিয়ে নামল ওল্গা। পায়ের ব্যথা ভুলে, ভয় পেয়ে আর্টামোনোব লাফিয়ে উঠে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল ওল্গার কাছে।

'কি হয়েছে ?'

এলোমেলো পালক মুরগীতে যেমন ক'রে ঝেড়ে নেয় তেমনি ক'রে গা ঝাড়া দিয়ে ওল্গা বলে,

'চামড়াকলের শ্রমিকেরা ! ওরা আমাদের কারখানার জানলা ভেঙে চুরমার ক'রে দিয়েছে।'

ওল্গাকে ভেতরে যাবার পথ দেয় আর্টামোনোব। তারপর একটু হেসে বিড় বিড় ক'রে ওঠে,

'ঐ দেখ! ওঁদের অত বাকচাতুরীর এই ফল। আমার ওপর তম্বি করলে ত হয় না। এখন নাও ঠেলা। জার........'

কিন্তু হঠাৎ ওল্গা এত জোরে এত রাগে চেঁচিয়ে ওঠে যে এমনটা পিয়োতর কখনও শুনেছে কি না সন্দেহ:

'ও কথা ছেড়ে দাও! তোমাদের ঐ জার? ওঁকে তুমি সাধু ভেবেছ? একেবারেই নয়!'

'তুমি দেখছি জারেদের সম্বন্ধে অনেক জানো,' বোকার মত বলে আর্টামোনোব আর তার হাত ওঠে কানের কাছে।

পরকে দোষ দিতে এত অনিচ্ছুক, সব সময়েই শান্ত এই চশমা-পরা ক্ষীণাঙ্গী প্রৌঢ়ার রাগ দেখে অবাক হ'য়ে যায় আর্টামোনোব। ওল্গার এই উচ্ছ্বাসে বিস্ময়কর আন্তরিকতা; অবশ্য এর মূল্য কিছু নেই— হাতীর পায়ের তলায় পড়া ইঁদুরের প্রতিবাদের মত। হাতী জানেও না এবং চায়ও না তাকে আঘাত করতে। কিন্তু গোদা পায়ের তলে ল্যাজটা পড়লে আর সে কি করবে। আর্টামোনোব আরাম কেদারায় ব'সে চিন্তায় মগ্ন হয়।

তার ছেলের সঙ্গে ঝগড়া হওয়ায় এবং তার সঙ্গে কোনোরকমে দেখা করতে না চাওয়ায়, ওল্গার সঙ্গে আর্টামোনোবের বেশ কিছুদিন হল দেখা সাক্ষাৎ নেই। সেটা হল গ্রীষ্মের শেষের দিকে, সেই যখন পিয়োতর পা ফুলে শয্যাশায়ী হয়েছিল। ঘামতে ঘামতে খুব কেতাদুরস্ত ধরণে বোরোপোনোব এসে, নীল ঠোঁঠ শব্দ ক'রে চাটতে চাটতে জারের কাছে এক তারবার্তায় আর্টামোনোবের সই চাইলে—বার্তার মর্ম হল এই যে জার যেন অটল থাকেন, কিছুতেই যেন ক্ষমতা হস্তান্তর না করেন। মেয়রের এই বাড়াবাড়িতে আর সাহসে আর্টামোনোবের অত্যন্ত আশ্চর্য লাগে কিন্তু সে এই ভেবে সই করে যে, এ্যালেকসি আর মিরণ চটবে এবং

বোরোপোনোব নির্ঘাত সেন্ট পিটার্সবার্গ থেকে বকুনি খাবে। যেখানে দরকার নেই সেখানে তার মাথা গলাতে যাবার কি দরকার? যত সব বড় মহলে ঐ ঠোঁঠ-মোটা হাঁদাটার নাক ঢোকানো দরকার।

বার্তাটা কোনো এক জায়গায় গুঁজে ফ্রককোটের বোতাম থুতনি পর্যন্ত এঁটে দেয় বোরোপোনোব। সে অভিযোগ করে এ্যালেকসি, মিরণ, ডাক্তার এবং আর সকলের নামে যারা ইহুদিদের দ্বারা প্ররোচিত হ'য়ে জারের বিরুদ্ধাচরণ করছে—এদের মধ্যে কেউ হয়ত না জেনে, কেউ বা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্যে। প্রায় খুশী হ'য়েই পিয়োতর এই সব অভিযোগ শুনে যাচ্ছিল আর মাথা নাড়ছিল। কিন্তু নীল-ঠোঁঠ বোরোপোনোব যখন ভেরার বিরুদ্ধে বিষ উদ্গীরণ করতে শুরু করে তখন কঠিন স্বরে বলে আর্টামোনোব,

'এ সবের সঙ্গে ভেরা নিকোলিয়েবনার কোনো সম্পর্ক নেই!'

'কি বলছেন আপনি? সম্পর্ক নেই মানে? আমরা নিশ্চিত জানি···'

'আপনারা কিছুই জানেন না।'

'আপনার কপালে বিপদ আছে দেখছি,' ব'লে ভয় দেখিয়ে বারোপোনোব চলে গেল।

আর সেইদিন সন্ধ্যা বেলাতেই ভাইপো মিরণ আর মেয়ে তাতিয়ানা তাকে আক্রমণ করল; তার বয়সের কথা একটুও না ভেবে খেঁকিয়ে এল তার দিকে,

সাদাসিধে মুখখানাতে চোখ দুটো পাগলের মত ঘুরোতে ঘুরোতে তাতিয়ানা চেঁচায় 'তুমি কি করছ বাবা?' ইয়াকব জানলার কাঁচে টোকা মারছে আর দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখে আর্টামোনোবের মনে হল যে, সেও বুঝি বাপের বিরুদ্ধে। মিরণ ব্যঙ্গভরে জিজ্ঞাসা করে,

'তার-বার্তায় কি লেখা আছে তুমি দেখেছিলে ?

'না, দেখি নি। না প'ড়ে দেখলেও আমি জানি তাতে কি লেখা ছিল। লেখা ছিল এই : ফোঁপরদালালদের মাথায় তুল' না !'

মিরণ আর তাতিয়ানা রাগে ফুটছে দেখলে আর্টামোনোবের বেশ লাগে ; কিন্তু ইয়াকবটা চুপ ক'রে আছে কেন ? ছেলের ব্যবসায় বুদ্ধিতে পিয়োতরের আস্থা ছিল ; তাই মনে হল হয়ত সে ছেলের স্বার্থে আঘাত দিয়েছে। তবু ইয়াকবকে সোজাসুজি এই তর্কের মধ্যে টেনে আনতে আর্টামোনোবের অহমিকায় লাগে। সে রাগে গরগর করতে করতে বিছানেতেই শুয়ে থাকে আর মিরণ, মস্ত নাক দুলিয়ে, জ্যাঠাকে খোঁচা দিতেই থাকে :

'এই কথাটা তুমি বুঝতে পার না ? জারের চারিদিকে ঘিরে রয়েছে একদল পাকা জোচ্চোর। তাদের জায়গায় সৎ লোকেদের বসাতে হবে ত।'

আর্টামোনোব জানে মিরণ নিজে এই রকম একজন সজ্জন হ'তে চান এবং মিরণকে রাজকীয় বিধান পরিষদের প্রার্থী করাবার জন্যে এ্যালেকসি মস্কৌতে ধরাধরি করতে গিয়েছিল। ভাবলে হাসিও পায় আবার ভয়ও লাগে যে সারসের মত লম্বা লম্বা পা ফেলে তার ঐ ভাইপোটা জারের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ এ্যালেকসি এসে ঘরে ঢোকে : তার সার্টের কলার খোলা, চুল এলোমেলো। ঢুকেই সে তড়বড় ক'রে আরম্ভ ক'রে দিলে,

'এ সব কি হচ্ছে কি, মাথাপেয়ালা নির্বোধ কোথাকার !'

আর্টামোনোব যেন এ্যালেকসির কেরাণী।

'উচ্ছন্নে যাও তুমি,' চেঁচিয়ে ওঠে আর্টামোনোব, 'কে শুনছে তোমার উপদেশ। বেরিয়ে যাও এখান থেকে—সব ক'টা বেরিয়ে যাও !'

নিজের এই ফেটে পড়ায় নিজেই অবাক হ'য়ে যায় আর্টামোনোব।

তারপর যখন ওল্লা অনুত্তেজিত কণ্ঠে সহরের গণ্ডগোলের খবর দেয় আর আর্টামোনোব এক কোণে ব'সে শোনে তখন এই একটুখানি আগের ঝগড়াতে কে যে ঠিক কথা বলেছে—সে না অন্যেরা—তাই সে বুঝবার চেষ্টা করে।

ওল্লার ছেলেমানুষী উত্তেজনা আর বিস্ময়ে গভীর উদ্বেগ বোধ করেছিল আর্টামোনোব। তবু এখন ত বেশ শান্তভাবেই কথা বলছে ওল্লা, এমন কি কণ্ঠস্বরে স্নেহের আভাস দিয়ে,

'আমাদের তাঁতিরা কত ভালো! তারা বোরোপোনোবের কারখানার শ্রমিকদের আর চামড়া-শ্রমিকদের তখনি তাড়িয়ে দিয়ে আবার বাড়ী পাহারা দেবার জন্যে র'য়ে গিয়েছে।'

অত্যন্ত সন্ত্রস্ত নাতালিয়া রেগে ঘ্যান ঘ্যান করে,

'তোমাদের বাড়ী থেকেই যত গণ্ডগোলের সৃষ্টি। ঠিক হয়েছে! সবের মূলে হচ্ছ তোমরা।'

একটা অভ্যস্ত অভিবাদন পর্যন্ত না ক'রে মিরণ ঘরে ঢুকে, লাফিয়ে এদিক ওদিক চলে আর ভয় দেখায়ঃ

'ঐ বোরোপোনোব আর ঝিতাইকিনেরা এই দাঙ্গা করতে শেখানোর ফল ভালো ক'রেই পাবে। এত সহজে নিষ্কৃতি তারা পাবে না। প্রতিক্রিয়া আসবেই। ইলিয়ার বন্ধুরা ত এমনিতেই যথেষ্ট বিদ্রোহের শিক্ষা দিচ্ছে; তার ওপর যদি আবার এই রকম শুরু হয়·········'

আর্টামোনোব কোন কথা বলে না।

বোরোপোনোবের সেই তার-বার্তা নিয়ে ঝগড়া হবার পর থেকে মিরণের প্রতি পিয়োতরের ঘৃণা যেন অসহ্য হয়ে উঠেছে। অথচ কারখানাটা সম্পূর্ণ এই লোকটার হাতে। ব্যবসা চালানোর

মধ্যে তার নিপুণতা আছে, আত্মবিশ্বাস আছে। এখানকার মজুরেরা তাকে সম্মানও করে, ভয়ও করে। আর সেই জন্যে সহরের মজুরদের চেয়ে এরা ব্যবহারে বেশী বিনয়ী।

ঘন তুষারের স্তূপে বাতাস চাপা পড়ল। সোজা নেমে আসছে তুষারের পুঞ্জ তীব্র বেগে, জানলা ঢেকে দিচ্ছে শাদা আবরণে; সামনে কারখানার উঠোন আর দেখা যায় না। আর্টামোনোবের সঙ্গে কেউ কথা বলছে না। সে বেশ বোঝে যে তার বউ ছাড়া আর সকলেই সব কিছুর জন্যে তাকেই দূষছে: এই গণ্ডগোলের জন্যে, এই খারাপ আবহাওয়ার জন্যে, এমন কি জারের এই অদ্ভুত আচরণের জন্যেও।

নাতালিয়া উদ্বেগে জিজ্ঞাসা করে, 'ঈয়াশা কোথায়, ইয়াশা?'

অসহ্য বিরক্তিতে মিরণ মুখ ভেঙিয়ে,, জ্যাঠাই-এর দিকে না তাকিয়েই বলে,

'কোথায় আর থাকবে? তার সেই সহরের মুরগীর খাঁচায় আছে।'

ভয়ে অস্পষ্ট উচ্চারণে নাতালিয়া বলে, 'কি? কোথায়?'

আর্টামোনোব ভাবে:

'আচ্ছা বোকা ত নাতালিয়াটা! ইরাকবের রক্ষিতার কথাটাও জানে না।'

হঠাৎ সে দৃঢ়কণ্ঠে ব'লে ওঠে,

'শোনো তোমরা। যার যেমন খুশী সে তেমনি চলতে পার। যেমন উচিত মনে কর তেমনি কর। আমি কিছু বুঝি না, সত্যিই কিছু বুঝি না। সত্যি বলছি। বুড়ো হয়েছি। আর..........আর এখানে সব পাপের রাজ্য। এত বছর চ'লে গেল আর আমি একেবারে কিছু বুঝলাম না।'

৪

ছাব্বিশ বছর বয়স হওয়ার আগে পর্যন্ত ইয়াকব আর্টামোনোব বেশ স্বচ্ছন্দ শান্তিময় জীবন কাটালে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বিশেষ কোনো অস্বস্তি তার জীবনে আসে নি। কিন্তু সময় সকল শান্তিপ্রিয় লোকের শত্রু। সে ইয়াকবকে হাতের পাঁচ করে এক জটিল, পাজি খেলা আরম্ভ করলে। এক এপ্রিলের রাত। অতি ধৈর্যশীল জনতাকে যে বিক্ষোভ আলোড়িত করেছিল, এ ঘটনা তার তিন বছর পরের।

অতি-পরিতৃপ্তির খুশীতে সোফায় শুয়ে শুয়ে ইয়াকব সিগারেট খাচ্ছে। এই মুহূর্তে তার মন একেবারে নিষ্কাম। এই অবস্থাটি ইয়াকবের সব চেয়ে ভালো লাগে—এমন কি তার মতে মনের এই খুশীটাই হল জীবনের একমাত্র এবং পরম কাম্য। মনের মত আহার এবং নারী-সম্ভোগের পরেও এই পরিতৃপ্তির ভাবটি একই রকম আনন্দদায়ক।

কফির পাত্রের তলায় স্পিরিট-ল্যাম্পের তীব্র বেগুনি শিখা। ঘরের মাঝখানে টেবিলের কাছে চিন্তান্বিত মুখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল মোটা-সোটা সুদর্শনা মেয়েটি। লাল আবরণীর মধ্যে দিয়ে আলো এসে পড়ায় তার নগ্ন বাহু আর ছেলেমানুষী মুখে লেগেছে ঘণ বাদামী রং। কালো আলু থালু চুল ঝুলে ঝুলে পড়েছে কাঁধে আর ঘাড়ে। সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থাতেই সে গায়ে একখানি সোণালি বোখারা শাল জড়িয়ে পা ঢুকিয়ে দিয়েছে সবুজ মরক্কো চামড়ার চটিতে। পলিনার মধ্যে কেমন একটা

অরুষীয় লঘুতা আছে। তার মুখখানি বেশ ছোট্ট, কিশোর বালকের মত আর ঠোঁঠ দুটি পুরন্ত ; প্রাণে ভরা চোখদুটি এক জোড়া চেরীর মত গোল। সম্পূর্ণ উপভোগ করার পরেও পলিনাকে এখনও লোভনীয় ব'লে মনে হচ্ছে ইয়াকবের। এতদিন যত মেয়ে আর মেয়েমানুষ দেখেছে ইয়াকব তাদের মধ্যে এর কাছে নিশ্চয়ই কেউ দাঁড়াতে পারে না। ঐ কতকগুলো বোকামি না থাকলে পলিনাকে একেবারে অতুলনীয় বলা যেতে পারত।

তামাকের ঘন ধোঁয়ার মধ্যে থেকে ইয়াকব বললে, 'এখন আমার কফি চাই না প্রিয়া।' তার দিকে না তাকিয়েই পলিনা বলে 'আর আমার ?'

ক্লান্তিতে হাঁই তুলে ইয়াকব বলে, 'তোমার কি চাই না চাই তার আমি কি জানি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সে উত্তর দেয়, 'জান না মানে ? নিশ্চয় জানো।' তারপর সে চালিয়ে দেয় মুখ। দুই এক মিনিট তার খোঁচা-দেওয়া কথাগুলো শুনে, উঠে ব'সে ইয়াকব সিগারেটের গোড়াটা ছুঁড়ে ফেলে মেঝেতে। তারপর জুতো পরতে পরতে সে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলে,

'মনের খুশীটা নষ্ট করে দেওয়ার তোমার যে এই কি বদ অভ্যাস। বেশ ভালো ক'রেই ত জানো যে বাবা না মারা যাওয়া পর্যন্ত আমার তোমাকে বিয়ে করার উপায় নেই।'

এই কথাটা বললেই, অন্যান্য সময়ের মত এখনও, পলিনা তার ওপর কটু কথার বৃষ্টি করতে থাকে ঃ

'ঐ ত তুমি চাও—শুধু ঐ খুশী। মাকড়শা কোথাকার। সে কি আমার জানতে বাকী আছে ? খুশীর জন্যে তুমি আমাকে, ঐ পুরোনো কাপড় যে কেনে সেই তাতারটার কাছেও বেচে দিতে পার। আত্মসম্মান বোধ ব'লে কি কোনো জিনিষ তোমার মধ্যে নেই !'

'মাকড়সা' কথাটা ইয়াকবের সব চেয়ে বেশী অসহ্য। ভালো লাগে যে সময়ে সে সময়ে পলিনা আর একটি মজার নামে ডাকে ইয়াকবকে। সেটি হল 'দিলখুশ।' ইয়াকব ভাবে আজকের দিনটায় অন্তত ও কি ঝগড়া না করলে পারত না। এই এক ঘণ্টা আগেই সে পলিনাকে একশ' রুবল দিয়েছে না।

টুপীটা মাথায় দিয়ে সে শান্তস্বরে মেয়েটাকে সাবধান করে,

'চেঁচালে কোনো লাভ হবে না।' তারপর হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে বলে, 'চললাম তাহলে!'

'শুয়োর একটা! সারা ঘরে আবার সিগারেটের টুকরো ছড়িয়ে গেল!'

রাস্তায় জোলো বাতাস দিচ্ছে। মেঘের মিছিলের ছায়া পড়ছে রাস্তায় আর রাস্তা আর ডোবা এক হ'য়ে যাচ্ছে কালো ছায়ায়। মাঝে মাঝে চাঁদের আলোয়, পাতলা বরফে ঢাকা ডোবাগুলো ব্রোঞ্জের মত চকচক করছে। সে বছর শীত যেন পণ করেছে কিছুতেই বসন্তকে আসতে দেবে না। এই একদিন আগেও ঘন তুষার পড়েছে।

বগলে ভারী ছড়িগাছটা গুঁজে, হাত দুখানা দুই পকেটে ঢুকিয়ে ইয়াকব ধীরে সুস্থে পথ অতিবাহন করে আর ভাবে যে লোকে কি অদ্ভুত বোকা হ'তে পারে। ঐ ছোট্ট একটুখানি পলিনা—কিসের তার অভাব। কোনো ভাবনা চিন্তা নেই; প্রতিমাসে একশ' রুবল হাত খরচা পেয়ে, খাসা খেয়ে-প'রে, উপহারের প্রাচুর্যের মধ্যে নিরাপদে বাস করছে সে। ইয়াকবও বোঝে যে তাকে পলিনার ভালো লাগে। এর পরে আবার চাই কি? বিয়ের দরকারটা ওর কিসের?

ইয়াকব সিদ্ধান্ত করে, 'আচারের বোতলে নেংটি ইঁদুর' ওটা। এই বচনটি ইয়াকবের প্রিয়—তার নিজেরই আবিষ্কার কি না। জীবনটা

ইয়াকবের কাছে সহজ জিনিষ। আমি যা দিতে পারি তার বেশী কিছু জীবন আমার কাছ থেকে চায় না। কেন না, শেষ পর্যন্ত গেলে ত ঐ একই সমস্যা সকলের —সকলেই একই লক্ষ্যে পৌছাতে চাচ্ছে। সেটি হল সম্পূর্ণ বিশ্রাম। কর্মব্যস্ত দিনটা রাত্রির প্রশান্তির ভূমিকা মাত্র। রাত্রির প্রশান্তিতে একটি নারীর অন্তরঙ্গতা আর তারপরে তার আদরে আদরে খুশীতে বিরক্তিতে এল গভীর ঘুম—স্বপ্নহীন ঘন নিদ্রা। এই হল সত্যিকারের প্রয়োজনীয় জিনিষ, আসল, খাঁটি জিনিষ। অন্য সকলে, প্রকাশ্যে হোক আর গোপনেই হোক, ইয়াকবের চেয়ে যে নিজেদের প্রাজ্ঞ ব'লে মনে করে সেইটেই তাদের পরম বোকামির লক্ষণ। তারা বাজে জিনিষের অবতারণা করে। এবং করে, বোধ হয় এক রকমের অন্ধতা ওদের পেয়ে বসে ব'লে ঃ প্রত্যেকেই অপরের থেকে নিজের নিজের পার্থক্য প্রমাণ করতে সচেষ্ট ; এই ভয়েই সারা হচ্ছে যে পাছে ভীড়ের কধ্যে সে হারিয়ে যায়, পাছে তার আমিত্বটুকু আর নজরে না পড়ে।

ইলিয়াটা একটা হাঁদা ; ইস্কুলে যখন পড়ছে তখনই বই প'ড়ে তার মাথা খারাপ আর এখন সাম্যবাদীদের পেছন পেছন ঘুরে বেড়াচ্ছে। ইয়াকবকে সে প্রায়ই অপদস্থ করত আর এখন সে নিজে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত। এই ত সেদিন ইয়াকব তাকে টাকা পাঠালে। মা নাতালিয়া অসহ্য বোকা—হাসি পায় তার বোকামিতে। আর বাবার ত কথাই নেই। আর্টামোনোবের বোকামি আরও অসহ্য, আরও দুরারোগ্য। বাবা একটা বুড়ো ভালুক। কারও সঙ্গে তার বনে না— যেমন নোংরা আর তেমনি মাতাল। খুড়ো এ্যালেকসিও হাস্যকর। সর্বদাই ব্যস্ত আর সব তাতেই নাক গলাচ্ছে। রাজ্য বিধানসভায় ঢুকবার জন্যে এখন ক'ষে খবরের কাগজ গিলছে, সকলের সঙ্গে ভণ্ডামি ক'রে মিষ্টিমুখে কথা বলছে আর কামাতুর বৃদ্ধা বেশ্যার মত কারখানার মজুরদের খোষামোদ করছে। আর সব চেয়ে জঘন্য হচ্ছে ঐ মস্তকান

কাঠ-ঠোকরা মিরণের প্রাণ-বের-করা বোকামি। মিরণের ধারণা, সারা রুষদেশে সেই একমাত্র মাথাওয়ালা ব্যক্তি। তাই তার লক্ষ্য ভবিষ্যতের মন্ত্রীত্বের গদির দিকে। কি করা উচিত আর সকলের কি রকম ধারায় ভাবা উচিত এ সম্বন্ধে নিজের মতামত সে বর্তমানে গোপন করার চেষ্টা করে না। সে ত সব স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছে কি না। সেও শ্রমিকদের সহানুভূতি অর্জন করার চেষ্টায় আছে। তাদের আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করছে, গ্রন্থাগার খুলছে—চোকল খাইয়ে নেকড়ে বশ করতে চাইছে আর কি।

শ্রমিকেরা বোনে সুন্দর কাপড় আর পরে ছেঁড়া তেনা ; বাস করে নোংরামি আর মাতলামির মধ্যে। এই শ্রমিকদেরও, সকলেরই, এক অদ্ভুত বোকামি। সে বোকামি আবার তারা গোপনও করে না, এতই বেয়াদবি। একটা খুদে চাষীর যে টুকু পেঁচোয়া বুদ্ধি আছে এদের তাও নেই। ইয়াকবের চিন্তায় শ্রমিকেরা সব চেয়ে বেশী জায়গা দখল ক'রে ব'সে আছে কেন না তাদের সঙ্গে ইয়াকবের রোজকার সম্পর্ক আর ছেলে বয়েস থেকেই তাদের বিরুদ্ধে ইয়াকবের মনে শত্রুতা ঘনিয়ে উঠেছে দিনের পর দিন। মেয়েছেলে নিয়ে অনেক তীব্র সঙ্ঘর্ষ শ্রমিকদের সঙ্গে তার হ'য়েছে। তার অনেক পুরোনো প্রতিদ্বন্দ্বী এখনও সেই সব রাগ পুষে রেখেছে। দাড়ি গজাবার আগেই দু বার অন্ধকারে পাটকেল খেয়েছে ইয়াকব। চীৎকার করতে করতে নাতালিয়াকে যখন ঘিরে ধরেছে মেয়েরা তখন দুর্নাম ঢাকবার জন্যে টাকা দিয়ে তাকে ঘটনা চাপা দিতে হয়েছে। নাতালিয়া তখন যেরকম চীৎকার ক'রে তাকে শুধরে সৎপথে আনবার চেষ্টা করেছে তাতে হাসি পেয়েছে ইয়াকবের :

'এ সব কি এ্যাঁ ? ঠিক যেন একটি রাস্তার ষাঁড় হ'য়ে উঠছিস। বিয়ে পর্যন্ত আর তর সইছে না ? তা নয় ত বাপু একটাকে নিয়েই থাক্।

কোন দিন তোর বাপের কাছে এসে বলবে আর বাপ তোকে দেবে খেদিয়ে, যেমন ইলিয়াকে দিয়েছে।'

এই দুই তিন বছরের ডামাডোলের মাঝখানে এমন কিছু ইয়াকব কারখানায় দেখতে পায় নি যাতে ভয় পাবার কোনো কারণ আছে। তবু মিরণের বকুনি আর খুড়ো এ্যালেকসির অস্বস্তির দীর্ঘশ্বাস আর খবরের কাগজগুলো তাকে শ্রমিক আন্দোলনের খবর এনে দেয় আর বিধান-পরিষদে শ্রমিক প্রতিনিধিদের বক্তৃতাগুলোও ঐ খবরের কাগজেই ছাপে। কাগজ ইয়াকব পড়তে চায় না তবু কমলি ছাড়ে না। খোলাখুলি আতঙ্ক ছড়ায় কাগজে আর ছড়িয়ে যেন ঈর্ষায় খুশী হয়। এই সবে শ্রমিকদের প্রতি ইয়াকবের শত্রুতা আরও বাড়ে। এত সত্ত্বেও ঐ ওদের ওপরেই ত ইয়াকবকে নির্ভর করতে হচ্ছে। তাতেই সে আরও ক্ষুব্ধ। তবু সে ভাবে যে, রসিকতা হাসি আর সামান্য সামান্য সুবিধা দেওয়ার আড়ালে সে নৈপুণ্যের সঙ্গেই এই শত্রুতা চাপা দিয়ে চলেছে। মোটের ওপর মন্দ চলছিল না, যদিও মাঝে মাঝে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে অদ্ভুত অস্বস্তি ভোগ সে করছিলই। ইয়াকবের মনে হয় যে, সে ইয়াকব আর্টামোনোব যেন এই লোকগুলোর অতিথি। এরা তার হ'য়ে খেটে দিচ্ছে বটে তবু সে সে যেন বড় বেশীদিন এদের আতিথ্য গ্রহণ করছে। গৃহস্বামীরা যেন উত্যক্ত হ'য়ে উঠেছে। তারা শুষ্ক নীরবতায় ইয়াকবকে লক্ষ্য করছে আর ভাবছে ঃ

'বলি বিদেয় হচ্ছ না কেন? অনেক দিন ত হ'য়ে গেল!'

এই রকম মুহূর্তে তার অস্পষ্ট ভয় জাগে প্রাণে—মনে হয় কারখানায় কি একটা ঘোঁয়াচ্ছে—গোপন, অদৃশ্য কিছু একটা। সেটা যেন বিশেষ ক'রে তারি সমূহ বিপদ ঘটাবে।

ইয়াকবের স্থির বিশ্বাস যে, মানুষ জীবটি সহজ আর সহজ জিনিষই ত ইয়াকবের প্রাণের কামনা। মানুষ নিজে নিজে কখনও অস্বস্তিকর চিন্তার সৃষ্টি করে না ; অস্বস্তির কোনো বীজ তার মধ্যে নিহিত নেই। এই বিষাক্ত ভাবনাগুলো আকাশে ঘোরে, মানুষের একেবারে বাইরে। আর সেইগুলো যখন তার মনে এসে বাসা বাঁধে তখনই মানুষকে বোঝা ভার হ'য়ে ওঠে, তখনি মানুষ অস্বস্তির কারণ ঘটায়। এই সব ভাবনার সঙ্গে পরিচয় না ঘটাই ভালো, এ সব ভাবনাকে বাড়তে না দেওয়াই ভালো। এ সব কথা সে নিজে একেবারে ভাবতে না চাইলেও অন্যের মধ্যে সেগুলি যে আছে তা ইয়াকব বোঝে। তবু এতে যে লোকগুলোর বোকামি কিছু কমে তা নয় ; বরং যা কিছু জীবনে স্পষ্ট আর সহজ, যা কিছু ইয়াকব ভালোবাসে সব কিছুকেই এই চিন্তাগুলো কেমন ঘুলিয়ে দেয়।

সকল পরিচিত লোকের মধ্যে টাইখন বায়ালোবকে তার সবচেয়ে বিজ্ঞ ব'লে মনে হয়। সে যেন কাজ করে অনুগ্রহ ক'রে আর লোকের সঙ্গে তার মেলামেশা এমন সহজ। টাইখনকে হিংসা করে ইয়াকব। টাইখন যখন বালিশে কাণ চেপে অথবা মাটিতে প'ড়ে ঘুমোয় তখনও মনে হয় ও কত বিজ্ঞ, কাণ পেতে কি যেন শুনছে।

ইয়াকব জিজ্ঞাসা করে,

'তুমি কখনও স্বপন দেখ ?'

'কি জন্যে দেখব ? আমি ত মেয়েছেলে নই,' জবাব দেয় টাইখন। ইয়াকব এই কথাগুলোর পেছনে একটা পরিপক্ক, দৃঢ় শক্তি অনুভব করে— এমন শক্তি যাকে টলানো যায় না।

খুড়োর বাড়ীতে কথাবার্ত্তা, তর্কাতর্কি শুনতে শুনতে ইয়াকবের মনে হয় এ সব মেয়েমানুষের স্বপ্ন। কথাটা মনে হতেই আবার তার হাসিও পায়।

ভাবনা জিনিষটা সহজে তার আসে না। আর যখন আসে তখন সে চলে ধীর গতিতে—যেন পিঠে একটা ভারী মোট বহন করে। মাথাটা ঝুলে পড়ে আর তার চোখ গিয়ে নিবদ্ধ হয় মাটির ওপর। সেদিন রাতে যখন পলিনার ওখান থেকে বেরোয় তখন সে চিন্তিত। সেইজন্যেই, একেবারে সামনে না এসে পড়া পর্য্যন্ত, অন্ধকারের মধ্যে থেকে উঠে আসা ঐ বেঁটে ধূসর মূর্তিটাকে সে দেখতেই পায় নি। মূর্তির একখানি বাহু মাথার উপরে আন্দোলিত হচ্ছে। ঝপ ক'রে নতজানু হয়ে, কোটের পকেট থেকে রিভলভার বের ক'রে আততায়ীর পা লক্ষ্য করে ছোঁড়ে ইয়াকব। শব্দটা হল ক্ষীণ এবং চাপা কিন্তু লোকটা লাফিয়ে পেছিয়ে গেল আর বেড়ায় ধাক্কা খেয়ে, গোঙাতে গোঙাতে মাটিতে প'ড়ে গেল।

এতক্ষণে ইয়াকব বোঝে যে সে ভয় পেয়েছে ; এত বেশী ভয় পেয়েছে যে চীৎকার করতে গিয়েও করতে পারে নি। হাত কাঁপছে ; উঠে দাঁড়াতে গিয়েও দাঁড়াতে পারছে না—পা দুটো কথা শুনছে না। দু' পা সামনেই আহত লোকটা যন্ত্রণায় এঁকছে বেঁকছে। সেও উঠবার চেষ্টা করছে। তার মাথা থেকে টুপীটা প'ড়ে গিয়ে একগুচ্ছ কোঁকড়া চুল দেখা যাচ্ছে।

রিভলভার তুলে, ভাঙা গলায় ইয়াকব ব'লে উঠে, 'শয়তান, মাথাটা উড়িয়ে দেব এখনি।' পাশ ফিরতে লোকটার চওড়া মুখখানা দৃষ্টিগোচর হয়। সে ঘড়ঘড় ক'রে বলে,

'সে ত ক'রেই ফেলেছ।'

চিনতে পেরে এত বিস্মিত হয় ইয়াকব যে সেও চাপা গলায় বলে,

"নস্কব! শালা, তুমি?"

ভয়টা তাড়াতাড়ি উবে গিয়ে প্রায় খুশীর মত লাগছে ইয়াকবের। এই খুশীটা শুধু আক্রমণ প্রতিহত করতে পেরেছে ব'লে নয়। আক্রমণকারী

যে কারখানার কোনো শ্রমিক নয়, বাইরের লোক, এই কারণেও সে খুশী। প্রথমে সে ভেবেছিল কারখানারই বুঝি কেউ হবে। নস্কব জীবিকা নির্বাহ করে শিকার ক'রে আর বিয়ে-সাদিতে বাজনা বাজিয়ে। সে পরিবারহীন, থাকে তাইসিয়া পারাক্লিতোবার কাছে। এই নৈশ আক্রমণের আগে নস্কবের সম্বন্ধে কেউ কোনোদিন সহরে কোনো বদনাম করে নি।

উঠে দাঁড়িয়ে ইয়াকব ব'লে যায়, "তাহলে এই তোমার মতলব ছিল ?"

পেছন ফিরে চারিদিকে একবার তাকিয়ে দেখে নেয় ইয়াকব। চারিদিক নিস্তব্ধ, শুধু বেড়ার পেছনে গাছের শাখাতে শাখাতে বাতাসের শব্দ।

হঠাৎ উঁচু গলায় নস্কব দাবী করে "কি জন্যে শুনি? আমি শুধু একটু মজা করছিলাম—তোমাকে ভয় দেখাচ্ছিলাম। আর তুমি কি না সোজা গুলি ক'রে বসলে। কাজটা খুব তারিফ করার মত হল না, বুঝলে। আমি নিজেই ত ভয় পেয়েছিলাম।

"তাই না কি, ভয় পেয়েছিলে ?" জয়ের আনন্দে ব্যঙ্গ করে ইয়াকব। "বেশ ত, উঠে পড়। চল থানায় যাওয়া যাক।"

"আমি উঠব কি ক'রে ? তুমি ত পায়ের দফা সেরে দিয়েছ।"

টুপীটা তুলে নিয়ে, তার মধ্যে তাকাতে তাকাতে নস্কব যোগ করে, "আর পুলিশকেও আমি ভয় করি না।"

"সেটা থানায় পৌঁছে দেখা যাবে। এখন এস দেখি !"

নস্কব আবার বলে, "তাতে আমার ভয় কিসের ? প্রথমতঃ তুমি প্রমাণ করবে কি ক'রে যে আমিই তোমার ওপর লাফিয়ে পড়েছি, তুমিই ভয় পেয়ে আমার ওপর লাফাও নি ?"

"ও। আর দ্বিতীয়তঃ কি," অবজ্ঞায় হেসে ইয়াকব জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু নস্কবের স্থৈর্য দেখে সে একটু বিস্মিতও হয়।

"দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে এই যে আমাকে তোমার দরকার।"

"বাজে কথা। ছেলে ভুলিও না।"

সঙ্গে সঙ্গে ইয়াকব রিভলভারটা সোজা শিকারীর মুখ বরাবর লক্ষ্য ক'রে চীৎকার ক'রে ওঠে,

"মাথার খুলিখানা উড়িয়ে দেব!"

মুখ তুলে তাকিয়ে আবার টুপীর মধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে বেশ অর্থপূর্ণ স্বরে বলে নস্কব :

"গণ্ডগোল করবার চেষ্টা কর না। তোমার পয়সা থাকতে পারে কিন্তু তাই ব'লে তুমি প্রমাণ কিছু করতে পার না। আমি ত বলছি আমি রসিকতা করছিলাম। আর তোমার বাপকে আমি জানি; কতবার তার সামনে আমি বাজিয়েছি।

টুপীটা মাথার ওপর ছুঁড়ে দিয়ে নীচু হ'য়ে ব'সে, দাঁতে দাঁতে চাপতে থাকে নস্কব আর তারই ফাঁক দিয়ে কি সব বকতে বকতে সে পায়জামার পা গুটিয়ে ওপরে তুলতে থাকে। তারপর পকেট থেকে একখানা রুমাল বের ক'রে হাঁটুর একটু ওপরে আঘাতটা বাঁধতে শুরু করে। কিন্তু ব'কে সে চলেই সর্বক্ষণ। ইয়াকবের সাহসটা কেমন ক'মে যায় নস্কবের এই অদ্ভুত ব্যবহারে। সে শোনেও না ডাকাতটা সমানে কি ব'লে যাচ্ছে।

যত তাড়াতাড়ি ঘটনাটা ভেবে নিচ্ছিল ইয়াকব এত তাড়াতাড়ি সে কোনোদিন ভাবে না। অবশ্য তার এখনি উচিত নস্কবকে বেড়ার কাছে ফেলে রেখে চৌকিদারকে ডেকে আনা এবং তারপর চৌকিদারের পাহারায় নস্কবকে রেখে থানায় এই রাহাজানির চেষ্টার খবর দেওয়া। তদন্ত শুরু হ'লেই নস্কব ঐ তাইসিয়ার সঙ্গে তার বাবার কেলেঙ্কারী সব ফাঁস ক'রে দিতে শুরু করবে। তা ছাড়া এই অঞ্চলে নস্কবের বন্ধু-বান্ধব গুণ্ডারাও থাকতে পারে। তারা প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করবে। তবু লোকটাকে একেবারে বেকসুর ছেড়ে দেওয়া........

শীত আরও বাড়ছে। রিভলভারের ওপর ইয়াকবের আঙুলগুলো টনটন করছে। থানা অনেকদূর আর তার ওপর এখন সেখানে সকলে ঘুমুচ্ছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিতে নিতে কিছুই স্থির করতে পারে না ইয়াকব; কেবল ক্ষুব্ধ হয় এই ভেবে যে কেন সে তখনই বদমাইসটাকে শেষ ক'রে দিল না। নস্কবের পা দুটো এত বাঁকা যে মনে হয় ও সারাজীবন একটা পিপেতে দুই পাশে পা দিয়ে ব'সে থেকেছে। কিন্তু হঠাৎ নস্কবের একেবারে আশাতীত এক কথায় ধাক্কা খায় ইয়াকবের চিন্তা। তখনও নিজের পা-খানার ব্যবস্থা করতে করতে নস্কব বলে,

'গোপন হলেও কথাটা তোমাকে বলি। এই বাইরের দিকে এইখানে যে আমি বাস করি সে তোমার ভালোর জন্যেই। তোমার কারখানার ঐ শ্রমিকগুলোর ওপর নজর রাখি। ঐ ওদেরই একজনকে ধরতে গিয়ে ভুল ক'রে তোমাকে ধরেছি।'

ইয়াকব বললে, 'শয়তান, কি বলতে চাস কি ?'

'তুমি না জানলেও ঐ তাইসিয়ার বাড়ীতে সাম্যবাদীরা সমানে জড়ো হচ্ছে আর বিদ্রোহের কথাবার্তা বলছে। যত সব বইপত্তর নিয়ে ওরা পড়াশুনো করে।'

নস্কবের প্রতি কথাটা বিশ্বাস করলেও ইয়াকব বিড়বিড় করে,

'মিথ্যে কথা! কারা! কারা জড়ো হচ্ছে ?'

'তা আমি তোমাকে বলতে পারব না। যখন ধরা পড়বে তখন দেখ।'

বেড়া ধ'রে উঠে দাঁড়িয়ে সে আবার বলে,

'তোমার ছড়ি গাছটা দাও। আমি এমনি হাঁটব কি ক'রে ?'

নীচু হয়ে ছড়িখানা তুলে শিকারীর হাতে দিয়ে, অস্বস্তিতে পেছন ফিরে তাকিয়ে নিম্নস্বরে ইয়াকব জিজ্ঞাসা করে,

'বেশ, তাহলে তুই কেন······তুই কেন আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লি ?'

'তোমার ওপর আমি ঝাঁপিয়ে পড়ি নি, ভুল করেছিলাম। আমি আর একজনের জন্যে ওৎ পেতে ছিলাম। যাক্ গে, এ ব্যাপারটা চাপা দেওয়াই ভালো। ভুল হয়েছিল আর কি। দিন কয়েকের মধ্যে বুঝতে পারবে আমি সত্যি কথাই বলছি। এখন পাখানা ত সারাতে হবে—কিছু টাকা দাও দেখি।'

তারপর বেড়া ধ'রে, ছড়িতে ভর দিয়ে, তার বাঁকা পায়ে ভর দিয়ে নস্কব ধীরে ধীরে সহরের প্রান্তে ঐ দীপহীন ঘরগুলোর দিকে এগুতে লাগল। সামনের ছায়াগুলোকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করতে করতে সে যেন পথ চলে। কয়েক পা গিয়ে সে থেমে গিয়ে সাবধানে ডাকে,

'ইয়াকব পেত্রোবিচ্!'

ইয়াকব তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতেই শিকারী বলে,

'এ সব ব্যাপার কেউ যেন ঘুণাক্ষরেও টের না পায়। কেন না······ মানে, বুঝতেই ত পারছ।'

নির্বাক, হতবুদ্ধি ইয়াকব সেইখানে দাঁড়িয়েই রইল আর নস্কব ছড়িখানা ঘুরিয়ে চ'লে গেল এগিয়ে। ঘটনাটার এত বিভিন্ন দিক রয়েছে আর সবগুলোই একসঙ্গে ভাবতে হচ্ছে। একটা কিছু সিদ্ধান্ত ত এখনই ক'রে ফেলতে হবে। চালে কিছু ভুল হয়নি ত? নিশ্চয়ই না। নস্কব যদি সাম্যবাদীগুলোর ওপর নজর রাখে তাহলে ওকে ত প্রয়োজন, মানে একান্তই প্রয়োজন। কিন্তু যদি সবটাই ও মিথ্যে ব'লে থাকে? যদি সময় নেবার জন্যে মিথ্যে কথা ব'লে পরে তার খোঁড়া পায়ের জন্যে প্রতিশোধের মতলব আঁটে? ইয়াকবকে অন্য লোক ব'লে ভুল করা আর তারপর তাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা—এ সব কথাগুলো ত

মিথ্যে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে মিথ্যে। ধর যদি শ্রমিকেরা ইয়াকবকে হত্যা করবার জন্যে নস্কবকে টাকা খাইয়ে থাকে। শ্রমিকদের মধ্যে অবশ্য অনেক গুণ্ডা, অনেক বদমায়েস আছে এ কথা ঠিক। কিন্তু ওদের মধ্যে আবার সাম্যবাদী! বিশ্বাস করা শক্ত। শ্রমিকদের মধ্যে সব চেয়ে সম্ভ্রান্ত সেডব, ক্রিকুনব, ম্যাসলব এবং আরও কয়েকজন নিজেরাই সম্প্রতি একজন গুণ্ডা প্রকৃতির শ্রমিকের বরখাস্তের দাবী করেছিল। সেই শ্রমিকটাকে অবশ্য ভালো করার কোনো আশাই ছিল না। তাহলে নস্কব নির্ঘাত মিথ্যা কথা বলছিল—একেবারে নিশ্চয়। মিরণকে কি বলা উচিত?

মিরণকে নস্কবের ব্যাপারটা বললে ফলাফল কি হবে তা ইয়াকব কল্পনা করতে পারে না। কিন্তু এ কথা ঠিক যে মিরণকে বললেই সে প্রতিটি কথা খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করবে, একেবারে যাকে বলে বিচারকের মত; আর তারপরে একটা না একটা খুঁৎ ধ'রে তাকে দূষবেই। আর যাই কিছু সে করুক মিরণ মজা মারবেই। নস্কব গোয়েন্দা হ'লে মিরণ সে কথাটা নিশ্চয়ই জানে। তা ছাড়া ঐ সমস্যাটা ত র'য়েই গেল—কে ভুল করল, ইয়াকব না নস্কব?

নস্কব বলেছিল,

'আমি যে সত্যি কথা বলছি তা তুমি শীগগিরই বুঝতে পারবে।'

অন্ধকারে শিকারী মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ইয়াকব। সব কিছুই বেশ সহজ সুবোধ্য ছিল: নস্কব সোজাসুজি রাহাজানি করবার জন্যে তাকে আক্রমণ করেছিল আর ইয়াকব তাকে লক্ষ্য ক'রে গুলি ছুঁড়েছিল। কিন্তু তার পরে যা ঘটল তা যেন দুঃস্বপ্নের মত জটিল। বেড়ার ধার ঘেঁষে নস্কবের যাওয়ার ধরণটাও কেমন একটু অসাধারণ আর যে ঘন অসমান ছায়াগুলো তার পেছন পেছন চলেছে সেগুলোও কেমন অসাধারণ।

ছায়া যে কারও পেছনে এমন কষ্টে নিজেকে টেনে টেনে নিয়ে চলে এ ইয়াকব আগে কখনও দেখে নি।

চিন্তায় বিপর্যস্ত ইয়াকব মুখ বন্ধ ক'রে রাখাই স্থির করিল কিন্তু নস্তবকে মন থেকে দূর না করতে পেরে অসুস্থ, বিমর্ষ হয়ে উঠল। দুপুর বেলায় খাওয়ার ছুটির সময় শ্রমিকেরা যখন হুড় হুড় ক'রে কারখানা থেকে বেরোয় তখন ইয়াকব তার অফিসের জানলা থেকে নজর করে আর বুঝবার চেষ্টা করে এদের মধ্যে কারা সাম্যবাদী। কালি-মাখা-মুখ ভাস্কা নিশ্চয়ই নয়। ভাস্কা সেই খোঁড়া ইঞ্জিনের কয়লা-ঝাড়ুনে—সেরাফিমের কাছ থেকে সে খাসা মজার মজার ছড়া বানাতে শিখেছে।

কয়েক দিন পরে বনের পথ দিয়ে একটা অবাধ্য ঘোড়াকে ছোটাতে ছোটাতে গোয়েন্দা বিভাগের নেস্তেরেঙ্কো যখন যাচ্ছিল তখন তার সঙ্গে ইয়াকবের দেখা। নেস্তেরেঙ্কোর পরণে সুইডিশ জ্যাকেট আর পায়ে হাঁটু-পর্যন্ত তোলা বুট জুতো; কাঁধে বন্দুক আর এক পাশে ঝুলছে ব্যাগ-ভর্তি শিকার-করা জীব জন্তু। বনের ধারে, রাস্তার দিকে পেছন ফিরে, দুই হাতের ফাঁকে দেশলাই-এর আগুণ বাঁচিয়ে নেস্তেরেঙ্কো সিগারেট ধরাচ্ছে। লাল-বাদামী চামড়ার জ্যাকেটের ওপর রোদ পড়ায় মনে হচ্ছে তার পিঠটা যেন লোহা দিয়ে বাঁধানো। কর্তব্য তখনই স্থির ক'রে ফেলে ইয়াকব। এগিয়ে গিয়ে সু-উচ্চ গলায় তাড়াতাড়ি নেস্তেরেঙ্কোকে সে ডাকে ঃ

'আরে, আপনি যে সহরে আছেন তা ত আমি জানতাম না।'

'পরশু থেকে আছি। বৌ-র শরীরটা আবার খারাপ হয়েছে।' বেশ সতেজ গলায় এই দুঃখের সংবাদটি দিয়ে, শিকারের ব্যাগটিতে এক চাপড় মেরে নেস্তেরেঙ্কো আবার বলে,

'দেখছিলাম কপালটা কি রকম! তা মন্দ হয় নি, এঁ্যা ?'

গলা খাটো ক'রে ইয়াকব জিজ্ঞাসা করে 'নস্কবকে চেনেন? ঐ যে শিকার ক'রে বেড়ায়?' বিস্ময়ে পুলিশের কর্তার লালচে ভুরু উঁচিয়ে ওঠে আর চৈনিক গোঁফ জোড়াটি খাড়া হয়। চোখ কুঁচকে স্বর্গে পানে তাকিয়ে নেস্তেরেঙ্কো গোঁফের এক পাশ চোমড়াতে থাকে। তাকে লক্ষ্য করতে করতে ইয়াকব ভাবে,

'মিথ্যে কথা বলবে। কিন্তু কি ক'রে?'

'নস্কব? সে আবার কে?

'শিকারী। কোঁকড়াচুল, বেঁকা পা......'

'হাঁ, হাঁ। লোকটাকে বনে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি বটে। কাঁধে একটা বাজে মার্কা বন্দুক। তা, তার ব্যাপারটা কি?'

এইবারে পুলিশের কর্ত্তার ধূসর চোখের মাঝখানকার আলোর ফুটকিটি চিকমিকিয়ে ওঠে। ইয়াকবের মুখে পড়ে তার স্থির, জিজ্ঞাসু দৃষ্টি। নস্কবের সঙ্গে মারামারির খবরটি ইয়াকব তাড়াতাড়ি বর্ণনা ক'রে যায়। বন্দুকের কুঁদো দিয়ে পাইনের ডগা মাটিতে পুঁতে দিতে দিতে নেস্তেরেঙ্কো মাটিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে সবটুকু শোনে এবং ইয়াকবের কথা শেষ হলে, চোখ না তুলেই জিজ্ঞাসা করে,

'তুমি তখনি পুলিশে খবর দিলে না কেন? এসব ত তাদেরই কাজ। আর তোমার কর্তব্যও ছিল খবর দেওয়া।'

'কিন্তু আপনাকে ত এখনি বললাম যে ও বলে যে ও সাম্য-বাদীদের ওপর নজর রাখবার জন্যে এখানে রয়েছে। আর সেটা ত আপনারই ব্যাপার।'

বন্দুকের বাঁটে সিগারেটের ছাই ঠুকে ফেলে গোয়েন্দার কর্তা বলে, 'হুঁ।' কোঁচকানো চোখ আর একবার সে সোজা ইয়াকবের মুখের ওপর নিবদ্ধ ক'রে বেশ মনে দাগ বসিয়ে কথা বলবার চেষ্টা করে কিন্তু

কথাগুলো ইয়াকবের ঠিক বোধগম্য হয় না। মনে হয় পুলিশের কাছ থেকে এই রাহাজানির খবরটা চেপে রেখে সে বে-আইনী কাজ করেছে কিন্তু এখন ত আর সে অন্যায় শুধরে নেওয়া যায় না ঃ

'তুমি যদি সোজা ওকে থানায় টেনে আনতে তাহলে একেবারে কোনো ভাবনাই থাকত না। অবশ্য একটু খোঁচ থাকত—তা থাক গে। কিন্তু এখন তুমি কি ক'রে প্রমাণ করবে যে ও তোমার ওপর লাফিয়ে পড়েছিল? ওর পায়ে গুলি করেছ? হুঁ। তুমি ভয়েও ত গুলি ক'রে থাকতে পার অথবা দৈবাৎ। নেহাৎ অমনোযোগের বশেও ত হ'তে পারে?

ইয়াকব বোঝে যে নেস্তেরেঙ্কো পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করছে, মোড় দিচ্ছে—ইয়াকবকেও ভয় দেখাবার চেষ্টা করছে; উদ্দেশ্য হয়ত ইয়াকবকে কিংবা নিজেকেও এই ঘটনার দায়িত্ব থেকে মুক্ত করা। আর ভয়ে গুলি ছোঁড়ার কথা বলতে ইয়াকবের এই সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়—সে সিদ্ধান্ত করে,

'এ মিথ্যে কথা বলছে।'

'হাঁ, ভাই, ব্যাপারটা এই রকমই আর কি। অবশ্য ঐ নির্বোধটার পুলিশের গুপ্তচর সাজবার জন্যে সাজা পেতে হবে। আমরা ওর পেটের কথা বের ক'রে নেব।'

তারপর ইয়াকবের কাঁধে একখান হাত রেখে গোয়েন্দা-সর্দার বলতে থাকে,

'শোনো। আমাকে কথা দাও যে এ ব্যাপার আর বাইরে বেশীদূর ছড়াবে না। তোমারই স্বার্থে, বুঝেছ ত? কি, কথা দিচ্ছ?'

'নিশ্চয়, অবশ্য।'

'কাকাকেও বলবে না, এমন কি মিরণকেও না। এখনও পর্যন্ত কিছু বল নি ত ঠিক। বেশ তাহলে যেমন গড়ানো উচিত তেমনি ক'রে

গড়াতে দেওয়া যাক ব্যাপারটাকে। কাউকে কিন্তু একটি কথা নয়। ঠিক ? ধরে নাও ও ব্যাটা নিজের পায়ে নিজে গুলি মেরেছে। আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার কি ?'

মুচকি হাসে ইয়াকব। এতক্ষণ যে কথা বলছিল এ যেন সে লোকটাই নয়। এ নূতন কোনো খোশ-মেজাজী, উদার-হৃদয় ব্যক্তি।

'তাহলে আসি,' বলে সে, 'কিন্তু মনে থাকে যেন। কথা দিয়েছ।'

কিছুটা হাল্কা মন নিয়ে ইয়াকব বাড়ীর দিকে ফেরে। আর সেদিন সন্ধ্যায় খুড়ো যখন বলে একবার জেলা সদরে যেতে তখন ইয়াকব সহজেই রাজী হয়। আট দিন পরে ফিরে খেতে ব'সে, খুড়োর বাড়ীতে যে সব সংবাদ পায় তাতে অবশ্য আবার ইয়াকব ভীত হয়ে ওঠে। মিরণ সকলকে শোনায়,

'যতটা ভেবেছিলাম ততটা বাজে লোক ত নেস্তেরেঙ্কো নয়। সহরেও তিন জনকে ধরেছে : এক ইস্কুল মাষ্টার—নাম মডেষ্টব আর তার সঙ্গে আরও দু জন।'

ইয়াকব জিজ্ঞাসা করে, 'কারখানায় কাউকে ধরেছে নাকি ?'

'কারখানায় ? সেডব, ক্রিকুনব, আব্রাসব এবং কমবয়সী আরও পাঁচ জনকে। ধরে অবশ্য সহর থেকে পুলিশ এসে। কিন্তু তলায় তলায় কাজ সব ঐ নেস্তেরেঙ্কোর। ফলে ওর বউ-র অসুখে আমাদেরই লাভ। আর ও ত বোকা নয়—চোখ-কাণ খুলে চলে। নিজের প্রাণটি হারাতে চায় না।'

এ্যালেকসি বলে, 'আজকাল ওরা মারা বন্ধ করেছে।'

মিরণ উত্তর দেয়, 'হুঁ। ঐ দেখ, ভুলে গিয়েছিলাম। সহরে আর একজনকেও ধরেছে। ঐ যে—ওর নাম কি ? ঐ যে শিকারীটা—"

ইয়াকব ক্ষীণস্বরে বলে 'নস্কব।'

'নামটাম আমি জানি না। ঐ তাইসিয়ার বাড়ীতে থাকত আর ওর বাড়ীতেই ঐ সব বিপ্লবীদেব সভা-টভা বসত। আবার জান ত, ঐ বাড়ীতেই তোমার বাবা তাইসিয়াকে নিয়ে বাইরে ঘরে ব'সে মজা করতেন। এই যোগাযোগটা বেশ খুশী হওয়ার মত নয়।'

টাক মাথা নেড়ে এ্যালেকসি বলে, 'ওকে নিয়ে আর কি করা যাবে বল?'

মাথাটা ইয়াকবের এমন ঘুরছে যে খুড়তুত ভাই-এর পরের মন্তব্যটি সে আর শুনতেই পেল না। তাহলে নস্কবকে ধরল। তাহলে ও আসলে সাম্যবাদীদের একজন—শ্রমিকদের কথায় মনিবকে হয় হত্যা করতে নয় দু ঘা দিতে এসেছিল। আর যে শ্রমিকগুলোকে ইয়াকব সব চেয়ে স্থির, সব চেয়ে সম্ভ্রম-বোধ-সম্পন্ন মনে করেছিল সেইগুলোকেই ধরল! ফিটফাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সেডব, তার বয়স ত ভেটিয়ে এসেছে; হাসিখুশী, মিশুক ফিটার-মিস্ত্রী ক্রিকুনব আর ঐ আব্রামব—যেমন নিপুণ কারিগর তেমনি সুন্দর গান করে। কে ভেবেছিল যে এরাও তার শত্রু?

ইয়াকবের মনে হল, যে ক'দিন সে ছিল না সেই ক'দিনের মধ্যে তার খুড়োর বাড়ীর এই সমাবেশটি আরও বেশী অস্থির, আরও কোলাহল-মুখর হয়ে উঠেছে। সোণা-বাধানো-দাঁত ডাক্তার ইয়াকবলেব, যে কখনও কারো বা কোনো কিছুর সুখ্যাতি করে না, যে কেবল বাইরের লোকের চোখ দিয়ে দূর থেকে ব্যঙ্গভরে জীবনকে দেখে, সেই ইয়াকবলেব এ ক'দিনে অনেকখানি প্রাধান্য অর্জন করেছে। তার খবরের কাগজখানা নাড়ার ভঙ্গীর মধ্যেই ভীতিপ্রদ কি যেন একটা আছে।

সোণার দাঁত ঝকমকিয়ে সে সকলকে বলে, 'হাঁ, আমরা ন'ড়ে উঠছি এইবার। জেগে উঠছি। লোকগুলো যেন একদল কুঁড়ে চাকর—

হঠাৎ দেখতে পেয়েছে যে তাদের মনিব হঠাৎ অসময়ে বাড়ীমুখো। চাকরি যাবার ভয়ে তারা ছুটোছুটি, হুড়োহুড়ি ক'রে ঝাঁটপাট দিয়ে অবহেলিত বাড়ীটাকে তাড়াতাড়ি ঘুছিয়ে নিতে চায়।'

মুখ-বিকৃত ক'রে মিরণ মন্তব্য করে, 'ও সব ধোঁয়াটে কথা, ডাক্তার। তোমার এই নৈরাজ্যবাদ আর সন্দেহবাদ……'

কিন্তু ডাক্তারের গলার স্বর আরও উঁচু, এবং বক্তৃতা আরও দীর্ঘ হ'তে থাকে আর ইয়াকবের মনে উদ্বেগের সঞ্চার করে। সকলেরই মনে যেন কিসের আশঙ্কা। দুর্ভাগ্যের ভবিষ্যদ্বাণী ক'রে ক'রে তারা পরস্পরের ভয় বাড়িয়েই তোলে। আর নিজেরা যেটা ক'রে চলেছে ঠিক সেইটাকেই তারা ভয় করে—মানে তাদের নিজেদের চিন্তা আর কথাকে। ইয়াকবের মনে হয় তার চারিদিকে বোকা লোকগুলোর বোকামি যেন আরও ঘনীভূত হয়ে উঠছে। তার নিজের ভয় অবশ্য মোটেই কাল্পনিক নয়, অত্যন্ত বাস্তব, এত বাস্তব যে, যে দড়ি গলার ফাঁস হবে তার স্পর্শে ইয়াকবের গায়ের চামড়া যেন শিরশিরিয়ে উঠছে। এ দড়িটা অদৃশ্য, অদৃশ্য এই ফাঁসটা। কিন্তু ক্রমান্বয়ে তার বাঁধন শক্ত হ'তে হ'তে ইয়াকবকে যেন টেনে আনছে এক প্রচণ্ড, দুর্নিরোধ্য বিপদের দিকে।

দুই এক মাস পরে নক্সব যখন সহরে ফিরে এল আর রোগা, পাণ্ডুর, মাথা কামানো আব্রামোব ফিরে এল কারখানায় তখন ইয়াকব আরও ভীত হ'য়ে উঠল।

আব্রামোব হেসে শুধোয়, 'কি, বুড়ো মানুষকে ফের কাজ দেবেন?' ইয়াকবের না বলতে সাহস হয় না।

সে শুধোয়, 'জেলের ব্যবস্থা খারাপ না কি?' আব্রামোব তখনও হাসতে হাসতে উত্তর দেয়,

'ভয়ানক ভীড়। টাইফাস জ্বরে সাহায্য না করলে, আমি ত ভেবেই পাই না, এত লোককে ওরা রাখত কোথায়!'

সে চ'লে গেলে ইয়াকব ভাবে, 'হাসছ, এঁ্যা? কিন্তু আমি জানি তোমার মনের কথা।'

সেইদিন সন্ধ্যাবেলাতেই মিরণ আব্রামোবকে নিয়ে এক যাচ্ছেতাই গণ্ডগোল সুরু করলে। ইয়াকব যেন চাকর এমনি ভাবে তেড়ে এসে, মাটিতে পা ঠুকে সে প্রায় চীৎকার ক'রে ওঠে,

'তুমি ক্ষেপেছ?' রাগে নাক লাল ক'রে বলে, 'কালই ওকে বের ক'রে দেবে।'

আর তারপরেই কয়েকদিন বাদে ওকায় প্রাতঃস্নান করতে গিয়ে ইয়াকবের দেখা হয়ে গেল লেফ্‌টেনাণ্ট মাভ্‌রিন আর নেস্তেরেঙ্কোর সঙ্গে। এক নৌকা বোঝাই ছিপ নিয়ে তারা তীর পর্যন্ত আসতেই চাপল্য-লেশহীন মাভরিন আনমনে একটু মাথা নেড়ে অভিবাদন করল ইয়াকবকে, কথা বললই না। সে আবার নৌকো বেয়ে মাঝনদীতে চ'লে গেল কিন্তু নেস্তেরেঙ্কো লাফিয়ে নেমে জামাকাপড় ছাড়তে ছাড়তে নীচু গলায় ইয়াকবকে বললে,

'আব্রামোবকে তাড়িয়ে দেওয়া তোমার ঠিক হয় নি। আমারই উচিত ছিল তোমাকে আগে সাবধান ক'রে দেওয়া।'

ইয়াকব ক্ষুব্ধ গলায় বললে, 'মিরণের কাজ'। গোয়েন্দার কর্ত্তার নিঃশ্বাসে মদের উগ্র গন্ধ!

'তাই না কি? তাহলে তোমার কোনো হাত ছিল না?'

'না, আমার কোনো হাত ছিল না।'

'দুঃখের বিষয়।' টোপ হিসেবে ওকে বেশ কাজে লাগানো যেত। আড়কাঠি হিসেবে আর কি।'

সৈনিক উলঙ্গ হ'য়ে সোজা দাঁড়িয়ে উঠল। সূর্যের আলোয় তার চামড়া হ'য়ে ওঠে সোণালি—লম্ফমান মাছের আঁশের মত চিকচিক করে। ষড়যন্ত্রের সঙ্গীর মত ভাবখানা ক'রে জিজ্ঞাসা করে,

'বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছে? ঐ যে শিকারীর সঙ্গে?'

সন্তুষ্ট চিত্তে চাপা হাসি হাসে নেস্তেরেঙ্কো নিঃশব্দে।

'জান, কেন সে তোমাকে ধরেছিল? ওর একটা দোনালা বন্দুক কিনবার বড় ইচ্ছে। আসলে কি দেখছি জান: এটা ওটা চাওয়া আর পাওয়া নিয়েই মানুষ যা কিছু ক'রে বেড়ায়—সমস্ত কাজকর্মের মূলে ঐ ছোট ছোট কামনা-বাসনা। তোমার সম্বন্ধে ঐ ভুলটা করার জন্যে এখন ও আমার খপ্পরে প'ড়ে গিয়েছে। ওকে কাজে লাগানো যাবে।'

'ভুল? কিন্তু আপনি যে এখনি বললেন······'

'ভুল হে ভুল,' বললে সে জোর দিয়ে। তারপর ঠাকুরের নাম ক'রে ঘোড়ার মত জলের মধ্যে পা ছুঁড়ে আর জল ঘোলা করতে করতে সে গভীর জলে চ'লে গেল।

নীরস ভাবনা ইয়াকবের মনে, 'তোদের সকলে উচ্ছন্নে যা!'

হঠাৎ দরজা বন্ধ হওয়ার মত মৃত্যু এল জীবনে, কোলাহলের মাঝখানে।

ইয়াকবকে জাগিয়ে তার মা সাশ্রুনেত্রে বললে,

'উঠে পড়। টাইখন এসে খবর দিল যে এ্যালেক্‌সি মারা গিয়েছে।'

বিড় বিড় করতে করতে বিছানা থেকে লাফিয়ে ওঠে ইয়াকব,

'সে কি কথা! তাঁর ত অসুখ-বিসুখও কিছু হয় নি!'

ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে দরজায় বাবা এসে দেখা দেয়; ক্ষোভে বলে,

'টাইখন! কোনো ভালো খবর ও কখনও আনতে পারে? ওর মত খবরই ও এনেছে, ইয়াকব। ইস্! এত হঠাৎ.....'

আর্টামোনোবের পরণে রাতের পোষাক, পা খালি, গায়ের ওপর একটা ড্রেসিং গাউন ফেলা। কাণ সে টেনেই যাচ্ছে আর ঘরের দিকে তাকিয়ে বারে বারেই বিরক্তি প্রকাশ করছে, যেন ঘরখানা তার অপরিচিত ;

'উঃ।'

'কি ক'রে সম্ভব?' ইয়াকব কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে জিজ্ঞাসা করে।

'আর সমস্ত পাপের বোঝা নিয়েই,' মা বললে। নাতালিয়াকে দেখতে এখন মস্ত এক বস্তা ময়দার মত।

এক মস্ত খোলা গাড়ীতে তারা বেরিয়ে পড়ল। গাড়ী চালাচ্ছে ইয়াকব আর তার উঁচু আসন থেকে দেখছে সামনে ঘোড়ার উপরে টাইখন উঠছে আর নামছে। তার ছায়া দুলছে এদিকে ওদিকে আর মাটির ওপর এমন হুমড়ি খেয়ে পড়ছে যে মনে হয় গর্ত ক'রে যেন মাটির মধ্যে ঢুকে যেতে চায় ছায়াখানা।

ফটক আর কাঠ-গোলার মধ্যবর্তী জায়গাটুকুতে পায়চারি করছিল ওল্গা। সেইখানেই এদের সঙ্গে তার দেখা। রাত্রিবাসের ওপর সে একটি বড় ঘাঘরা প'রেছে। চাঁদের আলোয় তাকে মনে হচ্ছে স্বচ্ছ একটু নীল বাষ্পরেখা। তাই প্রাঙ্গণের বাঁধানো শানের ওপর ওলগার ভারী ছায়া দীর্ঘায়িত হ'য়ে পায়ের কাছ থেকে দূরে চ'লে যেতে দেখে কেমন আশ্চর্য লাগছে।

ধীরে সে বলে, 'তাহলে আমার জীবনের এইখানেই শেষ।' তাদের কালো কুকুর কুচুম ঠিক পেছনেই ওল্গার প্রতি-পদক্ষেপের অনুসরণ ক'রে চলেছে।

রান্নাঘরের পিছনে বেঞ্চির ওপর জবুথবু হয়ে মিরণ ব'সে আছে। তার এক হাতে জ্বলন্ত সিগারেট আর অন্য হাতে দুলছে চশমাখানা। সোণার চেন অর্ধচন্দ্র রচনা করছে চিক্ চিক্ ক'রে। চশমাহীন নাক দেখাচ্ছে মস্ত বড়। ইয়াকব গিয়ে নিঃশব্দে মিরণের পাশে ব'সে পড়ে আর আর্টামোনোব উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গিয়ে খোলা জানলা দিয়ে ভিক্ষার আশায় ভিক্ষুকের মত চেয়ে থাকে। ওল্‌গার চোখ আকাশপানে তোলা। পবিত্র কথা বলার চিরাচরিত গম্ভীর স্বরে সে নাতালিয়াকে বলে,

'কখন যে ঘটল তা আমি বুঝতেই পারি নি।.........হঠাৎ ওর কাঁধটা দেখি একেবারে ঠাণ্ডা, মুখটা খুলে হাঁ হ'য়ে গিয়েছে। আমাকে একটা শেষ কথাও ব'লে যেতে পারে নি। শুধু কালকে একবার বুকের ব্যথার কথা বলেছিল।'

কথাগুলি সে বলে অতি নীচু গলায়; সেই কথাগুলোও যেন ছায়া-পাত করে মাটির ওপর।

সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ইয়াকবের কাঁধে মাথা গুঁজে মিরণ গুমরে ওঠে,

'বাবা যে কত ভালো ছিল!'

কি বলবে ভেবে না পেয়ে ইয়াকব উত্তর দেয়, 'কি আর করবে বল।' কাকিমাকেও কিছু বলা দরকার—কিন্তু কি বলবে? বেঞ্চির তলে পা ঘষতে ঘষতে, মাটির পানে তাকিয়ে সে চুপ ক'রে গেল একেবারে।

পিয়োতর ঘোঁৎ ঘোঁৎ ক'রে সাবধানে ভিতরে ঢোকে, পেছনে পা টিপে টিপে ইয়াকব। এ্যালেক্‌সির সর্বশরীর চাদরে ঢাকা। চোয়ালখানা পাছে ঝুলে পড়ে এই জন্যে মাথার ওপর দিয়ে চিবুকের তলা দিয়ে একখানা রুমাল বাঁধা। মাথার ওপরে গিঁঠ-বাঁধা রুমালের

দুটো কোণ একজোড়া শিঙের মতন বেরিয়ে রয়েছে। পায়ের আঙুলের ওপরে চাদরখানা এত টান টান যে মনে হয় চাদর ছিঁড়ে আঙুলগুলো বেরিয়ে পড়বে। একদিকে একটু ক্ষ'য়ে-যাওয়া চাঁদ উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে জানলা দিয়ে—পর্দা কাঁপছে থরথরিয়ে। বাইরে উঠোনে কুচুমের ভেউ ভেউ আওয়াজ। তারি প্রত্যুত্তরে যেন, বেশ উঁচু গলায় আর্টামোনোব বলে, দীর্ঘ ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে,

'অসংযত জীবন আর সহজ মরণ।'

জানলা দিয়ে তাকিয়ে ইয়াকব দেখে সম্পূর্ণ কালো পোষাক প'রে, ব্রতচারিণীর মত ভেরা পোপোভা আঙিনায় তার খুড়িমার সঙ্গে পদচারণা করছে আর ওল্‌গা আর একবার, সেই রকম গম্ভীর গলায়, তার কাহিনী বলছে ঃ

'ঘুমের মধ্যেই চ'লে গেল·········'

কোমল গলায় বায়ালোব ব'লে ওঠে, 'খাড়া র!' সে একগোছা খড় দিয়ে ঘোড়ার গা ডলাই মলাই করছিল আর ঘোড়াটাও মুখ বাড়িয়ে তার কাণ ধরতে আসছে ব'লে বারে বারে মাথা ঝাঁকাচ্ছিল। জানলার কাছে ছেলের পাশে দাঁড়িয়ে আর্টামোনোব বলল চাপা গলায়,

'একটা হাঁদা ; চেঁচাচ্ছে দেখ না। এতটুকু যদি বুদ্ধি থাকবে।'

ইয়াকব ঠিক ক'রে ফেলে যে কাউকেই কিছু বলার দরকার নেই। বাইরে প্রবেপপথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে এই কৃষ্ণবেশী আর শ্বেতবেশী দুটি স্ত্রীলোককে দেখে ; তাদের পোষাক লুটিয়ে যাচ্ছে বাঁধানো পাথরের উপর দিয়ে। পাথরগুলো ধীরে ধীরে চকচকে হ'য়ে ওঠে। নাতালিয়া টাইখনকে ফিসফিস ক'রে কি বলে আর টাইখনও মাথা নেড়ে সায় দেয়। তার চোখে জ'লে ওঠে একটা তাম্রাভ দ্যুতি। পিয়োতর

বেরিয়ে আসতে নাতালিয়া বলে 'নিকিটাকে একটা তার ক'রে দেওয়া উচিত। টাইখন ঠিকানা জানে।'

একটু বিরক্ত হ'য়ে পিয়োতর পুনরাবৃত্তি করে, 'টাইখন জানে! তার ক'রে দাও, মিরণ।'

উঠে যেতে গিয়ে মিরণের কাঁধে লাগে দরজার খিলানের কাঠ। সে থেমে কাঠে একটু হাত বোলায়।

ভাইপো চ'লে যাচ্ছে দেখে আর্টামোনোব বলে, 'ইলিয়াকেও জানিয়ে দাও।' দরজার অন্ধকার অবকাশ ভেদ ক'রে মিরণের উত্তর আসে ঃ

'ইলিয়া আসতে পারবে না।'

নিজেরই প্রত্যেকটি কথায় যেন বিস্মিত হ'য়ে হ'য়ে ওল্‌গা ব'লে চলেছে 'ত্রিশ বছর ওর সঙ্গে আমি বাস করেছি। আর বিয়ে হবার আগে করেছি চার বছর। এখন আমি কি করব?'

পিয়োতর এসে দাঁড়ায় ইয়াকবের কাছে।

'ইলিয়া কোথায়?'

'আমি জানি না।'

'মিথ্যে কথা বলছিস?'

'এ সময়ে ইলিয়ার কথা তুলে লাভ কি বাবা।'

ডাক্তার ইয়াকবলেব তাড়াতাড়ি আঙিনায় ঢুকে জিজ্ঞাসা করে,

'শোবার ঘরে?'

ইয়াকব ভাবে, 'কি বোকা! মড়াকে প্রাণ দেবে নাকি।'

এই একান্ত অপ্রীতিকর সময়গুলো কিছুতেই পাশ কাটিয়ে যাওয়া যায় না। এতেই ইয়াকবের কষ্ট আরও বেশী। সব কিছু এত নিরানন্দ, এত অপ্রয়োজনীয় ঃ এই লোকজন, এদের কথাবার্তা; ঐ যে বাদামী রং-এর ঘোড়াটা চাঁদের আলোর ব্রোঞ্জের মত চকচক করছে আর তার

নীরব দুঃখ নিয়ে ঐ কালো কুকুরটা। খুড়ী ওল্‌গা, স্বামীর সঙ্গে তার দীর্ঘ জীবনের সুখ নিয়ে যেন অহঙ্কার ক'রে বেড়াচ্ছে। আঙিনার এক কোণে তার মা মিথ্যে মিথ্যে ঘ্যানঘেনিয়ে চলেছে। বাপের চোখে স্থির দৃষ্টি, মুখখানা ভাবলেশহীন। সব কিছুই যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিরানন্দ, বড্ড বেশী বিষণ্ণ।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিন শবাধার যখন কবরে নামিয়ে প্রথম আঁজলা হলদে বালি দেওয়া হয়েছে তখন নিকিটা গোরস্থানে এসে উপস্থিত।

নিজেরই হাতে পোঁতা বার্চ গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে-থাকা সাধুর কৃশ মূর্তিখানি দেখে ইয়াকব ভাবলে, 'উঃ।'

ভায়ের কাছে এগিয়ে গিয়ে চোখের জল ঝেড়ে ফেলে আর্টামোনোব বললে, 'দেরী ক'রে ফেলেছ।' পাখীর মত নিজের কুঁজের তলায় মথোটা টেনে নেয় সাধু নিকিটা। তার চেহারা হয়েছে ভিখারীর মত; রোদ লেগে লেগে পোষাকের রং গিয়েছে জ্ব'লে আর মাথার আবরণটা নোংরা হ'য়ে হ'য়ে ধূসর বর্ণ ধারণ করেছে—সেটা এখন দেখতে একটা ওল্টানো টিনের পাত্রের মত। জুতো জোড়াটা ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে গোড়ালি-সার। ফোলা ফোলা গাল ধূলোয় মলিন। কবরের চারিদিকে দণ্ডায়মান লোকগুলোর পিঠের দিকে তাকিয়ে সে কি যে বলে তা পিয়োতর শুনতে পায় না। শুধু নিকিটার ধোঁয়াটে দাড়ির ছোট গোছাটা ন'ড়ে ওঠে। ইয়াকব চারিদিকে চোরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। জোড়া জোড়া চোখ সাধুর ওপর এসে প'ড়ে; ধনী পরিবারের এই বিকলাঙ্গ অংশীদারটির ব্যাপারটা সবাই বুঝতে চায়। ইয়াকব ভাবে একটা গণ্ডগোল বাধবে। কেন না, ইয়াকব জানে যে, সহরের লোকেরা এ বিষয়ে স্থিরনিশ্চিত যে তার অংশটি আত্মসাৎ করবার জন্যই কুঁজোকে আর্টামোনোবেরা সাধু হ'তে বাধ্য করেছে।

পুরোহিত নিকোলাই বেশ মোটাগাঁটা, শান্তশিষ্ট ব্যক্তি। সুউচ্চ কণ্ঠে তিনি ওল্‌গাকে উপদেশ দেন ঃ

'ক্রন্দন আর শোক করিয়া আমরা যেন সেই পরম পিতার অবমাননা না করি। তাঁহার ইচ্ছাই……'

গম্ভীর গলায় ওল্‌গা উত্তর দেয়,

'কিন্তু আমি কাঁদছিও না, অনুযোগও করছি না।'

তবু তার হাত কাঁপে অদ্ভুত আক্ষেপে; স্কার্টের পকেটটা হাঁতড়ায় অশ্রুসিক্ত রুমালখানা লুকোবার জন্যে।

নিপুণহাতে কোদাল চালিয়ে টাইখন গোরস্থানের প্রহরীকে কবরটি ভরাতে সাহায্য করে। মিরণ যেন কেমন ধন্দ হয়ে গিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে রয়েছে কবরের পাশে—একটুও নড়ছে না। কুব্জ সাধু কোমল, বিষণ্ণ স্বরে নাতালিয়াকে বলে,

'ইস্, তুমি কত বদলে গিয়েছ। একেবারে চেনাই যায় না!'

আর নিজের কুঁজে আঙুল ঠেকিয়ে সে অপ্রয়োজনেই যোগ করে, 'আমাকে সব সময়েই চেনা যাবে। ওটি কে—তোমার ইয়াকব? আর ঐ যে লম্বা ছেলেটি—এ্যালিওশার ছেলে মিরণ? বেশ, বেশ! এইবার তাহলে চল।'

গোরস্থানেই একটু দাঁড়িয়ে গেল ইয়াকব। একটু আগেই সে খোঁড়া ভাস্কার পাশে, শ্রমিকদের মাঝে, নক্সবকে দেখতে পেয়েছে। আর সে পাশ দিয়ে যাবার সময়, ইয়াকবের দিকে এমন ক'রে তাকিয়ে গিয়েছে যে শিরশিরিয়ে উঠেছে ইয়াকব ভয়ে। কি ভাবছে ও, কি তোলাপাড়া করছে? যে লোকটা তার পায়ের মধ্যে দিয়ে গুলি চালিয়ে দিয়েছে, যে তাকে মেরেও ফেলতে পারত, তার সম্বন্ধে নক্সব শুভচিন্তা নিশ্চয়ই করছে না।

কোট থেকে বালি ঝাড়তে ঝাড়তে টাইখন এগিয়ে এসে বলে,

'একবার ভাব দেখি কি রকম চেষ্টাটা করেছিল—ঐ এ্যালেকসি ইলিচ্। তবু ঐ একই কথা·········আর নিকিটাও ব্যারামে ভুগছে।'

'ঐ যে······' হঠাৎ আরম্ভ ক'রেই হঠাৎ থেমে যায় ইয়াকব।

'কি ?'

'শ্রমিকেরা কাকার জন্যে দুঃখিত হয়েছে।'

'অবশ্যই।'

ইয়াকব আবার সুরু করে. 'একজন শিকারী আছে ; ওর নাম নস্কব। আমার কাছে যদি শোন ওর কথা······'

টাইখন চিন্তিত স্বরে বলে, 'একটা ঘোড়া ম'রে গেলেও লোকে দুঃখু করে। এ্যালেক্সি ইলিচ্ ত ছুটছিল—ছুটতে ছুটতেই মারা গেল—যেন কিছুতে ধাক্কা খেয়ে পড়ল মুখ থুবড়ে। এই মরবার আগের দিন আমাকে বললে······'

ইয়াকব হাল ছেড়ে দেয় ; বোঝে যে টাইখনের এখন তার কথা বোঝার মত মনের অবস্থা নেই। একজন কাউকে বলতে চায় ব'লেই সে টাইখনকে নস্কবের কথা বলতে গিয়েছিল। গাম্ভীর্য-ময় এই অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার চেয়ে নস্কবের চিন্তায় ইয়াকব কষ্ট পাচ্ছিল বেশী। এই পরশুই এই পা-বেঁকা লোকটা সৈন্যের মত ভাবলেশহীন মুখ নিয়ে, এক কোণ থেকে হঠাৎ আবর্ভূত হয়ে, সহরের রাস্তার মাঝখানে, টুপী খুলে তার সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিল,

'কিছু টাকার দরকার হয়েছে। আমার পায়ের জন্যে তুমি কিছু দেবে বলেছিলে আর তা ছাড়া তোমার কাকার আত্মার জন্যে প্রার্থনার খরচও ত আছে। হাতের কাছে একটা ভালো ঝোলানো হারমোনিয়াম পাচ্ছি—তোমার বাবাকে খুশী রাখতে লাগবে ত।'

বিস্ময়ে হতবাক হ'য়ে একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ইয়াকব। নস্কব তখন ভর্ৎসনার স্বরে বেশ জোর দিয়েই বললে,

'আর যখন দেখছ আমি তোমারই ভালোর জন্যে, রুষিয়ার শত্রুদের বিরুদ্ধে......'

'কত চাই?' শুধোয় ইয়াকব।

একটু ভেবে নস্কব উত্তর দেয়,

'চল্লিশ টাকা।'

টাকাটা দিয়েই দ্রুত পদক্ষেপে ইয়াকব চ'লে যায়। ভয় এবং ক্রোধে সে ভাবে, 'ও আমাকে একটা বোকা ঠাউরেছে; মনে ভেবেছে আমি ওকে ভয় পাই। শয়তান কোথাকার! দেখাচ্ছি মজা তোমাকে!'

ধীরপদে সমাধিক্ষেত্র থেকে বাড়ীর দিকে এগুতে এগুতে ইয়াকব শুধু ঐ একটি কথাই ভাবে: কি ক'রে এই লোকটার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়? এ ত ইয়াকবকে একটা ষাঁড়ের মত সোজা ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে কসাইখানার দিকে।

শ্রাদ্ধের ভোজ গোলেমালে অনেকদিন গড়াল। খুশী হয়ে উঠে অতিথিরা গির্জার অনুষ্ঠানাধ্যক্ষ কার্টসেব আর তার গায়ক ছেলেদের দিয়ে মৃতের অক্ষয় স্বর্গভোগের প্রার্থনাগান গাওয়ালে আর সব শোভনতা ভুলে ঝিতাইকিন মদের প্রকোপে খাবার কাঁটাখানা মাথার ওপর ঘোরাতে ঘোরাতে চীৎকার ক'রে উঠল:

সেদিনের কথা মনে পড়ে আজ
কত না কীর্তিকথা;
রুধির-ধারায় ভ'রে ওঠে মাঠ
বীর বলে দেব মাথা।.........

ষ্টেপান বার্স্কির পালকের মত নরম প্রকাণ্ড দেহখানা গাড়ীর মধ্যে ভরা হচ্ছিল। সে প্রশংসায় চেঁচিয়ে উঠল,

'সত্যি, পিয়োতর ইলিচ্, ভাইকে তুমি ভালোবাসতে! এ রকম ভোজ বহুদিন লোকের মনে থাকবে!'

খুব মদ খাচ্ছিল পিয়োতর। ইয়াকব শুনতে পেল পিয়োতর শ্লেষভরে বলছে,

'শীগ্‌গিরই ভুলবে ভাই, শীগ্‌গিরই ভুলবে। তোমার ফাটতে আর বেশী দেরী নেই।'

ভাইপোর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই পিয়োতর, ঝিতাইকিন, বাস্কি, বোরো-পোনোব এবং সহরের আরও কয়েকজন গণ্যমান্য লোককে নিমন্ত্রণ করেছিল। রাগ গোপন করার কোনো চেষ্টাই করে না মিরণ। ভোজের আসরে আধ ঘণ্টা খানেক থেকেই সে সারসের মত ঘাড় শক্ত ক'রে বেরিয়ে গেল; একটু পরেই ওল্‌গাও স'রে পড়ল আর মঠে তার জীবন সম্বন্ধে এই অর্ধ-মত্ত লোকগুলোর প্রশ্নে প্রশ্নে বিরক্ত হ'য়ে নিকিটাও তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। পিয়োতরের ভাবখানা বেপরোয়া। সে যেন আজ সকলকেই চটাতে বদ্ধ-পরিকর। ইয়াকব তাই বাপের সঙ্গে সহরের লোকেদের একটা কলহ বেধে যাবার প্রতীক্ষা ক'রেই ব'সে থাকে।

পোপোভার আগ্রহাতিশয্যে ওল্‌গা চ'লে যাওয়ায় নাতালিয়াও চ'টে মুখ এতখানি ক'রে চ'লে গেল বাড়ী কিন্তু পিয়োতর কি কারণে যেন ভাই-এর বসবার ঘরেই আজ রাতটা কাটাবে স্থির করলে। ইয়াকবের কাছে এ সবই অর্থহীন, খামখেয়াল ব'লে মনে হয় আর সেইজন্যেই মনটা তার আরও দ'মে যায়। একখানা কৌচে শুয়ে সে বৃথাই ঘণ্টা দুই ধ'রে ঘুমোবার চেষ্টা করে; অবশেষে সে উঠে বাইরের আঙিনায় বেরিয়ে আসে। সেখানে রান্নাঘরের জানলার পিছনে বেঞ্চিতে টাইখনের পাশে দেখা যায় সাধুর কালো মূর্তি—যেন ভাঙা-চোরা একটা মেশিনের অদ্ভুত অংশবিশেষ। মাথা থেকে সাধুর টুপীটা খুললে নিকিটাকে আরও

বেঁটে এবং আরও চওড়া দেখায়—তার মাস্তেপড়া মুখখানা হ'য়ে যায় ছেলেমানুষের মত। তার হাতে একটি গেলাস আর বেঞ্চির ওপর এক বোতল মদ।

কোমল কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করে, 'কে ও?' এবং তখনই নিজেই উত্তর দেয়, 'ইয়াশা। বুড়োদের সঙ্গে একটু বসবে এস!'

চাঁদের আলোয় গেলাস তুলে ধ'রে অস্বচ্ছ পানীয়টুকু নিরীক্ষণ করে নিকিটা। গির্জার চূড়ার পেছনে চাঁদ লুকোয় আর ভাসা ভাসা রূপোলি আলোয় চূড়াটা উষ্ণ অন্ধকারে কেমন খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে, ঘন নীল মখমলের ওপর নোংরা কালো কাপড়ের অযত্নে-দেওয়া তালির মতন খণ্ড খণ্ড মেঘ ঝুলছে চূড়ার বহু উর্ধ্বে। এ্যালেকসির প্রিয়পাত্র ভারী-মাথা কুচুম কুকুরটা বিষণ্ণ হয়ে ঘুরছে আঙিনায়, মাটিতে একেবারে নাক ঠেকিয়ে। শানের পাথরগুলো সে শোঁকে আর ঘুরঘুর করে আর হঠাৎ মুখখানা আকাশের দিকে তুলে নিম্নস্বরে কেঁদে যেন কার কাছে প্রশ্ন জানায়।

টাইখন শান্তকণ্ঠে বলে, 'কুচুম, চুপ কর।'

কুকুরটা তার কাছে এসে, হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে দিয়ে অভিযোগ জানায় কেঁউ কেঁউ ক'রে।

ইয়াকব বলে, 'ওরও বোধশক্তি আছে ত।' অন্যেরা নিরুত্তর কিন্তু পাছে চিন্তায় পেয়ে বসে এই ভয়ে ইয়াকব কথা বলবেই।

'এও বুঝতে পেরেছে, এ্যাঁ,' আবার সে বলে। টাইখন আস্তে জবাব দেয়,

'বটেই ত।'

সাধুর মনে পড়ে, 'সুজদালের মঠের কুকুরটা গন্ধে গন্ধে চোর ধ'রে দিতে পারত।'

ইয়াকব জিজ্ঞাসা করে, 'তোমাদের কি নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছিল?' সাধু মদ খেয়ে, জামার আস্তিনে মুখ মুছে, ফোকলা মুখে, থেমে থেমে বলে—শুনলে মনে হয় সে যেন সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে কথা বলছে :

'এই টাইখন বলছিল যে লোকে আবার তেতে উঠেছে—বিপ্লব করবে। আর মনেও হচ্ছে তাই। সকলেই এমন মাথা ঘামাচ্ছে……'

কুকুরের কাণ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে টাইখন যোগ করে, 'এই সব দেখেশুনে তেত-বিরক্ত হয়ে আর কি।'

ইয়াকব ব'লে ওঠে, 'কুকুরটাকে তাড়িয়ে দাও। ওর গা এঁটুলিতে ভর্তি।'

কুচুমের থাবাদুটো হাঁটু থেকে সরিয়ে পা দিয়ে কুকুরটাকে দূরে ঠেলে দেয় মালী : পায়ের মধ্যে লেজ জড়ো ক'রে ব'সে প'ড়ে কুচুম একবার প্রাণহীন গলায় ডেকে ওঠে। তিনজনেই তার দিকে তাকায়—একজনের মনে হয়, হয়ত টাইখন আর এই সাধু, যে মানুষটা ম'রে কবরের তলায় গিয়েছে তার চেয়ে বেশী দুঃখিত হয়েছে এই কুকুরটার জন্যে।

আঙিনার অন্ধকার কোণে কোণে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে ইয়াকব বলে, 'বিপ্লব আসবে। সেডব় আর তার যে বন্ধুরা ধরা পড়েছিল তাদের মনে রেখো টাইখন।'

'সে আর বলতে।'

পোষাকের কোন এক কোণ থেকে টিনের কৌটো বের ক'রে এক টিপ নস্যি তুলে নিয়ে, সেই টিপটি নাকের কাছে তুলে, ভাইপোকে বোঝায় নিকিটা,

'নস্যি, বুঝেছ? চোখের উপকার করে। আর ভালো দেখতে পাই না কি না।'

তারপর হেঁচে আবার সুরু করে

'গ্রামে গ্রামেও পুলিশে লোক ধরছে।'

ইয়াকব সহজ স্বরে বলবার চেষ্টা করে, 'সব জায়গাতেই গোয়েন্দা। ওরা সক্কলের ওপর চোখ রাখছে।'

টাইখন আপত্তি জানায়,

'চোখ না রাখলে কিছুই দেখতে পাবে না।'

ভয়ে অথবা শীতে কাঁপতে কাঁপতে, স্খলিত উচ্চারণে, ইয়াকব প্রায় ফিসফিস ক'রেই বলে,

'আমাদের এখানেও গোয়েন্দা আছে। ঐ নস্কবটাকে নিয়ে লোকে যা তা বলে। ঐ নাকি সেডব আর তার বন্ধুদের খবর পুলিশকে দিয়েছিল।'

একটু চুপ ক'রে থেকে টাইখন উত্তর দেয়, 'ও একটা হাঁদা!' তারপর কুচুমের দিকে একখান হাত বাড়িয়ে দিয়ে তখনি আবার টেনে নিয়ে হাঁটুর ওপর রাখে। ইয়াকব বোঝে বৃথাই সে বলল এদের কাছে, অরণ্যে রোদন করল। তবু কেন যেন যেন সে মালীকে সাবধান করে,

'নস্কব সম্বন্ধে যেন রটিয়ে বেড়িও না।'

'কেন বেড়াতে যাব? আমার সঙ্গে তার সম্বন্ধ কি? কথা বলার ত লোকই নেই কোথাও। কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না।'

সাধু বলে, 'সে কথা ঠিক। বিশ্বাস বড় ক'মে গিয়েছে। যুদ্ধের পর কয়েকজন সৈন্যের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তারা আহত সৈনিক। দেখলাম যে সৈনিকদেরও যুদ্ধে বিশ্বাস নেই! লোহা, বুঝলে ইয়াশা, সব জায়গাতেই লোহা! কল! কলে কাজ করে, কলে গান করে, কলে কথা বলে। এই লোহার যন্ত্র চালাতে নতুন এক ধরণের লোকের দরকার—লোহার মানুষ। অনেকে বোঝে এ কথাটা। তাদের কয়েক জনের সঙ্গে কথাও বলেছি। তারা বলে কি—এই দেখুন, এরা সব

নরম মাটি। অন্যেরা সে কথায় রাগ করে। হুকুম তামিল তারা করতে প্রস্তুত; সে তাদের অভ্যাস। কিন্তু ঐ যে ধাতু—ও তাদের সয় না! কুড়ুল, হাতুড়ি; এ সব তারা নাড়াচাড়া ত করেই। সে আমরাও করতে পারি। কিন্তু এই যে এক টন ওজনের এই কল—এ যে জীবন্ত প্রাণীর মত। এ যে একেবারে অন্যরকম।'

টাইখন ঘোঁৎ ঘোঁৎ ক'রে ওঠে আর সেই সঙ্গে এমন একটা জিনিষ করে যা ইয়াকব তাকে কখনও করতে শোনে নি: টাইখন হাসে। হাসতে হাসতে বলে,

'গাড়ীর আগে ঘোড়া। বেটারা বেশ কারে পড়েছে!'

অতি মৃদু গলায় সাধু ব'লে চলে, 'অনেকেই ক্ষুব্ধ। তিনবছর ভবঘুরের মত ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে চোখ মেলে দেখেছি। ভীষণ চ'টে আছে সকলে। তবে তাদের রাগটা বিপথে চালিত হচ্ছে—পরস্পরের বিরুদ্ধে। তবু তাদের সকলেরই সমান দোষ—বোকাদেরও বুদ্ধিমানদেরও। এই কথাটা পুরুত গ্লেব বলেছিল। ঠিক বলেছিল।'

'পুরুত বেঁচে আছে?' শুধোয় টাইখন।

'পুরুত-ফুরুত আর নেই। সে এখন পুরুতগিরি ছেড়ে দিয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে মেলাতে মেলাতে বই বিক্রী ক'রে বেড়ায়,' বলে নিকিটা।

টাইখন—'ভালো পুরুত ছিল গো। আমি ওর কাছে নিজের পাপের কথা বলতাম। ভালো পুরুত ছিল। অবশ্য ও গরীব ছিল ব'লেই পুরুত হয়েছিল। আসলে ও ভগবানে বিশ্বাস করত না।'

নিকিটা—'খৃষ্টে ওর বিশ্বাস ছিল। প্রত্যেকেরই বিশ্বাস প্রত্যেকের কাছে ত।'

টাইখন দৃঢ়স্বরে বলে, 'ঐ খান থেকেই ত যত বিপদ আসে।' আবার সে হাসে সেই অপ্রীতিকর হাসি: 'ঐ হল মাথা ঘামানোর কু-ফল।'

খালি পায়ে, শুধু রাত্রির পোষাকে, নিঃশব্দে বারান্দায় বেরিয়ে আসে আর্টামোনোব ; পাণ্ডুর আকাশের দিকে তাকায় একবার। তারপর এই তিনজনকে বলে,

'আমি ঘুমোতে পারছি না। কুকুরটা জ্বালাতন করছে আর তোমরাও এখানে সমানে গজর গজর ক'রে যাচ্ছ।'

আঙিনার মাঝখানে ব'সে কুকুরটা মাঝে মাঝেই ঘেউিয়ে উঠছে। তার কান দুটো রয়েছে খাড়া হ'য়ে আর চোখদুটো জানলার কালো অবকাশের ওপর যেন প্রভুর ডাকের অপেক্ষায় স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে।

আর্টামোনোব ব'লে যায়, 'এই টাইখন, তুমি এখনও সেই পুরোনো কাসুন্দি ঘাঁটছ? বুঝলি ইয়াকব, একদিন ওর মাথায় কি যে ধারণা ঢুকল আর সেই থেকে নেকড়ের মত একবারে তার ফাঁদে প'ড়ে গেল। তোমার ভাই-এরও ঐ এক দশা। ইলিয়ার কথা জানো বোধ হয়, নিকিটা?'

'শুনেছি।'

'হাঁ, ওকে তাড়িয়ে দিয়েছি। ভুল ঘোড়ার ওপর চ'ড়ে ছোঁড়া ছুটে চ'লে গেল—কিন্তু কোথায়? অবশ্য সে যে ভাবে টাকা কড়ির মায়া কাটিয়ে, কোনোরকমে দিন গুজরাণ করছে এ ভাবে মায়া কাটাতে বেশী লোকে পারে না।

নিকিটা পিয়োতরকে শান্ত গলায় স্মরণ করিয়ে দেয়,

'ভগবানের দূত সেণ্ট এ্যালেকসিও করেছিলেন।'

কপালের ওপর এক হাত রেখে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে আর্টা-মোনোব। তারপর ইয়াকবকে সম্বোধন ক'রে কথা বলতে বলতে ফল বাগানের দিকে এগোয়,

'বাগান-ঘরে আমাকে একখান কম্বল আর গোটা কয়েক বালিশ দিয়ে যাও। দেখি ওখানে ঘুমোনো যায় কি না।'

তার ফোলা ফোলা রক্তহীন মুখ, রুক্ষ-চুল, আর শাদা পোষাক-পরা মস্ত চেহারাখানা, দেখলে প্রায় ভয়ই লাগে।

আঙিনার মাঝখানে দাঁড়িয়ে গিয়ে আর্টামোনোব ফের বলে, 'কল-কারখানা সম্বন্ধে তোমাদের সব কথাই ভুল নিকিটা। তোমরা কলের কি জান? তোমরা তোমাদের নিজেদের কাজের কথা বল—মানে ভগবানের কথা। কলকারখানায় কখনও কাউকে আঘাত করে না······'

রূঢ়ভাবে টাইখন তাকে বাধা দেয়,

"কলকারখানায় জীবনে শুধু খরচ আর গোলমাল বাড়ে।"

ঘৃণাভরে ঘাড় নেড়ে ধীরপদে আর্টামোনোব ফল বাগানের দিকে এগোয় আর বাপের আগে আগে এক গাদা বালিশ নিয়ে যেতে যেতে শুষ্ক হিংসায় ভাবে ইয়াকব ;

"রক্তের সম্বন্ধ কি না বাবা আর কাকার সঙ্গে। ওরা আমার কি কাজে আসবে শুনি? আমার কি সাহায্যটা ওরা করবে!"

পিয়োতর নিকিটাকে এ বাড়ীতে এসে থাকতে না বলায় সাধু ওল্‌গার বাড়ীতে চিলুকোঠায় আশ্রয় নেয় ; অবশ্য আশ্বাস দেয়,

"আমি বেশীদিন থাকব না। শীগ্‌গিরই চ'লে যাব।"

ডেকে না আনলে বাড়ীর নীচে তলায় কোনো ঘরেই সে প্রবেশ করে না ; বাড়ীতে নিকিটা আছে কি নেই বোঝাই যায় না। বাগানে কাজ করতে ভালে লাগে তার, আর উপুড় হয়ে মাটির ওপর ঝুঁকে প'ড়ে আগাছা তুলতে। যতদিন যায় তত নিকিটার মুখের চামড়া আরও জরজর হয়ে ওঠে, দেহ হয় ক্ষীণ। যখনই কথা বলে তখনই এত মৃদু স্বরে যে মনে হয় বুঝি কোনো অতিশয় গোপন খবর দিচ্ছে। গির্জায় সে কদাচিৎ যায় আর তাও অনিচ্ছায় ; বলে শরীর খারাপ। বাড়ীতেও প্রার্থনায় সে কম সময়ই ক্ষেপণ করে। ভগবান নিয়ে কথা বলতে নিকিটা মোটেই চায় না। ও সব কথা সে ক্রমান্বয়ে এড়িয়ে চলে।

ইয়াকব দেখে যে ওল্‌গা সাধুকে বন্ধু ক'রে নিয়েছে আর ধীর ভেরা পোপোভা তাকে যথারীতি সম্মান দেখায়। নিকিটা যখন বর্ণনা করে কোন্ কোন্ জায়গা সে দেখেছে আর কি রকম ধরণের লোকেদের দেখা পেয়েছে তখন মিরণ পর্য্যন্ত ভ্রূকুটি করে না। অথচ বাপের মৃত্যুর পর সে আরও উদ্ধত আরও অহংকারী হয়ে উঠেছে; কারখানা এমনভাবে চালায় যে মনে হয় তারই বুঝি একার কারখানা আর ইয়াকবের সঙ্গে কেরাণীর মত ব্যবহার করে।

নাতালিয়া উপস্থিত থাকলে তার গোলাকৃতি রক্তিম মুখখানার ওপর নিকিটা সেই একই রকম সদাশয় দৃষ্টিনিক্ষেপ করে যেমন সে করে অন্যের মুখের ওপর। কিন্তু অন্যের সঙ্গে যেটুকু কথা বলে নাতালিয়ার সঙ্গে তাও বলে না। আর সত্যিই নাতালিয়া যেন কথা বলতেই ভুলে যাচ্ছে। সে শুধু এখন শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়। নির্জীব চোখ শূন্যতায় চিক চিক করে আর সে চোখের ঘোলাটে অভ্যন্তর কখনও-সখনও একটু সজীব হয়ে ওঠে—স্বামীর স্বাস্থ্যের জন্যে দুশ্চিন্তায়, মিরণের ভয়ে অথবা মোটা-গাঁটা ইয়াকবকে দেখে স্নেহের আনন্দে। টাইখনের সঙ্গে সাধুর যেন একটু মন কষাকষি। পরস্পরকে দেখে তারা খুঁৎখুঁৎ করে; ঝগড়া না করলেও তারা পাশাপাশি চ'লে যায় কেউ কারও দিকে না তাকিয়ে।

কাকার কালো কৃশ মূর্তি ইয়াকবের জীবনে আর একটি ছায়া ঘনিয়ে আনে। সাধুর মূর্তিটাই কি রকম আশংকা জাগায়। কালো ক্ষীয়মান তার শরীর মনে আনে মৃত্যুর চিন্তা। বাড়ীতে যা কিছু ঘটে সবই ইয়াকব দেখে একটি দৃষ্টি-কোণ থেকে: তার নিজের ভালো থাকার সমস্যার দিক থেকে। সে সমস্যাগুলি যখন বেড়েই চলেছে তখন বাড়ীতেও ঝামেলা বেড়েই চলেছে। প্রেমের ব্যাপারে সে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তার বুঝতে দেরী হয় না যে পলিনার ভালোবাসায় ভাঁটা পড়তে

শুরু করেছে এবং সন্দেহ দৃঢ় হয় অবিচল-চিত্ত লেফ্‌টেনাণ্ট মাভ্‌রিনের ব্যবহারে। ইয়াকবের সঙ্গে দেখা হলে আজকাল সে আঙুলের ডগা দিয়ে টুপীটা ছোঁয় মাত্র আর এমন চোখ কুঁচকে তাকায় যেন বহুদূরের খুব ছোট্ট একটা জিনিষ দেখছে। আগে সে এর চেয়ে ভদ্র, এর চেয়ে সদালাপী ছিল। সহরে জুয়ার আড্ডায় টাকা ধার করবার সময় কিংবা দেনা শোধ দেবার জন্যে আরও কিছু সময় নেবার বেলায় সে বেশ তারিফ ক'রে বলত ঃ

'তোমার ঠিক গোলন্দাজ বাহিনীতে যোগ দেবার মত চেহারা, আর্টামোনোব।'

অথবা এমন পরিচিতের রূঢ় ভঙ্গীতে ঐ একই রকমের মনোহারী মন্তব্য করত যে ইয়াকবের ভারী ভালো লাগত। রবারের মত স্থিতিস্থাপক এই অফিসারটি তার শীত সহ্য করার ক্ষমতায়, দৈহিক শক্তি এবং কর্মতৎপরতায় আর অন্তর্নিহিত অথচ অসন্দিগ্ধ সাহসে, সহরের লোককে একেবারে তাক লাগিয়ে দিত। গোল গোল ভাবলেশহীন চোখে সে লোকের মুখের দিকে সোজা তাকিয়ে গম্ভীর গলায়, হুকুম দেওয়ার অভ্যস্ত ধরণে বলে,

'আমি মাথা ঠাণ্ডা লোক। বাড়িয়ে বলাকে ঘৃণা করি।'

রুগ্ন বুড়ো পোষ্ট-মাষ্টার ড্রোনোবকে তার তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের জন্যে সকলেই ভয় করে। একদিন তাস খেলতে ব'সে ঝগড়া হওয়ায় মাভ্‌রিন তাকে বললে,

'বানিয়ে বলা আমার অভ্যাস নেই ব'লেই বলছি যে আপনি একটি হাঁদা!'

মাভ্‌রিন তার প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে উঠেছে ভেবে ইয়াকবের কেবলই ভয় পাছে তার সঙ্গে বেধে যায়। তবু পলিনাকে লেফ্‌টেনাণ্টের হাতে তুলে

দেবার কথাও কখনও সে ভাবে না। ইতিমধ্যেই সে পলিনাকে শাসিয়েছে ঃ

'মাভ্ রিনের সঙ্গে মাখামাখি করতে যে মুহূর্তে দেখব সেই মুহূর্তে তোমার সঙ্গে সব সম্বন্ধ শেষ।'

এ ছাড়া নস্কবের জন্যে ভয় তার বেড়েই চলেছে। সহরের প্রান্তে বাটারাক্সার পুলের কাছে ওৎ পেতে সে বসে থাকে। হঠাৎ রাস্তার ওপর উঠে এসে টাকা চেয়ে বসে—এমন ক'রে দাবী করে যে মনে হয় টাকা বুঝি তার প্রাপ্য। আর টাকা চাইবার সময় হাতের টুপীর দিকে একদৃষ্টে সে চেয়ে থাকে।

একজোড়া পাকানো উইলো গাছের চারিদিকে যেখানে বিছুটি আর ঘেঁটুর বন সেইখান থেকেই প্রতিবার নস্কবের এই আবির্ভাব কেমন যেন অদ্ভুত, ভীতিপ্রদ। এই বছর দুই আগেও এখানে ফুল-বিক্রেতা প্যানফিলের ঘর ছিল কিন্তু কে তাকে মেরে ঘরে আগুণ লাগিয়ে দেয়। উইলো গাছদুটোর স্থানে স্থানে ঝলসে যাওয়ার চিহ্ন। ডাণ্ডা-গুলি খেলতে এসে ছেলেরা ছাই-এর গাদা মাড়িয়ে মাড়িয়ে নরম মাটিতে পর্যবসিত ক'রে শেষে শক্ত মাটিতে পরিণত করেছে। শুধু ইটের ভিত্তির ভস্মাবশেষের ওপর চিমনিটা ঠিক মাথা তুলে এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে। স্বচ্ছ রাত্রিতে সবুজাভ এক নক্ষত্র আকাশ থেকে যেন এই জায়গাটির ওপরেই স্পষ্ট আলো ফেলতে থাকে। টুপীটা ধীরে ধীরে খুলতে খুলতে ধীরপদে নস্কব বিছুটি বনের মধ্যে দিয়ে হেঁটে আসে চিমনির পেছন থেকে। সামনে এসে অস্পষ্ট গলায় বলে,

'তোমার এতে লাভই হবে। কারখানায় আবার একদল জোট পাকাচ্ছে।'

ইয়াকব রেগে বলে, 'ও সবের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।' কিন্তু পরমুহূর্তেই নস্কবের বেয়াদব জবাব আসে,

'ঠিকই ত। তোমার সঙ্গে ত সম্পর্ক নেই-ই। কিন্তু তোমার ভালোমন্দ ত এর সঙ্গে জড়িত।'

ক্ষোভে ইয়াকব ভাবে, এইবার নিয়ে বোধ হয় বিশবার, 'তখনই কেন ওটাকে শেষ ক'রে দিলাম না।' গোয়েন্দাটাকে টাকা দিয়ে সে বলে,

'সাবধান কিন্তু!'

'সে আমি আছি।'

'এর মধ্যে আমাকে যেন জড়িও না।'

'কি জন্যে জড়াতে যাব? সে ভয় তুমি কর' না।'

'নিশ্চয়ই ও আমাকে বোকা মনে করে।'

নম্বরের প্রয়োজনীয়তা বুঝলেও এ কথাটা সম্বন্ধেও ইয়াকব স্থিরনিশ্চয় যে এই থ্যাবড়া-মুখ, বেঁকা-পা লোকটা সেই গুলি খাওয়ার প্রতিশোধ না নিয়ে পারে না। সে প্রতিশোধ চায়। শ্রমিকদের কাউকে ভয় দেখিয়ে কিংবা ইয়াকবের কাছ থেকে যে টাকা নিচ্ছে সেই টাকা দিয়েই কাউকে ঘুঁষ খাইয়ে তাকে খুন করাবার ব্যবস্থা করবে। ইয়াকবের মনে হয় ইতিমধ্যেই শ্রমিকেরা তার ওপর আগের চেয়ে আরও বেশী ক'রে নজর রাখছে।

মিরণ বলে, যত দিন যায় তত বেশী বেশী বলে যে, শ্রমিকেরা যে বিপ্লব করতে চাইছে সে নিজেদের অবস্থার উন্নতির জন্যে নয়। এক হাস্যকর পাগলামি ওদের পেয়ে বসেছে আর সে পাগলামি ওদের মাথায় ঢোকানো হচ্ছে বাইরে থেকে। কে ওদের বুঝিয়েছে যে ব্যাঙ্ক, দোকান-পাট, কল-কারখানা—এক কথায় দেশের সমস্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা শ্রমিকদের করায়ত্ত করতে হবে। এই সব কথা বলতে বলতে মিরণ শক্ত আর সোজা হ'য়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে ঘরের মধ্যে। জামার কলারটা যেন আলগা ক'রে দেবে এমনি ভঙ্গীতে ঘাড় বেঁকিয়ে ঘাড়ের মধ্যে একটা আঙুল ঢুকিয়ে দেয়; তবু তার গলা সরুই আর কলারও আলগা।

'এরা সমাজবাদকেও পেছনে ফেলে রেখেছে—নতুন ছাই কি যে নাম দিয়েছে মতবাদের! আর তোমারই ভাই কি না এই মতবাদের প্রচারক। যত সব নিরেট গিয়ে জুটেছে মন্ত্রীসভায়.........'

ইয়াকব জানে যে মিরণের এই সমস্ত কথারই উদ্দেশ্য হল নিজেকে এবং শ্রোতাদের এ বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ করা যে বিধান-পরিষদে তার বসার অধিকার রয়েছে। তবু এই ক্রুদ্ধ উচ্ছ্বাসে মনে কেবল ভয় ধরিয়ে দেয়; এই শত শত শ্রমিকের মধ্যে ইয়াকবের সহায়হীন একাকিত্ব বেড়েই চলে। একবার ত ইয়াকব ভয়ে পাগল হ'য়ে উঠেছিল। কারখানার মধ্যে চীৎকার আর চেঁচামেচিতে সকালবেলা ঘুম ভাঙতেই সে বালিশ থেকে মাথা তুলে দেখে গুদোম ঘরের শাদা মসৃণ দেয়ালের ওপর উচ্ছৃঙ্খল জনতার দ্রুত ধাবমান ছায়া। লাফিয়ে, চেঁচিয়ে তারা যেন সমস্ত গুদোম ঘরটাকে টেনে নিয়ে চলেছে আঙিনার ওপর দিয়ে। গলা দিয়ে ইয়াকবের স্বর বেরুল না। গা দিয়ে তার ঝরতে লাগল ঘাম। মনে মনে সে চীৎকার ক'রে উঠল 'বিপ্লব!'

জ্যান্ত মানুষের চেয়েও বেশী ভীতিপ্রদ এই ধাবমান ছায়াগুলি অবশ্য শীগগিরই অন্তর্হিত হয়। ইয়াকব বোঝে যে, যা ঘটেছে তা হল সোমবার সকালের অভ্যস্ত গণ্ডগোল। ছুটির পরের দিন ঝামেলা হয়ই। কিন্তু ঐ কালো কালো ছায়াগুলোর দ্রুত চীৎকার করতে করতে যাওয়া সে কিছুতেই ভুলতে পারে না। সবশুদ্ধ জীবন এমন ভীতিময় হ'য়ে উঠছে যে খবরের কাগজখানা দেখলেও রাগ ধরে, পড়লে ত অবস্থা আরও খারাপ। সরলতা, স্পষ্টতা সব যেন উবে যাচ্ছে। কথায় কথায় অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। নতুন সব মুখ দেখা যায় চারিদিকে।

হঠাৎ তাতিয়ানা বোর্গোরোড থেকে এক বর নিয়ে এসে উপস্থিত: অত্যন্ত হাসিখুশী, পাতলা, ছোট্ট এক মানুষ, মাথায় ইঞ্জিনীয়ারের টুপী।

ভদ্রলোকের মাথার চুল লাল আর চলে সে চটপট। তাতিয়ানার চেয়ে বয়সে সে দু বছরের ছোট আর তাতিয়ানারই দেখাদেখি সকলে তাকে মিত্যা বলে ডাকতে সুরু করে। গিটার বাজিয়ে সে নানারকম গান গেয়ে চলে। তার মধ্যে বারে বারেই গাওয়া একটি গান ইয়াকবের কাণে তাতিয়ানার প্রতি অপমানকর ব'লে বোধ হয়। নাতালিয়াও শুনলে ভারী চ'টে ওঠে:

গোরের তলায় বধূ আমার,
হায় রে ভগবান,
তাহার তরে স্বর্গে রেখ
একটুখানি স্থান।

তাতিয়ানা কিন্তু রাগ করে না। সকলের মত সেও খুশীই হয় তার ব্যবহারে। এমন কি নাতালিয়াও এক এক সময়ে গ'লে গিয়ে বলে,

'এই বাঁদরগুলো! কিছু খেয়ে নে দেখি তোরা। এখন দুষ্টুমি রাখ্।'

খাওয়ার ব্যাপারে মিত্যাকে কেউ হঠাতে পারে না। পায়রার মত সে আকণ্ঠ গেলে! আর্টামোনোবের কাছে মিত্যা যেন একটা স্বপন। বিস্মিত চোখে সে পিটপিট ক'রে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে,

'দেখে মনে হয় তুমি মদে অভ্যস্ত। খাও না কি?'

জামাই উত্তর দেয়: 'পারি।' আর খাবার সময় তার পান-ক্ষমতা দেখে বেশ সম্ভ্রম জাগে। সে যায় নি এমন জায়গা নেই: ভল্গা, উরাল, ক্রাইমিয়া, ককাসাস—সব জায়গায়। মিত্যার তাই গল্পের, রসিকতার, লোককে হাসাবার খোরাকের যেন শেষ নেই। সে যেন নির্ভাবনার দেশ থেকে আসা কোনো অতিথি।

সে বলে, 'জীবন হল আদরে নষ্ট সুন্দরী মেয়ে!' প্রথম থেকেই সে কাজের অবিরাম ঘূর্ণিতে পড়ে জড়িয়ে। শ্রমিকেরা ওকে পছন্দ করে। ছেলে ছোকরারা তার রসিকতা শুনে হাসে আর বুড়ো তাঁতিরা সদয় সম্ভাষণে মাথা নাড়ে। মিত্যার হাসি-খচিত বক্তৃতায় মিরণের পাতলা ঠোঁঠে পর্যন্ত হাসি দেখা দিয়ে মিলিয়ে যায়। ঐ ত ওরা দুজনে এখন আঙিনা পার হ'য়ে কারখানার পঞ্চম ব্লকের দিকে চলেছে। কারখানাটা যেন একটা লাল ইটের তৈরী মস্ত মুঠো। তার এই নতুন তৈরী পঞ্চম আঙুলটি এখনও বাঁশের মাচা ইত্যাদিতে জবরজং হ'য়ে রয়েছে। বিভিন্ন তলায় ছুতোরেরা কাজ করছে; তাদের যন্ত্র থেকে ছিটকে-পড়া দীপ্তি মিরণের চশমার কাঁচে আর সোণায় প্রতিফলিত হচ্ছে। সস্তা ছবিতে সেনাপতির মত মিরণ হাত ছোঁড়ে উঁচুতে। মাথা নেড়ে মিত্যা এমন ক'রে হাত দোলায় যেন সে মাটির ওপর কি ছড়িয়ে চলেছে।

অফিস-ঘরের জানলা দিয়ে তাদের দেখে ইয়াকব। তারও নতুন ভগ্নীপতিকে ভালো লাগে কি না। ওর সঙ্গে সময়টা কাটে বেশ; কষ্টকর চিন্তাগুলো ভুলে থাকা যায়। সত্যিই ওকে হিংসে হয় ইয়াকবের আবার ওকে দেখে মনে অদ্ভুত অবিশ্বাসও জাগে; মনে হয় ও ঋতুর পাখী, কালই ভোল বদলে বলবে আমি একজন অভিনেতা কি পরামাণিক আর নয় ত, যেমন হঠাৎ এসেছিল তেমনি হঠাৎ অন্তর্ধান করবে। মিত্যার আর একটা সদ্গুণ এই যে ওর লোভ আছে ব'লে মনেই হয় না। তাতিয়ানার যৌতুকের পরিমাণটা পর্যন্ত ও জিজ্ঞাসা করে নি। অবশ্য সেটা আবার তাতিয়ানার কৌশলও হ'তে পারে। প্রকৃতিস্থ যখন থাকে তখন আর্টামোনোব ক্ষোভ প্রকাশ করে,

'আমার সমস্ত পরিশ্রম—ঐ পুঁচকে লাল মাথাটার জন্যে!' মিরণও বিয়ে করে।

মস্কো থেকে একটি নাদুস-নুদুস, নীল-নয়নী, কুঞ্চিত-কেশা, ছোট্ট, ঘাড়-বেঁকা পুতুলকে এনে সে পরিচয় করিয়ে দেয়, 'এই যে, ইনি আমার স্ত্রী।' মেয়েটির সব কিছুই ছোটখাটো কিন্তু সব কিছুই অসাধারণ স্পষ্ট-রেখ। ইয়াকবের তাকে দেখলে রক্ত মাংসের মেয়েছেলে ব'লে মনেই হয় না বরং মনে পড়ে কাকা এ্যালেকসির প্রিয় ঘড়ি খানার ওপর যে চীনেমাটির ছোট্ট মূর্তিটি আছে সেইটিকে। মূর্তির মাথাটা ভেঙে যাওয়ায় আঠা দিয়ে ফের জুড়ে দেওয়া হয়েছে কিন্তু ঘাড়টা একটু বেঁকে যাওয়ায় মূর্তির চোখ ঘরের লোকেদের ওপর না প'ড়ে পড়ে পাশের আয়নাখানার ওপর। মিরণ জানায় তার বউ-এর নাম এ্যানা, বয়েস আঠার। তবে এই কথাটা গোপন ক'রে যায় যে এ্যানা এক কাগজ-কলের মালিকের একমাত্র মেয়ে—সঙ্গে এনেছে লাখ তিনেক টাকা।

রক্ত-চক্ষু ইয়াকবের দিকে ফিরিয়ে পিয়োতর ক্ষোভে বলে, 'কারও কারও ভাগ্যে এই রকম বউ জোটে। আর তুমি যে কোন অছরাদের পেছনে ঘুরে বেড়াচ্ছ তার কোনো ঠিকানাই নেই। আর খানিকটা ময়লা মাটির মত ইলিয়া ত ধুয়ে মুছে সাফ হ'য়ে গেল।'

মাংসল, জড় দেহের ভারে পিয়োতরের হাঁটতে কষ্ট হয়। ইয়াকবের মনে হয় তার বাবার নিজের দেহের ওপর নিজেরই রাগ। আর সেই জন্যেই সে সকলের সামনে তার বার্ধক্যের কুৎসিত মাংসস্তূপ ইচ্ছে ক'রে দেখিয়ে বেড়ায়। বড় মেয়েকে কষ্ট দেবার জন্যে যেমনটি করত ঠিক তেমনি ক'রে আর্টামোনোব রাতের পোষাক প'রে খালি পায়ে চটি দিয়ে, ড্রেসিং গাউনের ফিতে না বেঁধে আর খোলা সার্টের তলায় চর্বিতে থলথলে বুক দেখিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কখনও কখনও অফিসে এসে আর উঠবার নামটি করে না; কেবল অভিযোগ ক'রে ক'রে ইয়াকবের কাজে বাধা দেয়: কেমন ক'রে সে ছেলেপিলে আর কারখানার জন্যে জীবনের

সব শক্তি খরচ করেছে, সারা জীবন গাড়ীতে যোতা বলদের মত খেটে গিয়েছে আর ভুগেছে অগণিত উদ্বেগে—কখনও এক ঘণ্টার আনন্দ পায় নি।

নিঃশব্দে ইয়াকব শুনে যায়। অভিযোগগুলি ক'রে বাপে কিছু সান্ত্বনা পায় বটে কিন্তু ছেলের চোখে সে ফুলে ফেঁপে ঐ গির্জার মাথার ওপর মস্ত ঘণ্টাটার মত হ'য়ে ওঠে। সমতলের বাড়ীগুলোর ওপর এসে পড়বার আগে ঐ ঘণ্টা সূর্য আগে স্পর্শ করে এবং রাত্রির মধ্যে অন্তর্ধানের আগে সব শেষ বিদায়ও নেয় তারি কাছ থেকে। ইয়াকব অবশ্য এই সমস্ত অভিযোগ থেকে একটি সিদ্ধান্তই করে। সেটি হল এই যে, বাপের মত জীবনটা কাটানো অত্যন্ত বোকামি হবে।

আর ইয়াকব দেখে যে প্রত্যেকবারই প্রাণ ভ'রে অভিযোগ করবার পর আর্টামোনোবকে তীব্র চঞ্চলতায় পেয়ে বসে; কেবল ইচ্ছে হয় অপরকে কষ্ট দিতে, অপরের মনে আঘাত দিতে। ফলবাগানের ধারে জানলায় ব'সে নাতালিয়া; কর্মহীন হাত দুটো নেতিয়ে পড়েছে হাঁটুর ওপর; ভাবহীন চোখ শূন্যে ভাসমান। এসে বউ-এর পাশে ব'সে তাকে খোঁচাতে আরম্ভ করে আর্টামোনোব:

'কি ছাই ভাবছ? বোঝা না গেলেও গায়ে মাস ত বেশ লেগেছে। ছেলেরা একবার ফিরেও তাকায় না আর তাতিয়ানা রাঁধুনীকে যেটুকু ভদ্রতা দেখায় তোমাকে তাও দেখায় না। এলেনা তোমাকে মনেও করে না। বলি, একবার আসতেও কি পারে না? বোধ হয় নতুন কোনো প্রেমিক জুটিয়েছে। আর ইলিয়া তার ত খোঁজই নেই।

কিন্তু বউকে খুঁচিয়ে কিছু আনন্দ পাওয়া যায় না। তার রক্তিম মুখ দেখতে দেখতে চোখের জলে ভিজে ওঠে। আর সে জল শুধু তার চোখ থেকে বেরোয় না; গালের প্রতিটি রোমকূপ থেকে, থুতনির তলায়

নরম ঝুলে-পড়া মেদস্তূপ থেকে, কাণের কাছের কোনখান থেকেও যেন ঝ'রে ঝ'রে পড়ে।

বিরক্ত হ'য়ে বৃদ্ধ বিড় বিড় করে, 'একটা ফুটো পিপে।' হাত নেড়ে তার সজল মূর্তিকে যেন বাতিল ক'রে দিয়ে আর্টামোনোব সেখান থেকে চ'লে যায়। এত বিরক্ত লাগে যে বলবার কথা নয়।

ইয়াকবকে বিরক্ত করবার চেষ্টা বাপ করে না কিন্তু বাপের দৃষ্টির করুণতা মনে তার দুঃখু জাগায়। মাঝে মাঝে পিয়োতর আপনমনেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে,

'এ ঃ, ড্যাবা-চোখো !'

ব্যঙ্গে মিরণের কিছু যায় আসে না। পিয়োতর তাকে কেবল ভয়ই করে আর এড়িয়ে চলে। ইয়াকবও তা বোঝে। মিরণকে ভয় সকলেই করে—কারখানাতেও, বাড়ীতেও—সে তার মা থেকে আরম্ভ ক'রে চীনেমাটির বউ, মায় ছোট্ট গ্রিঙ্কা পর্যন্ত। গ্রিঙ্কা হল বেয়ারা—ঘণ্টা বাজলে সঙ্গে সঙ্গে হাজির হয়। আঙিনার ওপর দিয়ে যখন মিরণ চলে তখন তার দীর্ঘ ছায়া প্রাণের সব শব্দকে যেন স্তব্ধ ক'রে দেয়।

লালমাথা জামাইকে বিরক্ত ক'রেও কোনো মজা পায় না পিয়োতর। মিত্যা অন্যকে মজা মারার সুযোগ না দিতে এত বদ্ধ-পরিকর যে অন্যের চেয়ে নিজেই নিজকে সে ব্যঙ্গ করে ভালো। পোয়াতি হ'য়ে ফুলে উঠেছে তাতিয়ানা। ঠোঁঠ দুখানা তার অবজ্ঞায় বেঁকেই আছে। খাওয়ার পরে শুয়ে শুয়ে সে একসঙ্গে তিনখানা বই পড়ে। তারপর সে বেড়াতে বেরোয়। স্বামীটি পাশে পাশে চলে পোষা কুকুরের মত।

ভাইকে আর টাইখনকে নিয়ে মজা মারবার জন্যে গাড়ী যুতে সহরে যায় আর্টামোনোব। ইয়াকবেরও কাণে আসে বাপের ব্যঙ্গ ঃ

'কি হে পুরুতের টুপী-পরা ছাত্র—ভগবানটিকে হারিয়েছ ত?' ভাইকে শুধোয় আর্টামোনোব।

নিকিটা যেন কুঁজের মধ্যে লুকিয়ে যেতে চায়। হাড়সার হাঁটুতে হাতের তালু চেপে সে কোমল বিষণ্ণ স্বরে বলে,

'আঃ, বল' না ওরকম·········'

'কেন বলব না? ভুল টুপী পরেছ কেন? ও টুপী ত ভণ্ডের। তোমার সমস্ত পোষাকটাই তাই। তুমি কি ধরণের সাধু হে?'

'সেটা ত আমার নিজের আত্মারই ক্ষোভ।'

'নস্যি, তুমি নাও। সোজা বলছি তোমাকে, তুমি ঠকেছ নিকিটা। ভুল করেছ। কোনো দীনহীন মেয়েকে যদি বিয়ে করতে, অনাথা কোনো মেয়েকে, যৌবন যখন ছিল তখন, তাহলে আজ তোমার ছেলেপুলে, নাতি পুতি হ'ত। আমার মতনই সব হত। কিন্তু তোমার দুঃসাহস হল······মনে আছে?'

মস্ত এক ধীরগতি ঘুঘুর মত সাধু চ'লে যায় সেখান থেকে; পিয়োতর তখন, মেলায় এ্যালেক্সির কীর্তিকলাপের কথা ওল্গাকে বলতে যায়। তবু এতেও তেমন সুখ পাওয়া যায় না। স্বামী মারা যাওয়ার পর থেকে ছোট্ট বৃদ্ধাটি এত বেশী চঞ্চল আর অস্থির হ'য়ে উঠেছে যে ব'সে থাকতে তাকে দেখাই যায় না। চেয়ার সরাচ্ছে, টেবিল সরাচ্ছে, এটা ওটা সরাচ্ছে এখানে ওখানে, আর কেবলই জানলা দিয়ে বাইরে তাকাচ্ছে। মাথা ঘুরিয়ে সে প্রায় দেখেই না। চোখের ওপর মোটা কাঁচের চশমা থাকা সত্ত্বেও, একগাছা লাঠি নিয়ে, অন্বেষণের ভঙ্গীতে ডান হাতখানি বাড়িয়ে দিয়ে ওল্গা তার স্পর্শানুভূতির জোরেই চলে। পিয়োতরের ঈর্ষার কাহিনীতে সে মজা মেরে উত্তর দেয়,

'যা খুশী তুমি ব'লে যেতে পার। আমার এ্যালিওশার গায়ে কোনো ময়লাও আর লাগবে না, কোনো সুনামও যোগ করা যাবে না।'

'এ্যালেকসি তোমার সম্পর্কে ঠিকই বলত। তুমি এক চোখ বুঁজে সব কিছু দেখ।'

ওল্গা বলে, 'আমার দুটো চোখই প্রায় অন্ধ। এত কম দেখছি আজকাল যে, এ্যালিওশার প্রিয় কাপটাই কাল ভেঙে ফেলেছি।'

এরপর টাইখন বায়ালোবকে ধরে পিয়োতর কিন্তু সেও ত সহজ কাজ নয়। টাইখন চটেই না, কেবল ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে আর আক্রমণকারীর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে প্রতিটি আক্রমণের ছোট্ট শান্ত উত্তর দেয়।

'অনেক দিনই ত বাঁচলে,' বলে আর্টামোনোব।

যথেষ্ট যুক্তির সঙ্গে টাইখন উত্তর দেয়,

'কেউ কেউ বেশী দিন বাঁচে।'

'বাঁচে ত, কিন্তু কেন? কেন শুনি!'

'প্রত্যেকেই বাঁচে।'

'তা বটে। কিন্তু তারা সকলে ত আর সারাজীবন উঠোন ঝাঁট দিয়ে আর ময়লা পরিষ্কার ক'রে কাটায় না।'

টাইখনের চিন্তাধারা নিজের পথেই চলে।

'তুমি জন্মালে ত? বেশ। তারপর মরা পর্যন্ত বেঁচে রইলে,' ব'লে চলে সে। কিন্তু আর্টামোনোব শোনে না।

'সারা জীবন ঝাঁটা হাতেই কাটালে। না মাগ, না ছেলেপিলে, না কিছু। বাবা ত তোমাকে ভালো চাকরী দিতে চেয়েছিল, তুমি নিলে না। তোমার এত একগুঁয়েমি কিসের?'

অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে টাইখন উত্তর দেয়,

'এখন আর ও কথা জিজ্ঞাসা ক'রে লাভ কি পিয়োতর ইলিচ ?'

চ'টে গিয়ে আর্টামোনোব খোঁচা দিয়েই চলে,

'একবার চোখ মেলে চেয়ে দেখ দিকিনি, তোমার জীবিত কালেই কত লোক টাকার আণ্ডিল ক'রে নিলে। সবাই আরও একটু ভালো জীবন চায়, টাকা জমাতে চায়·········'

কথার মধ্যেকার 'আ' গুলিকে টেনে টেনে অসাধারণ দীর্ঘ ক'রে টাইখন উত্তর দেয়,

'জমায়, জমায় আর শয়তানকে খাওয়ায়।'

ইয়াকব ভাবে এইবার বাবা রেগে চেঁচিয়ে উঠবে কিন্তু ক্ষণিক নীরবতার পরেই বৃদ্ধ অস্পষ্ট উচ্চারণে কি ব'লে, পেছন ফিরে মালীর কাছ থেকে চ'লে যায়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে টাইখন কেমন জৌলুষ হারিয়ে ফেলেছে। চুল উঠে গিয়েছে অনেক আর চামড়ার রং হয়েছে কাদার মত। কিন্তু স্বাস্থ্য এখনও তার অটুট—বয়সের কৌশলী আক্রমণগুলিকে সফল প্রতিরোধ ক'রে চলেছে। এক রকমের ভারিক্কী শ্রী পর্যন্ত লেগেছে তার গায়ে ; কথার স্বর আরও গম্ভীর, আরও উপদেষ্টাসুলভ। ইয়াকবের মনে হয়, টাইখনের কথাবার্তা, ভাবভঙ্গী এমন, যেন সেই কারখানার মালিক, পিয়োতর নয়।

ইয়াকব ক্রমে স্পষ্টই বুঝতে পারে যে বাড়ীতে সে বিদেশী আর বাড়ীতে সকলের প্রিয়পাত্র হল একমাত্র মিত্যা, যে আসলে বাইরের লোক। মিত্যাকে ইয়াকবের বিজ্ঞও মনে হয় না, বোকাও নয়। বিজ্ঞ, বোকা—এই সব বিভাগের মধ্যে ওকে ফেলা যায় না। আর কারও সঙ্গে তার মিল নেই। মিরণের ব্যবহারেও মিত্যার গুরুত্ব স্বীকৃত। প্রাণহীন কর্তৃত্ব-লোভী মিরণ সকলকেই হুকুম করে খুশীমত কিন্তু মিত্যার প্রতি

সে বন্ধুভাবাপন্ন। তারা তর্ক করে কিন্তু ঝগড়া করে না ; আর মিরণ পর্যন্ত তর্ক করার সময় মুখ সামলে থাকে। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত জরুরী আহ্বানে বাড়ী মুখরিত হ'তে থাকে ঃ

'মিত্যা।' তাতিয়ানা চীৎকার করে।

'মিত্যা কোথায় ?' নাতালিয়া জিজ্ঞাসা করে ; এমন কি পিয়োতরও জানলা দিয়ে মাথা বের ক'রে ঘরঘর ক'রে ওঠে,

'মিত্যা, খেতে দেওয়া হচ্ছে।'

মিরণের নিষ্প্রাণ অপমানকর খিটখিট্‌নিতে কারখানার কর্মীরা আড়ষ্ট হ'য়েই থাকে। খেঁকশেয়ালের মত লঘু পাদক্ষেপে কারখানার চারিদিকে ঘুরে বেড়ায় মিত্যা আর পেছনে লুটিয়ে নিয়ে চলে হাসি-ঠাট্টার ঝাড়ন—সব আড়ষ্ট-ভাব দেয় উড়িয়ে। শ্রমিকদের সে বন্ধু ব'লে সম্বোধন করে।

লাল চামড়ায় মোড়া একখানা নোটবই বের ক'রে অথবা নিকটতম কাঠের পাটার ওপর খড়ি দিয়ে এঁকে সে, ছুতোর মিস্ত্রীদের দাড়িওয়ালা ভারিক্কী সর্দারকে বলে,

'শোনো বন্ধু, এ সব ভুল হচ্ছে। এই দেখ, এই যে, এই রকম ক'রে ; হাঁ, তারপর এই রকম আর তারপর এই রকম, হাঁ। ঠিক হয়েছে।'

'ঠিক বলেছেন,' সর্দার সায় দেয়, 'আমরা সেই পুরোনো ধরণে করছি কি না, সেইজন্যে।'

'না ভাই, ওতে আর চলবে না। নতুনটা রপ্ত ক'রে নিতে হবে। নতুনটায় সুবিধে অনেক।'

আবার সর্দার সায় দেয়,

'তা ঠিক।'

মিত্যার এই ব্যবসার খেলা এ্যালেকসির ধরণ-ধারণ মনে করিয়ে দেয়, তবে এ্যালেকসির মত মনিবী লোভ নেই তার। তার খুশীর ভাঁড়ামিতে ছোট্ট সেরাফিমকে মনে পড়িয়ে দেয় এবং এই সাদৃশ্যটা আর্টামোনোবের চোখ এড়ায় না। একদিন রাতে খাওয়ার সময়, ভারী আবহাওয়াটাকে হাল্কা ক'রে দিয়ে মিত্যা চ'লে যাবার পর, আর্টামোনোব হি হি ক'রে হেসে মন্তব্য করে :

'আমাদের মন ভালো করবার আর একজন ছিল, সেরাফিম।'

পিয়োতরের সঙ্গে মিরণের খিটিমিটি বেধেই থাকে। একদিন এই রকম হবার পর ইয়াকব শুনতে পায়, ভগ্নীপতি মিরণকে বলছে,

'দেখলে ঘেন্না, ভয়, করুণা এক সঙ্গে জাগে—খাঁটি রুষীয় রাসায়নিক মিশ্রণ।'

অবশ্য একটু সান্ত্বনা দিয়ে যোগ করে,

'অবশ্য ভাববার কিছু নেই। ওরকম জীবের দিন কেটে আসছে। আমরা নিজেদের পরিচ্ছন্ন ক'রে তুলছি।'

এক ছুটির দিন বাগানে চা খেতে খেতে পিয়োতর অভিযোগের স্বরে বলে,

'আমার জীবনে একদিনও ছুটি পাই নি।'

মিত্যা এই কথায় একেবারে বাজির মত ফেটে পড়ল,

'সেটা আপনার নিজের ভুল, আর কারও নয়! আমার ছুটি আমার কাছে। জীবন হল আদরে নষ্ট সুন্দরী—সে উপহার চায়, আমোদ-প্রমোদ চায়, চায় লীলা। জীবন উপভোগ করার জন্যে। প্রতিদিনই সুখী হবার নতুন কিছু উপাদান এসে জুটছে।'

অক্লান্ত বাঁশীওয়ালার মত মিত্যা কথা ব'লেই চলে; সঠিক কথাটির জন্যে ও কখনও ইতস্তত: করে না। অন্যেরা চুপ ক'রে যায়,

সে যখনই মিত্যা কথা বলতে থাকে তখনই। ওর কথা শুনতে শুনতে লোকের কেমন যেন স্বপনের ঘোর লাগে। এই সব কথার পিছনে আসল সত্যটির আকর্ষণে ইয়াকবও শ্রোতা হ'য়ে ওঠে আবার মিত্যাকে তার জিজ্ঞাসা করতেও ইচ্ছা করে,

'তাই যদি হবে তাহলে এমন বিশ্রী আর বোকা একটা মেয়েকে বিয়ে করলে কেন ?'

মিত্যার সঙ্গে তার বউ-এর সম্পর্কের মধ্যে ভণ্ডামি চোখে পড়ে ইয়াকবের। বউ-এর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে তার উদ্বেগ বড্ড বেশী কৃত্রিম। ইয়াকবের মনে হয় তাতিয়ানাও এ মিথ্যাচার অনুভব করে ব'লেই কথা কম কয় আর রসকষহীন খিটখিটে হ'য়ে থাকে। আর নিজের প্রাণ-চঞ্চল স্বামীকে বাদ দিয়ে মিরণের সঙ্গে সোৎসাহে রাজনীতি আলোচনা করে। সে কথা যেটুকু বলতে পারে তা ঐ রাজনীতি নিয়ে।

কখনও কখনও ইয়াকবের মনে হয় মিত্যা লঙ্গিনব কোনো নির্ভাবনার রাজ্য থেকে ত আসেই নি, এসেছে এক অসহ্য অবসাদের অন্ধকার গহ্বর থেকে। সেখান থেকে কোনোমতে লাফিয়ে বেরিয়ে এসে এই নূতন, অপরিচিত মানুষদের দেখে, আনন্দে, বিস্ময়ে নেচে, কুঁদে একসার হচ্ছে। তার এই বিস্ময়ের মধ্যে কিছুটা বোকামিও যেন আছে। ও যেন খেলনার দোকানে ছোট ছেলের মত অবাক হ'য়ে হাঁ ক'রে তাকিয়ে আছে কিন্তু চালাক ছেলে শীগগীরই বুঝে নিয়েছে কোন খেলনাগুলো সব চেয়ে নেবার মত।

সারা বাড়ীতে এবং কারখানায় মাত্র দু জন তাতিয়ানার বরকে দেখতে পারে না ঃ নিকিটা আর টাইখন। ইয়াকব মিত্যা সম্পর্কে টাইখনকে জিজ্ঞাসা করলে সে স্থির স্বরে উত্তর দেয়,

'কোনো কাজের নয়।'

'কি ক'রে বুঝলে ?'

'ও মাছির মত' যেখানেই ময়লা সেখানেই বসে।'

অনেকক্ষণ ধ'রে একটানা প্রশ্ন ক'রেও এর চেয়ে সরলতর কোনো উত্তর টাইখনের কাছ থেকে ইয়াকব বের করতে পারে না ঃ

'নিজেই ত দেখতে পাও ইয়াকব পেত্রোবিচ, পাও না ? যত রকমের কু ফন্দি আঁটে।'

ইয়াকবের কাকা সাধু নিকিটাও ঐ এক কথাই বলে. দীর্ঘশ্বাস ফেলে,

'ধূলো ওড়ায়। ওরকম আমি অনেক দেখেছি। কেবল বাজে বকে বকর-বকর ক'রে। সব লোকেরই ওদের কাছে এক দর আর নিজেদেরও কোনো ব্যক্তিত্ব ব'লে জিনিষ নেই—কেবল কথার জালে জড়িয়ে আছে। ওর সামনে গিয়ে বল একবার—আঃ শান্তি নেই মোটে ; ও ফিরে উত্তর দেবে—এক ধামা পিটে ? ঐ, ওদের ঐ ধরণ।'

সাতে পাঁচে থাকে না বিকলাঙ্গ নিকিটা কিন্তু মিত্যার বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে সে বিরক্ত, প্রায় ক্রুদ্ধ হ'য়ে ওঠে। ইয়াকবের অদ্ভুত ঠেকে। আরও অদ্ভুত ঠেকে নিকিটা আর টাইখনের তাতিয়ানার বর সম্পর্কে মতৈক্য। অথচ দুই বৃদ্ধের মধ্যে মনের মিল একেবারে নেই—সোজা-সুজি ঝগড়া হয় না, এই যা। দুইজনেই পরস্পরকে এড়িয়ে চলে, কথা প্রায় বলেই না। মানুষের যে নির্বুদ্ধিতা দেখে দেখে ইয়াকব ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে টাইখন আর নিকিটার এই ঝগড়া সেই নির্বুদ্ধিতারই আর একটি দৃষ্টান্ত ব'লে মনে হয়। যে দুটো লোক একখানা পা কবরের ওপর দিয়েই রেখেছে তাদের মধ্যে আবার ঝগড়া-ঝাঁটি হবে কেন ?

নিকিটা মৃত্যুশয্যায়। ইয়াকবের মনে হয় পিয়োতর যথাসাধ্য সাহায্য করছে নিকিটাকে কবরে পৌছানোর জন্তে। যখনই দু জনে দেখা হয় তখনই আর্টামোনোব ভাইকে যেন কটুবাক্যে গুঁড়িয়ে দিতে চায় ঃ

'আমি সারাজীবন কাটালাম ভারবাহী পশু হ'য়ে আর তুমি কাটালে পোষা বেড়ালের মত। সবাই তোমাকে একটু যত্ন, একটু সুখী করতে চায়—এমন কি তোমার যে একটা মস্ত কুঁজ আছে তাও যেন কেউ দেখতে পায় না। আর আমি—প্রত্যেকে বলে আমি নীচ? আমার কোনখানটা নীচ? সারাটা জীবন........'

কুঁজের মধ্যে মাথাটাকে টেনে নিয়ে সাধু মিনতি করে, কাশির বেগের মাঝে মাঝে ঃ

'রাগ কর' না।'

বাপের প্রতি ঘৃণায় ইয়াকবের জীবন আরও দুর্বহ হ'য়ে ওঠে। গ্যাদগেদে একতাল নরম সাবানের মত পিয়োতরের খোলা বুক আর তার ওপর গজানো ধূসর রোমের ছাতা আরও বিতৃষ্ণা জাগায়। এই মনোভাব লুকিয়ে রাখা কি চেপে রাখা বড় সহজ নয়। তাই সময় সময় সে নিজেকে মনে করিয়ে দেয় ঃ

'আমার বাবা যে; আমাকে জন্ম দিয়েছে।'

কিন্তু তাতে বাপের চেহারা কিছু সুন্দরতর হয়ে ওঠে না, বিতৃষ্ণাও কিছু কমে না বরং ঐ চিন্তাটাই কেমন বিরক্তকর, অপমানকর ব'লে ঠেকে। ভাই কি ক'রে মরছে সেটা ভালো ক'রে দেখবার জন্যেই যেন পিয়োতর রোজ গাড়ী যুতে সহরে যায়। সিঁড়ি ভেঙে, হাঁফাতে হাঁফাতে সে চিলুকোঠায় উঠে, ভাইএর পাশে বিছানায় ব'সে, ফোলা ফোলা লাল চোখে নিকিটার পানে চেয়ে থাকে। খুক খুক ক'রে কাশে আর ভাবহীন দৃষ্টি ছাদের দিকে মেলে চুপ ক'রে চেয়ে থাকে নিকিটা। তার হাত দুটো আজকাল কেমন চঞ্চল হয়ে উঠেছে—পোষাকের ওপরে নীচে এমনি ঘুরে বেড়ায়, আর অন্যের চোখেও পড়ে না এমন কি সব জিনিষ ঝেড়ে ঝেড়ে ফেলে। মাঝে মাঝে কাশতে কাশতে হাঁফিয়ে প'ড়ে সে উঠে বসবার চেষ্টা করে।

বড় ভাই জিজ্ঞাসা করে, 'পারছ না, না ?'

ভাই-এর কাঁধে, চৌকিতে, চেয়ারের পিঠে হাত রেখে রেখে কোনো-রকমে নিকিটা জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়—হাড় জিলজিলে শরীরের ওপর সাধুর পোষাকটা ঝোলে ভাঙা মাস্তুলের ওপর পালের মত। জানলার কাছে ব'সে নিকিটা হাঁফাতে হাঁফাতে তাকায় নীচে ফলবাগানের দিকে আর নয় ত দূরের ঐ অন্ধকার বনের দিকে।

নিজের ঝুলে-পড়া মাংসল কান টেনে বড় ভাই বলে, 'তাহলে এখন বিশ্রাম কর।' নীচে এসে ওল্‌গাকে জানায়,

'ওর হ'য়ে এসেছে ; আর বেশী দিন নয়।'

মোটা-গাঁটা একজন সাধু এসে উপস্থিত হয়—নাম মার্দারি। সে বলে নিকিটাকে মঠেই পাঠিয়ে দিতে হবে কেন না কি এক আইন অনুসারে তাকে মঠেই মরতে হবে এবং মঠেই কবরস্থ হ'তে হবে। কুঁজো কিন্তু ওল্‌গাকে বুঝিয়ে সাধুর প্রস্তাবপ্রত্যাখ্যান করায়।

'মরলে তুমি আমায় সেখানে পাঠিয়ে দিতে পার।'

আর তিন তিন বার সে করুণ-স্বরে অনুনয় করে,

'কফিনের ডালাটা একটু উঁচু কর'—যাতে আমার আঁধো-বাঁধো না ঠেকে। ভুলে যেও না যেন।'

মহাযুদ্ধ বাধবার চারিদিন আগে সে মারা গেল। মরণের আগের দিন সে বললে মঠে খবর দিতে।

'ওরা আসুক এইবারে। আসতে আসতেই আমার হ'য়ে যাবে।'

শেষ দিন সকালে ইয়াকব বাপকে ধ'রে চিলুকোঠায় তোলে। ক্রুশচিহ্ন এঁকে সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে ভাই-এর ছাই-এর মত ফ্যাকাশে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, ব'সে-যাওয়া মুখ আর আধ-বোঁজা চোখ। অস্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠে নিকিটা বলে,

'আমাকে ক্ষমা কর।'

পিয়োতর ঘড়ঘড়িয়ে ওঠে, 'ও সব কি বলছ? ক্ষমা করবার আবার কি আছে?'

'আমার দুঃসাহসের জন্যে।'

বড় ভাই বলে, 'তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আমিই তোমাকে নিয়ে যখন তখন মজা মেরেছি।'

ক্ষীণ অস্পষ্ট ভাবে সাধু বলে, 'একটু ব্যঙ্গের জন্যে ভগবান তোমাকে দুষবেন না।' একটু স্তব্ধতার পর পিয়োতর জিজ্ঞাসা করে,

'এখন কি মনে হচ্ছে? কোন দিকে.........'

ভাই-এর কথায় বাধা দিয়ে তাড়াতাড়ি সাধু ব'লে ওঠে,

'ঐ দেখ, ভুলে যাচ্ছিলাম। টাইখনকে বোলো ইয়াশা, গ্রীষ্মাবাসের কাছে মেপ্‌ল্ গাছটা কেটে ফেলতে। ওটা বাঁচবে না।'

এই অস্বাভাবিক স্পষ্ট কণ্ঠস্বর সহ্য হয় না ইয়াকবের, সহ্য হয় না এই পাঁজরা-সার, বিকৃত বুকখানার অদ্ভুত উঁচিয়ে থাকা—যেন একটা বাক্সকে এক কোণ ধ'রে উঁচু ক'রে দেওয়া হয়েছে। এই কালোয় ঢাকা, অনড় একগাদা হাড়ের মধ্যে মানুষের মত কিছু আর অবশিষ্ট নেই—নেই ঐ পুরাতন একখানা তামার ক্রুশ-ধরা যোড়-করা হাত দুখানার মধ্যে। কাকার জন্যে দুঃখু হয় ইয়াকবের কিন্তু এও তার মনে হয় যে, সকলের চোখের সামনে এমনি ক'রে বুড়োদের, বিশেষ ক'রে আত্মীয়দের মরতে দেওয়াটা সমীচীন নয়।

ভাই ফের কিছু বলবে এই আশায় পিয়োতর কিছুক্ষণ দাঁড়ায়; তারপর নিঃশব্দে মাথা নুইয়ে সে ইয়াকবের হাত ধ'রে চিলুকোঠা থেকে নেমে এসে বলে,

'নিকিটা মারা যাচ্ছে।'

খবরের কাগজের প্রকাণ্ড একখানা পাতার পেছনে অর্ধ-লুক্কায়িত মিরণ জিজ্ঞাসা করে, 'তাই না কি?' যা পড়ছিল তার থেকে মুখ না তুলেই যান্ত্রিকভাবে সে প্রশ্নটা করে। তারপরেই কাগজখানা টেবিলে ফেলে সে ঘরের ঐ দিকে স্ত্রীকে ডাকে,

'এস, প'ড়ে দেখ, আমি ঠিক বলেছি কি না!'

নাদুস-নুদুস বৌটি তাড়াতাড়ি ঘর পার হ'য়ে আসে এদিকে আর জানলার কাছ থেকে উদ্বেগে ওল্গা চেঁচিয়ে ওঠে,

'না, না, মিরণ, কি বলছিস? যুদ্ধ সত্যি সত্যি বাধে নি?'

পিয়োতর তাদের উচ্চকণ্ঠে মনে করিয়ে দেয়, 'ঐ হল দ্বিতীয় আর্টামোনোবের বৈশিষ্ট্য।'

'সবই অবশ্য মিথ্যে কথা,' মিরণ বৌকে বলে; আবার ইয়াকবকেও হ'তে পারে। ইতিমধ্যে ইয়াকবও ঝুঁকে এই ভীতিপ্রদ খবরটি প'ড়ে বুঝবার চেষ্টা করে যে এই দুঃসংবাদে তার ভয় পাবার মত কি আছে। রেগে মাথা নাড়তে নাড়তে আর্টামোনোব আঙিনায় বেরিয়ে যায়। শানের পাথর এত তেতে উঠেছে যে মখমলের জুতোর নরম তলা ফুঁড়ে তাত লাগছে চামড়ায়। জানলা দিয়ে আসে মিরণের শুকনো গলায় সকলকে সতর্ক ক'রে দেওয়ার আওয়াজ। কাগজখানা হাতে ক'রে জানলার কাছে এসে ইয়াকব দেখে পিয়োতর তার লাল লাল মুঠো উঁচিয়ে কাকে যেন শাসাচ্ছে।

তিনদিন পরে ভোর বেলা সাধুরা এসে উপস্থিত। তাদের সাতজনে সাত রকম দেখতে; দৈর্ঘ্যে প্রস্থে কারও সঙ্গে কারও মিল নেই। তবু ইয়াকবের মনে হয় এদের মধ্যে একজন ছাড়া আর সকলেই সদ্যোজাত শিশুর মত দেখতে। সেই একজন এদের মধ্যে সব চেয়ে লম্বা এবং সব চেয়ে রোগা। সেই সকলের আগে একটা মস্ত কালো ক্রুশ নিয়ে চলে। তার চাপ দাড়ি; আর গলার চুউ আওয়াজ বেশ হৃষ্ট ব'লে

বর্তমান উপলক্ষ্য বা তার নিজের পেশা কিছুরই সঙ্গে খাপ খায় না। আর লোকটার মুখমণ্ডল নেই বললেই চলে। চ্যাপ্টা, মাংসল নাক গালের সঙ্গে এমন মিশে গিয়েছে যে, যেখানটায় মুখ থাকবার কথা সেখানটায় কোনো ফাঁকই নেই—শুধু তার টাক আর দাড়ির ব্যবধানের মধ্যে আছে দুটি গর্ত। এত আস্তে সে পা তোলে যে মনে হয় সে অন্ধ আর গান করে তিনটি আওয়াজে :

'পরম পবিত্র তিনি,'—গভীর খাদে আওয়াজ ;

'সর্বশক্তিমান'—আর একটু উঁচু ; তারপর

'দয়া কর প্রভু এ জীবে!' এত তীব্র স্বরে যে, রাস্তার ছেলেগুলো ছুটে এসে তাকিয়ে থাকে ঐ দাড়ির দিকে, যেখান থেকে ঐ অদ্ভুত তিনটি স্বর বেরুচ্ছে।

শবযাত্রা যখন স্কোয়ারে পৌঁছাল তখন সাধারণ লোকে আর রিজার্ভ বাহিনীর সৈনিকে মাঠ একেবারে ভর্তি। ভীড়ের মধ্যে লেফ্‌টেনান্ট মাভ্‌রিনের সঙ্গে তার নিজের কিছু লোক, সহরের কর্তাদের কয়েকজন আর পুরোহিতদের জনকয়েক। তার বাহিনীর ঠিক সম্মুখেই দাঁড়িয়ে রয়েছে অবিচলচিত্ত লেফ্‌টেনান্ট ; তার পোষাকের ওপর ঝলসে উঠছে রোদ্দুর। গির্জার বিভিন্ন পদাধিকারীদের পরিধেয় সুঁচোল হ'য়ে ওপরে উঠে গিয়েছে। খোদাই-করা মূর্তির মত তারা স্থির, নিশ্চল দাঁড়িয়ে। তাদের গায়ের আবরণীতে রোদ যেন সোণা গলিয়ে ঢেলে দিয়েছে। তারই ছটা এসে পড়ছে মাভ্‌রিনের গায়ে। বক্তৃতা-মঞ্চের সামনে দিয়ে মোটাসোটা একজন কর্মচারী নিজের ছোট্ট মাথার ওপর টুপীটা দুলিয়ে দুলিয়ে এদিকে ওদিকে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে।

ত্রিস্বর সাধুবাবা এই মানুষের প্রাচীরের সামনে এসে থেমে গিয়ে কালো ক্রুশখানা দুলিয়ে, গভীরতম খাদের আওয়াজে বললে,

'পথ দাও।'

লোকে পথ দিলে, কিন্তু সাধুবাবার জন্যে নয়, জেলার পুলিশের কর্তার রোগা বাদামী-রঙের ঘোড়াটার জন্যে। সাধুবাবাকে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে, এক্কি রাস্তার ওপর ঘোড়াটাকে এড়োএড়ি দাঁড় করিয়ে স্কোয়ারে ঢোকার পথ দিলে বন্ধ করে; শাদা দস্তানা-পরা হাত নেড়ে সে চেঁচিয়ে ব'কে উঠল,

'কোথায় যাচ্ছেন? দেখতে পাচ্ছেন না? পেছন ফিরুন!'

ক্রুশখানা তুলে ধ'রে সাধু সুর ভাঁজে,

'পরম পবিত্র তিনি—ই—ই.........'

বক্তৃতা মঞ্চের কাছ থেকে সেই কর্মচারীটি চেঁচিয়ে ওঠে, 'ওঃ হো হো!' আর সঙ্গে সঙ্গে স্কোয়ারের সব লোক বিকট চীৎকার ক'রে ওঠে, 'ওঃ হো হো!'

বড়ই বিসদৃশ লাগছে। রেকাবের ওপর দাঁড়িয়ে উঠে এক্কি সেই চীৎকারের ওপর দিয়ে গলা চড়িয়ে বলে,

'পিয়োতর ইলিচ্, দয়া ক'রে ঐ গলিপথ দিয়ে আপনারা যান! একটু ঘুরে যান! মিরণ এ্যালেকসিয়েভিচ, অনুগ্রহ করুন। লোকের এই এত উৎসাহ আর তার মধ্যে আপনারা কিনা.........দেখছেন ত স্বচক্ষে!'

শবাধারের সামনে দাঁড়িয়ে আর্টামোনোব—দুই পাশে তার স্ত্রী আর ছেলে ইয়াকব। এক্কির কাঠের মত আড়ষ্ট মূর্তিখানার দিকে একবার তাকিয়ে গম্ভীর গলায় শববাহী সাধুদের বলেঃ

'আপনারা পেছনের পথে চলুন।'

কান্নার আবেগ সামলে সে যোগ করে,

'মনে হচ্ছে এই বোধ হয় আমার শেষ আদেশ দেওয়া।'

সমস্ত ঘটনাটা ইয়াকবের কাছে অশোভন এবং হাস্যকর ব'লে মনে

হয়। যে সরু পথের ওপর পলিনার বাস সেই পথে চলে শবযাত্রা। শাদা পোষাকে আর গোলাপী ছাতা হাতে পলিনাকে স্কোয়ারের অভিমুখে যেতে দেখা যায়। শবযাত্রা যায় পাশ দিয়ে। সে নিজের গোল বুকের ওপর তাড়াতাড়ি ক্রুশচিহ্ন আঁকে।

রাগে আর ধূলোয় দম আটকিয়ে ইয়াকব সিদ্ধান্ত করে, 'ঐ দেখ, মাভ্‌রিনকে হাঁ ক'রে দেখতে যাচ্ছে।' সাধুদের পা আরও দ্রুত চলে। কালো-দাড়ি আরও বিষণ্ণ, আরও নীচু গলায় নাম গান করছে আর দোহারেরা এখন সম্পূর্ণ নীরব। সহরের বাইরে ঠিক কসাইখানার বিপরীত দিকে একটি অদ্ভুত গড়নের গাড়ি দাঁড়িয়ে। গাড়িখানা কালো কাপড়ে ঢাকা আর সামনে দুটো শাদা-কালো ঘোড়া। শবাধার গাড়ীর ওপর স্থাপিত হ'লে শেষ প্রার্থনা সুরু হয় আর সেই সঙ্গে রাস্তার ওপর দিয়ে সহর থেকে ভেসে আসে যুদ্ধোদ্যমের হুঙ্কার; 'গড্‌ সেভ্‌ দি জার' (ভগবান রাখুন জারকে—)। তিনটি গির্জার ঘণ্টা বাজতে থাকে আর সমস্ত শব্দ ছড়িয়ে ধোঁয়ার মত ওপরে ওঠে সমবেত আনন্দের গর্জন, 'ওঃ হো।'

এমন কি ইয়াকবের মনে হল লেফ্‌টেনান্ট মাভ্‌রিন যেন হুকুম দিচ্ছে ঃ 'প্রস্তুত!'

অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার পর ইয়াকবের গাড়ী চ'লে আসে খুড়ীমার বাড়ী। সকলের সঙ্গে টেবিলে খেতে ব'সে ইয়াকবকে সমানে শুনে যেতে হয় বাপের ক্রুদ্ধ অনুযোগ-অভিযোগ।

'কসাইখানার সামনে ঘোড়াগুলোকে রেখেছিল কোন গবেট?'

মিত্যা তাকে বুঝিয়ে বলে, 'পুলিশে রেখেছিল, পুলিশে। কি রকম বিসদৃশ লাগে দেখছেন না? যুদ্ধের জন্যে এমন জাতীয় উৎসাহ-উদ্দীপনা আর তার মাঝখানে একটা শব! একেবারে অশোভন!'

যখনই কোনো বিষণ্ণ কি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটবে তখনই ডাক্তার ইয়াকবলেব ঠিক সামনে এসে যাবে। তারি সঙ্গে কথা হচ্ছে মিরণের। ঠোঁট থেকে হাসি চেটে নিয়ে মিরণ বলে,

"বেশ; কিন্তু ঐ 'রূপোলি রাজকুমারে' মিৎকার মত আমরা যদি সকলে কাঁধ লাগাই, তা হলে? ·········ঐ সৈন্য সংখ্যার ওপরেই ত শেষ পর্যন্ত হার-জিত নির্ভর করে।"

ডাক্তার উত্তর দেয়, 'না, যান্ত্রিক সরঞ্জামের ওপর।'

'যান্ত্রিক সরঞ্জাম? হাঁ, সে কথা সত্যি, কিন্তু·········'

এই যত সব বিরক্তিকর কাজ কারবার থেকে সে যখন ছাড়া পেল তখন রাত্তির ন'টা। ছুটল পলিনার ওখানে। সারা পথটা তার এমন দুশ্চিন্তায় কাটে। এত বেশী দুর্ভাবনা ত আগে কোনোদিন হয় নি। একটা অসাধারণ কিছু ঘটবার পূর্বাভাস যেন। আর হলও ঠিক তাই।

খিড়কি দরজা দিয়ে ইয়াকব ঢুকতেই পলিনার রাঁধুনী ধপ্ ক'রে রান্নাঘরের ধারের বেঞ্চিতে 'ও মা.' ব'লে বসে পড়ে।

'কুটনী কোথাকার!' ব'লে চ'লে যায় ইয়াকব পাশ দিয়ে; দাঁড়িয়ে পড়ে স্থির হ'য়ে পলিনার ঘরের সামনে। ভেতর থেকে চঞ্চল, সেনা-সুলভ পদক্ষেপ আর সৈনিকের পরিচিত কণ্ঠস্বর আসছে। সৈনিক বলছে,

'তাহলে বুঝছেন, আপনাকে মাথা খাটাতে হবে। তাই নয় কি? মাথা খাটান! একটু বুদ্ধি খরচ করুন!'

"এখনও 'আপনি' বলছে। তাহলে হয়ত এখনও কিছু ঘটে নি," ইয়াকব ভাবে।

কিন্তু দরজা খুলেই বোঝে সব কিছু ঘ'টে গিয়েছে। অচঞ্চল লেফ্‌টেনাণ্ট ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, হাত পকেটে গোঁজা, ভুরু কুঞ্চিত। প্যাণ্টের

বোতাম খোলা ; আর তার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় অধোবাসের একদিকের দড়ি এখনও প্যাণ্ট থেকে খোলা। পায়ের ওপর পা দিয়ে কৌচে ব'সে আছে পলিনা—এক পায়ের মোজা গোড়ালি আর পায়ের ডিমে জড়িয়ে ঝুলছে। বেয়াদবিতে ভরা পলিনার চোখ এখম অদ্ভুত রকমের গোল দেখাচ্ছে। গাল দুটো টকটক করছে উত্তেজনায়।

অচঞ্চল লেফ্‌টেনাণ্ট, 'এই যে' বলে এমন করে যে, ইয়াকবের চরম আশঙ্কা সম্বন্ধেও আর কোনো সন্দেহ থাকে না। ঘরে ঢুকে চেয়ারের ওপর টুপীটা ছুঁড়ে ফেলে অদ্ভুত, ভাব-গোপনকরা গলায় বলে,

'গোরস্থান থেকে এই আসছি········শ্রাদ্ধ সেরে আর কি।'

লেফ্‌টেনাণ্ট জিজ্ঞাসু গলায় এমন ভঙ্গীতে 'অ,' বলে যে মনে হয় সেই যেন এখানে সর্বময় কর্তা। চিড়বিড় চিড়বিড় না করা পর্যন্ত সিগারেটটা টেনে, একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে পলিনা, বিশেষ না ভেবে চিন্তেই বলে,

'ইপ্পোলিত সার্জিয়েভিচ আমাকে রেড-ক্রসে যোগ দিতে বলছেন।' পলিনার কথায় অপরাধের কোনো আভাষই নেই।

ব্যঙ্গের হাসি হেসে ইয়াকব বলে, 'নার্স ? হুঁ।' স্থির অচঞ্চল লেফ্‌টেনাণ্ট ইয়াকবের দিকে এক পা এগিয়ে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করে,

'হাসছ কেন ? সোজা উত্তর দাও। আমি বাড়াবাড়ি ভালোবাসি না। ও সব আমার অসহ্য।'

এই অল্প কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই রাগে আর ক্ষোভে ইয়াকব একটা জিনিষ বুঝতে পেরে মুষড়ে পড়েছে। সেটা হল এই যে, তার নিজের দেহের যে কোনো অঙ্গের মতই এই ক্ষুদ্রকায়া মেয়েমানুষটি তার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। কোনোমতেই একে সে ছেড়ে দিতে পারবে না। এই বোধের সঙ্গে সঙ্গেই তার রাগ ফিরে আসে, শিরদাঁড়া শিরশিরিয়ে ওঠে ; পকেটে ইয়াকব হাতখানা পুরে দেয়।

লেফ্‌টেনাণ্টকে সাবধান করে সে, 'এগিও না ব'লে দিচ্ছি।' চোখ-দুটো যেন তার কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে চায়।

আর এক পা এগিয়ে এসে লেফ্‌টেনাণ্ট দাবী করে, 'কে-কেন শুনি?' সৈনিকের এই দু বার ক'রে একটা অক্ষরকে উচ্চারণ করায় এত রাগ ধরে ইয়াকবের। এখন একেবারে ক্ষেপে ওঠে ইয়াকব। পকেট থেকে হাতখানা বের করতে করতে সে চীৎকার ক'রে ওঠে:

'তোকে আমি খুন করব!'

ইয়াকবের কব্জিটা খপ ক'রে চেপে ধ'রে ভীষণ জোরে মাভ্‌রিন চাপ দিতেই ভট ক'রে পকেটের মধ্যেই গুলিটা বেরিয়ে যায়। তারপর মুচড়ে প্রায় কনুইটাকে ভেঙে দিয়ে এক ঝাঁকানিতে ইয়াকবের হাত-খানা পকেট থেকে বের ক'রে, তার অবশ আঙুল থেকে রিভলভারটা ছিনিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয় ইঞ্জিচেয়ারখানার ওপর; বলে,

'চাল চলল না।'

ততক্ষণে পলিনা চাপা গলায় চীৎকার করছে, 'ইয়াশা! ইয়াশা! ইপ্পোলিত সার্জিয়েভিচ! তোমরা ক্ষেপলে না কি? মারামারি করছ কেন? কেলেঙ্কারি রটাবে দেখছি! আরে, আরে!'

ইয়াকবকে যেন নমস্কার করা'নোর জন্যে তার দাড়ি ধ'রে টেনে নামিয়ে অচঞ্চল লেফ্‌টেনাণ্ট গর্জে ওঠে, 'কেমন, এঁ্যা, কেমন? ক্ষমা চা আগে, বে-অকুফ!'

প্রতি কথায় সে দাড়ি ধ'রে ইয়াকবের মুণ্ডু টেনে নামায় আর প্রতি বারই একটি হাল্কা ঘুঁষি মেরে মুখখানাকে ওপরে তুলে দেয়।

লেফ্‌টেনাণ্টের কনুই ধ'রে টানতে টানতে পলিনা ফিসফিসিয়ে বলতে থাকে, 'আঃ, কি যে কর! কি লজ্জার কথা! কি লজ্জার কথা!'

ডান হাতখানায় শান না থাকলেও, দাঁতে দাঁতে চেপে, ইয়াকব বা হাত দিয়ে লেফ্‌টেনাণ্টকে ধাক্কা মেরে সরাতে চেষ্টা করে। গলা দিয়ে অস্পষ্ট

আওয়াজ বেরোয়; অপমানে গাল বেয়ে দরদর ক'রে জল পড়তে থাকে।

'হাত সরা,' ব'লে চেঁচিয়ে উঠে, যে চেয়ারে রিভলভারটা প'ড়েছিল সেই চেয়ারের ওপর ইয়াকবকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় মাভ্‌রিন। চোখের জল গোপন করার জন্যে হাতে মুখ ঢেকে, প্রায় হত-চেতন ইয়াকব স্থির হ'য়ে ব'সে থাকে। তালা-ধরা কাণে পলিনার চীৎকার এসে লাগে,

'ছি, ছি, কি জঘন্য কাণ্ড! শেষ পর্যন্ত তুমিও এই করলে! কি কেলেঙ্কারী। কেন, কেন করলে?'

মাভ্‌রিন খনখনিয়ে ওঠে, 'আপনি উচ্ছন্নে যেতে পারেন। যেটুকু আনন্দ দিয়েছেন তার জন্যে এই এক টাকাই যথেষ্ট—এই যে! বাড়াবাড়ি আমি ভালো না বাসলেও আপনি একটি অতি সাধারণ·········'

দমাদম পা ফেলে ঘর পার হ'য়ে মাভ্‌রিন, পলিনার চকিত তীক্ষ্ণ চীৎকার আর দোদুল্যমান আলোটার ঠুং ঠাং আওয়াজের ওপর দড়াম ক'রে দরজা বন্ধ ক'রে, অন্তর্হিত হল। দাঁড়িয়ে উঠল ইয়াকব। পা দুখানা ঝিঁ ঝিঁ ধ'রে অসাড় হ'য়ে গিয়েছে; সারা দেহ যেন শীতে কাঁপছে। ঘরের মাঝখানে, আলোর নীচে, হাঁ ক'রে হাঁফাতে হাঁফাতে, হাতের সেই নোংরা নোটখানার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে পলিনা।

ইয়াকব বলে, 'ছেনাল কোথাকার! কি জন্যে করতে গেলি? আর আমায় কি না বুঝিয়ে এসেছিস·········তোকে খুন করা উচিত।'

তার দিকে ফিরে তাকিয়ে, নোটখানা ছুঁড়ে মেঝেতে ফেলে দিয়ে পলিনা ভাঙা গলায় ব'লে ওঠে,

'কি-কি রকম গুণ্ডা দেখেছ!'

দুই হাতে মাথার দুই পাশ ধ'রে সে ধপাস ক'রে চেয়ারে ব'সে পড়ে। তার কাঁধে এক কিল মেরে ইয়াকব চীৎকার ক'রে ওঠে,

'উঠে দাঁড়া। রিভলভারটা নিতে দে?'

না ন'ড়ে সেই একই রকম বিস্মিত-কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করে,

'তাহলে তুমি আমাকে ভালোবাস?'

'ঘেন্না করি!'

'মিথ্যে কথা! ভালোবাস আমাকে, এখন!'

পলিনা লাফিয়ে এসে এমন আচমকা তাকে দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে যে ইয়াকব তাকে সরিয়ে দেবার অবকাশও পায় না। উন্মত্ত চুমোয় ইয়াকবের ঠোঁঠ পুড়িয়ে দেয়। ইয়াকবের চোখ জ্বলে পলিনার গরম নিঃশ্বাসে। ফিসফিসিয়ে সে মেয়ে ব'লেই যায়,

'মিথ্যে কথা! তুমি আমাকে ভালোবাস! হাঁ বাসো। আর আমিও তোমাকে ভালোবাসি! আমার ছোট্ট দিলখুশ!'

এই অতি আদরের নামটি পলিনা নিগূঢ়তম স্নেহের মুহূর্তেই শুধু বলে; আর ইয়াকবকে একেবারে মাতাল ক'রে তোলে। ভালোবাসার উন্মত্ত আবেগে সে তখন পশুর মত হ'য়ে ওঠে। এই মুহূর্তেও তাই হল। চিমটি কেটে, খামচে সে পলিনাকে একেবারে যেন পিষে ফেলছে আর চুমো খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে, হাঁফাতে হাঁফাতে বলছে,

'ছেনাল, বেশ্যে; জানিস যখন.........'

ঘণ্টাখানেক পরে দেখা গেল ইয়াকব হাঁটুর ওপর পলিনাকে বসিয়ে দোলাতে দোলাতে অবাক হ'য়ে ভাবছে:

'কত তাড়াতাড়ি মনটা ভালো হ'য়ে গেল!'

ক্লান্তিতে ইয়াকবের গায়ে হেলান দিয়ে পলিনা বলে:

'চ'টে গিয়ে ভেবেছিলাম তোমাকে ছেড়ে দেব। তুমি ত শ্রাদ্ধ-শান্তি, বাড়ীর আরও কত কি কাজ নিয়ে ব্যস্ত হ'য়েই আছ। আমার কত একা লাগে। তা ছাড়া আমাকে তুমি সত্যিই ভালোবাস কি না তাও

ত জানি না। এখন হিংসেয় আরও বেশী ভালোবাসবে। হিংসেয় তুমি........'

ভারী গলায় ইয়াকব বলে, 'আমরা যদি কোথাও চলে যেতে পারতাম।'

'হুঁ, হুঁ, পারীতে। আমি ফরাসী বলতে পারি।'

আলো জ্বালে নি ব'লে ঘরখানা অন্ধকার, গুমোট। মাঝ রাত পার হ'য়ে গেলেও রাস্তা থেকে এখনও রিজার্ভ সৈন্যবাহিনীর চীৎকার আর মেয়েছেলেদের তীক্ষ্ণ গলার প্রত্যুত্তর ভেসে আসছে।

ইয়াকবের মনে পড়ে, 'যুদ্ধ বেধেছে ; এখন বিদেশে যাওয়া চলে না। শালা এই যুদ্ধের নিকুচি করেছে।'

মেয়েছেলেটা তার পূর্বের চিন্তার সূত্র টেনে চলে,

'হিংসে ভিন্ন ভালোবাসাই হয় না। অবশ্য কুকুর-বেড়ালের কথা আলাদা। যত নাটক, যত ট্রাজেডি—সবের মূলে ঐ হিংসে।'

শিউরে উঠে, একটু হেসে, ইয়াকব বলে,

'ভাগ্যিস বুলেট-টা বেরিয়ে গেল। পায়েও ত বিঁধতে পারত। জোর বেঁচে গিয়েছি। এই দেখ না—প্যাণ্টে শুধু কেবল একটা গর্ত হয়েছে।'

গর্তটার মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে দেয় পলিনা। হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে সে তীব্র ঘৃণায় চাপা গলায় ব'লে ওঠে,

'ইস্, কেন তুমি ওকে গুলী করলে না! একেবারে ওর রবারের মত ভুঁড়িটায়!'

পলিনাকে রূঢ় ঝাঁকানি দিয়ে ইয়াকব বলে, 'চুপ কর!' সে কিন্তু দাঁতে দাঁতে চেপে, আগের মতই ভীষণ ক্রোধে, হিস্-হিস্ ক'রে চলে,

'শুয়োর একটা! কি রকম অপমান করল আমাকে! তোমরা সব পুরুষই........তোমরা মেয়েমানুষের মন একেবারে বোঝ না।'

ফুলে-ওঠা ঠোঁঠ ফাঁক ক'রে, খেঁক-শেয়ালের মত দু পাটি দাঁত চেপে খিঁচিয়ে সে আবার বলে,

'মেয়েমানুষে কোনো পুরুষের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করলেই প্রমাণ হয় না যে, সেই পুরুষকে সে আর ভালোবাসে না।'

'চুপ কর, বলছি,' ব'লে চেঁচিয়েই ইয়াকব পলিনাকে এমন ক'যে চেপে ধরে যে মেয়েটা কষ্টে ককিয়ে ওঠে,

'এতক্ষণে ঠিক বুঝছি যে তুমি আমাকে ভালোবাস, ইয়াশা! দিলখুশ আমার!'

ভোরের সময় পলিনার ঘর থেকে বেরোয় ইয়াকব; হেঁটে চলে হাল্কা পায়ে। ভাবখানা এমন যেন এখনি সে কোনো ভয়াবহ দ্বন্দ্ব যুদ্ধে একটি মূল্যবান সামগ্রী জিতে এনেছে। পলিনার ঘর থেকে বেরুবার ঠিক আগেই তার মনের ঝিমিয়ে-পড়া খুশীতে নতুন ঢেউ লাগে। রিভলভারটা পালনা কোথায় লুকিয়ে রেখেছিল। যেতে গিয়ে সেটা চায় ইয়াকব। পলিনা দিতে আপত্তি করায় সে বাধ্য হ'য়ে খুলে বলে যে একেলা পথে চলতে তার ভয় লাগে। নস্কবের সঙ্গে ব্যাপারটাও ইয়াকব বর্ণনা করে। পলিনার ভয় দেখে খুশী হয় ইয়াকব; বুঝতে তার বাকী থাকে না যে পলিনা তাকে নির্ঘাৎ ভালোবাসে। উঃ আঃ ক'রে অনেকবার মেয়েটা হাত মোচড়ায় আর চেঁচিয়ে বকে ইয়াকবকে,

'এতদিন এ কথা আমাকে বল নি কেন?'

তারপর মনে মনে তোলাপাড়া ক'রে সোদ্বেগে পলিনা বলে,

'সত্যিই, ভারী মজার ব্যাপার কিন্তু। একেবারে খাঁটি ডিটেকটিভ গল্প। এই শার্লক হোম্‌স্‌কেই ধর না—শার্লক হোম্‌স্ পড়েছ? তবে আমার ধারণা, এখানকার ডিটেকটিভগুলোও বদমায়েস।'

'তা ত বটেই,' ইয়াকব স্বীকার করে।

রিভলভারটা ফিরিয়ে দিতে দিতে পলিনার একবার দেখতে ইচ্ছা করে ওটা চলে কেমন। চিমনির মধ্যে দিয়ে একটা গুলী ছুঁড়তে সে রাজী করায় ইয়াকবকে। ফলে ইয়াকবকে উপুড় হ'য়ে শুয়ে পড়তে হয় মেঝেতে। তার পাশেই শুয়ে পড়ে পলিনা। ঘোড়া টিপতেই খোলা চুল্লী থেকে এক গাদা ছাই এসে পড়ে তাদের ওপর। ভয়ে চীৎকার ক'রে পলিনা হামাগুড়ি দিয়ে উঠে পড়ে। হঠাৎ আঙুল দিয়ে দেখিয়ে সে কোমল কণ্ঠে বলে,

'ঐ দেখ।'

মেঝের রং-করা কাঠে একটা ছোট্ট গর্ত তাদের দৃষ্টি ছাড়িয়ে বেঁকে নেমে গিয়েছে নীচের দিকে।

'একবার ভাব দেখি, ঐ ছোট্ট ফুটোটার মধ্যে দিয়ে মরণ চ'লে গেল,' ব'লে পলিনা, তার সুন্দর বাঁকা ভুরু কুঁচকে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

এত মিষ্টি, এত বেশী আপন এর আগে পলিনা কোনোদিন হ'য়ে ওঠে নি। নস্করের ঘটনাটা শুনতে শুনতে তার চোখ ছেলেমানুষী কৌতূহলে গোল হ'য়ে ওঠে ; তার চোখা বাল-সুলভ মুখে রাগের কোনো লক্ষণই আর অবশিষ্ট থাকে না।

অবাক হ'য়ে ইয়াকব ভাবে, 'অন্যায় করেছে ব'লে ওর কি মনেও হচ্ছে না।' ভাবতে ভালোই লাগে ইয়াকবের।

যাবার সময় তার দাড়ি ধরে আদর ক'রে পলিনা বলে,

'ওঃ ইয়াশা, ইয়াশা ! কি গুরুতর ব্যাপার এঁ্যা ? মাগো ! কিন্তু ঐ শুয়ারটা, ইস্ !

ছুটো হাতে একটা গোল মুঠি ক'রে, রোষভরে সেই মুঠি নেড়ে সে অভিযোগ করে,

'হায় ভগবান, শুয়োর কি ঐ মোটে একটা? কতগুলো রয়েছে!'

কিন্তু হঠাৎ ইয়াকবের বাহু ধ'রে সে চিন্তায় ভুরু কুঁচকে আস্তে আস্তে বলে,

'দাঁড়াও, ভেবে দেখি! সহরে একটা মেয়ে রয়েছে·········হ্যাঁ, ঠিকই ত!'

তারপর খুশীতে উপছে প'ড়ে সে ইয়াকবের গায়ে হাত দিয়ে ঠাকুর-দেবতার নাম ক'রে, বিদায় দিতে দিতে বলে,

'এইবার যাও, দিলখুশ।'

শিশিরে ভেজা, স্নিগ্ধ সকাল, ফল-বাগানের মধ্যে দিয়ে ধীর বাতাস বইছে। মুক্তার মত হরিদাভ আকাশে যেন আপেলের গন্ধ মাখানো।

'শুধু খেয়ালের বশেই পলিনা একটু খেলতে শুরু করেছিল। বাবা মরলেই ওকে আমার বিয়ে করতে হবে,' উদার মনে ভাবে ইয়াকব; মনে পড়ে সেরাফিমের একটা রসিকতা,

'প্রত্যেকটা মেয়েই হল ডুবন্ত মানুষের মত—কুটোটাকেও চেপে ধরে। তুমি সেই কুটোটি হ'য়ে তাকে দখল কর।'

অবশ্য অচঞ্চল লেফ্‌টেনাণ্টের কথা মনে প'ড়ে অস্বস্তি লাগে ইয়াকবের। মাভ্‌রিন অবশ্য কুটোটি নয়। সে চটেছে এবং সম্ভবতঃ অশান্তিও করবে। তবে এইটুকু আশা যে ওকে খুব সম্ভব যুদ্ধে পাঠাবে। এমন কি, এই সময়টাতেই নস্কব ওৎ পেতে ব'সে থাকে এ কথা মনে প'ড়েও তেমন অস্বস্তি লাগছে না ইয়াকবের। রিভলভারের ওপরে হাত রেখেই সামান্যতম শব্দটুকুও সন্দিগ্ধ মনে কান পেতে শোনে সে।

কিন্তু সপ্তাহ খানেক পরেই আবার ইয়াকবের মন ছেয়ে যায় শিকারীর ভয়ে; তেত ধোঁয়ায় যেন গলা ভ'রে যায়। বোরোপোনোব-দের কাছ থেকে কেনা কতকগুলো গাছ এক রবিবারে তদারক করতে গিয়েছে ইয়াকব। দেখে কি ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে পিঠে একটা বস্তা নিয়ে

নস্কব এগিয়ে আসছে। তার কোমর-বন্ধে বাঁধা অসংখ্য ফাটকি-নাটকি নীচের দিকে ঝুলছে।

ইয়াকবের কাছে এগিয়ে এসে টুপী খুলে সে বলে, 'দেখা হ'য়ে গিয়ে তোমার ভালোই হল।' ইয়াকব লক্ষ্য করে যে নস্কব টুপী পরে সৈনিকদের মত, ডান চোখের ওপর উঁচিয়ে দিয়ে। আর সে টুপী খোলে উঁচু কোণাটা ধ'রে নয়, মধ্যেখানটা ধ'রে।

এই অদ্ভুত সম্ভাষণের কোনো উত্তর দেয় না ইয়াকব। তার মনে হয় এই সম্ভাষণে যেন অকল্যাণের ইঙ্গিত আছে। দাঁতে দাঁতে চেপে, পকেটে রিভলভারটা জোরে ধ'রে সে অপেক্ষা করতে থাকে। ইয়াকবের সঙ্গে চোখাচোখি এড়িয়ে, টুপীর ধারের অস্তর খুঁটতে খুঁটতে নস্কবও চুপ ক'রে থাকে। কাটে মিনিট খানেক।

'তারপর,' জিজ্ঞাসা করে আর্টামোনোব। মাথার খাড়া খাড়া চুল সমান করতে করতে, কুকুরের মত চোখ দুটো তুলে স্পষ্ট উচ্চারণে নস্কব ব'লে যায়,

'তোমার মেয়েমানুষ, মানে পলিনা আঁদ্রিয়েভনা, পুরুত স্লাডকোপেৎসেব -এর মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব করছে। বারণ কোরো।'

'আমার কি দরকার ?'

'তার কারণ—'

একটু থেমে, সহর থেকে আসা গির্জার ঘণ্টার আওয়াজ শুনে, শিকারী বলে,

'তোমার ভালো চাই ব'লে আমার আন্তরিক সদুপদেশ। তাহলে আমাকে এখন তোমার দিতে হবে·· ······'

আকাশ পানে তাকিয়ে, ভেবে নিয়ে, সে বলে,

'পঁয়ত্রিশ টাকা।'

নোটগুলি গুণে দিতে দিতে ইয়াকব আর্টামোনোব ভাবে,
'কুকুরটাকে আমার গুলি করাই উচিত।'

টাকাগুলি নেয় নস্‌কব ; টুপীটি হাতে ক'রে বিকল পা'খানার ওপর ভর দিয়ে ঘুরে যায় তারপর। কোমরে বাঁধা জিনিষগুলি ঝুন-ঝুন শব্দ ক'রে ওঠে। আবার ঝোপ-ঝাড়ের মাঝে সে সেঁধিয়ে যায়। তাকে লক্ষ্য করতে করতে ইয়াকবের মনে হয় এই লোকটা আরও অপ্রীতিকর, আগের চেয়ে যেন আরও অসহ্য হ'য়ে উঠেছে।

'নস্‌কব,' শান্ত গলায় ডাকে ইয়াকব। ঝাউ-ঝোপের মাঝে অর্ধ-লুক্কায়িত নস্‌কব থামতেই ইয়াকব প্রস্তাব করে,

'এই কাজটা ছেড়ে দাও না কেন?'

সামনের দিকে মুখ বাড়িয়ে দিয়ে নস্‌কব শুধোয়, 'কেন ছেড়ে দেব শুনি?' আর্টামোনোবের মনে হয় শিকারীর চোখে যেন ভয়ের আভাস, হিংসারও যেন।

'বিপদ হ'তে পারে,' ইয়াকব বলে।

'কাজ করবার ধরণটা জানতে হয়,' বলে নসকব আর সঙ্গে সঙ্গে তার চোখের সেই আলোটাও মিলিয়ে যায়ঃ 'করতে না পারলে যে কোন কাজই বিপজ্জনক।'

'যা ভাল বোঝ।'

'নিজের স্বার্থের বিরুদ্ধে কিন্তু কথা বলছ তুমি।'

এই গোয়েন্দাটাকে কি জন্যেই বা কোনো কথা বলতে গেলাম, অনুতাপ করে ইয়াকব। নিজের মনেই বলে তারপর. 'আমরা ত পরস্পরের শত্রু ; আমাদের আবার স্বার্থ কি?'

'ও কি ভাবছে আমার সঙ্গে ওর তর্ক হচ্ছে? হাঁদা কোথাকার।'

উপদেশ দেবার ভঙ্গীতে নস্‌কব উত্তর দেয়ঃ

'ও ছাড়া চলবার উপায় নেই। প্রত্যেকরই শত্রুতাও আছে আবার স্বার্থও আছে। আচ্ছা আসি!'

ইয়াকবের দিকে পেছন ফিরে সে ঝাউ-ঝোপের ঘন সবুজের মধ্যে পথ ক'রে ঢুকে গেল। খস্‌খস্ ক'রে উঠল ডালগুলো আর পায়ের তলায় মুড়মুড় ক'রে উঠল শুকনো ডগা। ইয়াকব খানিকক্ষণ শোনে সে শব্দ; তারপরেই ঘোড়ায় চেপে সে তাড়াতাড়ি ছোটে সহরে পলিনার কাছে।

প্রায় বিস্ময়ে আনন্দেই পলিনা চীৎকার ক'রে ওঠে, 'আচ্ছা ধড়িবাজ ত! আমার কাছে যে ও মেয়েটা আসে তা নস্‌কব এর মধ্যেই জানল কি ক'রে? তোমার কি মনে হচ্ছে, এঁ্যা!'

ইয়াকব বিরক্তিতে বলে, 'ঐ সব লোকের সঙ্গে কেন আলাপ করতে যাও?' জালের হলদে স্কার্ফখানা আঙুলে জড়াতে জড়াতে পলিনাও চ'টে ব'লে যেতে থাকে,

'প্রথমতঃ তোমারই ভালোর জন্যে! আর দ্বীতিয়তঃ, আমি করব-টা কি শুনি? কুকুর বেড়াল পুষব? না মাভ্‌রিনকে? সারাদিন আমি একা, যেন গারদে আছি। কারও সঙ্গে বেড়াতে যেতে পর্যন্ত পারি না। ঐ মেয়েটা বেশ। আমাকে বই দেয়, মাসিক পত্রিকা দেয়। তা ছাড়া ওর রাজনীতির খেয়াল আছে—আমাকে বলে অনেক কথা। আমরা একসঙ্গে পোপোভার স্কুলে পড়েছি যে। ঐ সেই সময় একবার ওর সঙ্গে আমার মারামারি হয়েছিল।'

ইয়াকবের কাঁধের পেছনে একখানা হাত ছুঁড়ে দিয়ে, আরও রেগে রেগে পলিনা ব'লে যায়,

'তুমি কি ভাব এই ভাবে গোপনে কারও মেয়েমানুষ হ'য়ে থাকা সহজ? স্লাডকোপেৎসেরা কি বলে জানো? বলে যে, রক্ষিতা হল রবারের জুতো-ঢাকার মত, রাস্তায় কাদা হলে তবে দরকার হয়। এই ত, ও তোমাদের

ঐ ডাক্তারের সঙ্গে এখন চালাচ্ছে। কই ওরা ত কিছু গোপন করে না। আর তুমি আমাকে একটা বিষাক্ত ঘায়ের মত লুকিয়ে রেখেছ। আমাকে বাইরে বের করতে তোমার লজ্জা লাগে। আমি যেন কাণা, কি কুঁজো, বা ঐ রকম একটা কিছু। ও রকম বিদিকিচ্ছিরি আমি কিছুই নই, বুঝলে।'

ইয়াকব—'থাম। বিয়ে তোমাকে আমি করছি। তুমি একটি আস্ত গাধা হ'লেও তোমাকে সত্যি বলছি·········'

'দু জনের মধ্যে কে বেশী নিরেট তা এখনও দেখতে বাকী আছে,' চেচিয়ে ওঠে পলিনা; খুশীতে ফিকফিক ক'রে হেসে আবার বলে, 'বেশী নিরেট, বেশী গবেট—আঃ আমি সব ঘুলিয়ে ফেলছি। দিলখুশটি আমার। আমার নিঃস্বার্থ প্রাণেশ্বর। অন্য কোনো লোক হ'লে মুখই খুলত না। যাই বল, গোয়েন্দাটা তোমার কাজে লাগছে।'

যথারীতি বেশ হাল্কা মনে ইয়াকব পলিনার ওখান থেকে বেরোয়। ঠিক এক সপ্তাহ পরে মুখে বসন্তের দাগে ভরা ঘড়ি-ঘরের এলাগিন খুব ভোরে এসে খবর দিল যে তাঁতি মর্ডভিনব হাঁসপাতালে। ভোরেই একদল তাঁতি মাছ ধরতে গিয়েছিল। নস্‌কব একেবারে জলে ডুবে যায় দেখে মর্ডভিনব তাকে বাঁচাতে গিয়ে নিজেই প্রায় ডুবে গিয়েছিল আর কি। লোকটা যখন নাকি স্বরে কথা ব'লে চলেছে ইয়াকব তখন ডেস্কের নীচে পা দু খানা আরও লম্বা ক'রে দিচ্ছে: কম্পিত আঙুলগুলো প্যাণ্টের পকেটে আরও বেশী ক'রে ঢুকিয়ে দেবার জন্যে।

'নস্‌কবকে আসলে ওরা ডুবিয়ে মেরেছে,' ভাবে ইয়াকব। কিন্তু ঐ মেয়েমানুষের মত মুখ, কোমল, ভালোমানুষ মর্ডভিনব যে কাউকে খুন করতে পারে এ কথা ইয়াকবের বিশ্বাসই হয় না।

স্বস্তির নিঃশ্বাস নিয়ে ইয়াকব সিদ্ধান্ত করে, 'আমার ভাগ্যি ভালো যে এমনটা ঘটলো।' পলিনাও স্বীকার করে যে কপাল ভালো ব'লেই এটা ঘটেছে।

গম্ভীর গলায় সে বলে, 'বটেই ত। আর এমন ধারা মরণ আরও ভালো, কেন না, অন্যরকমে তাকে খুন করলে গণ্ডগোল হত।'

তবু দুঃখ হয় পলিনার।

'কিন্তু ওকে ধ'রে সমস্ত কথা স্বীকার করিয়ে তবে ফাঁসী-গুলি যা হয় একটা ব্যবস্থা করতে পারলে বেশ মজার হত। তুমি কখনও পড় নি যে………'

তার ক্ষোভে বাধা দিয়ে ইয়াকব ব'লে ওঠে, 'বাজে বোকো না।'

দিন কয়েক শান্তিতে কাটে। ইয়াকব একবার বোর্গোরোড ঘুরে আসে। বিরক্তিতে ভ্রূকুটি ক'রে মিরণ এসে বলে তারপরেই;

'কারখানায় ফের যাচ্ছেতাই কাণ্ড হচ্ছে। সহর থেকে এক্কির ওপর হুকুম এসেছে নস্‌কবের মরণের ব্যাপারটা তদন্ত করবার। মর্ডভিনব, কিরিয়াকব আর সেই হাসিখুশী কয়লা-ঝাড়ুনে ক্রোতোব—এই তিন জনকে ত গ্রেপ্তার করেছেই—তা ছাড়া সেদিন মাছ ধরায় যারা যারা ছিল সক্কলকে। মর্ডভিনবের সারা মুখ ছ'ড়ে গিয়েছে, একটা কাণ গিয়েছে ছিঁড়ে। কর্তৃপক্ষ এর মধ্যে রাজনৈতিক কিছুর গন্ধ পেয়েছে। মানে, ছেঁড়া কাণের মধ্যে অবশ্য নয়।'

এক আঙুলে নাকে-লাগানো চশমাখানার টাল সামলাতে সামলাতে, পিয়ানোর পাশে দাঁড়িয়ে সে ঘরের এক কোণে চেয়ে রইল চোখ কুঁচকে। মিরণের জামার পাট ভেঙে গিয়েছে। প্যাণ্টের রং মরচেপড়া লোহার মত বাদামী। পায়ে হাঁটু-পর্যন্ত-ওঠা বুট জুতো। সবে মিলিয়ে তাকে ইঞ্জিন-চালকের মত দেখালেও, হাড়-উঁচু চেঁছে-কামানো গাল আর ছাঁটা গোঁফে তার চেহারায় একটু সৈনিকেরও আভাস পাওয়া যাচ্ছে। মিরণ যাই বলুক আর যাই করুক তার অনমনীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোনই পরিবর্তন হয় না।

চিন্তিত ভাবে সে বলে, 'যাচ্ছেতাই সময় পড়েছে? এই আর একটা যুদ্ধে আমরা জড়িয়ে পড়েছি। ব্যাপার সেই একই—নিজেদের নির্বুদ্ধিতা চাপা দেবার জন্যে আমারা যুদ্ধ বাধাই—নির্বুদ্ধিতা দূর করবার জন্যে যুদ্ধ করবার বুদ্ধিটুকু আমাদের নেই। তবু আমাদের সমস্ত সমস্যাই হল আভ্যন্তরীণ, আন্তর্জাতিক একটাও নয়। এই চাষার দেশে কিনা শ্রমিক-শ্রেণীর পার্টি ক্ষমতা পাবার চেষ্টা করছে। আর ব্যবসাদারের ছেলে হ'য়ে ইলিয়া আর্টামোনোব কি না সেই পার্টিতে। সেই শ্রেণীর ছেলে সে, যে শ্রেণীর ওপর কি না সারা দেশকে শিল্পে, বিজ্ঞানের প্রয়োগে সত্যি সত্যি ইউরোপীয় ক'রে তোলার ভার পড়েছে। একটার পর একটা বিসদৃশ ব্যাপার। শ্রেণী স্বার্থকে এমনি ক'রে বলি দেওয়া রীতিমত ফৌজদারী অপরাধ হওয়া উচিত। সত্যি কথা বলতে গেলে এ হল দেশদ্রোহ। গোরিৎসবেটবের মত বুদ্ধিজীবির পক্ষে এ রকম হওয়া হয় ত সম্ভব। তার না আছে কোনো আত্মীয়-স্বজন, না কোনো পদমর্যাদা, যার জোরে সে আমাদের শ্রেণীর একজন হ'তে পারে। তার কোনো গুণই নেই, কোনো কাজই সে করতে পারে না—শুধু পড়া আর বকা ছাড়া। সাধারণ ভাবে আমার মত হল এই যে, যাদের কোনো কাজকর্ম বা গুণ নেই তারাই রুশিয়ায় একটি মাত্র কাজ পায়—বিপ্লব করার কাজ।'

মিরণ কথা বলছে এমন ভঙ্গীতে যেন তার সামনে ঘর-ভর্তি শ্রোতা। চোখ দুটি তার কুঞ্চিত হ'তে হ'তে একেবারে বুঁজে আসে। এদিকে নিজের দুর্ভাবনা ভাবতে ভাবতে ইয়াকব মিরণের কথা আর শোনেই না। তার কেবল চিন্তা নস্‌করের মরণের তদন্ত কি ভাবে শেষ হবে আর সে নিজে তাতে কি পরিমাণে জড়িত হ'য়ে পড়বে।

পোয়াতি হ'য়ে দেরাজ-আলমারির মত মস্ত দেখতে হয়েছে মিরণের বউ। সে এসে স্বামীর দিকে তাকিয়ে অবসন্ন গলায় বলে,

'কাপড়-জামা বদলে এস।'

চশমাটি নাকে লাগিয়ে, একান্ত অনুগত মিরণ ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

মাস খানেক পরের কথা। যে ক'জন শ্রমিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তারা সকলে খালাস পেল। এ বিষয়ে কোনো আলোচনা যে চলতেই পারে না এমনি ভাবে, রূঢ় গলায় মিরণ এসে বলে,

'ওদের সব ক'জনকে কাজে জবাব দাও।'

অনেক দিন থেকে, নিজের অজ্ঞাতেই, ইয়াকব, খুড়তুত ভাই-এর এই সব হঠাৎ হুকুম মনে নেওয়ার অভ্যাস তৈরী করেছে। এতে আবার সুবিধাও আছে। কারখানা চালানোর ব্যাপারে তাঁর দায়িত্বেরও এতে লাঘব হয়। এবারে অবশ্য সে মন্তব্য করে,

'কয়লা-ঝাড়ু নিয়াকে রাখা উচিত।'

'কেন?'

'বেশ আমুদে আর এতদিন রয়েছে। মজুর গুলোকে বেশ মাতিয়ে রাখে।'

'তাই না কি? তাহলে ওকে আমাদের রাখতে হবে।'

তারপর ঠোঁঠ চেটে মিরণ বলে,

'হাঁ, ভাঁড়েরা অনেক সময় কাজে লাগে। সে কথা সত্যি।'

কিছুদিন ইয়াকবের মোটামুটি নির্বিঘ্নে কাটে। যুদ্ধটা লোকজনকে কেমন মিইয়ে দিয়েছে; প্রত্যেকেই আরও বেশী বেশী ভাবতে শুরু করেছে; কেমন যেন ঝিমিয়ে গিয়েছে। অবশ্য ইতিমধ্যে ইয়াকব অশান্তির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে শিখেছে আর ঝামেলার যে এখনও শেষ হয় নি এটা বুঝে সে নতুন গণ্ডগোলের অস্পষ্ট আশংকায় দিন কাটাচ্ছে। বেশী দিন অপেক্ষাও তাকে করতে হয় না। নেস্তেরেংকো আবার এসে-

উপস্থিত হয় সহরে—সঙ্গে নিয়ে আসে এক দীর্ঘাঙ্গী মহিলাকে,—দেখতে অনেকটা ভেরা পোপোভার মত। রাস্তায় ইয়াকবের সঙ্গে দেখা হতে তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে নেস্তেরেংকো। আপ্যায়িত শেষ হ'লে সে জিজ্ঞাসা করে,

'ঘণ্টাখানেক পরে আমার সঙ্গে একবার দেখা করতে পার? আমি শ্বশুর-বাড়ীতে উঠেছি। তবে আমার স্ত্রী মরণাপন্ন—তাই সামনের দরজায় ডেকো না। ঘণ্টার শব্দে তার অস্বস্তি বাড়বে। খিড়কি দরজা দিয়ে এস। আচ্ছা, আসি।'

ঘণ্টাটা যেন আর কাটতে চায় না। সেটা যখন কাটে আর আর্টামোনোব ক্লান্ত হ'য়ে এসে বসে বই-ভর্তি ঘরখানায়, নেস্তেরেংকো শান্ত কণ্ঠে এমন ভঙ্গীতে কথা বলতে সুরু করে যে, মনে হয় সে অন্য কোনও শব্দের জন্যে কান পেতে আছে :

'আমাদের বন্ধুটিকে ত ওরা খতম করেছে। প্রমাণ না পাওয়া গেলেও এ কথা সত্যি। সেই জন্যে ওদের কাজের তারিফ না ক'রে পারি না। এখন আসল কথাটা শোনো : তোমার প্রিয়া পলিনা আঁদ্রিয়েভনা নাজারোভার বন্ধু স্লাড্‌কোপেৎসেবা সে দিন বোর্গোরোডে গ্রেপ্তার হয়েছে। এ কথা সত্যি কি না?'

'আমি জানি না,' বলে ইয়াকব। তার কপালের ওপর জ'মে ওঠে বিন্দু বিন্দু ঘাম। গোয়েন্দা সর্দার একখানি হাত নিজের গোঁফ পর্যন্ত তুলে ধ'রে, নখ-গুলি নিরীক্ষণ করতে করতে অত্যন্ত ধীর গলায় বলে,

'তুমি জানো।'

'মানে, আমার ধারণা পলিনার সঙ্গে ওর দেখাশোনা হয়।'

'যা ভেবেছি ঠিক তাই।'

ইয়াকব অবাক হ'য়ে ভাবে, 'ওর মতলব খানা কি?' এতখানি মুখ ক'রে সে তাকিয়ে থাকে নেস্তেরেংকোর সমতল, ভাবলেশহীন, লাল দাগে ভরা মুখে, মোটা নাকে, আর ঘোলাটে চোখে। সেই চোখ থেকে যেন অসহ্য অবসাদ ঝ'রে পড়ছে আর বিচ্ছুরিত হচ্ছে মদের গন্ধ।

ভাঙা গলায় নেস্তেরেংকো ব'লে যায়, 'আমি অবশ্য সরকারীভাবে তোমার সঙ্গে কথা বলছি না, বলছি এমনি তোমার একজন পরিচিত হিসাবে আর তোমার স্বার্থকে নিজের মত ক'রে দেখি ব'লে। ব্যাপারটা কি রকম তা বুঝতে পারছ ত········তুমি ত আবার ভালো গুলি-ছুঁড়নে-ওয়ালা!' গোয়েন্দা একটু মিচকে হাসল। একটু থেমে বুঝিয়ে বলল আবার:

'তোমাকে গুলি-ছুঁড়নে-ওয়ালা বললাম তার কারণ, অন্য আর এক বার তুমি গুলি ছুঁড়তে গিয়ে সুবিধা করতে পার নি। যাক্ গে, এখন বুঝে দেখ: সাডকোপেৎসেবা নাজারোভার পরিচিত আবার সেই নাজারোভা তোমার প্রিয়া। এইবারে নিজেই ভেবে দেখ। তুমি আর আমি ছাড়া নস্‌কবের কাজ সম্বন্ধে আর কেউ-ই কিছু জানত না। আমার কথা ছেড়ে দাও। আর নস্‌কব নিজেও যে বোকা ছিল তা ত আর নয়। অবশ্য একটু ঢিমে-তেতালা ছিল এ কথা ঠিক। আর········'

নেস্তেরেংকো দীর্ঘশ্বাস ফেলে। ডেস্কের তলায় মেঝের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে সে ফের ব'লে যায়,

'সবাইকেই ত মরতে হবে একদিন। তাহলে তুমি ছাড়া এ কথা আর কারও কাছ থেকে ত প্রকাশ হ'তে পারে না।'

ইয়াকবের মনে হয় যে গোয়েন্দার ঠোঁঠ দুটি ন'ড়ে ন'ড়ে কথা রচনা করছে না, রচনা করছে ওর জন্যে ফাঁসের পর ফাঁস। সূক্ষ্ম, অদৃশ্য ফাঁস তার গলা শত পাকে জড়িয়ে এমন জোরে চেপে ধরেছে যে বুক যেন ঠাণ্ডা হ'য়ে আসছে ইয়াকবের, হৃৎ-স্পন্দন থেমে আসছে আর তার

চারিদিকের সব কিছু শীতের ঝড়ে বোঁ বোঁ ক'রে ঘুরছে। কিন্তু নেস্তেরেংকো ইচ্ছে ক'রেই ধীরে ধীরে ব'লে চলে,

'আমার মনে হচ্ছে, মনে হচ্ছে কেন, আমি প্রায় স্থিরনিশ্চয় যে, তোমার যতটা সাবধান হওয়া উচিত ছিল ততটা তুমি হও নি। নিশ্চয়ই কোথাও কিছু ব'লে ফেলেছ। এ্যাঁ, তাই নয় কি? মনে ক'রে দেখ দেখি।'

ক্ষীণস্বরে ইয়াকব বলে, 'না, তা নয়;' আশা করে যে গলার আওয়াজে তার দুর্বলতা ধরা পড়বে না।

গোঁফের আগা মোচড়াতে মোচড়াতে গোয়েন্দা জিজ্ঞাসা করে, 'ঠিক বলছ?'

মাথা নেড়ে ইয়াকব বলে, 'না, আমি কাউকে বলি নি।'

'আশ্চার্য, অত্যন্ত আশ্চর্য। যাই হোক, আবার সব ঠিক ক'রে নেওয়া যাবে। শোন: নস্কবের জায়গায় আর একজনকে চাই। অবশ্য সেও নস্কবের মতই তোমার কাজে লাগবে। লোকটার নাম মিনায়েব। দেখা করতে গেলে তাকে তোমরা কাজে নিয়ে নেবে। এ্যাঁ?'

'বেশ,' বলে ইয়াকব।

'ব্যস্, তাহলেই ব্যাপার চুকে গেল। তবে এবার একটু বেশী সাবধান তোমাকে হ'তে হবে। একটি কথাও কোনো মহিলাকে নয়। একেবারে চুপ! বুঝেছ?'

'আমাকে যেন একটা নির্বুদ্ধি পেয়েছে,' ভাবে ইয়াকব।

তারপরে গোয়েন্দা শুরু করে এ কথা সে কথা: আসন্ন শীত, বালিহাঁস-দের উড়ে যাওয়া, যুদ্ধ, তার বৌ-এর অসুখ আর তার বোন বৌকে কেমন সেবা করছে—এই সব।

'কিন্তু সব চেয়ে খারাপ অবস্থার জন্যে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে,' ব'লে শেষ করে নেস্তেরেংকো আর গোঁফের প্রান্ত ধ'রে মোটা মোটা

কানের তলা পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায়। টানে ওপরের ঠোঁঠ উঁচু হ'য়ে দেখা যায় তার হলদে হলদে দাঁত।

ইয়াকব ভাবে, 'এইবার পালাতে হবে। নইলে আবার কিসে জড়িয়ে ফেলবে। এই অঞ্চলই ছাড়তে হবে একেবারে।'

ওকার ধার দিয়ে বাড়ী ফিরতে ফিরতে সে আপন মনে বলে, 'উচ্ছন্নে যাও তোমরা। তোমরা আমার কি উপকারে আসবে—কি উপকারে আসবে শুনি?'

হেমন্তের আসার খবর নিয়ে এল এক পশলা হাল্কা বৃষ্টি; ঝিরঝিরিয়ে পড়ল মাটির ওপর; হলদে নদীর জলে শাদার ছিটে লাগিয়ে দিল। আর গা-বমি-দেওয়া গরম বাতাসে কি যেন একটা আর্টামোনোবের নিরাশাকে আরও তীব্র ক'রে তোলে। এই সব অর্থহীন, অপ্রয়োজনীয় ভয়গুলো এড়িয়ে সহজ শান্তিপূর্ণ জীবন কি কিছুতেই যাপন করা যায় না?

ঝড়-তুষারের মধ্যে দিয়ে একখানা মালগাড়ীর মত দিনগুলো গড়িয়ে চলে; নতুন নতুন ভয়ে সেগুলো একেবারে ঠাসা।

মরোজোবদের একজন যুদ্ধ থেকে ফিরে আসে—ঝাকার। তার বুকের ওপর সেণ্টজর্জের পদক। চুল একেবারে উঠে গিয়ে, গুলির তাতে পোড়া খুলির ওপর দেখা যায় কতকগুলি লাল লাল ঘা। একটা কান নেই। ডান ভুরুর জায়গায় একটা লাল কাটা দাগ আর তার তলায় একটা মরা, মুছে-যাওয়া চোখ। অন্য চোখটা পৃথিবীর দিকে কঠিন মনোযোগে তাকিয়ে থাকে। খোঁড়া কয়লা-ঝাড়ুনে ভাস্কা ক্রোতোবের সঙ্গে ঝাকারের বন্ধুত্ব হয় আর সেরাফিমের শিষ্য ক্রোতোব নতুন গান বানায় সগর্বে ঃ

'ঝড়-বিষ্টি শিল-তুষার
আমরা কাটাই ট্রেঞ্চে।
হদ্দ বোকার আমরা ঝাড়
তরিয়ে দিই ঐ ফ্রেঞ্চে॥'

ইয়াকব মোরোজোবকে জিজ্ঞাসা করে,

'ব্যাপার কি বল ত ঝাকার? আমরা কি ঠিক যুদ্ধ করতে পারছি না?'

তাঁতি উত্তর দেয়, 'যুদ্ধ করবার সরঞ্জামই আমাদের নেই।' ঝাকারের গলা তীক্ষ্ণ, রুক্ষ আর কথাগুলো ঐ ক্রোতোবের গানের মতই কেমন যেন বেপরোয়া।

মনিবকে মুখের ওপর সে বলে, 'আমাদের মাথার ওপর ঠিকমত লোক নেই, ইয়াকব পেত্রোবিচ। সব জায়গাতেই ঠগ আর জোচ্চোর।'

হেমন্তের অন্ধকার রাত্রে প্রদীপের মত এই দু' জন দাঁড়িয়ে আছে সমস্ত শ্রমিকদের মাঝখানে—ঝাকার আর ক্রোতোব। ঝাকারের সেনা-বাহিনীর কোটের মত বিশ্রী রং-এর একটা কাপড়ের ঢলঢলে প্যাণ্ট প'রে তাতিয়ানার বর যখন আসে তখন তাকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে ভাস্কা গেয়ে ওঠে:

দত্যির পায়জামা, হোঃ হোঃ!
বুঝে নিও ঠিকঠাক, ভাইয়ো।
কাহারও গজায় মাথা
আসমান বরাবর
কাহারও চলেই বেড়ে
তলাকার দিকটা!

ইয়াকব দেখে অবাক হয় যে মিত্যা কিন্তু এই মজা মারায় চটে না বরং হো হো ক'রে হাসে আর ভাস্কাকে আরও আস্কারা দেয়। শ্রমিকেরাও হাসে। অন্য একদিন মিলশুদ্ধ শ্রমিকেরা হাসিতে একেবারে ফেটে পড়ে। ঝাকার মোরোজোব একটা বড় বড় লোমওয়ালা কুকুরের বাচ্চা নিয়ে কারখানার আঙিনয় ঢোকে। তার ফোলা লেজ পিঠের ওপরে বেশ মিলিটারী কায়দায় পাকিয়ে তোলা। লেজের আগা থেকে ঝুলছে ছোট্ট একখানা শাদা সেণ্ট জর্জের পদক। এতটা আর মিরণের সহ্য হয় না। ঝাকার গ্রেপ্তার হয়। কুকুরটাকে রেখে দেয় টাইখন বায়ালোব!

সেনাবাহিনীর বড় বড় কোট প'রে বিকলাঙ্গেরা দেখা দিল রাস্তায়: কারও হাত নেই, কারও পা নেই কেউ একেবারে অসমর্থ কেউ বা অন্ধ। সারা সহর ছেয়ে গেল তাদের ঐ ঘৃণ্য কোটের রঙে। ভেরা পোপোভার নেতৃত্বে সহরের মেয়েরা এই বিকলাঙ্গ সৈন্যদের হাঁটিয়ে নিয়ে বেড়াতে থাকে। পোপোভা এখন একেবারে ঝাঁটার কাটির মত শক্ত আর হাড়সার হ'য়ে গিয়েছে। এইদলে পলিনাও যোগ দেয় কিন্তু ইয়াকবের সামনে মাথা ঝাঁকিয়ে প্রতিবাদ করে, একেবারে গলা ছেড়ে দিয়ে,

'ওঃ আমার অসহ্য লাগছে, অসহ্য লাগছে। একবার ভাব ত ইয়াশা এত অল্প বয়েস, এমন শক্ত সমর্থ সব তবু একেবারে কাটাকোটা, অঙ্গহীন। আর কি গন্ধ ওদের গায়ে। এ আমি সহ্য করতে পারি না। শোনো— এখান থেকে আমকে নিয়ে চল।'

শুষ্ক গলায় ইয়াকব বলে, 'কোথায়?' মেয়েমানুষটা দিন দিন কেমন তিরিক্ষে হ'য়ে উঠছে। এত বেশী সিগারেট খাচ্ছে আজকাল যে নিঃশ্বাসে পর্যন্ত তামাকের গন্ধ। সব মেয়েরাই—সহরে আর কারখানায় বিশেষ করে, খিটখিটে হচ্ছে, আর দৈনন্দিন খরচ বাড়া নিয়ে গজগজ করছে, কখনও বা তীব্র ব্যঙ্গ করছে আবার কখনও অনুযোগ-অভিযোগও করছে।

তাদের স্বামীরা এদিকে ওদিকে শিস দিয়ে বেড়াচ্ছে আর গতর খাটাতে চাইছে যেমন কম, মাইনের বৃদ্ধি চাইছে তেমনি বেশী। সন্ধ্যাবেলার দিকে বস্তিতে এখন যেমন তীক্ষ্ণ বেদ-মেজাজী গণ্ডগোল শোনা যায় এমন আর আগে কোনোদিন শোনা যায় নি।

কারখানার ফিটার মিস্ত্রী মিনায়েব। সে বেশ স্থির শান্তভাবে ঘোরে শ্রমিকদের মাঝে। তার চেহারায় ইহুদির ছাপ; দেখতে কালো; বয়স বছর ত্রিশেক। নাকটা তার মস্ত, খাঁড়ার মত। মিনায়েবের চিন্তাকুল চোখ দেখলে কেমন ভয় লাগে ব'লে ইয়াকব তকে ইচ্ছা ক'রে এড়িয়ে চলে। ফিটারটা যেন অতি কষ্টে চেয়ে থাকে লোকের পানে—মনে হয় সে বুঝি কিছু ভুলে গিয়ে বৃথাই সে কথাটা স্মরণ করবার চেষ্টা করছে।

একটা ভাঙা জিনিষের নোংরা টুকরোর মত কারখানার আঙিনার এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায় পিয়োতর, কোনোরকমে যন্ত্রণাকাতর পা দু-খানাকে টেনে টেনে। কাঁধের ওপর ঝোলে একটা মস্ত পুরোনো ভ্রমণের কোট। সেটার আবার চামড়ার অস্তর গিয়েছে খারাপ হ'য়ে। মজুরদের থামিয়ে পিয়োতর কঠিন গলায় জিজ্ঞাসা করে,

'কোথায় যাচ্ছিস?"

তারা উত্তর দিলে, একান্ত নিরাশায় সে হাত নেড়ে বিড়বিড় ক'রে করে ওঠে,

'যা যা কাজে যা। যত সব ফাঁকিবাজ। পরগাছা। রক্তটা আমার চুষে খেলি!'

তার লাল ফোলা ফোলা মুখ বিরক্তিতে কাঁপে আর নীচের ঠোঁটটা কিছুতেই বন্ধ হয় না। এইরকম অবস্থায় তার বাপকে কেউ দেখবে এই ভেবে ইয়াকবের ভারী লজ্জা হয়। তাতিয়ানা সারাদিন খবরের কাগজের ওপর উপুড় হ'য়ে কাটায় আর এতই সে সব সময় ভয় পেয়ে আছে

যে তার কানদুটে লাল হ'য়েই থাকে। মিরণ যেন পাখায় ভর ক'রে হুস হুস্ ক'রে একবার জেলার সদরে, একবার মস্কৌ, একবার পেট্রোগ্রাড করছে। বাড়ী ফিরে এসে সে তার চ্যাটালো আমেরিকান জুতো পায়ে দিয়ে পায়চারি করে আর বর্ণনা করে কেমন ক'রে একজন মাতাল, লম্পট, চাষা জোঁকের মত জারের গায়ে লেগেছিল।

ছেলের বউ-এর পাশে, দু বছরের নাতি প্লাতনকে নিয়ে সোফায় বসেছিল অর্ধ-অন্ধ ওল্‌গা। নাতি খেলা করছে আর তা তা করছে। তাই শুনতে শুনতে মিরণের কথায় ওল্‌গা রুখে ব'লে ওঠে, 'এমন কোনো চাষা আছে আমি বিশ্বাস করি না। এ সমস্ত বানানো গল্প—আমাদের উপদেশ দেবার জন্যে।'

তাতিয়ানার হাসিখুসী বর ব'লে ওঠে, 'চমৎকার! অপূর্ব! গ্রাম এইবার প্রতিশোধ নিচ্ছে! এঁ্যা?'

লালচে লোমে ভরা ছোট ছোট মোটা মোটা হাত দুখানা সে পরমানন্দে ঘষতে শুরু করে। এত লোকের মধ্যে সেই কেবল আসন্ন কোনো উল্লাসের নিশ্চিত আশা নিয়ে অপেক্ষা ক'রে আছে।

তাতিয়ানা বিরক্তিতে চেঁচিয়ে ওঠে, 'তোমার এত খুশীর কারণ আমি ত কিছু বুঝতে পারি না।'

বিস্ময়ে হাঁ ক'রে তার দিকে তাকিয়ে মিত্যা বিদঘুটে গলায় ব'লে ওঠে, 'কি? বু-বুঝতে পারছ না? বুঝতে না পারার কি আছে? য কিছু সয়েছে তার বিরুদ্ধে আজ গ্রামাঞ্চল প্রতিশোধ নিচ্ছে! ধ্বংসের বীজ বেড়ে উঠেছে গ্রামের অন্তরে—এই একটি কৃষকের মূর্তিতে........'

ভ্রূকুটি ক'রে মিরণ ব'লে, 'থাম! এই কিছুদিন আগেও অন্য সুরে গাইছিলে।'

মিত্যা একেবারে যেন মেতে ওঠে, আবেগে হাঁফাতে হাঁফাতে সে ফিসফিসিয়ে চলে একটানা:

'ও ত একটা যে কোনো চাষা নয়—ও একটা প্রতীক। তিন বছর আগে ওরা ওদের ক্ষমতা-দখলের ত্রি-শত-বার্ষিকী পালন করেছে আর এখন………'

মিরণ সোজা ব'লে বসে, 'বাজে বোকো না।' ডাক্তার ইয়াকবলেব যথারীতি মুচকে মুচকে হাসছে। আর ইয়াকব আর্টামোনোব ভাবছে যে, এই সব কথাবার্তা যদি গোয়েন্দা নেস্তেরেংকোর কানে যায় ……

সে শুধোয়, এ সব কথা তুমি কেন বল ? এ সব বলে কি লাভ ?'

তারপর আবার জোর দিয়ে বলে,

'এ সব কথা বলা ছাড়ো !'

ইয়াকব লক্ষ্য করে যে মিরণও যেন কেমন ভীত, বড় বেশী চিন্তাকুল। এতেই তার ভয় হয় আরও বেশী। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে, যত লোকের সঙ্গে ইয়াকব পরিচিত তাদের মধ্যে মিত্যাই একটুও বদলাচ্ছে না। যার তার সঙ্গে রসিকতা করছে আর লাট্টুর মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোনোদিন সন্ধ্যায় আবার গিটার বাজিয়ে গান করছে,

গোরের তলায় বধূ আমার
হায়রে ভগবান !……

কিন্তু তার গানে আর তাতিয়ানার মজা লাগে না।

'উঃ, এত বিরক্ত কর তুমি !' ব'লে সে এ ঘর ছেড়ে ছেলেদের ঘরে চ'লে যায় সন্ধ্যা কাটাতে।

শ্রমিকদের তুষ্ট রাখতে মিত্যা একেবারে ওস্তাদ। সে মিরণকে বলে, 'গাঁয়ে, যেখানে সস্তা সেখান থেকে, ময়দা, চাল, শুকনো ছোলা, আলু ইত্যাদি কিনে, কেনা দামেই কারখানার মজুর-কর্মচারীদের দিয়ে দাও। এতে খুশী হয় শ্রমিকেরা।' আর ইয়াকব দেখে যে, মিরণের চেয়ে এই হাসি-

খুশী লোকটার ওপর তাদের বেশী বিশ্বাস। ইয়াকব আরও লক্ষ্য করে যে, মিরণের সঙ্গে আজকাল প্রায়ই মিত্যার ঝগড়া বাধে।

ঈর্ষা লুকোবার কোনোরকম চেষ্টা না ক'রে মিরণ বেশ স্থিরভাবেই জিজ্ঞাসা করে, 'কি, মৎলব-খানা কি? যেদিকে বাতাস বয় সেইদিকে ঘুরছ?' মিত্যা কিন্তু হেসেই উত্তর দেয়,

'জনগণের ইচ্ছা······জনগণের অধিকার······'

মিরণ চীৎকার ক'রে ওঠে, 'তোমার উদ্দেশ্যটা কি? সেইটাই আমি জানতে চাই।'

বৃদ্ধ পিয়োতর ক্ষুব্ধ হ'রে ওঠে, 'কি ঝামেলাই বাধিয়েছে।' কিন্তু ইয়াকব লক্ষ্য করে বাপের ঘোলাটে চোখে খুশীর চিকিমিকি। জামাই আর ভাইপোর ঝগড়া দেখতে বুড়োর ভালো লাগে। তাতিয়ানার তীক্ষ্ণ, বদমেজাজী ভর্ৎসনায় সে চাপা হাসি হাসে আর হাসে যখন নাতালিয়া ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করে,

'আমাকে আর এক কাপ দেবে না কি, তানিয়া?'

প্রত্যেকটি নূতন ঘটনা নূতন নূতন ভয়ের কারণ হ'য়ে ওঠে। আর প্রত্যেকটাই যেন আপনি আপনি ঘটছে—আগের ঘটনার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই বললেই চলে। একেবারেই অন্ধ ওল্‌গা হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে দুদিনের অসুখেই মারা গেল। তার মারা যাওয়ার কয়েক দিন পরেই কারখানা সমেত সমস্ত তল্লাট কেঁপে উঠল বজ্রপাতে: জার সিংহাসন পরিত্যাগ করলেন।

মিরণ পরম উল্লাসে খবরের কাগজ পড়ছিল। ইয়াকব গিয়ে শুধোল, 'এইবারে তাহলে কি? সাধারণ তন্ত্র?'

'সাধারণ তন্ত্র, নিশ্চয়।' মিরণ উত্তর দেয়। খবরের কাগজখানার ওপর কনুই চেপে ডেস্কের ওপর ঝুঁকে ব'সেছিল মিরণ; হঠাৎ অতিশয় চাপ পড়ায় কাগজখানা ছিঁড়ে দু টুকরো হ'য়ে যেতেই ইয়াকবের কেমন

যেন লাগে। এ লক্ষণ ত ভাল নয়। মিরণ কিন্তু সোজা হ'য়ে বসে। তার মুখের ভাবই অন্য রকম হ'য়ে গিয়েছে। উচ্চ, প্রসন্ন, অদ্ভুত রকম পরিবর্তিত গলায় সে বলে,

'পুনর্জীবন—বুঝলে হে, রাশ্যা আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসছে।'

যেন ইয়াকবকেই আলিঙ্গন করবার জন্যে দুই হাত বিস্তৃত করে মিরণ; কিন্তু পরক্ষণেই একখানা নেমে যায় একপাশে আর একখানা সে ওপরে তোলে নাকের ওপর চশমাখানা ঠিক করবার জন্যে। তারপর আবার সে হাতখানা বাড়ায় সিগন্যালের যন্ত্রের মত; ঘোষণা করে, 'আমি কাল সন্ধ্যাতেই মস্কো যাচ্ছি।

উত্তেজিত কচুয়ানের মত হাত পা নেড়ে চীৎকার করে মিত্যা, 'এইবারে সব ঠিক-ঠাক হবে। এতদিনে লোকে, বুকের মধ্যেকার বহুদিনের জমা গভীর আবেগের বাঁধ খুলে দিতে পারবে!'

মিরণ আর মিত্যার সঙ্গে তর্ক করে না, শুধু চিন্তিত মুখে ঠোঁট চেটে চেটে মুচকি হাসে। আর ইয়াকব দেখে সত্যিই সকলে বেশ খুশী, আর সব কিছুই খাসা। আঙিনায় জমায়েৎ শ্রমিকদের কাছে, বারান্দার ওপর থেকে, মিত্যা যখন জানায় পেত্রোগ্রাদে কি হচ্ছে তখন শ্রমিকেরা খুশীতে চীৎকার করতে করতে, তাকে বারান্দা থেকে টেনে নামিয়ে লোফালুফি আরম্ভ ক'রে দেয়। আর মিত্যা বলের মত তালগোল পাকিয়ে উই উঁচুতে উঠে যায়। কিন্তু মিরণকে যখন তারা ছুঁড়তে থাকে তখন মিরণের সব অঙ্গ 'প্রত্যঙ্গ যেন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে এদিকে ওদিকে ছিটিয়ে পড়ে। পুরোনো শ্রমিকেরা মিত্যাকে ঘিরে দাঁড়ায়। মস্ত, পেশীবহুল, তাঁতঘরের শ্রমিক জেরাসিম বইনব চেঁচিয়ে ওঠেঃ

'তুমি বেশ আছ মিত্রি পাবলোবিচ, বেশ আছ, এ্যাঁ?, এই, সকলে বল, মিত্রি পাবলোবিচের জয়জয়কার।'

সকলে মিত্যাকে নিয়ে উচ্চৈঃস্বরে আনন্দ করে। ইঞ্জিনঘরের ভাস্কার টাকপড়া মাথা চকচকে। যতদূর গলা ওঠে ততদূর চেঁচিয়ে সে গান ধরে,

এই আমরা ছিলাম পায়ের তলায়
জার ছিল উই উচ্চ ডালে
উঠে শেষে দেখি রে ভাই
দেখাল ভয় নীলশেয়ালে॥

শ্রমিকেরা চীৎকার করে, 'লাগাও ভাস্কা, আউর লাগাও!'

ওরা ইয়াকবকে নিয়েও লোফালুফি করতে চায় কিন্তু ইয়াকব গিয়ে লুকোয় বাড়ীর মধ্যে। তার স্থির বিশ্বাস যে তাকে উঁচুতে ছুঁড়ে দিয়ে শ্রমিকেরা হাত গুটিয়ে নেবে আর সে পড়বে মাটিতে। সন্ধ্যাবেলায় অফিসে ব'সে ইয়াকব জানলার বাইরে টাইখনের গলা শুনতে পায়ঃ

'কুকুরের বাচ্চাটাকে নিয়ে তুমি কি করবে? আমাকে বিক্রী ক'রে দাও। ওকে আমি জাত-কুকুর বানাব।'

ঝাকার মোরোজোবের গলা শোনা যায় প্রত্যুত্তরে,

'এখন বুঝি কুকুরকে শিক্ষা দেবার সময়, বুড়ো?'

'তাহলে তুমি ওকে নিয়ে করবে কি? এই নাও একটা টাকা—ব্যস্, আর কথা বল' না।'

'ও কথা ছেড়ে দাও।'

জানলা দিয়ে মাথা বের ক'রে ইয়াকব বলে,

'এঃ টাইখন, খবর শুনেছ?'

'হুঁ,' বুড়ো উত্তর দেয়। তারপর চারিদিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে ধীরে শিস দিয়ে ওঠে,

'তাহলে জারকে টেনে নামালে ওরা!'

নীচু হয়ে পায়ের বুটটা টেনে তুলতে তুলতে মাটিকে শোনায় টাইখন:

'ঝড় উঠেছে। এই এ্যাণ্টনুস্কা যেমন বলত—খুলে গেল গাড়ীর চাকা।'

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বাড়ীর এক কোণ দিয়ে ঘুরে চ'লে গেল সে, কোমল কণ্ঠে ডাকতে ডাকতে,

'তুলুন, তুলুন।'

হৈ হুল্লোড়ে দিনগুলো ছুটে চলে। যতলোকের সঙ্গে ইয়াকবের দেখা হয়—মিরণ, তাতিয়ানা, ডাক্তার—সকলেই আগের চেয়ে খোশ-মেজাজে আছে—সকলেই সকলের ওপর আরও প্রীত। সহর থেকে কয়েকজন অচেনা লোক এসে ফিটার-মিস্ত্রী মিনায়েবকে নিয়ে যায়। বসন্ত আসে—উষ্ণ, রৌদ্রোজ্জ্বল।

পলিনা বলে, 'শোনো, দিলখুশ। তুমি যাই বল না কেন আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না। জার বলছেন শাসন করবেন না; সৈন্যেরা সব হয় মারা পড়েছে নয় ত হাত পা ভেঙেছে; পুলিশদল ভেঙে দেওয়া হয়েছে; এক দল বেসামরিক ধরণের লোক সব কিছু চালাচ্ছে। বলি, আমরা বাঁচব কি ক'রে? বদমায়েসগুলো এখন যা খুশী তাই করবে আর এইবারে ঝিতাইকিন আমাকে অতিষ্ঠ ক'রে তুলবে। এ তোমায় আমি স্পষ্ট ব'লে দিলাম। শুধু কি ঝিতাইকিন! যতগুলো আমার পেছনে পেছনে ঘুরত আর তাড়া খেয়ে পালাত সব ক'টা এখন আবার লাগবে। এখানে সব কিছু উলোট-পালট হয়ে গিয়েছে। আমি থাকতে পারব না এখানে। এমন জায়গায় থাকতে চাই যেখানে কেউ আমাকে চেনে না। তা ছাড়া এই বিপ্লব, এ যখন হয়ে গেল আর স্বাধীনতা যখন এসে গেল তখন যার যেমন খুশী সে তেমনি বাঁচবে!'

পলিনা এই সব কথা ব'লে পীড়াপীড়ি করতে থাকে, ক্রমান্বয়ে বেশী বেশী বকতে থাকে সে, আর ইয়াকবেরও মনে হয় ওর কথার যুক্তি অকাট্য ; সান্ত্বনা দিয়ে বলে,

'আর একটু অপেক্ষা কর। অবস্থাটা একটু থিতোলেই·····'

কিন্তু ইয়াকবের আর এখন বিশ্বাস হয় না যে তার চারিদিকের ঝামেলা কোনোদিন শান্ত হবে। সে দেখে দিনের পর দিন কারখানায় গণ্ডগোল বেড়েই চলেছে, ক্রমশঃ ভয়াবহ হয়ে উঠছে। ভয় পাওয়া যার অভ্যাস সে ভয়ের কারণ খুঁজে পায়ই। ইয়াকব তাই ঝাকার মোরোজোবের ভাজা খুলিখানা দেখে ভয় পেতে সুরু করে : ঝাকারের ব্যবহারটা ঠিক সর্বজনস্বীকৃত প্রভুর মত। মাদী ভেড়াগুলো যেমন ভেড়া-তাড়ানো কুকুরের পেছন পেছন ছোটে শ্রমিকেরা তেমনি জড়ো হয় ঝাকারের চারিদিকে আর মিত্যা তার চারিদিকে পত পত ক'রে বেড়ায় পোষা ময়নার মত। সত্যিই ঝাকার যেন একটা মস্ত কুকুর, দু পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হ'য়ে চলতে শিখেছে। পুড়ে-যাওয়া খুলিখানা বড় অস্বস্তি ঘটায় ব'লে ঝাকার মাঝে মাঝে, মিত্যার দেওয়া তাতিয়ানার একখানা স্নানের তোয়ালে, পাগড়ির মত মাথায় জড়ায়। প্রকাণ্ড এই মস্তকাবরণটা তার ঘাড়ে চাপ দিয়ে যেন তাকে আরও বেঁটে ক'রে দেয়। জেলার পুলিশের কর্তার এক্কি মত সে সগর্বে এদিকে ওদিকে চলাফেরা করে। সেনাবাহিনীর ময়লা পায়জামার কোমরবন্ধে বুড়ো আঙুলদুটো ঢুকিয়ে আর অন্য আঙুলগুলো মাছের ডানার মত খেলিয়ে সে মাঝে মাঝেই চেঁচিয়ে ওঠে :

'সব ঠিক হ্যয়, কমরেড!

কাপড় চুরি করতে গিয়ে তিনজন কমবয়সী ছোকরা ধরা পড়েছে ; তাদের বিচার করছে ঝাকার। তার গলা সারা কারখানাময় থনথনিয়ে উঠছে। চোরেদের সে শুধোয় :

'কার জিনিষ চুরি করেছিস জানিস?'

তারপর নিজেই উত্তর দেয়ঃ

'নিজেদের জিনিষ, বুঝলি? আমাদের সকলের জিনিষ! শালা, শুয়োরের বাচ্চারা, এখন আর চুরি করা চলবে না।' বেত মারার হুকুম দেয় ঝাকার। দুজন শ্রমিক সানন্দে উইলোর ডাল দিয়ে শুরু করে বেত লাগাতে আর ভাস্কা পাগলের মত গেয়ে ওঠেঃ

'দেখ মজা, আগাছারা কেমন বেত খায়!
কেমন বিচার আজকে সবে মোদের হাতে পায়!'

হঠাৎ গান থামে। আপনমনে ভাস্কা কি বকে ঘাড় নেড়ে; তারপরেই চেঁচিয়ে ওঠেঃ

'সন্তানেরে রক্ষা কর' প্রভু!'
আর মিত্যা চীৎকার করে
'বহুৎ আচ্ছা!'

ছাই রঙের পায়জামা প'রে ছোট্ট মানুষটি ঘুরে বেড়ায় মিত্যা। কপালের ওপর থেকে চামড়ার টুপী উই পেছনে নেমে গিয়েছে। মুখের ওপর লাল গোঁফে বিন্দু বিন্দু ঘাম। মিত্যার সবজেটে চোখ মত্ত আনন্দে চক্ চক্ করছে। আগের দিন রাতে বউ-এর সঙ্গে তার বড্ড ঝগড়া হয়ে গিয়েছে। তাদের ঘরের জানলা থেকে ভেসে আসা ফিসফিসানি আর তারপরে তাতিয়ানার রাশ ছেড়ে-দেওয়া গলার ঝাঁঝঃ

'তুমি একটি ভাঁড়। আত্মসম্মান ব'লে জিনিষ তোমার নেই। তোমার বিশ্বাসের মাথায় মারি ঝাঁটা। ভিখিরিদের আবার বিশ্বাস অবিশ্বাস। তোমার সব কথা মিথ্যে! কালকেই যদি আমি সহরে দিদির কাছে না চলে যাই ত কি বলেছি। হাঁ, ছেলেমেয়েদেরও আমি নিয়ে যাব।'

ইয়াকবের এতে কিছু বিস্ময় লাগে না। অনেক দিন আগে থেকেই সে লক্ষ্য ক'রে আসছে যে লাল-মাথা মিত্যাটার ব্যবহার ক্রমান্বয়ে আপত্তিকর হয়ে উঠেছে। তবে আশ্চর্য একটু সে হয়, এমন কি একটু গর্বও সে বোধ করে এই ভেবে যে মিত্যার এই মিথ্যাচরণ প্রথমে তার কাছেই ধরা পড়েছে। আঙিনায় চ'রে-বেড়ানো ঐ মোরগ-গুলির প্রতি নাতালিয়ার যেমন স্নেহ, তেমনি স্নেহই এই সেদিন পর্যন্ত তার ছিল ঐ মিত্যাটার ওপর। সেও আজকাল খুঁৎ খুঁৎ করতে শুরু করেছে :

'ওর হয়েছে কি, এঁ্যা? দিবারাত্রি ঐ ইহুদীদের মত তর্ক করে। একটু কৃতজ্ঞতাও কি নেই!'

মিত্যা চেঁচিয়ে ওঠে সময় সময় :

'সব কিছুই আশ্চর্য! জীবন হল সৌন্দর্য, বুদ্ধি আর সৌন্দর্য! কিন্তু সেই যে সেকালের গল্প আছে, বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খাওয়ার—সে সব গল্প ভুলতে হবে। সে সব সময় কেটে গিয়েছে, বুঝলে তাতিয়ানা পেত্রোবনা!'

নিষ্প্রাণ ঈর্ষায় মিরণ জানতে চায়,

'কালকে আবার কি বলবে, শুনি?'

'যা প্রাণ চাইবে। তা ছাড়া আর বলবার আছে কি?'

মিরণ আর তাতিয়ানা তাকে এমন ক'রে পাশ কাটিয়ে চ'লে যায় যে মনে হয় মিত্যার গা-ময় বুঝি ঝুল মাখানো আছে। দিন কয়েক পরে নিজের সব কিছু নিয়ে মিত্যা সহরে চ'লে যায় : তিন বাক্স বোঝাই বই আর বেতের এক বাক্স বোঝাই কাপড়-চোপড়।

যেন আগুন লেগেছে এমনি ব্যস্ত সমস্ত ভাব চারিদিকে ; চারি-দিকেই বিশৃঙ্খলা। লোকজন যেন রাগে ফুঁসছে আর যে ধূম উদ্গীরণ করছে তা ইয়াকবের কাছে স্রেফ নির্বুদ্ধিতা ব'লেই মনে হয়। আর

এই সব নির্বুদ্ধিতার যে শীগগির শেষ হবে তারও কোনো লক্ষণ নেই।

পলিনাকে বললে একদিন. 'শোনো, আমি মনস্থির ক'রে ফেলেছি। এখান থেকে চ'লে যাব! প্রথমে ত মস্কৌতে; তারপর ভেবে দেখা যাবে।'

'যাক, বাঁচালে!' ব'লে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠে, দুই হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে ব্যগ্র আবেগে তাকে চুমো খেতে থাকে পলিনা।

ফলের বাগানের ওপর ছড়িয়ে পড়ে জুলাই-এর সন্ধ্যার রক্তাভ আলো; জানলা দিয়ে আসে ভিজে মাটির ঘন উষ্ণ সৌরভ। বেশ সন্ধ্যাটা, কিন্তু মনে আসে যত রাজ্যের বিষণ্ণ চিন্তা।

পলিনার গরম ঘামে ভেজা হাতখানা নিজের কাঁধের ওপর থেকে তুলে দিয়ে অন্যমনস্কভাবে বলে ইয়াকবঃ

'কিছু গায়ে দিয়ে নাও। তাড়াতাড়ি। কথাটা গুরুতর—আলোচনা ক'রে ফেলা যাক।'

ইয়াকবের হাঁটুর ওপর থেকে চট ক'রে নেমে শুট ক'রে বিছানায় গিয়ে গায়ে জড়িয়ে নিলে একটা আলোয়ান; এসে বসলে পলিনা ইয়াকবের পাশে; মুখে কাজের কথা বলার উপযোগী গাম্ভীর্য।

দাড়ি গালে ঘ'ষে কিচ্ কিচ্ শব্দ করতে করতে ইয়াকব আরম্ভ করে, 'আমাদের এমন একটা দেশ, এমন একটা জায়গা খুঁজে বের করা দরকার যেখানে শান্তিতে বাস করা যায়; যেখানে কিছু ভেবে বুঝবার দরকার নেই, কারও ব্যাপারে তোমার নাক গলাবার দরকার নেই। এই রকম কোনো জায়গা আমাদের দরকার।'

'বটেই ত', বলে পলিনা।

'পা' টি বাড়াবার আগে ভাবতে হবে। মিরণ বলছিল যে আজকাল ট্রেণগুলো সব পলাতক সৈন্যে ভর্তি। আমাদের গরীব সেজে যেতে হবে।'

'সে যা হয় হবে; কিন্তু সঙ্গে টাকা নিও বেশ কিছু।'

'নিশ্চয়ই। আর কোথায় যাচ্ছি কাউকে বলব না। শুধু বলব এই একবার বোর্গোরোডে যাচ্ছি—বুঝেছ?'

বিস্মিত হ'য়ে সন্দিগ্ধ কণ্ঠে পলিনা জিজ্ঞাসা করে, 'গোপন করবার কি দরকার?'

কেন যে গোপন করতে চায় এ ইয়াকব নিজেই বুঝতে পারে না। কথাটা শুধু মনে হ'ল ব'লেই বলেছিল। তবে কথাটা ত ভালোই।

'জান ত, বাবা, মিরণ, সকলেই জিজ্ঞাসা করবে। তাতে আমাদের লাভটা কি?? মস্কৌতে অনেক টাকা আছে আমার। কোনো অভাবেই পড়তে হবে না।'

পলিনা তবু অনুনয় করে, 'তাড়াতাড়ি কর কিন্তু। নিজেই ত দেখতে পাচ্ছ। জিনিষ এত আক্রা; কিছুই পাওয়া যায় না; এখানে মানুষ থাকে কি ক'রে? তা ছাড়া, তুমি দেখ, এত আক্রা-গণ্ডার বাজার, লুঠ-তরাজ হবেই।'

পেছন ফিরে তাকিয়ে আবার ফিসফিস ক'রে বলে পলিনা:

'এই আমার রাঁধুনীটাকেই দেখ না। আগে কত ভালো ছিল আর এখন দেখলেই খেঁকিয়ে ওঠে। মনে হয় ও সব সময়েই মদ খেয়ে আছে। কোনদিন রাতে আমাকেই খুন ক'রে রেখে দেবে। আর এই ডামাডোলের বাজারে করবে নাই-বা কেন? কাল শুনতে পেলাম কার সঙ্গে চাপা গলায় কথা বলছে। ভাবলাম—হল বুঝি এইবার! খুব আস্তে, দরজাটা এই একটুখানি ফাঁক ক'রে দেখি কি, ও হাঁটু গেড়ে ব'সে কি সব বিড়বিড় করছে! এমন ভয় লাগলো!'

পলিনার ভীত ফিসফিসানি বন্ধ ক'রে দেয় ইয়াকব:

'থাম; শোন: আমি আগে যাব......'

হাঁটুতে কিল মেরে চেঁচিয়ে ব'লে ওঠে পলিনা, 'না। আমি আগে যাব! তুমি টাকাটা আমায় দেবে, আর……'

অপমানে, রাগে ইয়াকব জিজ্ঞাসা করে, 'তাহলে তুমি আমায় বিশ্বাস কর না?' দৃঢ় উত্তর পায়,

'না, করি না। আমার বাপু শাদা কথা। আমি সোজা ব'লে দিচ্ছি, না! সবাই যখন পৃথিবীতে সব বিশ্বাসই নষ্ট করছে, এমন কি জারকেও ঠকাচ্ছে তখন আমি তোমাকে বিশ্বাস করি কেমন ক'রে? তুমি নিজে কাউকে বিশ্বাস কর?'

যুক্তিটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না; আরও বেশী উড়িয়ে দেওয়া যায় না গায়ের কাপড়ের আলগা ভাঁজের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসা তার আধখানা সুডৌল বুক। ফলে ইয়াকব হার মানে। ঠিক হয় যে পরের দিনই পলিনা বাঁধা-ছাঁদা ক'রে নিয়ে বোর্গোরোড যাত্রা করবে আর সেখানে পৌঁছে ইয়াকবের জন্যে অপেক্ষা করবে।

পরের দিন সকালে ইয়াকব যখন মাথা ধরার আর পেট ব্যথার কথা বলে তখন অবিশ্বাস করার কারণ খুব বেশী কারও থাকে না, কেন না গত কয়েক মাসে ইয়াকবের ওজন ত কমেছেই, সে আরও কুঁড়ে, আরও অন্যমনস্ক হয়ে উঠেছে, তার চিকচিকে চোখের ওপর পড়েছে ধূসর ছায়া। আট দিন পরে, অবহেলায় বে-মেরামত রাস্তার এক ধার দিয়ে ধীরে ধীরে গাড়ী চালিয়ে সে ইষ্টিশন অভিমুখে রওনা হয়। রাস্তার এখানে ওখানে মস্ত মস্ত গর্তে উত্তাপে ফাটা কাদার স্তূপের মধ্যে বড় বড় পাথরের টুকরো। ইয়াকবের পেছনে প'ড়ে রইল ঠিক এমনিই ভগ্ন ছিন্নমূল জীবন; সামনেও ধোঁয়াটে আকাশের কোমল অন্ধকার গহ্বর থেকে অন্ধ আকুলতায় চেয়ে রইল সূর্য।

এক মাস পরে, মস্কো থেকে ফিরে বাড়ী যাবার পথে মিরণ আর্টামোনোব একবার তাতিয়ানার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে এ বাড়ীতে

ঢুকল। মাথা নীচু ক'রে, যেন হাতের তালু নিরীক্ষণ করতে করতে সে বললে,

'একটা খারাপ খবর দিতে আসতে হল। সেই যে ছোটলোক মেয়েমানুষটার সঙ্গে ইয়াকব থাকত সে, মস্কৌতে আমার সঙ্গে দেখা ক'রে বললে যে, ট্রেনে জন কয়েক লোক—আর জানোই ত আজকাল লোকজন সব কি রকম—ইয়াকবকে মারধোর ক'রে ট্রেণ থেকে ফেলে দেয়।......'

'সে কি!' চেয়ার থেকে উঠবার চেষ্টা ক'রে চেঁচিয়ে ওঠে তাতিয়ানা।

'ট্রেণখানা তখন চলছিল। দু দিন পরে সে মারা যায়। মেয়েছেলেটা পেটুশ্‌কি ষ্টেশনের কাছে এক গাঁয়ের গোরস্থানে তাকে মাটি দিয়েছে।'

চোখে রুমাল চেপে ধরে তাতিয়ানা; কাঁধ দুটি ফুলে ফুলে ওঠে। কালো ঘাঘরা এমন ক'রে মেঝের ওপর এলিয়ে পড়তে থাকে যে মনে হয় এই হাড়-সার, দীর্ঘ-গ্রীব মেয়েটা বুঝি গ'লে গ'লে মিলিয়ে যাচ্ছে।

মিরণ নাকের ওপর চশমাটা ঠিক ক'রে নেয়; আঙুল মটকায়; হাত দু খানা ঘষতে ঘষতে অনেকক্ষণ ধ'রে শোনে গির্জার একক ঘণ্টাধ্বনি। সান্ধ্য প্রার্থনার আহ্বান ঐ ধ্বনিতে। পায়চারি করতে করতে শেষ পর্যন্ত মিরণ ব'লে ফেলে,

'কেঁদে কি লাভ? তুমিও জানো আমিও জানি ইয়াকব কোনো কাজেরই ছিল না। আর তার বোকামি, মনে কিছু কর' না, প্রায় অসভ্যতার স্তরে গিয়ে পড়ে। অবশ্য লজ্জার ব্যাপার এ কথা ঠিকই।'

চোখ পিট পিট ক'রে তাতিয়ানা ব'লে ওঠে, 'হে ভগবান!' কেঁদে কেঁদে চোখ লাল হয়ে ওঠে। মুখে আঙুল ভিজিয়ে নিয়ে ভুরু দুটি সে মসৃণ করতে থাকে।

পকেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে মিরণ ব'লে যায়, 'মেয়েটার আবার সাহস কম নয়। শোকার্ত বিধবার মত ঢঙখানা করবার কি প্রাণপণ চেষ্টা। কিন্তু তাতে কি আমি ভুলি। সাজ-পোষাক দেখে ত মনে হল ইয়াকবকে একেবারে দুয়ে নিয়েছে। আবার বলে কি যে বাড়ীতে না কি এ খবর সে দিয়েছে।'

তাতিয়ানা মাথা নেড়ে অস্বীকার করে।

'তাহলে লেখে নি? যা ভেবেছি তাই। আমার মনে হয় তোমার বাবা মাকে এ খবর এখন দেওয়া সমীচীন হবে না। তাঁরা জেনে রাখুন সে বেঁচে আছে। কি বল, এঁ্যা?'

'সেই সব চেয়ে ভালো হবে,' তাতিয়ানা স্বীকার করে।

'অবশ্য জ্যাঠার আর কিছু বুঝবার মত অবস্থা নেই কিন্তু তোমার মা কেঁদে কেঁদে একেবারে ভাসিয়ে দেবে।'

মাথা নেড়ে তাতিয়ানা বলে,

'আমাদের সকলেরই সময় ঘনিয়ে এসেছে।'

'এখানে থাকলে অবশ্য তাই। তবে আমি, বৌ আর ছেলেপিলেদের, অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দিচ্ছি আর তোমাদেরও বলছি অন্যত্র চ'লে যেতে। মানে ঝাকার মোরোজোবের হাতে......। বুড়োদের কাছে আমরা কিছু বলব না। যাই হোক, ভেবে দেখ, এখন আমি তাহলে আসি। বৌ-এর আবার শরীরটা ভালো নয়।'

লম্বা হাতখানা বাড়িয়ে সে করমর্দন করে। তারপর যেতে যেতে বলে,

'আজকালকার দিনে যাতায়াত করা যে কি ভয়ানক ব্যাপার হয়ে উঠেছে। রাস্তাঘাটের অবস্থা ভীতিপ্রদ।'

অর্ধ-অচেতন অবস্থায় কাটে পিয়োতর আর্টামোনোবের দিন আর যত দিন যায় ততই সে যেন আরও গভীর ঘুমে ডোবে। সারা রাত্রি

এবং দিনের বেলায়ও বেশীর ভাগ সে শুয়েই থাকে ; বাকীটা কাটায় জানলার সামনে আরামকেদারায় ব'সে। জানলার বাইরে নীল শূন্য—মাঝে মাঝে মেঘে ঢাকা পড়ে। তখন কাঁচের ওপর ছায়া পড়ে এক এক গোমরা-মুখো মোটা বুড়োর—তার চোখ ফোলা ফোলা, দাঁড়ি পাকা আর জট পাকানো।

আপনমনে ভাবতে ভাবতে আর্টামোনোব বিড়বিড়িয়ে ওঠে :

'খাসা ডাঁশটা!'

বৌ এসে পিঠের ওপর ঝুঁকে প'ড়ে, ঘ্যানঘেনিয়ে আর্টামোনোবকে চেতিয়ে তুলবার চেষ্টা করে,

'তোমার একটু হাওয়া বদলানো দরকার। চিকিৎসার দরকার।'

আলস্যে আর্টামোনোব বলে, 'এখান থেকে যা ; বেরিয়ে যা এখান থেকে মাগী। দেখলে ঘেন্না লাগে। এখান থেকে যা বলছি।'

আর তারপর একলা একলা ব'সে ব'সে কান পেতে শোনে। আঙিনায়, বাগানে, সব জায়গাতেই লোকের খুশীর কোলাহল ; কিন্তু কারখানা—কারখানা একেবারে স্তব্ধ।

তার মধ্যেকার যে ভুল-ভেঙে-যাওয়া আর্টামোনোব চিন্তার খোঁচায় তাকে সচেতন ক'রে তুলত সে আর বেঁচে নেই। আর বেঁচে না থেকে ভালোই হয়েছে। চিন্তা করতে আজকাল কষ্ট হয়। চিন্তা করার ইচ্ছে পর্যন্ত নেই। কি হবে চিন্তা ক'রে? তাতে কি কিছু বোঝার সুবিধে হয়? একেবারে না। চারিদিকের আপনজনেরা সব গেল কোথায়—ইয়াকব, তাতিয়ানা, মিত্যা?

মাঝে মাঝে সে বউকে শুধোয়,

'ইলিয়া ফিরে এসেছে?'

'না।'

'এখনও আসে নি?'

'এখনও না।'

'ইয়াকব?'

'ইয়াকবও নয়।'

'তাহলে ওরা সব আছে বেশ। আর এদিকে মিরণ ব্যবসাটাকে জেঁাকের মত শুষছে।'

নাতালিয়া উপদেশ দেয়, 'ও সব কথা ভেব না।'

'যা এখান থেকে।'

স'রে গিয়ে এক কোণে ব'সে দীপ্তিহীন চোখে সে তাকিয়ে থাকে এই লোকটার দিকে যার সঙ্গে সে জীবনের এতগুলো দিন কাটিয়েছে। নাতালিয়ার মাথা কাঁপে; হাতগুলো এমন অবশ যে মনে হয় আঙুলের গিঠগুলো সব বুঁঝি ছেড়ে গিয়েছে। আজ সে একেবারে রোগা। দেহ তার মোমের বাতির মত গ'লে গ'লে গিয়েছে।

মাঝে মাঝে, তারপর প্রায়ই, বাড়ীতে দুর্বোধ্য একরকম তাড়াহুড়োতে, অচেনা সব লোকের উপস্থিতিতে, সচেতন হয়ে ওঠে আর্টামোনোব। সে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে, বুঝবার চেষ্টা করে ঐ লোকগুলো পাগলের মত কি সব ব'কে যাচ্ছে আর কেনই বা বৌ কেঁদে চলেছে:

'হায়, হায়, তোমরা এ সব কি করছ? কেন? উনিই ত মালিক—হ্যাঁ, আমি বলছি উনি মালিক। আমরাই মালিক। নিয়ে যেতে হলে আমাকেই ওঁকে নিয়ে যেতে দাও। ওঁর চিকিৎসার দরকার —সহরে থাকা দরকার। আমিই ওঁকে নিয়ে চলে যাব।'

আর্টামোনোব অবাক হয়ে ভাবে, 'আমাকে ও লুকোতে চায়। কেন? আচ্ছা বোকা ত। সারাজীবনটা ওর বোকামী ক'রেই কাটল। আবার ইয়াকবটাও ওরই মত হয়েছে। শুধু ইয়াকব কেন, সকলেই। কেবল ইলিয়া—ইলিয়া হয়েছে আমার মত। সে এসে পড়লেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

বৃষ্টি, তারপরে তুষার আর বরফ; তারপর শাঁ শাঁ ক'রে এল ঝড়।

এই অর্ধ-অচেতন অবস্থা থেকে আর্টামোনোব হঠাৎ জেগে ওঠে ভীষণ ক্ষিদেয়; দেখে যে সে বাগানের মধ্যে গ্রীষ্মাবাসে রয়েছে। গাছের ভিজে ডাল দেয়ালের কাঁচে এসে লাগে। আর সেই কাঁচের মধ্যে দিয়ে লালচে আকাশ আরও কাছে এগিয়ে এসে—এই দু হাত পরেই, গাছগুলোর পেছনেই যেন ঝুলছে।

'ক্ষিদে পেয়েছে,' বললে সে। কেউ উত্তর দিলে না।

নীলচে, স্যাৎসেঁতে ধূপছায়া বাগানের মাথায় ঝুলছে। পরস্পরের কাঁধে মাথা দিয়ে দুটো ঘোড়া গ্রীষ্মাবাসের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটা ধূসর, আর একটার রং আরও ঘোর। কাছেই বেঞ্চিতে ব'সে সাদা সার্ট-পরা একটা লোক লম্বা একগাছা দড়ির গিঁট খুলছে।

'নাতালিয়া, শুনতে পাচ্ছ না? আমার কিছু খেতে দাও।'

ঘোর কেটে গেলে যখনই আর্টামোনোব উঠে ডেকেছে তখনই নাতালিয়া প্রথম ডাকেই সাড়া দিয়েছে। কাছে কাছেই সে থেকেছে সব সময়। আর আজ সে এখানেই নেই।

'তাহলে সে কি……' অবাক হয়ে ভাবে সে। মাথাটা একটু পরিষ্কার হয়ে আসছে। 'অসুখ বিসুখ হয়েছে হয় ত।'

মাথা তুলে ঝোপের মধ্যে দিয়ে দেখে কি, স্নানের ঘরের দরজার কাছে কি একটা চক চক করছে, নজর ক'রে বোঝে ওটা রাইফেল—বাঁটে বেয়নেট লাগানো। সবুজ পোষাক পরা যে সৈন্যটির হাতে সেই রাইফেল ঝোপের আড়ালে সে অদৃশ্য। আঙিনায় কে একজন চীৎকার ক'রে ওঠে:

'এ কি হচ্ছে, কমরেডস্? এইরকম ক'রে বুঝি ঘোড়ার যত্ন করে? শুয়োরও লোকে এর চেয়ে ভাল ক'রে পোষে। ঘাসগুলো কি ভিজোবার জন্যে বাইরে রেখেছ? গ্রীষ্মাবাসের মধ্যে তালাচাবি বন্ধ হ'য়ে থাকবার কারও ইচ্ছা হয়েছে বোধ হয়?'

যে লোকটা দড়ির গিঁট খুলছিল সে দাঁড়িয়ে উঠে সাবধানে পাশের সৈন্যকে বলে,

'উনি মনে করেন উনিই ইয়ে; উচ্ছন্নে যা।'

সৈন্যটি উত্তর দেয়, 'আগের চেয়ে এখন হুকুম দেবার লোক আরও বেশী।'

'ওদের সব পাঠায় কোন সুমুন্দিরা?'

'ওরা নিজেরাই আসে। আজকাল, ভাই, সব কাজ আপনা-আপনিই হ'য়ে যায়। ঐ যেমন সেই রূপকথায় আছে না, সেই রকম।'

লোকটি কাছে গিয়ে ঘোড়ার ঘাড় চেপে ধরে। যতজোরে পারে, আর্টামোনোব চেঁচিয়ে ওঠে

'এই, কে আছ, আমার বউকে ডেকে দাও!'

উত্তর এল, 'থামো বুড়ো। বউকে ডেকে দাও, বউকে! খাসা আছে!'

ঘোড়াদুটো খুলে নিয়ে যায়। মুখ আর দাড়ির ওপর হাত বুলিয়ে, হিম আঙুল দিয়ে কান টেনে ধ'রে, চারিদিকে তাকায় আর্টামোনোব। গ্রীষ্মাবাসের পেছন দিকে জানলাহীন এক দেয়ালের ধারে প'ড়ে আছে সে। দেয়ালে আঁকা আপেল গাছ থেকে পাহাড়ে জামের মত লাল লাল ফল থোকায় থোকায় ঝুলে রয়েছে। একটা শক্ত কিসের ওপর শুয়ে রয়েছে আর্টামোনোব। একটা গরম জামা গায়ে আর একটা গরম ময়লা কোট ওপরে চাপানো থাকলেও ওম

তার কিছুতেই হচ্ছে না। কিছুতেই মাথায় ঢুকছে না কেন সে এখানে প'ড়ে। হয়ত কোনো ছুটির দিনের উৎসবের জন্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করবে বাড়ীখানা। কোন ছুটি? বাগানে ঘোড়া কেন আর কেনই বা এই গ্রীষ্মাবাসের কাছে সৈন্য? আর ঐ আঙিনার ওপর থেকে চেঁচাচ্ছিল—ঐ বা কে?

'আমি বলছি কমরেড, তোমাদের মাথায় একেবারে গোবর! লোকেরা সব ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে, এঁ্যা? ক্লান্ত হবার সময়ের এখনও অনেক দেরী! বোকার মত কথা বল' না।'

চীৎকার দূর থেকে এলেও কাণে তালা লেগে যায় আর্টামোনোবের, মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম করে। পা দুটোও কেমন অসাড় হয়ে গেল—হাঁটুর নীচে থেকে আর নড়ছে না। দেয়ালের ঐ আপেল গাছটা এঁকেছিল ভ্যানিয়া লুকিন। লোকটা ছিল চোর। পরে এক গির্জায় চুরি ক'রে জেলের মধ্যেই মারা যায়।

খশ্‌খশে টুপী মাথায় দিয়ে মস্ত একটা কে গ্রীষ্মাবাসে ঢোকে। সে আনে ঠাণ্ডা ছায়া আর আলকাতরার তীব্র গন্ধ।

'কে, টাইখন?'

'তা ছাড়া আবার কে?'

টাইখনের কর্কশ উত্তরেও যেন কানে তালা লাগে। বুড়ো মালী বাহু দু খানা এমন ক'রে দোলাতে দোলাতে আসে যে মনে হয় সে ঐ ক্যাঁচ্‌কেঁচে মেঝের ওপর দিয়ে সাঁতার কেটে আসছে।

'ওখানে অত চেঁচাচ্ছে কে?'

'ঝাকার মোরোজোব।'

'আর ঐ সৈন্যটা ওখানে কি করছে?'

'যুদ্ধ হচ্ছে যে।'

একটু চুপ ক'রে থেকে আর্টামোনোব জিজ্ঞাসা করে,

'শত্রু এতদূর পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে?'

'এ যুদ্ধ তোমার বিরুদ্ধে, পিয়োতর ইলিচ্।'

মনিব কঠিন স্বরে উত্তর দেয়,

'বুড়ো হাঁদা কোথাকার! রসিকতা করিস না আমার সঙ্গে। আমি তোদের ঐ কমরেড নই।'

টাইথন শান্ত গলায় উত্তর দেয়,

'এইটাই শেষ যুদ্ধ। ওরা আর যুদ্ধ চায় না। এখন সকলেই ভাই-ভাই। আর হাঁদা যদি বলেন ত সে কথা সত্যি—আমি বুড়ো হয়েছি ত।'

স্পষ্টতঃই টাইথন মজা মারছে। মাথার টুপীটা পর্যন্ত না খুলে সে মনিবের পায়ের কাছে অসঙ্কোচেই ব'সে পড়ে। বাইরে ভাঙা হেঁড়ে গলায় কে হুকুম দেয়,

'আর মনে থাকে যেন: রাত আটটার পর কোনো বে-সামরিকের রাস্তায় চলা নিষেধ!'

'আমার বউ কোথায়?' আর্টামোনোব জিজ্ঞাসা করে।

'রুটির সন্ধানে বেরিয়েছেন।'

'তার মানে? সন্ধানে মানে?'

'মানে যা তাই। রুটি ত আর পাথর নয় যে, যেখানে সেখানে প'ড়ে থাকবে।'

বাগানের ওপর নীল ধূপছায়া ঘন হ'য়ে আসে; স্নানের ঘরের কাছে সৈন্যটা শব্দ ক'রে ক'রে হাঁই তোলে। তাকে আর স্পষ্ট ক'রে দেখা যায় না, শুধু তার বেয়নেটখানা জলের মধ্যে মাছের মত চক চক করে। অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয় আর্টামোনোবের কিন্তু সে মুখ বুঁজেই থাকে। টাইথনের কাছ থেকে কাজের কথা ত কিছু পাওয়া যাবে না। তা ছাড়া কথাগুলো সব মাথার মধ্যে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে

আর এমন জড়াপটকি বেধে যাচ্ছে যে, কোনটা সব চেয়ে বেশী প্রয়োজনীয় তা সে ঠিকই ক'রে উঠতে পারছে না। আর সবের ওপরে পেয়েছে ভীষণ ক্ষিদে।

টাইখন ক্ষুব্ধ হ'য়ে বলে,

'আমি বোকা হ'তে পারি কিন্তু সত্যটা আমিই প্রথম বুঝেছিলাম। এখন দেখ, জীবন কি রকম বদলে যাচ্ছে। আমি সব সময় বলেছি: তোমাদের কপালে অনেক দুঃখু। আর দেখতেই ত পেলে কেমন ওরা কাঠের কুচির মত ফুঁ দিয়ে দিলে তোমাদের সরিয়ে। এই রকমই হয়, পিয়োতর ইলিচ্। শয়তান ছুরি চালিয়েছে আর তোমরা সেই ছুরিতে দিয়েছ শান। কিসের জন্যে? তোমরা এত পাপ করেছ, সমানে করেছ যে, তার আর সীমা নেই। সব দেখেছি আমি আর অবাক মেনেছি। কেবল ভেবেছি—এর শেষ হ'বে কবে। এখন এসেছে সেই শেষ—তোমাদের শেষ। সীসের গুলিতে এখন সমস্ত কুকাজের দাম পাচ্ছ। গাড়ীর চাকা গিয়েছে ঘুরে।'

'ও পাগলের মত বকছে,' ঠিক ক'রে ফেলে আর্টামোনোব। তবু শুধোয়:

'আমি বাইরে এখানে প'ড়ে কেন?'

'ওরা তোমাকে বাড়ী থেকে বের ক'রে দিয়েছে।'

'মিরণকে?'

'সক্কলকেই।'

'ইয়াকবের কি খবর?'

'সে ত অনেক দিন থেকেই নেই।'

'ইলিয়া কোথায়?'

'লোকে বলে নতুন যারা ক্ষমতায় এসেছে তাদের সঙ্গে। সেই জন্তেই বোধ হয় তুমি এখনও বেঁচে রয়েছ—ঐ ইলিয়া ঐ দলে আছে ব'লে। তা না হ'লে……'

'মাথা খারাপ হয়েছে,' একেবারে ঠিক ক'রে ফেলে আর্টামোনোব; আর চুপ ক'রে ভাবতে থাকে, 'বুড়ো বয়সে ওর ভীমরতি হয়েছে। এ ত হবেই, জানা কথা।'

ছোট ছোট ক্ষীণ তারা দেখা দেয় আকাশে। পিয়োতরের বেশ মনে পড়ে যে তারাগুলো এ রকম ত আগে দেখাত না; আর এত তারাও আগে কখনও দেখা যায় নি।

টুপীটা খুলে, এ ধারে ও ধারে ছুলিয়ে, আবার টাইথন ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকে ঃ

'তোমাদের সেই সব অতিবুদ্ধির এখন গলায় দড়ি হচ্ছে। আর যাদের ছিল না কিছুই তারা এখন বেঁচেছে।'

তারপরেই হঠাৎ, সম্পূর্ণ অন্য রকম গলায়, সে জিজ্ঞাসা করে,

'সেই ছেলেটাকে মনে পড়ে? সেই কেরাণীর ছেলে পাশকাকে?'

'সে কথা কেন?'

এই আকস্মিক প্রশ্নে পিয়োতর ভয় পাবে কি শুধুই আশ্চর্য হবে ঠিক করতে পারে না। তবু এক মুহূর্ত পরেই টাইখনের কথা শুনে ঠিক করতে তার দেরী লাগে না ঃ

'তুমি তাকে খুন করেছিলে—ঐ যেমন ঝাকার মোরোজোব তার কুকুর ছানাটাকে মেরে ফেলেছে সেই রকম ক'রে। তাকে কেন খুন করেছিলে বলতে পার?'

এতক্ষণে আর্টামোনোব বুঝতে পারে। এতদিন পরে টাইথন সেই কথা পুলিশকে জানাতে পুলিশ আর্টামোনোবকে গ্রেপ্তার করেছে। কিন্তু

ভয় সে বিশেষ পায় না, বরং এই অমানুষিক নির্বুদ্ধিতায় একেবারে অধৈর্য হ'য়ে ওঠে। কনুইতে ভর দিয়ে মাথা তুলে সে শান্ত কণ্ঠে বলতে থাকে, রাগে বিদ্রূপে। মুখটা কেমন শুকিয়ে ওঠে আর জিভখানা হ'য়ে ওঠে তেতঃ

'মিথ্যে কথা! আর তা ছাড়া, সব দোষেরই শাস্তির একটা সময় আছে। আমার সে সময় কেটে গিয়েছে। তোর শিকার ফসকে গেল, হাঁ; আর মাথারও তোর ঠিক নেই। সে দিন যা দেখেছিলি আর যা বলেছিলি তা তুই ভুলে গিয়েছিস।'

বুড়ো উত্তর দেয়, 'হাঁ, কি বলেছিলাম? স্বচক্ষে তোমাকে মারতে না দেখলেও বুঝতে আমার কিছু বাকি ছিল না। যা বলেছিলাম তার উদ্দেশ্য ছিল তোমার মন বোঝা। আমার মিথ্যে কথাটাকেই তুমি খুশী হ'য়ে লুফে নিলে। আমি শুধু দেখে গেলাম আর অপেক্ষা করতে লাগলাম, অপেক্ষা করতে লাগলাম।······দেখলাম তোমরা সক্কলে এক রকম। এ্যালেকসি ইলিচ তার মাতাল শ্বশুরকে দিয়ে বার্স্কির সরাই-এ আগুন লাগায় আর তোমার বাবা সেটি ঠিক বুঝতে পেরে মাতালটা যেন পিটুনি খেয়ে মরে তার ব্যবস্থা করেন। নিকিটা ইলিচ জানত—তারও কিছু বুদ্ধি ছিল কি না। সে হয়ত মুখ বুঁজেই থাকত কিন্তু তোমার ওপর চ'টে গিয়ে আমাকে ব'লে ফেলেছিল। আমি তাকে বলেছিলাম: 'তুমি সাধু মানুষ; তোমার এ সব কথা ভুলে যাওয়া উচিত। কিন্তু আমি—আমি এ কথা মনে রাখব!' তোমাদের কাজ কর্মে দিনের পর দিন নিকিটা ভীত হ'য়ে উঠছিল। তাই সে গলায় দড়ি দেয়, আর তারপরে মঠে চ'লে যায়—তোমাদেরই জন্যে প্রার্থনা করতে! তোমাদের জন্যে প্রার্থনা করতেও তার ভয় লাগত। সাহস পেত না সে! আর তাই সে শেষ পর্যন্ত ভগবানে বিশ্বাসই হারিয়ে ব'সে থাকল·········'

টাইখনের কথার বুঝি আর কখনও শেষ হবে না। তার কথায় যে কোনো বিদ্বেষ আছে তা মনেই হয় না ; সে ব'লে যায় শান্ত চিন্তিত কণ্ঠে। ঘনায়মান রাত্রির উষ্ণ, ঘন অন্ধকারে তার চেহারাটা আর বোঝাই যায় না। রাত্রিবেলায় বাদুরের পাল চ'লে যাওয়ার মত টাইখনের ভাঙা গলার খসখসে আওয়াজে কোনো ভয় অবশ্য আর্টামোনোবের লাগে না। কিন্তু কথাগুলির গুরুভার তাকে পাড়্ ক'রে ফেলে, একেবারে নির্বাক ক'রে দেয়। ক্রমশঃই আর্টামোনোবের স্থির বিশ্বাস হয় যে নির্ঘাত লোকটার মাথা খারাপ হ'য়ে গিয়েছে। যেন কোনো গুরুভার কাঁধ থেকে নামিয়ে ফেলেছে এমনি স্বস্তির দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে টাইখন। তারপর সেই একঘেয়ে গলায় পুরোনো কথা খুঁড়ে খুঁড়ে বের করে—সেই সব কথা যা ভুলে গেলেই ভালো।

'তোমরা আর্টামোনোবেরা আমারও বিশ্বাস নষ্ট করেছ। শুধু তোমাদের জন্যেই নিকিটা ইলিচ্ আমার বিশ্বাসের মাথা খেয়েছে। নিজেরও খেয়েছে আমারও খেয়েছে। তোমাদের মত লোকের না আছে ভগবানে বিশ্বাস, না আছে শয়তানে বিশ্বাস। তোমাদের ঘরের দেবমূর্তিগুলি শুধু লোককে ধোঁকা দেবার জন্যে। কিসে যে তোমাদের বিশ্বাসটা আছে তা আমি আজও বুঝতে পারি নি। কিছুতে বিশ্বাস কি তোমরা কর ? হ্যাঁ, কর, ধাপ্পাবাজিতে। তোমাদের সারা জীবনটাই হল ধাপ্পাবাজি। এখন সেই সব হাঁড়ি হাটে গিয়েছে ভেঙে। তোমাদের মুখোস ওরা টেনে ছিঁড়েছে।.........'

প্রাণপণ চেষ্টায় আর্টামোনোব তার ভয়ানক ভারী পা দুখানা দম ক'রে ফেললে মেঝের ওপর কিন্তু মেঝের ঠাণ্ডা পায়ে লাগল না ; শুধু মনে হল পা দুখানা ভেঙে প'ড়ে গিয়ে সে যেন শূন্যে ঝুলছে। ভয় পেয়ে সে টাইখনের কাঁধ চেপে ধরতে গেল।

এক ঝটকায় তাকে সরিয়ে দিয়ে টাইখন জানতে চায় 'কি, কি চাও? আমাকে ছুঁয়ো না বলছি। আমার টুঁটি টিপে মারবার শক্তি তোমার নেই। সে জোর ছিল তোমার বাবার কিন্তু দম্ভ ক'রে মাটি করল। আমি ফের বলছি আমার ভগবানে বিশ্বাস তুমি ভেঙেছ। এখন আমার মরতে ভয় লাগে। এই সবের মূলে হ'লে তোমরা শয়তানেরা।'

আর্টামোনোবের ক্ষিদে সমানে বেড়েই চলেছে। তাই নিজের পায়ের এই অবস্থায় সে ভয়ে একেবারে যেন আধখানা হ'য়ে যাচ্ছে।

'আমি কি ম'রে যাচ্ছি? পঁচাত্তরও হয় নি এখনও আমার বয়েস। হে ভগবান······'

আবার সে শুতে চেষ্টা করে কিন্তু পারে না পা দুখানা তুলতে। টাইখনকে বলে,

'একটু সাহায্য কর আমাকে। পা দুখানা তুলে দাও।'

তার ভূতপূর্ব মনিবের নিশ্চেতন পা দুখানা বেঞ্চিতে তুলে দিয়ে থুঁতু ফেলে, আবার বসে টাইখন নিজের টুপীটার ওপরেই ঝুঁকে। তার হাতে কি একটা চিকচিক করছে। ঠাহর ক'রে আর্টামোনোব দেখে সেটা ছুঁচ। এই অন্ধকারেই টাইখন কি একটা তার টুপীর সঙ্গে সেলাই করছে। নির্ঘাত তাহলে ও পাগল হ'য়েছে। মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যায় একটা ধূসর প্রজাপতি। বাইরে বাগানে তিনটি আলোকের রেখা। দূর থেকে আসে একটা অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর :

'আমাদের আর ফিরবার পথ নেই, কমরেডস্, কোনোদিন থাকবেও না।'

সে কণ্ঠস্বর টাইখন ডুবিয়ে দেয়,

'তোমার বাবাও পাপী। আমার ভাইকে খুন করেছিল।'

যন্ত্রের মত আর্টামোনোব উত্তর দেয়, 'মিথ্যে কথা।' কিন্তু তারপরেই জিজ্ঞাসা করে, 'কখন খুন করেছে?'

'সেই তখন।'

হঠাৎ ক্রোধে আর্টামোনোব চেঁচিয়ে ওঠে, 'কেন সমানে মিথ্যে কথা বলে যাচ্ছিস, পাগল, হাঁদা কোথাকার!' ক্ষিদেয় তার পেটে কুরে কুরে খাচ্ছে, শক্তি আসছে নিঃশেষিত হ'য়ে। 'কি, তোর উদ্দেশ্য কি? তোর কাছে কি আমার বিবেকের চাবিকাঠি আছে? তুই কি আমার বিচারক? বলি এতদিন, এই তিরিশ বছর মুখ বুঁজে ছিলি কেন?'

'ছিলাম। ভাবছিলাম।'

'হিংসে জমাচ্ছিলি? এঁ্যা···জমা, জমা; পুলিশে খবর দে।'

'পুলিশ আর নেই।'

'যা গিয়ে বল: এই যে, এই লোকটা। সারাজীবন এ আমাকে খাইয়েছে পরিয়েছে। এর বিচার হোক! কিন্তু তুই ত খবর দিয়ে ব'সে আছিস, দিস্ নি? তোর মতলবটা কি খুলে বল দেখি। ভয়? তাই দেখাচ্ছিস না কেন? মোড় দিয়ে টাকা বের ক'রে নে না।'

'তোমার কোনো টাকাকড়িই যে আর নেই। তোমার কিছুই নেই আর ছিলও না কোনোদিন। বিচারক? বিচারকের আমি কি ধার ধারি? আমার বিচার আমার কাছে।'

'তাহলে আমাকে শাসাচ্ছিস কিসের জন্যে, উল্লুক, গবেট?'

তবু আর্টামোনোব অস্পষ্টভাবে হ'লেও বোঝে যে, টাইখন তাকে ভয় মোটেই দেখাচ্ছে না। টাইখন তার ক্ষোভ প্রকাশ ক'রেই চলে:

'সব খুনেদের দিন এবার শেষ হয়েছে। কেন খুন করেছিল আমার ভাইকে?'

'কেউ খুন করে নি তোর ভাইকে। মিথ্যে কথা!'

পরস্পরকে বাধা দিয়ে দুই বুড়োতে এখন আরও দ্রুত কথা ব'লে চলেছে:

'মিথ্যে কথা! সে দিন রাতে তার সঙ্গে আমি ছিলাম না?'

'কার সঙ্গে?'

'ভাই-এর সঙ্গে। তোমার বাবা যখন তাকে খুন করলে তখন আমি ভয়ে পালালাম। মরবার সময় সেই রক্তই উঠেছে তোমার বাবার মুখ দিয়ে। কিন্তু রক্তপাত কেন করেছিল তোমার বাবা?

'দেরী ক'রে ফেলেছিস্।'

'হাঁ, আর তাই আজ তোমাকে টেনে নামিয়েছে, বাইরে বের ক'রে দিয়েছে। কেউ আজ তোমাকে বাঁচাবে না। আর আমি সেই আগের মতই পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি।'

'আগের মতই প্রলাপ বকছিস, হ্যাঁ।'

আর্টামোনোবের মনে হয় যে তার এই ভূতপূর্ব চাকরটা তাকে কোণ-ঠেসা ক'রে একটা গর্তের মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। সেই গর্তে সবই অন্ধকার, দুর্বোধ্য, ভয়াবহ। তাই সে বারে বারেই বলে:

'দেরী করে ফেলেছিস। মিথ্যে কথা। তোর কোনোকালেই ভাই ছিল না। তোদের মত লোকের কারও কিছু থাকে না।'

'আমাদের বিবেক আছে।'

'তুই আমার ছেলে ইলিয়ার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিস। তুই তাকে বিপথে চালিয়েছিস্।'

'তোমরা আর্টামোনোবেরাই আমার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছ—নিকিটা ইলিচ আর তার যত স্বপ্ন কথা।'

'সে বলত তুই ত তাকে ঐ পথে চালিত করেছিস।'

'কতবার ভেবেছি তোমার বাবাকে খুন করব! প্রায় কোদাল ঘুরিয়ে বসিয়ে দিয়েছিলাম আর কি ………খেঁকশিয়ালের জাত তোমরা।'

'তুই নিজে, তোরা………'

'সেরাফিমকে তুমি হাত করলে। সে আবার আমাকেও জড়ালে। কাউকে সে আঘাত কখনও দেয় নি কিন্তু সৎ জীবন সে যাপন করে নি। কেন? সব ঐ তোমাদের বদমাইসি আর চালাকি।'

'কে যায়? কোথায়?' অন্ধকারে ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর আসে। 'কতবার তোদের হতচ্ছাড়াদের একই কথা বলতে হবে যে আটটার পরে আর ফেরাই মারা চলবে না।'

টাইখন উঠে বাইরে যায়। মনে হয় সে যেন অন্ধকারে ঝুপ ক'রে ডুবে গেল। উত্তেজনায়, ক্ষিদেয়, ক্লান্তিতে একেবারে মুষড়ে-পড়া আর্টামোনোব দেখে যে ঐ তিনটি আঠাল আলোর রেখার ওপরে কালো, বড় কিসের একটা ছায়া পড়ে বাগানে। আরও ভয়াবহ কিছুর আশংকায় সে চোখ বোঁজে।

'কিছু পেলে?' টাইখন জিজ্ঞাসা করে।

'এই যে, এইটুকু।'

আর্টামোনোবের বউ-এর গলা। কোথায় গিয়েছিল ও? এই বুড়োটার হাতে একা তাকে ফেলে কোথায় গিয়েছিল তোর বৌ?

কনুই-এ ভর দিয়ে, মাথা তুলে, চোখ মেলে অন্ধকারে তাকায় আর্টামোনোব—দেখে দুটো কালো মূর্তি। হঠাৎ তার মনে পড়ে সেই পুরোনো কথা, যা সে সারা জীবন ভেবে এসেছে: দোষ কার? কার

দোষে তার সারাটা জীবন এমন যা তা হ'য়ে গেল, এমন হতাশা আর প্রবঞ্চনায় ভ'রে গেল? এতদিনে সেই সমস্যার জবাব মিলল তার।

বৌ কাছে এসে, ঝুঁকে প'ড় ফিসফিস ক'রে বলে,

'যাক, তাঁর দয়ায়.........'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আর্টামোনোব দৃঢ়কণ্ঠে বলে, 'এই যে টাইখন, এই মাগীটার দোষ। ওরই লোভ আমাকে ছুটিয়ে নিয়ে বেরিয়েছে। ওরই লোভ!'

উল্লাসে সে গর্জ্জন ক'রে ওঠে,

'নিকিটাকেও ঐ ডুবিয়েছে। সব ওর দোষ। তুমি ত সব জানো টাইখন।'

হাঁফায় আর্টামোনোব। কিন্তু কি অদ্ভুত! বৌ একটুও চটে না বা ভয় পায় না। কাঁদেও না সে। কম্পিত হাতে তার চুলে বিলি কাটতে কাটতে, উদ্বেগে কিন্তু স্নেহেই সে ফিসফিস ক'রে বলে,

'চুপ। কথা বল' না। বাইরে ওরা বড্ড ছল-ধরা।'

'আমায় কিছু খেতে দাও।'

একটু চাটনি আর একখানা ভিজে রুটি সে আর্টামোনোবরে হাতে ধরিয়ে দেয়। চাটনিটা গরম কিন্তু রুটিখানা আঙুলে লেই-এর মত লেগে যাচ্ছে।

আর্টামোনোব বিস্ময়ে চেঁচিয়ে ওঠে,

'এ কি এ্যাঁ? এই—আমার জন্যে! আর কিছুই নেই?'

নাতালিয়া ফিসফিসিয়ে ওঠে, 'দোহাই তোমার! চুপ কর। আর কিছুই নেই। আর সৈন্যেরা পর্যন্ত......'

'এতদিনের সব কিছুর পরিবর্তে এই তুমি আমাকে দিচ্ছ ! আমার সব আশংকা. সারা জীবনের ভাবনার বদলে ?'

বিড় বিড় করতে করতে সে রুটিখানার ভার পরখ করে ; ভাসা ভাসা বোঝে যে, কিছু একটা ঘটেছে, অসহ্য কিছু, চরম কোনো অপমান। আর তার জন্যে একে, এই নাতালিয়াকেও দোষ দেওয়া যায় না।

আর্টামোনোব রুটিখানা দরজার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে ঝিমিয়ে পড়া কিন্তু স্থির-নিশ্চয় কণ্ঠে বলে,

'এ আমার চাই না।'

টাইথন সেখানা কুড়িয়ে নিয়ে ফুঁ দিয়ে ধুলো ঝাড়ে। নাতালিয়া আবার সেখানা আর্টামোনোবের হাতে গুঁজে দিতে দিতে ফিসফিস ক'রে বলে, 'খাও। রাগ কর' না।'

তার হাতখানা সরিয়ে দিয়ে আর্টামোনোব চেপে চোখ বন্ধ ক'রে অসহ্য রাগে, আবার বলে,

'খাব না আমি। বেরোও তোমরা।'